পদ্মিনী

(ঐতিহাসিক নাটক)

হরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

মথুরানাথ সাহা ও নীলকান্ত দাসের যাত্রায় অভিনীত

(শ্রীযুক্ত ভূতনাথ দাস কর্ত্তৃক সুরলয়ে গঠিত)

সপ্তম সংস্করণ

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্

কলিকাতা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ

১৩৩৭

কলিকাতা

১৬।১নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌এর পুস্তকালয় হইতে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত

এবং

১০৮নং নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড স্বর্ণপ্রেসে

শ্রীশিবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা।

পদ্মিনী "রাজস্থানে" লিখিত রাজপুতবালা, ভীমসিংহের বনিতা; দিল্লীপতি আলাউদ্দিন ইঁহারই রূপে মোহিত হইয়া চিতোর আক্রমণ করেন। উপস্থিত সময়ে বোধ হয়, এ আখ্যায়িকা অনেকেই অবগত আছেন।

যাত্রায় ঐতিহাসিক নাটক প্রণয়নে আমার এই প্রথম উদ্যম এবং যাত্রাতেও ইহা প্রথম অভিনয় বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। দেবদেবী-প্রাণময় হিন্দু-সমাজ পৌরাণিক কথা শুনিতে এবং দেবদেবীর চিত্র দেখিতে অতি ভালবাসেন, কিন্তু কালভেদে ও রুচিভেদে বর্ত্তমানকালে নানা বিশৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায়। নাটক-প্রণয়নের ও অভিনয়ের যাহা উদ্দেশ্য, তাহা রক্ষা করিতে হইলে নাট্যকারকে সময় অবস্থা দেখিয়া লইয়া তাহারই মুখাপেক্ষী হইতে হয়। উপস্থিত মুহূর্ত্তে গ্রন্থকার তাহারই অধীন।

পোঃ—কল্যাণপুর
জেঃ—হাওড়া।
শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়।

গ্রন্থকার প্রণীত ও সম্পাদিত

বিবিধ গ্রন্থাবলী।

থিয়েটারের নাটক—জয়দেব ১৲, ব্রহ্মতেজ ১৲, নীলকণ্ঠ ॥৹

যাত্রার গীতাভিনয়—প্রবীরপতন বা জনা, দাতাকর্ণ, কালকেতু, কালাপাহাড়, লবণ-সংহার (সচিত্র), মহীরাবণ, অন্নপূর্ণা (সচিত্র), শুকদেব চরিত, অলর্ক, প্রহ্লাদ চরিত্র, রুক্মাঙ্গদরাজার হরিবাসর প্রত্যেকের মূল্য ১৷৹ ; ভৃগু চরিত্র, শেষ-প্রভাস বা যদুবংশ ধ্বংস (সচিত্র), পদ্মিনী, দুর্গাসুর, চাণক্য, তারা, দীনবন্ধু, বিদুর, রাণী জয়মতী, মানভঞ্জন, মেঘনাদ, কণাদেবী, জয়লক্ষ্মী প্রত্যেকের মূল্য ১॥৹ ; সংস্কার স্বয়ংবর ১৷৹, ভক্তের ভগবান ৸৵৹ , রগড় (প্রহসন) ।৹

খোসগল্প—চালতার অম্বল, ছানার পায়েস, খাসাদই, ক্ষীরের নাড়ু, প্রত্যেকের মূল্য ৴৹ ; পাঁচোয়ার সিং (নক্সা) ৵৹

উপন্যাস—অলোক চতুরা (গার্হস্থ্য) ৸৹

স্ত্রীপাঠ্য—খুল্লনা (সচিত্র) ।৴৹, কর্ম্মদেবী (সচিত্র) ।৵৹

সদ্গ্রন্থ—হার (প্রাইজের উপযুক্ত, সুন্দর বাঁধাই) ৸৹, জটিল (সচিত্র) ।৵৹

স্কুলপাঠ্য—আদর্শ পত্রদলিল ।৴৹ হস্তলিপির আদর্শ ৴৹ ।

শাস্ত্রগ্রন্থ (তালপাতায় ছাপা)—শ্রীশ্রীচণ্ডী ১৲, রুদ্রচণ্ডী ।৵, নাগরী অক্ষরে চণ্ডী ১৲, গীতা ১৲, ব্রতমালা ১॥৹, কালীপূজা পদ্ধতি ।৹, জগদ্ধাত্রী পূজাপদ্ধতি ১৲, ভবদেব ১॥৹, দুর্গাপূজা পদ্ধতি—কালিকা পুরাণোক্ত, দেবী পুরাণোক্ত, বৃহন্নন্দিকেশ্বর মতে (তিন প্রকার) প্রত্যেকের মূল্য ১॥৹, (কাগজে ছাপা) শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতম্ (দশমস্কন্ধ) মূল, চারিটী টীকা অনুবাদ—বাঁধাই মূল্য ১২৲

শ্রীমদ্ভাগবতম্—১ম স্কন্ধ হইতে প্রতি খণ্ড ॥৹ হিসাবে প্রকাশিত হইতেছে।

বেদান্তদর্শনম্—প্রতিখণ্ড ১৲, ১০৭ খানি উপনিষদ মূল্য ২০৲

টোলের গ্রন্থ—রঘুবংশম্ ১—১৯ সর্গ ২॥৹, কুমার সম্ভবম্ ১—৭ সর্গ ১॥৹, ভট্টিকাব্যম্ ১—৯ সর্গ ৩॥৹, অমরকোষ মূল্য ।৵৹, সাহিত্য দর্পণম্ ১॥৹, শ্রুতবোধ ৴৹, কলাপ সূত্রম্ ৴৹, ছন্দোমঞ্জরী ।৵৹, মেঘদূতম্ ১৲

মাসিকপত্র—"কালের হাওয়া" বার্ষিক মূল্য ॥৹ আনা মাত্র।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পাত্র

ভীমসিংহ (চিতোরের প্রতিনিধি রাণা), লক্ষ্মণসিংহ (চিতোর-রাণা), অজয়সিংহ, অরিসিংহ প্রভৃতি লক্ষ্মণসিংহের পুত্রগণ, জীবানন্দ (সন্ন্যাসিরূপী কর্ত্তব্য কর্ম্ম), গোরা (পদ্মিনীর পিতৃদেশ হইতে আনীত জনৈক বিশ্বস্ত যোদ্ধা), বাদল (গোরার দ্বাদশবর্ষীয় ভ্রাতুষ্পুত্র), সমরসিংহ, সুরথসিংহ, বাজিরাও, বিক্রমসিংহ, রণজয় ও তেজঃসিংহ প্রভৃতি সর্দ্দারগণ, সৈন্যগণ, প্রতিহারী ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ। আলাউদ্দিন (দিল্লীর বাদসা), ফজেল (বাদ্‌সার বিশ্বস্ত সেনাপতি), খাতিম (ভণ্ড জ্যোতিষী), ফতেখাঁ (জনৈক সৈনিক), মুসলমান সৈন্যগণ, ক্ষাত্রিয়সৈন্যগণ, গ্রাম্য বালকগণ, কঞ্চুকী, ব্রাহ্মণগণ, ওস্তাদ গায়ক, দূত, জনৈক সন্ন্যাসী, চারণগণ ও সাধুগণ ইত্যাদি।

পাত্রী

ভৈরবী, শ্রীকালী, পদ্মিনী (ভীমসিংহের পত্নী চিতোর-রাণী), উমাবাই (লক্ষ্মণসিংহের পত্নী), কমলাদেবী (অরিসিংহের পত্নী), সহচরীগণ, পুরনারীগণ, পেয়ারীবেগম (আলাউদ্দিন বাদ্‌সার বেগম), বাইজীগণ, বাঁদি, বালিকাগণ ইত্যাদি।

পদ্মিনী

(ঐতিহাসিক নাটক)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[চিতোর রাজসভা]

লক্ষ্মণসিংহ ও জীবানন্দ আসীন।

লক্ষ্মণসিংহ। কিসের আনন্দ জীবানন্দ! চিতোরের প্রত্যেক নরনারী কোন্ আনন্দে এত বিভোর—এত আত্মহারা জীবানন্দ!

জীবানন্দ। পাগল! বিপুলবলশালী বাপ্পাদিত্য-খোমানের রাজসিংহাসনে ব'সে, চিতোরের সম্রাট রাণা লক্ষ্মণসিংহের এরূপ জিজ্ঞাস্য কখন শোভা পায় না।

লক্ষ্মণসিংহ। কেন—কেন জীবানন্দ!

জীবানন্দ। বালক! যে চিতোরের আনন্দ-কুসুম-সৌরভে রাজ্যবাসী উন্মত্ত, সে কুসুম-সৌরভ আজ কিনা রাণা সমরসিংহের স্থলাভিষিক্ত মহারাণা লক্ষ্মণসিংহের অনাঘ্রাত!

লক্ষ্মণসিংহ। না, না, জীবানন্দ, তুমি আমায় কিরূপ স্থির ক'রেচ, তা জানি নাই, তুমি আমায় কিরূপ ভাবে কোন্ মূর্ত্তিতে তোমার নির্ম্মল মধুকৌমুদীনিভ স্বচ্ছ হৃদয়ে ধারণ ক'রেচ, তা ব'ল্‌তে পারি না, কিন্তু আমি হৃদয়ের সমতা রেখে—জ্ঞানের সামঞ্জস্য রেখে তোমায় সত্য ব'ল্‌চি, চিতোরবাসীর নীরস আনন্দে আমি কোন দিনই আনন্দিত নই! একদিন ধ্যানের চক্ষে বা কল্পনার চিত্রে দেখি নাই যে, এই সৌন্দর্য্য-সম্পৎপরিশোভিতা চিতোরনগরীর বা রত্নগর্ভা ভারতমাতার বিশাল বক্ষে এই দুর্ভাগ্যের বিন্দুমাত্র আনন্দ আছে। কিসের আনন্দ জীবানন্দ! সত্য বল, চিতোরে আজ কিসের আনন্দ? অবশ্যই জান, ব'ল্‌তে পার্‌বে, বল—চিতোরে আজ এত আনন্দ কিসের!

জীবানন্দ। তবে বল দেখি রাণা লক্ষ্মণসিংহ, এবার সত্য ক'রে বল দেখি—তবে কেন ব'ল্‌ব না যে রাণা লক্ষ্মণসিংহ, মহারাজ বাপ্পাদিত্য কৈলাসেশ্বর মহেশ্বরাংশ খোমান্ বা দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর সমরসিংহের ভুবনবিদিত মণিমাণিক্যালঙ্কৃত ময়ূরাসনে উপবেশনের বাস্তবিকই উপযুক্ত পাত্র নন্—তবে কেন ব'ল্‌ব না যে, হে রাণা লক্ষ্মণসিংহ! তুমি অচিরাৎ রাজসিংহাসন, রাজ-মুকুট, রাজপদ ত্যাগ কর।

লক্ষ্মণসিংহ। ব'ল্‌বে না কেন, অবশ্য ব'ল্‌বে, শত সহস্র বার ব'ল্‌বে। আমি এই তুচ্ছ রাজসিংহাসন, রাজ-মুকুট, রাজপদের কোন দিনই ভিখারী নই। জীবানন্দ, তোমার বাক্য-নিঃসরণের সঙ্গে সঙ্গেই এই দেখ আমি রাজমুকুট উন্মোচন ক'র্‌চি।

জীবানন্দ। তাব'লে মহারাণা! এ তোমার গৌরব নয়, বংশগত মহাপুরুষের কার্য্য ক'রেচ, রাজনীতি পালন ক'রেচ, ভারতের চির গৌরব রক্ষা ক'রেচ, এতদ্ভিন্ন অধিক কিছু কর নাই।

লক্ষ্মণসিংহ। সত্যই জীবানন্দ, আমি নিতান্ত অধম; আমার গৌরবের কথা আমি ত ব'ল্‌চি না।

জীবানন্দ। তা না ব'ল্লেও মহারাণা, এখন তুমি স্মরণীয় পুরুষ। তবে পূর্ব্বে তুমি নিতান্তই নগণ্য, জঘন্য, অধম ছিলে। যখন চিরমান্য ভুবনপ্রসিদ্ধ মহাপ্রতাপশালী ন্যায়বান্ থোমানের রাজ-সিংহাসনে উপবেশন ক'রে প্রজাগণের হৃদয়ের আনন্দে হৃদয় মিশাতে পার নাই, যখন তুমি দীনদরিদ্র ভারতবাসীর করুণ রোদনে আপনার অন্তঃকরণকে কাঁদাতে শেখাও নাই, যখন তুমি রাজ-নাম ধারণ ক'রে রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালন কর নাই, তখন তুমি অধম কেন, তদপেক্ষা আরও নিন্দাসূচক বাচ্যে পরিগণিত ছিলে। কিন্তু এখন নও, এখন তুমি কর্ত্তব্যপথে প্রবেশ ক'রেচ, মানবের কর্ত্তব্য-সাধনাই মহত্ব—মহত্বেই দেবত্ব! এখন তুমি দেবতা! মানবশিক্ষার একখানি বিশুদ্ধ আদর্শ চিত্র!

লক্ষ্মণসিংহ। জীবানন্দ উপহাস ক'র না ভাই!

জীবানন্দ। পাগল! উপহাস ত ক'র্‌বই। এ সংসারই যে উপহাসের রঙ্গভূমি। নতুবা যে আনন্দে আজ চিতোর বিভোর, তুমি সেই চিতোরের রাজা হয়ে কেন রাজনাম, রাজসিংহাসন সকল ত্যাগ ক'রচ? ভাই লক্ষ্মণসিংহ! উপহাস এর কোন্‌টা নয়?

লক্ষ্মণসিংহ। উপহাস হোক্ ভাই জীবানন্দ! তাব'লে

চিতোরের এ পার্থিব আনন্দে লক্ষ্মণসিংহের আনন্দ জন্মাবে না, কেন না লক্ষ্মণসিংহ কাঙ্গাল দীনদরিদ্র। তাই ব'ল্‌ছি, এ দীন দরিদ্রের আনন্দ নগরে থাক্‌বে কেন ?

জীবানন্দ। জানি রাণা লক্ষ্মণসিংহ, তোমার ন্যায় দরিদ্রের আনন্দ, ভগবানের আনন্দময়ী লীলাভূমি বিজন বিপিন ভিন্ন, নর-কোলাহলপূর্ণ কলুষিত মর্ত্ত্যধামের আর কোথাও নাই। কিন্তু ভাই! এখন ত তুমি সে আনন্দধামের অধিকারী নও ?

লক্ষ্মণসিংহ। অতি আশ্চর্য্য, জীবানন্দ! যতদিন হ'তে তোমার সহিত আমার পরিচয়, ততদিনের মধ্যে তোমার মুখে কখন কোন ভ্রমাত্মক বাক্য শ্রবণ করি নাই, কিন্তু এতদিনের পর আজ একটা বিষম মারাত্মক ভ্রমের কথা শুন্‌লাম ভাই! "এখন আমি আনন্দধামের যোগ্য নই, পরে যোগ্য হব"—এ অযোগ্য ভ্রমপূর্ণ বাক্য রাণা লক্ষ্মণসিংহের পরমবন্ধু জীবানন্দের মুখে কি শোভা পায় ?

জীবানন্দ। অন্যের কথা জীবানন্দের মুখনিঃসৃত হওয়া অতি আশ্চর্য্য হ'তে পারে বটে, কিন্তু মহারাণা লক্ষ্মণসিংহের অতীত বা ভবিষ্যৎ সকল কথাই জীবানন্দের মুখে ধ্রুব সত্য।

লক্ষ্মণসিংহ। অকৃত্রিম বন্ধুত্বের এই উৎকৃষ্ট উপঢৌকন। এই বন্ধুত্বেরই দ্বিতীয় নাম স্বর্গের সুধা।

জীবানন্দ। তা নয়, রাণা, আমি তোমার বন্ধু নই! তুমি রাজপুত্র এবং উপস্থিত চিতোরের সিংহাসনে তুমিই একমাত্র অধিপতি, কিন্তু আমি তোমার শত্রুর ন্যায় সর্ব্বনাশ ক'রছি,

অলক্ষ্যে তোমার স্বর্গরাজ্য ভস্মসাৎ ক'র্‌চি, তুমি এখন আত্মহারা— বুঝ্‌তে পার্‌চ না।

লক্ষ্মণসিংহ। (অসি নিষ্কাষণপূর্ব্বক) এ কথা কি মহাত্মা জীবানন্দের স্ব-রচিত, না কোন দুরাত্মার ব্যঙ্গোক্তি? জীবানন্দ, সত্য বল ভাই!

জীবানন্দ। তরবারি নিষ্কাষণ ক'র্‌লে কেন?

লক্ষ্মণসিংহ। নির্দ্দোষ পবিত্রস্বভাব জীবানন্দের প্রতি যদি কোন দুরাত্মার এই ব্যঙ্গোক্তি হয় তা হ'লে তার নির্য্যাতনের জন্য।

জীবানন্দ। আর যদি জীবানন্দের এই বাক্য স্ব-রচিত হয়, তা হ'লে?

লক্ষ্মণসিংহ। তা হ'লে—না তা কখন হ'তে পারে না।

জীবানন্দ। তবে উন্মুক্ত অসি আবৃত কর। লক্ষ্মণসিংহ, ক্ষমার আত্মপর ভেদ ক'র না ভাই!

লক্ষ্মণসিংহ। (অসি আবৃত করিয়া) এ শিক্ষা জীবানন্দ ভিন্ন অপর কেহ জানে না, তাই লক্ষ্মণসিংহ জীবানন্দের এত পক্ষপাতী।

জীবানন্দ। যে দিন ঐ পক্ষপাতিত্ব ত্যাগে সমর্থ হ'তে পারবে, সেই দিন লক্ষ্মণসিংহের আনন্দ-ধামে বাস নিরবচ্ছিন্ন হ'য়ে উঠ্‌বে। রাণা, সত্যই আমি তোমার শত্রু, যেহেতু আমি তোমার পিতৃপুরুষের পবিত্র নামে কলঙ্ক দিচ্চি।

লক্ষ্মণসিংহ। কেন জীবানন্দ, বৃথা অনুতপ্ত হ'চ্চ? আমি যা চাই, তাই তোমার নিকট পেয়েচি, আমি যার জন্য এই অতল বিষয়সমুদ্রে মগ্ন থেকে হতাশপ্রাণে দুঃখিত ছিলাম, সেই রত্ন তুমি

অকাতরে আমায় অযাচিতভাবে প্রদান ক'র্‌তে প্রস্তুত। সত্য ব'ল্‌চি ভাই, আমি ঐহিক সুখের প্রার্থী নই। তোমার অনুগ্রহে সংসার-তত্ত্ব বুঝেছি ব'লেই সংসারবাস আমার অতি কষ্টকর হ'য়েচে। পত্নী, পুত্র, পরিজন সত্যই আমার স্বপ্নের মত বোধ হয়। অলীক কল্পনায় মানবের মন প্রমত্ত। তা ব'লে যে আমি মায়াবর্জ্জিত মহাপুরুষ, তা নই—তবুও শ্মশানবৈরাগ্য আসে—তবুও যেন কেমন কি ভাবঘোরে আমার অশান্ত প্রাণ সদাই কাতর হয়। জীবানন্দ, তুমি পার্থিব চক্ষে আমাদের শত্রু সত্য, কেননা তুমি একটী পবিত্র রাজকুলে প্রবল বৈরাগ্যানল ঢেলে ভস্ম ক'র্‌তে ব'সেচ। যে বংশে বাপ্পাদিত্য, খোমান, সমরসিংহ জন্মগ্রহণ ক'রে চিতোরের ঐহিক বিজয়-প্রদীপ সমভাবে প্রজ্জলিত রেখেছিলেন, আজ তুমি সেই বংশের সেই প্রদীপ নির্ব্বাণ ক'রে, পারলৌকিক দিব্য জ্যোতিঃপ্রদানে অগ্রসর হ'য়েচ। জীবানন্দ ভাই, তুমি পার্থিব শত্রু হ'লেও আমার পারলৌকিক বন্ধু। এস, বন্ধু অগ্রসর হও, আমি পশ্চাৎ অনুসরণ করি। বাক্য-প্রয়োগে আবশ্যক নাই, নীরবে ধীরে ধীরে চল জীবানন্দ।

গীত।

ললিত—ঢিমে তেতালা।

এ কেমন কথা ভাই রে, কোথা যাব বল ধীরে।
ঘোর তামসে আবৃতা মেদিনী মগনা ভ্রমের নীরে॥

যাই আসি বটে দেখিতে না পাই,
এ দশা সবারি যাহারে সুধাই,
তবু আশা মরি বলিহারি যাই, বসিয়া নিরাশা-তীরে ॥
যাবে যদি এস রেখ না রে আশা,
অই পাপীয়সী বাড়ায় পিপাসা,
ধর্ম্মনাশ তরে, কর্ম্মনাশ করে ; সদা মর্ম্মপাশে ফিরে ॥

লক্ষ্মণসিংহ। তাই কাঁদি জীবানন্দ, তাই আমি এত কাঁদি ! এ রোদনের শেষ কোথায় ভাই ! কোন্ সীমান্ত প্রদেশে, কোন্ জনশূন্য নির্জ্জন স্থানে এ রোদনের শেষ ক'র্‌ব, তাই ভাবি জীবানন্দ—তাই ভাবি। এ জনকোলাহলময়ী চিতোরনগরীতে যে এ রোদনের শেষ নাই, এ হেমময় কারুখচিত সিংহাসনে যে এ রোদনের সমাধি নাই, এই মণিমাণিক্যবিভূষিত ভূষণে যে এ রোদনের শান্তি নাই, তা আমি বুঝেচি। তবে যদি এই রোদনের কোথাও শান্তি থাকে, তা হ'লে তা তোমার নিকট। ঐ চির-হাস্যময় স্থির মধুর প্রশান্ত মূর্ত্তির ছায়া ব্যতিরেকে এ দগ্ধ কায়ার কিছুতেই শান্তি ঘটবে না, তা জেনেচি। তাই তোমার নিকট যখন তখন আমি কাঁদি। এ রোদন সম্বরণ করাও জীবানন্দ ! বাল্য-বন্ধু যৌবনের বন্ধু হও, শেষের বন্ধু হও।

জীবানন্দ। রাণা, বন্ধুর কর্ত্তব্য কি, তা জান ? বন্ধু কি পদার্থ তা কি বোঝ ?

লক্ষ্মণসিংহ। ছায়ার ন্যায় অনুবর্ত্তী থেকে, যে মহাপুরুষ অনুসঙ্গীকে সৎপথাবলম্বী করেন, তিনিই প্রকৃত বন্ধু।

জীবানন্দ। তবে ভাই! আমি তোমায় কিরূপে কর্ম্মপথ হ'তে ধর্ম্মপথে ল'য়ে যাই? তোমার কর্ম্মে একটি বিপুল রাজ্য পরিচালিত, তোমার কর্ম্মে একটী বিপুল রাজ্যের বহুল প্রাণীর প্রাণ সংযোজিত, তোমার কর্ম্মে ত ধর্ম্ম চির সম্বদ্ধ! তবে কেন ভাই, এত অধীর হও? কেন ভাই, বৃথা রোদনে কর্ম্মের গতি রোধ কর? কর্ম্মে আর ধর্ম্মে কিছুই প্রভেদ নাই। কর্ম্মের অন্তিম ভাবই ধর্ম্মভাব। জীবানন্দ সন্ন্যাসী, তুমি ভূস্বামী রাজা। সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসোদ্দেশ্য ভগবানের প্রীতিসম্পাদন, রাজারও কর্ম্মোদ্দেশ্য ভগবানের তৃপ্তি সাধন। সংসারে যে মন, অরণ্যেও সেই মন। ব্যস্ততাই অন্তরায়। রাণা, ব্যস্ত হ'ও না, কর্ম্ম কর, কর্ম্মপথেই ধর্ম্মপথ! এখন আসি, আবার দেখা হবে।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মণসিংহ। যেও না, যেও না জীবানন্দ! তুমি আমার সব; জীবানন্দ, তোমার শান্ত-মূর্ত্তিতে আমি আমার সকল সমর্পণ ক'রেছি। কিসের রাজ্য, কিসের প্রজা, কিসের পত্নী, কিসের পুত্র, কিসের বিভব, কিসের ঐশ্বর্য্য—সব যাবে, সব যাবে, চক্ষুঃ মুদ্রিত ক'র্লেই সব অন্ধকারময় হবে! সে নিবিড় অন্ধকারে আর কারেও পাব না—সব মিশিয়ে যাবে। তখন! তখনকার উপায়? জীবানন্দ! ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে ভুলা'ও না, ব'লে যাও, তখনকার উপায় কি? তখন পত্নী, পুত্র, রাজা, প্রজা, ঐশ্বর্য্য কোথায় পাব? সত্য, কর্ম্ম ধর্ম্ম এক, কিন্তু এই কর্ম্মের মধ্যে যে বিন্দুমাত্র ধর্ম্মভাব নাই। শোণিতময় সমরক্ষেত্র যে দুরাত্মার কর্ম্মভূমি—অসংখ্য নর-

হত্যারূপ মহাদুষ্কর্ম্ম যে দুরাত্মার একমাত্র কার্য্য, সে কর্ম্মময় জীবনে ধর্ম্মপথ কোথায় পাব ভাই! যাও জীবানন্দ! কাঙ্গাল বন্ধুর পাপময় সান্নিধ্য হ'তে দূরে যাও, নিকটে অধিকক্ষণ থাক্‌লে, তোমার পুণ্যময় শরীরে দুরাত্মার পাপের ছায়া স্পর্শ ক'র্‌বে। তাই বলি, নিকটে এস না বন্ধুবর! তাই বলি, আর দুরাত্মার ছায়া স্পর্শ ক'র না। কিন্তু তোমার মহতী শিক্ষা ভুল্‌ব না। তোমার অমরনিন্দ্য মধুর মূর্ত্তি হৃদয় আসন হ'তে কখন দূর ক'র্‌ব না। তুমি দীনহীন রাণা লক্ষ্মণসিংহের পরম পূজনীয়, আরাধনীয় এবং ধ্যেয় বস্তু। কিসের বাদ্য? চিতোরের আনন্দ নিদর্শন? লক্ষ্মণসিংহের চক্ষুঃশূল! ইচ্ছা-পথের বিষম কণ্টক!

ভীমসিংহ, বিজয়সিংহ, রণজয়সিংহ, বাজিরাও,
সুরথসিংহ, সমরসিংহ, বিক্রমসিংহ ও
তেজঃসিংহের প্রবেশ।

গীত।

সিন্ধুড়া—মিশ্রতাল ঠুংরী।

ক্যায়সে হোরি খেলা সবসে লালে লাল।
ঘাট বাট গোঠ মাঠ যমুনা পুলিন লাল, লাল রাখাল লাল গোপাল॥
লাল গোপী লাল গোপদল, লাল বৃন্দাবন জল থল,
কনকপত্রে যেন বেচা ভূতল, কানাই রাই রূপ বিশাল।
লালে লাল মাখি অঙ্গে, রঙ্গে ভঙ্গে ললিতে লবঙ্গে
আঁখি ঠারে কালা ত্রিভঙ্গে, বিভোর রূপ ভূপাল।

সকলে। জয় রাধাকিষণকি জয়। জয় রাধাকিষণকি জয়! জয় রাণা লছমনসিংহকি জয়!

ভীমসিংহ। রাণা! বৎস! বিষয়-বৈরাগ্য কর্ম্মপথের বিরোধী, রাজধর্ম্ম কর্ম্মপথের মধ্যবর্ত্তী! তুমি রাজা, রাজার প্রধান ধর্ম্ম কর্ম্ম-পথ অবলম্বন, কিন্তু তুমি নিতান্ত অবোধের ন্যায় সেই কর্ম্মপথকে অবহেলা ক'র্‌চ।

লক্ষ্মণসিংহ। কৈ—কৈ, না, না। পিতৃব্য আমি ত কর্ম্মপথকে অবহেলা করি নাই।

ভীমসিংহ। কর নাই? উত্তম। তাহ'লেই মহাপুরুষ খোমানের পুণ্যময় নাম চির অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে। কিন্তু বৎস! চিতোরের এই হোরি খেলার মহানন্দদিনে তুমি নির্জ্জন রাজসভায় কি জন্য? বৎস লক্ষ্মণ! আমি তোমা অপেক্ষা অধিক বয়স্ক! তুমি আত্মসংগোপন কর্‌লেও কিছুতেই তোমার খুল্লতাত ভীমসিংহের চক্ষুর অন্তরালে থাক্‌তে পার্‌বে না। সত্য বল রাণা, কিসের জন্য তোমার বিষয়-বৈরাগ্য? কিসের জন্য কনকময়ী স্বর্গাপেক্ষা গরীয়সী জন্মভূমি চিতোরনগরীর প্রতি ঘৃণা? কি অভাবে কি মনের বিকৃতিতে, এই ঘৃণার দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ হ'চ্চ? কি জন্য পিতৃপুরুষগণের বিমল অকলঙ্ক নামে চিরদিনের জন্য দুর্ম্মোচ্য কলঙ্করাশি নিক্ষেপ ক'র্‌চ? রাণা, তুমি বালক নও অথবা মূর্খ নও, আমি প্রকাশ্য রাজসভায় তোমায় বুঝাবার বিন্দুমাত্র অধিকারী নই; তথাপি স্নেহ নিম্নগামী, তুমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। সেই অধিকারে রাজনীতি লঙ্ঘন ক'র্‌চি। বৎস! ঈশ্বর-অনুগ্রহে যে পবিত্র সিংহাসনে আজ উপবেশন ক'রেচ,

চপল প্রকৃতি পরিবর্ত্তন কর। অলক্ষিতে জন্মভূমি চিতোরের সর্ব্বনাশ ক'র না।

লক্ষ্মণসিংহ। পিতৃব্য, আর না—ক্ষমা করুন। সত্যই আপনি পরম স্নেহে হৃদয়ের আবেগ সম্বরণ ক'র্‌তে অক্ষম হ'য়েচেন—সত্যই আপনি মহাপুরুষ, তাই চিতোরের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ ক'র্‌চেন—সত্যই আপনি আমার এবং চিতোরবাসীর পরম সুহৃদ্, তথাপি পিতৃব্য! আমার কণ্টক-বাস আর সহ্য হয় না। আমার সর্ব্বদাই মনে হয়, কিসের জন্য এই বিষম দায়িত্বগ্রহণ? রাজা কে? আমি রাজা কিসের? কিসের জন্য রাজ্যবাসী আমার মুখাপেক্ষী হ'য়ে অধীনতার দারুণ যাতনা উপভোগ ক'র্‌বে? তাই আমি আর রাজসিংহাসনে উপবেশন ক'র্‌ব না। খুল্লতাত, ওমরাহগণ! আজ আপনারা যথাসময়েই আগমন ক'রেচেন। বোধ হয়, ভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হ'য়েচেন। জয় শিব শম্ভু!

সমরসিংহ। একি! মহারাণা! আপনি যে একেবারে নিতান্ত অধীর হ'লেন! কর্ত্তব্য কার্য্য যে একেবারে বিস্মৃত হ'য়েচেন।

লক্ষ্মণসিংহ। না, না সমরসিংহ! আমি তোমাদের কর্ত্তব্যের মধ্যবর্ত্তী নই। তোমাদের কর্ত্তব্য তোমরা কর, আমার কর্ত্তব্য আমি করি। কেউ কার' মুখাপেক্ষী হ'বার কোন প্রয়োজন নাই। আমার কথা ত্যাগ কর, আমার কার্য্য তোমাদের দেখ্‌বার আবশ্যক করে না। "কেন—কি জন্য—কিসের নিমিত্ত" এই সকল কথার উত্তর দিতে আমি আর প্রস্তুত হ'ব না। খুল্লতাত, আপনি এর সুব্যবস্থা করুন, আপনিই এর মীমাংসা করুন।

আমি এখন চ'ল্লাম। আপনাদের রাজসিংহাসন, আপনাদের রাজমুকুট—সকলই রৈল, গ্রহণ করুন। আপনাদের মনোমত উপযুক্ত ব্যক্তি অন্বেষণ করুন, তাকে রাজত্ব প্রদান করুন। লক্ষ্মণ-সিংহ চিরভিখারী—চিরদরিদ্র, তাকে ভিক্ষা ক'র্‌তে দিন্; পিঞ্জরে আবদ্ধ ক'রে রাখ্‌বেন না। এতেও আপনাদের নাম আছে—এতেও আপনাদের পুণ্য আছে। অনেকেই ব'ল্‌বে, চিতোরবাসী ওমরাহগণ দরিদ্র লক্ষ্মণসিংহের বাস্তবিকই পরম বন্ধু। আর তাই বা কেন, আপনি আমার বাল্যাবস্থায় এই সিংহাসনে আরূঢ় হ'য়ে রাজ্য প্রতিপালন ক'রেছিলেন। আপনি ত আমার পিতৃব্য, আসুন, আপনার শ্রীপদে চিতোরের সেই রাজমুকুট প্রদান করি। আপনি রাজা হ'লে কেউ কোন কথা ব'ল্‌তে পার্‌বে না। বংশ-গৌরবের কোন অঙ্গহানি ঘট্‌বে না। চিতোরবাসী সুখী হবে, চিতোরের রাজলক্ষ্মীও সুখিনী হবেন। ওমরাহগণ! আপনারা সম্মতি প্রদান করুন। আজ আপনাদের এই আনন্দের দিনে—

ভীমসিংহ। স্থির হও, শোন বৎস! ওমরাহ তেজঃসিংহের উপদেশ—

তেজঃসিংহ— গীত।

খাম্বাজ—যৎ।

বল রে বদনে, শয়নে স্বপনে, জয় ব্রহ্ম জয় ব্রহ্ম কর্ম্ম কভু ভুল' না।
কর্ম্মরূপী পরমব্রহ্ম, কর্ম্মে ধর্ম্ম সাধনা॥
ঘটে ঘটে ধরা অসত্যেতে পোরা, ঘটে ঘটে শুধু কল্পনা,

সে কল্পনা-ফল, সেই দুর্ব্বলের বল,
(নৈলে) তাঁরে কিসে কর ধারণা॥
এই মহাবিশ্ব, যাহা হয় দৃশ্য, সব বটে ছলনা,
সে ছলনা ছলে, তুমি যাও চ'লে, শেষে ছলা রবে না॥
বারিদুগ্ধ মিশে, হংস বল কিসে, জল পান করে না,
তেমতি রে অন্ধ, মিছে কর সন্ধ, চিনে সদানন্দ লও না॥

লক্ষ্মণসিংহ। তা বটে, তা বটে, তবে কি জানেন, তবে কি জানেন, আমার হৃদয় বড়ই কাতর হ'য়েচে। আমি কিছুই বুঝ্তে পার্‌চি না। আমায় কিছু দিন অবসর দিন। দিন কতক দেখি, আনন্দ পাই কি না। আমি এখন আসি। আমি যা ব'ল্‌লাম, আপনারা তাই করুন। খুল্লতাতকে রাজা করুন। আপনারা রাজকার্য্য করুন। আমার কি? আমি ক'টা দিন একরূপে যাপন ক'রব। [বেগে প্রস্থান।

বাজিরাও। একি হ'ল!

সমরসিংহ। হ'ল আর কি, আর হবেই বা কি, এই ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে ভারতের প্রায় সমুদায় রাজন্যবর্গ যবনের পদানত হ'য়েছেন। চিতোরে এতদিন সে দুর্দ্দশার দিন আসে নাই, আজ হ'তে সেই দিনের ঊষা দেখা দিয়েছে। আর চিতোরের মঙ্গল নাই। নতুবা চিতোরের আজ এ আনন্দের দিনে ভগবান্ এ বাদ সাধবেন কেন?

ভীমসিংহ। সত্যই সমরসিংহ! এই অস্তিত্ববিহীন ধর্ম্মভাবই ভারতমাতার দুর্দ্দশার একমাত্র মূল কারণ। আমরা একেবারে কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ ক'রে জ্ঞানকাণ্ডে প্রবেশ ক'র্‌তে গিয়েই নিজেদের সর্ব্বনাশ নিজেরাই ক'রচি।

বাজিরাও। শুধু তা নয়, আমি জান্‌তাম, নিরক্ষর মূর্খ বর্ব্বরেরাই এরূপ অস্তিত্ববিহীন ধর্ম্মভাবে উন্মত্ত হয়, কিন্তু পরম পণ্ডিত লক্ষ্মণসিংহের একি ভাব !

গীত

ভাবাভাব দেখে আর নাহি প্রয়োজন।
ভাবেতে বুঝেছি এবার বিফল রোদন ॥
এস সব মিলি প্রজা, ভীমসিংহে করি রাজা,
তুলি আনন্দের ধ্বজা, হই আনন্দে মগন ॥
সকলে। সুন্দর যুকতি সুন্দর অতি, এস হে নব ভূপতি,
ধর রাজমুকুট শিরে লভ চিতোর-সিংহাসন ॥

(ভীমসিংহকে রাজাকরণ)

ভীমসিংহ। যদি ভগবানের ইচ্ছা তাই হ'ল—তাহ'লে চলুন, এক্ষণে চিতোরের প্রজাগণের সহিত এই হোরির আনন্দোৎসবে যোগদান করিগে।

সকলে। জয় রাধাকিষণকি জয় !

ক্যায়সে হোরি খেলা সবসে লালে লাল ইত্যাদি।

[গীত গাহিতে গাহিতে সকলের প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

[দিল্লীর রঙ্গমহল]

আলাউদ্দিন, পেয়ারীবেগম, বাঁদি ও অন্যান্য রমণীগণ।

আলাউদ্দিন। আজ দিল্লীর রঙ্গমহল চাঁদের হাট, চাঁদের হাট! আজ বাদ্‌সা আলাউদ্দিনের রঙ্গমহল ফুলের হাট! বল্ দেখি বাঁদি! আমি কেমন সুন্দর আছি?

বাঁদি। (করযোড়ে) খোদাবন্! বেশ আছেন।

আলাউদ্দিন। মাইরি?

বাঁদি। মাইরি। (চক্ষু ভঙ্গীকরণ)

আলাউদ্দিন? মাইরি।

বাঁদি। মাইরি, মাইরি, মাইরি। (চক্ষু ভঙ্গীকরণ)

আলাউদ্দিন। বাঁদি! তুই আমায় চোখ ঘুরালি?

বাঁদি। (জিহ্বা কর্ত্তন) ওমা ক'রেচি কি গো! আপনি যে বাদ্‌সা আছেন! ওমা ওমা, আমি বড় অন্যায় ক'রেচি। বাদ্‌সাজি, এক পেয়ালা—গরম, গরম—(সরাব দান, বাদসার গ্রহণ ও পান) এ পোড়া চোখের কি লজ্‌রা মা, ভালবাসার লোককে বি ঘুরায়, আবার বে ভালবাসার লোককে বি ঘুরায়। পোড়া মুয়ে আবার হাসি আসে গো!

আলাউদ্দিন। বাঁদি, মাতলামী ক'র্‌ছিস্? জানিস্ তুই কে, আর আমি কে?

বাঁদি। জাঁহাপনা, আমি ত খুব জানি, আমি ত বাঁদি আছে, আর আপনি ত পেয়ারীবেগমজানের খসম দিল্লীর বাদসা আছে। হামি গরিব আদ্‌মী আছে, আপ্ বড় আদ্‌মী আছে। বাদ্‌সাজি, এক পেয়ালা গরম—গরম। (সরাব দান) বেগমজি, এক পেয়ালা গরম—গরম। খোসবিবিজানেরা, এক পেয়ালা গরম গরম।

গীত।

খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

পিয়ে লে লে লে গরম গরম খাঁটি।
আগাডুম মাগাডুম ঘোড়াডুম হবে, তোদের নরম নরম গাটি॥
আট্‌কানা প্রাণ যাবে ছোট্‌কে লো,
ফট্‌কা বঁধু থাক্‌বে পায় লোট্‌কে লো,
এ যে টাট্‌কা ভাঁটির খাঁটি সরাব,
সার্‌বে গা মাটি মাটি॥

পেয়ারী। তোর গান তালে সুরে থাপ্‌ক' না বাঁদি! কেবল লাফানি ঝাঁপানিই সার হ'ল।

বাঁদি। বিবিজান, আমি ত সাদা মাটা বাইজী আছে, আপ্‌কা সাথ্ হামার কিয়া কসরৎ হ্যায়? আপ্ বাদ্‌সার নজরে ভাল আছেন, আপ্ বেগম হ্যায়, হামি বাঁদি আছে; হামার তাল বি সাফা নেই, সুর বি সাফা নেই, হামার বাঁদিমি সাফা হ্যায়।

আর কিয়া—আর কিয়া, হামার লজ্‌রা বি সাফা হায়! কত্‌না উজির বি মজে, কত্‌না আমীর বি মজে, মজে হামার খাতিম খাঁ বি মজে। তাই মু বলি, হামার সাফা ত বাঁদি, হামার সাফা ত লজ্‌রা।

আলাউদ্দিন। বাঁদি!

বাঁদি। খোদাবন্‌!

আলাউদ্দিন। চুপ্‌ কর, বাইজীদের গান ক'র্‌তে দে। লে লেও ভেইয়া, সুর বাঁধো।

রমণীগণ। জাঁহাপনা! আমাদের সুর কি আপনার ভাল লাগ্‌বে?

বাঁদি। মণি মণি, লাগ্‌বে, লাগ্‌বে, আপ্‌কা রূপ আছে, যৌবন আছে, আছে, আছে সব আছে, আরও আছে, বেশ আছে। মণি, মণি, লাগাও লাগাও—

আলাউদ্দিন। বাঁদি!

বাঁদি। খোদাবন্‌! কসুর মাপ কিয়ে।

আলাউদ্দিন। গাও ভেইয়া!

রমণীগণ। জাঁহাপনা, তবে হিন্দি গানই গাই?

আলাউদ্দিন। হামার হিন্দি গজল্‌ বড়ই মিষ্টি লাগে।

বাঁদি। লাগবেই ত জাঁহাপনা! হাঁদুর গজল্‌ চেয়ে হাঁদুর বিবিজানদিগে আরও ভাল লাগে। তেনারা কিমন কাপ্‌ড়া বি পরে, তেনারা কিমন্‌ ঘোম্‌টা বি টানে, চোখের পানে বি চায়, বেগমজী ত তেমনটী করে না।

পেয়ারী। বাঁদি মার্ খাবি। বক্ বক্ হড় বড় মৎ করো।

বাঁদি। ও আল্লা, হামি মরি তুহার লাগি লো, আর তু মার্‌বি মোরে? কেলারে! তোরে যতন করে কুটি, আর তোর আটায় মোর কাপড়ে দাগ লাগে। ও আল্লা!

আলাউদ্দিন। বাঁদি! সরাব দে।

বাঁদি। লেও জি, গরম গরম। (সরাব দান) লাগাও।

রমণীগণ। গীত।

কাফি-বারোঁয়া—খেম্‌টা।

আস্‌মান নেহি সেঁ ইয়া আস্‌নাই নেহি আস্‌মান।
লজরা কি মোজরা হ্যায় আসনাইকা ইয়া ইমান॥
ইয়াসে কদর জল্‌দি আয়া, আসনাই আউর কিয়া,
ইয়াসে আদমী খথম হুয়া, সব লোট হারমান॥

বাঁদি। কিয়া, কিয়া হারমান? বিবিজান, কিয়া হারমান হ্যায় ব'লো? কিয়া সে এসি ঝুঁট বাৎ ব'ল্‌তে হেঁ? আস্‌নাই যে চিজ্ হ্যায়, বোড় মিঠা চিজ্। খানা পিনাসে ওসি চিজ্ মিল্‌তা নেই। লজ্‌রা যো ব'ল্‌তে হেঁ, ওসি আচ্ছি জবর বাৎ ব'ল্‌তে হেঁ। হামার একটো যো খাতিম খাঁ হেঁ, উও হামার লজরাক্যা গোলাম হ্যায়।

পেয়ারী। বাঁদি, তুই বেজায় বাড়াবাড়ি ক'রে তুললি! মাত্‌লামো ধ'রেছিস্?

বাঁদি। না, বেগমজি! কসুর মাপ কিয়ে।

আলাউদ্দিন। আমার কিছুই ভাল লাগ্‌চে না। পেয়ারি, তুমি একটা গান গাও। বাঁদি! আর এক পেয়ালা দে! (সরাব পান)

রমণীগণ। জাঁহাপনা! তবে আমার বাঙ্গলা গান গাই!

আলাউদ্দিন। জল্‌দি লে লেও।

রমণীগণ।　　　　গীত।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

সহি আজু তোর ফুলের বাসর।
সরাইয়া পাতা, অলি কয় কথা,
ফুলে উঠে ধনি ফুলের পর॥
সহি ফুলরাণী গরবে ভরা,
অলির বাণীতে বিভোরে মরা,
ঢলিয়ে পড়ে অনিল-ক্রোড়ে,
ধরাধরি করে গুণের নাগর॥

আলাউদ্দিন। আচ্ছি হুয়া, আচ্ছি হুয়া, খোস রঙ্গমহলমে আচ্ছি খোস মোজ্‌রো কিয়া! বাঁদি দিল্ খোসরুত হ্যায়! লে আও সরাব। (সরাব পান)

পেয়ারী। বাঁদি, একটা গান গা, তোর গজল হামার বড়া মিঠা লাগে।

বাঁদি। হামার গজল না হামার লজ্‌জ্রা বোড় মিঠা লাগে বেগমজি! (নয়ন ঘূর্ণন)।

পেয়ারী। বাঁদি! বেজায় বেয়াদবী দেখ্‌চি! তোর শির লেঙ্গে।

বাঁদি। ক্যা ব'লতে হেঁ, হামার শির লেঙ্গে? এসি বাৎ ব'লতে হেঁ? সাহেজান, আপ্ বোড় আদমী, আপ্ খোদাবন্, আপ দেখিয়ে, পেয়ারীবেগম হামার শির লেঙ্গে। এসি বাৎ হামারে ব'লতে হেঁ। ক্যা ওয়াস্তে ব'লতে হেঁ সাহেজান! আপ্ কসুর মাপ কিয়ে, হামি পেয়ারীবেগমজীর শির লেঙ্গে।

আলাউদ্দিন। চুপ কর্ বাঁদি! মাতাল হ'য়েচিস্, পেয়ারী হামার বেগম হ্যায়।

বাঁদি। এসি ওয়াস্তে হামি শির নাহি লেঙ্গে?

আলাউদ্দিন। (সহাস্যে) না বাঁদি! পেয়ারীর মত সুন্দরী বেগম আর কোথায় পাব, তাই তোকে ক্ষমা ক'র্তে ব'লচি। দেখ্ দেখি, তোর কথায় পেয়ারী অভিমান ক'রচে। ছিঃ পেয়ারি! তুমি বাঁদির কথায় রাগ ক'র্চ? ও যে মাতাল হ'য়েচে। যা বাঁদি, এখান হ'তে যা—তোমরাও যাও, লে আও সরাব।

(সরাব পান)

বাঁদি। হাম নেহি যাগা। দেখ্‌নে চাহি, কিস্‌মাফিক হামার শির লেঙ্গে!

আলাউদ্দিন। জল্‌দি যাও। থোড়া দেরী হোনেসে হাম শির লেঙ্গে। লে আও সরাব। (সরাব পান)

বাঁদি। বাদ্‌সা! আপ্ বাদ্‌সা আছে, আপ্ সব পারে। হামি মাতাল ব'লে তাড়িয়ে দিলে কি হোবে? হামাদেরও রূপ ছিল, যৌবন ছিল, আর সব ছিল। এখন সব গেছে, কিন্তু পেয়ারী কিসের গুমোর ক'রে মরে? পেয়ারীর রূপের চেয়ে আরও

অনেকের সেরা রূপ আছে। সেরূপ আপ্‌লোক কখনও দেখিনি, শুনেনি। সাহেজান! হাম সাঁচ্‌ ব'ল্‌চি! পেয়ারী যখন হামার শির লেঙ্গে ব'লেচে, তখনই হামার দিল্‌মে দেক লাগেছে! তাই সাহেজান! হাম সাঁচ্‌ বল্‌চি, পেয়ারীর রূপ চেয়ে সেরা রূপ আছে।

আলাউদ্দিন। বাঁদি! ঝুঁট্‌ বাৎ মৎ ব'লো। পেয়ারীর রূপ চেয়ে সেরা রূপ আছে? সে কি মানবী না পরী? লে আও সরাব।

(সরাব পান)

বাঁদি। সাহেজান! সে রূপসীর ডানা থাকলেই পরী হ'ত, সাহেজান! হামি সাঁচ বাৎ ব'ল্‌চি। এই সব বাইজীরাও সে রূপের হাট দেখেচে। তেমন রূপ মানুষের হয়নি—হবেনি।

আলাউদ্দিন। পেয়ারীবেগম জগতের অতুলনীয়া রূপসী, এর চেয়েও সুন্দরী রূপসী জগতে আছে? আলাউদ্দিন বাদ্‌সা, দিল্লীর বাদ্‌সা—রত্নময় ভারতের বাদ্‌সা। জগতের রত্ন, বাদ্‌সার ভাণ্ডারে পূর্ণ, আর তেমন রত্ন বাদসার ভাণ্ডারে নাই? অসম্ভব! সম্পূর্ণ অসম্ভব! বাঁদি সরাব পিয়ে ঝুঁট্‌ বাৎ ব'ল্‌চে। নিশ্চয়ই তাই। লে আও সরাব। (সরাব পান) বাঁদি! সত্য ব'ল্‌চিস্‌? কোথায় সে রূপসী? না না, অসম্ভব। বাঁদি! জানিস্‌ যে, আমি কে? আমার নিকট মিথ্যা কথা? বাঁদি! পেয়ারীবেগম তোর শির নেবে না, আমিই আজ তোর শির নোব। খোদা মিথ্যাবাদিনীর শাস্তি এইরূপে দিতে ব'লেচেন। (হননোদ্যম ও অন্যান্য রমণীগণ কর্ত্তৃক ধারণ)

রমণীগণ। গীত।

হাম্বির—ঠুংরী।

সাহেজান! বধো না অবলা-প্রাণ।
স্বভাব সুন্দরী, আছে এক নারী, স্থির ক্ষণপ্রভা মূর্ত্তিমান্॥
ছিল সে রূপসী নীল জলধিপারে, সুন্দর পুরুষ এক আনিল তারে,
গুণে গুণবতী, পতিব্রতা সতী, লাজে লজ্জাবতী লজ্জা পান॥
মোরাও হেরেচি সে রূপবতী ললনা, তুলনায় নাহি তার কভু তুলনা,
ছলনারূপিণী, সে বরভামিনী, ছলা রূপে ধরায় করে অধিষ্ঠান।

বাঁদি। সাহেজান! আপ্ শুন্‌কে হামার জান লে লেও। সে ফুল দিল্লীতেও নাই আর কোথাও নাই।

আলাউদ্দিন। বাঁদি! কোথা সে রূপসী?
চল্ দেখে আসি একবার।
একবার দেখা, কোথা সে সুন্দরী?
আহা মরি মরি!
শুনে যার লাবণ্য-বারতা,
অস্থিরতা আসে মুহুঃ, রসায় কামীর মন,
না জানি কেমন, রমণী রতন সেই।
কোথা বাঁদি, সে রমণী?

বাঁদি। সে এখানে নয়, অনেক দূর পথ। সে পরীকে পাওয়া বড় কঠিন—বড় মুস্কিল। তার খসম তাকে বুকের পাঁজ্‌রার মধ্যে রেখেচে। তাদের মুলুকের লোকও তাই ক'রেচে। সাহেজান! আমি কেমন ক'রে তোমার মুস্কিল আসান ক'র্‌ব।

আলাউদ্দিন। ছিঃ ছিঃ বাঁদি,
আমি হই দিল্লীর ঈশ্বর,
ডরে মোরে কৃতান্ত আপনি,
অসংখ্য সেনানী মোর এক এক মৃত্যুপতি সম!
ইচ্ছায় সকলি পারি,
অরি হয় প্রতাপের বশ,
রূপ-অর্থ-বশে রসে রূপসীর মন,
কোন্ অঘটন তার আছে লো আমার বাসে?
দে রে বাঁদি! স্বরূপ উত্তর,
কোথা তার ঘর, কার ঘর আলো করে—
তোর সেই ভুবনমোহিনী বালা।

বাঁদি। সাহেজান! সে জায়গার নাম চিতোর নগর। সে বড় কঠিন জায়গা। তার চারদিকে গড়, যমের মত পাহারাওয়ালা দিনরাত্তির পাহারা দিচ্ছে। সে দ্যাশের রাজা ভীমসিংহ; তারই বেগম, তারই বেগম। ভীমসিংহ, ঠিক যেন যম! সেই বেগমের নাম পদ্মিনী। তার বাপের বাড়ী সিংহলদেশ, তার বাপের নাম হামিরশঙ্খ। তার যেমন সেরা রূপ, আবার তেমনি সেরা গুণ। আল্লার কসম জাঁহাপনা! আমার নজরে তেমন মেয়েমানুষ একটীও ঠেকেনি। কিন্তু তাকে পাওয়া বড় মুস্কিল, তাদের দ্যাশের লোক তাকে বুকে ক'রে রেখেচে।

আলাউদ্দিন। (পদাঘাতপূর্ব্বক)
দুর হও কালামুখি কস্‌বী পাপিনি।

কাফেরের সুখ্যাতি-সংবাদ—
শুনিবারে রাখি নাই তোরে।

বাঁদি। (স্বগতঃ) ও আল্লা! হামার পোড়া কপাল পুড়েচে রে—পা-টা—একেবারে গেছে। (প্রকাশ্যে) জাঁহাপনা—

আলাউদ্দিন। দূর হও সব!
দূর হও, চক্ষুঃ অন্তরাল হ'তে।
যাও সব, চক্ষুবিষ!
সব দূরে যাও,
রহিব নির্জ্জনে একা।

[পেয়ারীবেগম ও আলাউদ্দিন ভিন্ন সকলের প্রস্থান]

পেয়ারী। কেন সাহেজান! বাঁদির কথায়
চিত্ত কর ব্যাকুল এতই?

আলাউদ্দিন। কে পেয়ারি!
যাও তুমি আপন আগারে,
চিন্তার বিশ্রাম দাও ক্ষণকাল।
কর ক্ষমা।

পেয়ারী। সাহেজান!

আলাউদ্দিন। ক্ষমা কর রে পেয়ারি!
চিন্তার বিশ্রাম দাও।

পেয়ারী। ভগবন্! কি লীলা তোমার।
বুঝিলাম চিরসুখ স্থায়ী কভু নহে এ সংসারে। [প্রস্থান।

আলাউদ্দিন। ধিক্ দিল্লী সিংহাসন!
ধিক্ মোর ঐশ্বর্য্য বিভব!
মিথ্যা সব!
আমার অস্তিত্ব হায় সমস্ত অলীক!
কিসে মোর রাজগর্ব্ব—
দরিদ্রে আমায় আছে কিবা ব্যবধান!
অভাবে দরিদ্র—
আমারও নাহি কি অভাব?
অহো, বিষম অভাব! সম্পূর্ণ অভাব!
অভাবের তাড়নায় মর্ম্মাহত প্রাণ।
শুনিলাম, চিতোরনগরে ধাম, ভীমসিংহ বামা—
নামেতে পদ্মিনী—ভুবনমোহিনী,
নারীকুলে জীবন্ত প্রতিমা বিদ্যুল্লতা।
মণি রহে খনির মাঝারে!
অন্ধ আমি, কাপুরুষ আমি,
নাহি করি মণির সন্ধান,
কাচে করি কাঞ্চনের জ্ঞান,
ভুলে আছি তুচ্ছ ধনমদে!
কহিল কি বাঁদি—
কহিল সে সভয় অন্তরে,
রাখিয়াছে সে নারীরে,
রাজ্যবাসিগণ সযতনে দুর্ভেদ্য গড়ের মাঝে।

স্বাধীন চিতোর।
থাকুক্ স্বাধীন—ক্ষতি কিবা তায়;
কিন্তু সে ধনের তারা নহে অধিকারী।
"মণি শোভে ফণিশিরে—
ভেকের সে সাধ কেন?"
বুঝাইব এই ভাবে চিতোরবাসীরে,
পদ্মিনী রূপসী নহে চিতোরের,
রূপময়ী বামা—রত্নময়ী দিল্লীর বেগম।
স্ব-ইচ্ছায় যদি চিতোরবাসীরা করে পদ্মিনী প্রদান,
মিত্ররাজ্যরূপে চিতোরনগরী—
চিরদিন দেখিবে সাদরে দিল্লীর সম্রাট্।
বিপদে আপদে রক্ষিবে চিতোর।
কিম্বা যদি হেরি বিপরীত ভাব তার,
বায়সে যগুপি করে পায়স বাসনা,
অসহ্য হইবে, নিশ্চয়ই ফণী, করি সমুন্নত ফণা—
উগারিবে কালানল সম প্রলয় গরল,
ধ্বংস হ'য়ে যাবে পদ্মিনী-বিপ্লবে চিতোর নগর।
গভীরা রজনী! ত্বরা এস সুখময়ী উষে!
চিন্তার লহর সাগর তরঙ্গবৎ—
এক গিয়া পুনঃ আসে ফিরে।
কহিল কি বাঁদি, সেই ফুল অতুল জগতে?
না জানি পদ্মিনী, তোমার কোমল কায় কত!

কত রূপ, কত প্রাণে ভালবাসা মাখা।
না জানি ভামিনী,
কোন্ ভাবে তোমা গঠিলা বিধাতা!
না জানি বিধাতা কবে মিলাইবে তোমা হেন ধনে!
সকলি স্বপন সম! কোথায় পদ্মিনী,
কোথায় বা আমি!
কোথা দিল্লী, কোথা চিতোর নগর!
বহুদূর পথ!
দুই পাশে দুই কুসুম-উদ্যান—
মাঝে তার ভীম মরুভূমি।
কি হ'ল, শয়নেও শান্তি নাহি ঘটে! (পদচারণ)
ত্রিভুবনে তেমন রমণী নাই?
তুর্কি, তিব্বত, পারস্য, আরব—
বাঁদি হেরিয়াছে নানাদেশ,
সে করিল শপথ—
পদ্মিনীর সমা নাহি বামা এ মহীমণ্ডলে।
আহা, না জানি রূপসী কত রূপ ধরে।
বাঁদি দেখাইল ভয়,
পদ্মিনীরে লাভ অতি অসম্ভব!
দিল্লীর সম্রাট্, বাদ্সা আলাউদ্দিন,
বাঁদির সে ভয়ে—
নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে আজ ভ্রমিছে নীরবে!

হবে না পদ্মিনী লাভ ?
পদ্মিনীর লাভ অতি অসম্ভব !
যদি সত্য তাহা,
তবে বৃথা কেন অহঙ্কার,
বৃথা কেন দিল্লী-সিংহাসনে বসি—
ইসলামকুলে দিই কালি ?
কেন বৃথা সহি অপমান ?
ছিঃ ছিঃ তোবা তোবা, আল্লার কসম—
মরি মরি পদ্মিনীর হেতু,
তবু আশা রাখিব হৃদয়ে শোণিতের সহ।
শেষ বিন্দু আয়ু থাকিতে আমার—
এ আশা যাবে না কভু।
ধিক্ রাজ্য, ধিক্ বেশভূষা ! (উন্মোচন)
ধিক্ শয্যা, শান্তির কারণ মোর—
কত শত বাঁদি ক'রেচে রচনা যাহা।
সব দূর হও—(উত্তোলন)

বেগে পেয়ারীবেগমের প্রবেশ।

পেয়ারী। জাঁহাপনা ! হায় হায়,
কেন বাতুলের প্রায়, বাঁদির কথায়—
রাজ-হৃদি হয় ব্যাকুলিত।
মিথ্যা কথা—

যদি সত্য হয় বাঁদি-বাণী,
তবে সে রমণী-লাভে দিল্লীর সম্রাট্
এতই কাতর কেন ?
পদ্মিনী রমণী দিল্লীর বেগম হবে,
সৌভাগ্য মানিবে,
আমরাও বেগম মিলিয়া,
বাদ্‌সার মনস্তুষ্টি হেতু সৌভাগ্য মানিব।

আলাউদ্দিন। যাও দূরে যাও।
পেয়ারী, ক্ষমা কর,
মস্তিষ্ক আমার হ'য়েচে বিকৃত।
যাও রে সুন্দরি, নিজ গৃহে।
বিরক্ত ক'র না।

পেয়ারী। ওমা ওমা, কিবা হবে !
ভগবন্ ! মঙ্গল বিধান কর। প্রস্থান

আলাউদ্দিন। দিল্লীর বিভব, দিল্লীর ঐশ্বর্য্য,
দিল্লীর বিলাস—
একমাত্র প্রেমময়ী পদ্মিনীর সঙ্গলাভ
কি করি এখন !
সতত অস্থির প্রাণ,
সেই জ্ঞান, সেই ধ্যান সদা।
ভ্রমণেও শান্তি নাই !
আর' রাত্রি কত ?

এখন' ত নৈশাকাশ তারকামণ্ডিত—
সপ্তমীর চন্দ্র এখন' ত উদেনি আকাশে,
এই মাত্র ঈষৎ রক্তিম ভাব
ক'রেচে ধারণ।
ঝিল্লির নিঃস্বন—
রজনীর গম্ভীরতা করিছে বিকাশ।
করি কিবা ? শয়নে ভ্রমণে—উভয়ে কণ্টক ;
আহ্বানিব সৈন্যগণে ?
আহা এই মাত্র তারা ক'রেচে শয়ন !
নিদ্রার ব্যাঘাতে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হবে।
কি করি ? (পদচারণ)
লে আও সরাব—

বাঁদির প্রবেশ।

বাঁদি ! বাঁদি ! পায়ে ধরি তোর,
সত্য কি ভুবনে তেমন রমণী নাই ?
বল্ ভাই ! সত্য কথা বল্।

বাঁদি। ওমা ওমা, কি সরম মা ! জাঁহাপনা, কসুর মাপ কিয়ে। হাম সাঁচ্ বাৎ বলতে হেঁ। আপ্ লোককা খোদা রুজু হায়। হামার খাতিম খাঁজি বি বলতে হেঁ, সাহাজানকো পদ্মিনী মিল্‌তে হেঁ।

আলাউদ্দিন। দেও সরাব। বাঁদি পিও সরাব। (সরাব পান)

বাঁদি। খোদাবন্! মাপ কিয়ে। (সরাব পান) দেখিয়ে সাহেজান্, হামার খাতিম খাঁজি বি ব'লতে হেঁ, দুনিয়া ঝুটা হ্যায়, পদ্মিনী সাঁচ্চা হ্যায়। এসা যো পদ্মিনী, উও সাহাজানকা বেগম হোগা।

আলাউদ্দিন। বাঁদি, তোর খাতিম খাঁজিকে এখ
পার্‌বি? .রা রে,

বাঁদি। সে কি জাঁহাপনা! আপনি হুকুম যড়্কে রে।
চাঁদ ধ'রে দিতে পারি, খাতিম খাঁ ত হামা ায়,
হুকুম ক'র্‌ব, তাই শুন্‌বে। ইবে কেমনে?

আলাউদ্দিন। যা বাঁদি, তাকে ডেকে অ ।
নসিবে কি আছে। পদ্মিনি, পদ্মিনি! কিছু কা।
বাঁদি, ওস্তাদজিদিগে ডেকে দিয়ে যা। তারা এসে দাদদ্বয়ের প্রস্থান।
দেখি—হৃদয়ে শান্তি আন্‌তে পারি কি না। ন?

বাঁদি। যো হুকুম সাহেজান!

আলাউদ্দিন। সতত অধীর প্রাণ পদ্মিনী লাগিয়া,
এই শান্তিময়ী ঊষা যেন জ্বলন্ত অনল!
পলে, পলে, বিপলে বিপলে যেন অনন্ত সংগ্রাম!
প্রলয়ের অশান্তির ধারা যেন অলক্ষিতে—
কোন ভীম লোষ্ট্র আনি
নিক্ষেপিছে সর্ব্বাঙ্গে আমার।
পদ্মিনি—পদ্মিনি—প্রস্ফুটিতা লাবণ্য লতিকা—
হায় কেন তুমি তৃণগুল্মতরুহীন—

মরুর মাঝারে!
নদী ধায় সাগর উদ্দেশে—
তবে একি হেরি বরনারি!
থাকিতে দিল্লীর পতি
মজ' সতি, তুচ্ছ ক্ষুদ্র হীনে!
রজ. হো—শয়নে ভ্রমণে কোথাও শান্তির সুখ—
করি হয় ভোগ!
আহ্বানি গায়কদ্বয়!
আহা ওস্তাদদ্বয়ের প্রবেশ।
নিদ্রার
কি গি সাহেজান!
লে এস এস সঙ্গীতজ্ঞ মহান্ প্রবীণ,
'স এইখানে কর দোঁহে সঙ্গীত আলাপ,
শুনি ক্ষণকাল।
শুনিয়াছি সঙ্গীতের মোহিনী মায়ায়
ভোলা যায়, পত্নী পুত্র দুর্নিবার শোক জ্বালা।
শুনিয়াছি সঙ্গীতের বশে পরমেশে লভে নর।
দেখি দেখি সঙ্গীতমহিমা!
শুনিব সঙ্গীত কাতর পরাণে,
সুখের উন্মেষ ঘটে কি না দেখি।

ওস্তাদদ্বয়। খোদাবন্! সঙ্গীত মিঠা চিজ্ হ্যায়, এসি ওয়াস্তে হামলোক সাদি আদি কর্‌নে সেক্‌তে নেই। লে ভেইয়া—

১ম ওস্তাদ　　গীত

ইমন্—আড়া।

ক্যা ভেইয়া ঢুঁড় দুনিয়া সবি ঝুটা রে।
ধন দৌলত মাণিক জহরৎ
কাহা ঝুটা মায়া ঝুটা ঝুটা দুনিয়ারে॥
জগ্‌মে দেখো নিদ্‌কা স্বপন, জলৌকা ধারা রে,
এ্যায়সা ঘোরে আদ্‌মী ঢুঁরে খোদা ছোড়্‌কে রে॥

আলাউদ্দিন। উদ্‌ভ্রান্ত চিত যার উন্মত্তের প্রায়,
হায় সঙ্গীতে তাহার শান্তি ঘটিবে কেমনে?
নীরস নীরস কঠোর কর্কশ সব।
যাও যাও সবে, নির্জ্জনে রহিব একা।

[ওস্তাদদ্বয়ের প্রস্থান

বল দেখি মন, পদ্মিনীর গঠন কেমন?
অঙ্গের সৌন্দর্য্য কিবা?
ধারণায় নাহি যায় ধরা।
কি করি? এখন রাত্রি কত?
গেল বাঁদি জ্যোতিষী ডাকিতে,
নাহি এলো! কোথা গেল সব?
আয় বাঁদি, কই বাঁদি, খাতিম তুহার?

বাঁদি ও খাতিমের প্রবেশ।

উভয়ে। (সেলাম করণ)

খাতিম। অসময়ে কি কারণে নফরে আহ্বান?

আলাউদ্দিন। ফালওয়াল তুমি,
দেখ ফালে মোর ভালে—
আছে কি না পদ্মিনী রমণী ?

খাতিম। বাদ্‌সা, আমি ত এর আগেই দেখেচি, পদ্মিনী আপনার বেগম হবে।

আলাউদ্দিন। সত্য কি, খাতিম ?

খাতিম। বাদ্‌সা, আপ্‌ বড় আদ্‌মী আছে, আপ্‌ লোক কড়া ক'রে ব'ললেই আমাদিগে হয় কে না, না কে হাঁ ব'লে জবাব দিতে হবে।

আলাউদ্দিন। না খাতিম ! আমার জবরদস্তি নাই, তুমি সত্য বল, তোমার ফালে কি বলে ?

খাতিম। ঐ বলে, পদ্মিনী দিল্লীর বেগম হবে।

আলাউদ্দিন। যাও খাতিম, রাত্রি প্রভাতে এর পুরস্কার পাবে। বাঁদি মুক্তার মালা নে। (প্রদান)

[খাতিম ও বাঁদির প্রস্থান।

আলাউদ্দিন। নিশ্চয়ই আশাময়ী হইবে আমার।
নিশ্চয়ই পদ্মিনী রমণী হইবে দিল্লীর বেগম।
আর নাহি দিব কাল অবসর,
সত্বর আহ্বানি সৈন্যগণে,
করিব প্রেরণ চিতোর নগর।
ফজেল—ফজেল—

ফজেলের প্রবেশ।

ফজেল। খোদাবন্‌!

আলাউদ্দিন। দুর্গদ্বারে দাও কাড়া,
　　সুসজ্জিত হ'ক সেনা, যতেক সেনানী,
　　চিতোরের অভিমুখে করুক গমন।
　　অবরুদ্ধ করুক তাহারা চিতোরনগরী।

ফজেল। বহুৎ আচ্ছা খোদাবন্‌!　　　[প্রস্থান।

　　(নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি ও দিন্‌ দিন্‌ ঘোর শব্দ করণ)

আলাউদ্দিন। যাও, যাও, হও অগ্রসর—
　　কাঁপাইয়া নৈশ গম্ভীরতা,
　　গেয়ে যাও মহম্মদ-গীতি,
　　উড়াও উড়াও বিজয় পতাকা। (উদ্‌ভ্রান্তভাবে)
　　যাও, যাও, হও অগ্রসর—
　　রাজপুতনার পথে।
　　চিতোরের ভীম দুর্গ কর অবরোধ,
　　পদ্মিনীর বিনিময়ে চিতোরবাসীর—
　　ঘুচিবে এ বিষম কণ্টক।
　　যাও, যাও, হও অগ্রসর,
　　চল্‌ বাঁদি, ল'য়ে চল্‌ জ্যোতিষী খাতিমে,
　　চ'লুক চ'লুক পুরনারী,
　　আর আর চ'লুক সকলে।

পদ্মিনীর লাগি দিল্লী হইবে শ্মশান !
পদ্ম ফোটে সরোবরে,
ছাড়ে অলি তার লোভে আপন আলয়।

[বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

[রাধাকিষণজীর মন্দির-প্রাঙ্গণ]

পদ্মিনী ও সখীগণের প্রবেশ।

গীত।

পিলু—ঠুংরি।

সখীগণ। কাঁহা সে ব্রজকিশোর সই, কাঁহা গেল ভাগই।
মোরা গোপ-ঝিয়ারি, শ্যাম পায় হেনে পিচকারী,
আজু ফাগুনে মজা উড়াই ॥

পদ্মিনী। আবীর কুঙ্কুম গোলেলা ছিটাও, শ্যামের রাঙা পা অই।

সখীগণ। বড় জুয়ারি বধুয়া চিনিস্ না রাধে,
দিয়েছে দিয়েছে তোর গলায় বেড়ি বেঁধে,
এখন-কেঁদে কেঁদে সেধে সেধে ফেল্ লো আঁখি নই ॥

পদ্মিনী। আজি রে সজনি, হোরি মহোৎসব,
মত্ত সব চিতোরবাসীরা সেই নটরাজ-প্রেমে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলেছে সকলে।
সবারই কৃষ্ণ-প্রেম-সুধাপানে অক্লান্ত শরীর।

আমরাও এস লো রঙ্গিণি, চিত্ত-বিনোদিনি,
খেলি হোরিখেলা প্রেমের আবেশে প্রণয়-রূপকে।
আমাদের শ্যাম নিজ নিজ পতি,
হ'য়ে রাধা সতী এস খেলি খেলা প্রাণের ভগিনি!

সখীগণ। গীত।

সিন্ধু খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

কুঞ্জের দ্বার খুলেচি আস্‌তে ত শ্যাম নাই হে মানা।
দাঁড়াও এসে মুচ্‌কি হেসে (খেলব হরি—খেল্‌ব হোরি)
আজকে তোমায় যাবে জানা॥
বঁধুয়া হে এস এস, হৃদি-রসালয়ে ব'স,
কেন হে বয়ান বিরস, নীরসে সরসে বঁধু না হয় কভু বেচা কেনা॥

ভীমসিংহের প্রবেশ।

ভীমসিংহ। রাধে! নীরসে নয়, সরসেই শ্যাম তোমার উন্মুক্ত কুঞ্জদ্বারে এসে উপস্থিত হ'য়েচে। [সখীগণের প্রস্থান।

পদ্মিনী। ওমা—শ্যাম কে গা, রাধা কে গা? রাণা! বড় লজ্জা ক'র্‌চে, আমি যে তোমার পদ্মিনী।

ভীমসিংহ। শুধু পদ্মিনী কি পদ্মিনি! তুমি ভীমসিংহের হৃদয়-সরোবরের নিত্য বিকশিতা আনন্দময়ী পদ্মিনী। শুধু পদ্মিনী কি পদ্মিনি, তুমি চিতোরবাসীর শ্রী-সৌন্দর্য্য-প্রীতি-প্রদায়িনী লক্ষ্মীরূপিণী পদ্মিনী। আমার চির-আদরের চির-সোহাগের উল্লাসিনী।

পদ্মিনী। তাই বল, আমি শ্রীমতী পদ্মিনী। তবে রাধা ব'ল্‌ছিলে কেন মহারাণা!

ভীমসিংহ। যখন আমি রাণা ভীমসিংহ, তখন তুমি মহারাণী লক্ষ্মী-প্রতিমা পদ্মিনী, আবার আমি যখন শ্যামবংশীধর, তখন তুমি শ্রীমতী রাধাকমলিনী।

পদ্মিনী। এত দূরের কথা কেন মহারাণা! আমি তোমার দাসী—তুমি আমার প্রভু। এই ত সহজ সরল কথা মহারাণা!

ভীমসিংহ। সরলে! একটী সাধের প্রিয়তম বস্তুকে কত যত্ন ক'রে রক্ষা ক'র্‌তে হয়, তাও কি আবার তোমার মত গুণবতী রমণীকে বোঝাতে হবে পদ্মিনী!

পদ্মিনী। তুমি আমায় ভালবাস, তাই কথার ছটায় আমায় কত ভালবাসা দেখাচ্চ। আমি অজ্ঞানা বর্ণজ্ঞানহীনা, আমি তোমায় কেমন ক'রে সে ভালবাসা দেখাব মহারাণা! (হস্তধারণ)

ভীমসিংহ। পদ্মিনি! তোমার ভালবাসা কথায় নাই। ভাষার অভিধানে তোমার ভালবাসার একটী বর্ণও অধিকার ক'র্‌তে পারে নাই। তোমার ভালবাসা তোমার ঐ সরলতার প্রতিমূর্ত্তি।

পদ্মিনী। রাণা, তুমি আমাকে খুব বাড়াচ্চ। ভয় হয় রাণা,বেশী বাড়াবাড়ি হ'লেই বড় ভয় হয়। আমি দাসী, আমাকে এত কেন?

ভীমসিংহ। পদ্মিনী যদি দাসী হয়, তাহ'লে চিতোরের মহারাণা দাস। পদ্মিনী, ভীমসিংহের এ ভালবাসা বেশী বাড়াবাড়ি নয়। তোমার ন্যায় রূপবতী গুণবতী রমণী ভীমসিংহের অর্দ্ধাঙ্গিনী ব'লেই ভীমসিংহের এত গৌরব। পদ্মিনী, তুমি এই মরুভূমি চিতোরের রাণী ব'লেই এই ক্ষীণপ্রভ শক্তিশূন্য ভারতে এখনও চিতোর-মাতার অটুট অহঙ্কার। এত বেশী বাড়াবাড়ির কথা নয় পদ্মিনি!

পদ্মিনী। পায়ে ধরি মহারাণা, তুমি আর আমাকে অমন ক'রে ব'ল না, আমার বড় লজ্জা করে। এখন আমি আসি মহারাণা, এখানে থাক্‌লেই তুমি অমন ক'রে ব'লবে। (প্রস্থানোদ্যত।)

ভীমসিংহ। না পদ্মিনি, আর ব'ল্‌ব না।

পদ্মিনী। হাঁ তুমি ব'ল্‌বে।

ভীমসিংহ। তবে চল পদ্মিনি, এই হোরিখেলার শেষ মহোৎসবে রাজপুরবাসী সকলেই এখন মাতাজীমন্দিরে মাতৃ-প্রতিমা দর্শনের জন্য আমাদের অপেক্ষা ক'র্‌চে। আমরাও তাঁদের সঙ্গে যোগদান করিগে চল। [সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মাতাজী মন্দির।

[চিতোরের বাহির প্রাঙ্গণ]

উমাবাই, পদ্মিনী, রমাবাই, অন্যান্য পুরবাসিনীগণ, ভীমসিংহ, বিজয়সিংহ প্রভৃতি ওমরাহগণ লক্ষ্মণসিংহের দ্বাদশ পুত্র ও ভৈরবী আসীন।

ভৈরবী।　　গীত।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

ছেলের তরে মা ঘুমায় না, ছেলের তরে মা ঘুমায় না।
দিবা নিশি জেগে জেগে মায়ের চোখ হ'য়েছে রাঙ্গা॥

ছেলের মদে মত্তা বেটি, মান লজ্জার ধার ধারে না,
ন্যাংটা হ'য়ে বাবার বুকে, দিক্ বিদিক্ নাই বিবেচনা ॥
মা ব্যোম্ ব্যোম্ বাজায় গাল, ভয়ে কাঁপে মহাকাল,
ছেলের কাল ভয় নিবারিতে মা হ'য়েচে কালী ভীমা ॥

কঞ্চুকী। আ মরি মরি মরি, আজ কত আনন্দ! সম্বৎসরের ক্ষুদ্র আনন্দ ল'য়ে আজ আনন্দের মহা-বৈতরণীর সৃষ্টি। মায়ের শান্তি-প্রাঙ্গণ আজ সেই আনন্দের উৎসে প্লাবিত! ভৈরবী মা, আবার গাও। মা, যতই তোমার কণ্ঠের পীযূষধারা পান করি, ততই পিপাসা বাড়ে। এ বৃদ্ধের সকল পিপাসা ঘুচেচে, কিন্তু তোমার সুধাময় সঙ্গীতের পিপাসা বুঝি আর মিট্‌ল না। এস মা, চিতোর-কুললক্ষ্মীগণ, এস ভাই চিতোর-রাজবংশধরগণ, এস চিতোর-স্বাধীনতাবরণী-স্বরূপ মহাপুরুষগণ, আর এস বৎস বীরত্বের উজ্জ্বল রত্ন, চিতোরাকাশের ধ্রুবধন, আমার স্বকরবর্দ্ধিত যত্নপালিত বড় আদরের—আজ আর সেই স্নেহের নাম না ধ'রে থাক্‌তে পার্‌লাম না, প্রাণাধিক ভীম, এস! আজ আমার বড় আনন্দ। বৎসরের বিপদরাশি অতিক্রম ক'রে আজ চিতোরের সমুদায় রত্ন-গুলি আনন্দময়ী মাতাজীর আনন্দময় মন্দিরে সমবেত হ'য়েচে। তাই আজ আমার ক্ষুদ্র ক্ষত হৃদয়ের বড় আনন্দ। এস, প্রণাম কর। শক্তিময়ীর শান্তিময় শ্রীচরণে হৃদয়ের ভাবভরা পুষ্পাঞ্জলি প্রদান কর। (সকলের প্রণাম) মাকে জানাও—আবার যেন ভবিষ্যৎ বৎসরে এইরূপ নির্ব্বিঘ্নে নিরাপদে চিতোরে চিরমঙ্গল বিরাজমান থাকে। আবার যেন বৎসরের শেষে এইরূপ নিত্যানন্দে

সুস্থ শরীরে সকলে সমবেত হ'য়ে মায়ের আনন্দময় মন্দিরকে আনন্দময় ক'রতে পারে; এ বৃদ্ধের এই আশা। চিতোরের রাজবংশে জীবন উৎসর্গ ক'রেছিলাম, এখন বৃদ্ধ হ'য়েছি, আর শারীরিক পরিশ্রমে চিতোরের কোন মঙ্গল বিধান ক'রতে পারছি না! তবে বৎস! পরমায়ুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত চিতোরের কুশল চিন্তা ব্যতীত এ বৃদ্ধের আর অন্য কোন কার্য্য নাই! শয়নে, উপবেশনে, জাগরণে, নিদ্রিতাবস্থায়ও চিতোরের মঙ্গল-তপস্যাই এ বৃদ্ধের অন্তিমের কার্য্য। বৎস ভীম! সকলকেই দেখ্‌তে পাচ্চি, কিন্তু আমার ভাই লছমনকে কেন দেখ্‌তে পাচ্চি না। আজ চিতোরের হোরিখেলার শেষ মহোৎসব। এ মহোৎসবে আমার ভাই লছমন কোথায়? ভাইএর ত কোন দৈহিক অসুস্থতা নাই?

ভীমসিংহ। ভক্তির আস্পদ পূজনীয় পিতৃতুল্য কঞ্চুকি! তুমি আমাদের চিতোরের মঙ্গলঘটময় চির-হিতাকাঙ্ক্ষী মহাপুরুষ। তোমার আশীর্ব্বাদে উৎসন্নপ্রায় ভারতের মধ্যে একমাত্র এই ক্ষুদ্র চিতোর নগরী এখনও পক্ষপুটাশ্রিত পক্ষীশাবকের ন্যায় নির্ব্বিঘ্নে রক্ষিত। বৎস লক্ষ্মণসিংহের দৈহিক কোন অসুস্থতা নাই, কিন্তু বৈরাগ্যের প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে আজ অটল অচল বিচলিত হ'য়েচে! স্থির প্রশান্ত মহাসাগর তরঙ্গবিক্ষুব্ধ ভীমমূর্ত্তি ধারণ ক'রেচে! রাজ্যাকাঙ্ক্ষা, বিষয়-পিপাসা, কর্ম্ম-ক্ষেত্রের সমুদয় কর্ম্ম একেবারে ত্যাগ ক'রেচে। মহারাজ রাণা লক্ষ্মণসিংহ আজ বিষয়বিরাগী সত্বময় সন্ন্যাসী।

কুঞ্চুকী। পাগল আমার পাগলামী ধ'রেচে! বাবা ভীম, ভাই যে আমার চিরদিনের পাগল। যাক্, এত অল্প বয়সে

এত বিষয় বৈরাগ্য ত ভাল নয়। ভাল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি বাবা, চিতোরের এখন রাজা কে ?

ভীমসিংহ। স্বয়ং গুণবান্ লক্ষ্মণসিংহ এবং চিতোরবাসী ওমরাহগণ এই অধম ভীমসিংহকেই সেই দুর্ব্বহ কার্য্যের ভার প্রদান ক'রেচেন।

কঞ্চুকী। উত্তম ক'রেচে। সুমিষ্ট রসালের নিকট রসের প্রার্থনাই ক'রেচে! উর্ব্বর ক্ষেত্রেই বীজ বপন ক'রেচে! কেন বৎস, তুমি ত অযোগ্য নও ; রূপ, গুণ একাধারে মণি-কাঞ্চনের ন্যায় সুষমা বিস্তার ক'র্‌চে। বেশ হ'য়েচে, উত্তম হ'য়েচে, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম দুইটী জ্যোতির্ম্ময় রত্ন চিতোরের স্বাধীনতাসূত্রে আবদ্ধ হ'য়ে বাস্তবিকই সর্ব্ব লোকরঞ্জন হ'য়েচে। মা কপালিনী গো! চিতোরের চির শান্তি রাখ মা! যেন অশান্তির প্রখর মার্ত্তণ্ড-করে রত্নোজ্জ্বল চিতোরনগরী শ্রীভ্রষ্ট না হয়। ভৈরবী মা, মাকে ভাল ক'রে জানাও মা, আমার লছমনের যেন কোন বিপদ না ঘটে। ভাইকে হাতে ক'রে মানুষ করেচি, কত বিষ্ঠা-মূত্র গাত্রে লেপন ক'রেচি, তার জন্য প্রাণ বড় কাঁদে মা! ওমরাহগণ। সকলে মিলে আজ মাকে ভাল ক'রে জানাও। ভয় নাই, অভয়ার অভয়-পাদপদ্মে শরণ লও, চিতোরের কোন অনিষ্ট ঘ'ট্‌বে না।

সুরথসিংহ। গীত।

দেশ—যৎ।

ভয় কি আছে হে, মা যার আছেন সহায়।
মায়ের ছেলে থেকে মায়ের কোলে কবে ভয় পেয়েচে কোথায়॥

তাই মা'র নামে কাল, ভাবিয়ে জঞ্জাল, সার ক'রেছে পদাশ্রয়,
তাই মার নাম কালী, দেয় সবে বলি, মা মা ব'লে লইতে অভয়॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সবি মা নামেতে পাওয়া যায়,
নৈলে মা যদি তাড়না করে ছেলে কেন মা'র পানে চায়॥

লক্ষ্মণসিংহের তৃতীয় পুত্র।　　গীত।

বিভাষ—একতালা।

তবে আমি ঐ মাকে ডাক্‌বো মা ব'লে।
মার ছেলে মা ব'লে, থাক্‌বো মায়ের কোলে॥
তোরা ডাক্ রে সবাই মিলে, "মা মা মা মা" বলে।

সকলে।　মা মা মা আমার কোথায় গো মা—আছিস্ ভুলে,
আয় মা, আয় মা আয় জুড়াই তোর চরণতলে।

কঞ্চুকী। মা, মা, মা! আর কোন কথার প্রতিধ্বনি নাই! কেবল অনন্ত বিশ্বভাণ্ডারের অনন্ত লোমকূপ হ'তে অমৃতময় "মা মা" শব্দ নিঃসৃত হ'চ্চে। পাখী গায় "মা মা," তরু গায় "মা মা," লতা যেন "মা" নামের মধুর হিল্লোলে ভাবের ভরে সকলের সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্চে! তাই বলি ভাই রে! মায়ের স্নেহ বুঝ্‌তে আর কোথায় যাবে ভাই! ঐ দেখ, আমাদের সেই মূর্ত্তিমতী মাতা চিতোর আলো ক'রে র'য়েচেন! আবার প্রণাম কর—আবার মা'র কাছে মায়ের অপার কৃপার কণিকামাত্র যাচ্ঞা কর। মাই আমাদের সকলের মনোনীত কামনা পূর্ণ ক'র্‌বেন।

(সকলের প্রণাম)

ভীমসিংহ। পূজনীয় কঞ্চুকি! তাহ'লে আমরা আসি।

কঞ্চুকী। এস বাবা এস! মাঝে মাঝে হতভাগাকে দেখা দিয়ে যেও। বাবা ভীম! তোমাদিকে দেখ্‌লে আমার বড় আনন্দ হয়। দেখ' বাবা, যেন রাজকার্য্যের তীব্র পীড়নে দুর্ভাগ্যকে ভুল না। আমার আর কি? যে ক'দিন বাঁচি, সে কয়েক দিন যেন তোমাদের কুশল দেখে ম'র্‌তে পারি। হাঁ, আর একটা কথা;— যদি ভাই লছমনের সহিত তোমার দেখা হয়, তা হ'লে ব'ল যে, তোমার বৃদ্ধ কঞ্চুকীদাদা লাড্ডু খেতে তোমায় একবার ডেকেচে। দেখি, ভেয়ের আমার বাল্যকালের লাড্ডু খাওয়ার কথা স্মরণ আছে কি না! আমার আর কি? সংসারের কামনা কিছুই নাই; কেবল তোমাদের ল'য়েই আনন্দ। এস বাবা এস! এস মায়েরা এস! এস সব চাঁদেরা এস!

ভীমসিংহ। স্বর্গে কি এ আনন্দ পাওয়া যায়? কখনই না। তাই আমাদের চিতোর অমরদুর্লভ স্বর্গাদপি স্বর্গ। ভক্তিভাজন কঞ্চুকি! তুমি আমাদের নিত্য স্বর্গসুখ— বোধ হয় তা হ'তেও দুর্লভ। তোমার বিমলচরিত্রে ভীমসিংহ এ প্রৌঢ়াবস্থায় এখনও পিতৃমাতৃ-অপত্য-স্নেহে বঞ্চিত হয় নাই। একমাত্র তোমার অকৃত্রিম স্নেহে এ ভীমসিংহ এখনও বাপ মায়ের ছেলে। যতদিন তুমি জীবিত থাক্‌বে, ততদিন ভীমসিংহ জান্‌বে—ভীমসিংহ এখনও পিতামাতাহারা নয়। তবে একটী কথা— চিরদিনের হৃদয়-নিহিত কথা কঞ্চুকি! আমার হৃদয়ের অতি গুহ্য কথা—একদিনও বলি নাই, আজ ব'ল্‌বো, ব'ল্‌তে হৃদয় নৃত্য ক'রে উঠ্‌ছে! আবেগে ধৈর্য্য ধারণে অক্ষম হ'য়েছি! যাও ভ্রাতঃ অজয়কুমার, আর

পুরনারীগণকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়, তুমি এবং ওমরাহ সুরথ-সিংহ উভয়ে কুল-ললনাগণকে ল'য়ে রাসমঞ্চ প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক অন্তঃ-পুর মধ্যে গমন কর।

[অজয়সিংহ ও পুরনারীগণের প্রস্থান।

তবে বলি—ওমরাহগণ, ক্ষমা ক'র্‌বেন। ভীমসিংহের বুদ্ধিতারল্য দেখে ঘৃণা ক'র্‌বেন না। শতহস্তিবলধারী ভীমসিংহ কঞ্চুকীর অকৃত্রিম স্নেহের অস্ত্রে আজ পরাজিত। সত্য ব'ল্‌চি, কপটতা-বিহীন হৃদয়ের নির্ম্মল দ্বার উন্মোচন পূর্ব্বক সত্য ব'ল্‌চি, চিতোরের সেনাপতি বীরকুল অযাচিত-গৌরবরত্নধারী ভীমসিংহ স্বাধীন নয়, পরাধীন! তাও রাজা বা রাজসম্মানভোগী কোন ব্যক্তিবিশেষের নয়, আপনাদের ও চিতোরবাসীর চিরদৃষ্ট অতি সামান্য একটী ক্ষুদ্র ব্যক্তির নিকট চির পরাধীন। ভীমসিংহ, তার নিকট আত্ম-বিক্রীত। আজ সর্ব্বজনসমক্ষে সেই ভীমসিংহ, ভীমসিংহের আত্মক্রয়কারী মহাপুরুষকে একবার প্রীতি-উন্মেষে পূজা ক'র্‌বে। আসুন, দেবহৃদয়ময় পিতৃতুল্য কঞ্চুকি! আপনার চির স্নেহের ভীমার চিরবাঞ্ছিত মন-আশা পূর্ণ করুন। পদধূলি দিন্! আমি আজ আপনার পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে লেপন ক'র্‌ব। ভীমসিংহ যাঁর আশীর্ব্বাদে আজ চিতোরের সেনাপতি—চিতোরের রাজা, সেই ভীমসিংহ আত্ম-সংগোপন ক'রে আর সেই মহাপুরুষের পদধূলি গ্রহণ ক'র্‌তে ইতস্ততঃ ক'র্‌বে না। (পদধূলি গ্রহণোদ্যত)

সকলে। জয় জয়, মহারাণা কি জয়!

কঞ্চুকী। আমার ভীমা, আমার ভীমা, আয় বাপ্ আনন্দা-

শ্রুতে, আমার বাক্‌শক্তি শূন্য হ'য়েচে। তোর অন্তর্নিহিত ভক্তি-ভালবাসার গুরু আঘাতে আমার হৃদয় হ'তে রাজসম্মান দূর হ'য়ে কি যেন কি এক ভালবাসার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ এসে সম্পূর্ণভাবে অধিকার ক'র্‌লে। ভীমা—তুই ত আমার রাজা ন'স্, তুই যে আমার সন্তান! আমি যে পুত্রভাবে তোদিগে প্রতিপালন ক'রে এসেছি। ভীমা আয় বাপ! তোকে একবার বুকে করি আয়! ওরে তোদের ভিখারী কঞ্চুকী আজীবন কৌমারব্রত অবলম্বন ক'রে তোদের ল'য়েই এতদিন সংসারী হ'য়ে আছে। এ জীবনে কোন দিনের জন্য কোন আশা পোষণ করি নাই, কেবল তোদের উন্নতি, তোদের মঙ্গলচিন্তাই আমার জীবনের সার ব্রত। ভীমা রে! তুই ত রাজা ন'স্, তুই যে আমার সন্তান। ভীমা, আমার স্নেহের ভীমা, তোর ভক্তির পুরস্কার এই সামান্য দরিদ্র কঞ্চুকীর নিকট ত নাই বাপ! ঐ মায়ের অনন্ত অক্ষয় শ্রীচরণভাণ্ডারে যদি তাই থাকে, তবে আর একবার মাকে প্রণাম ক'রে সেই দুর্লভ ধন লাভ কর্। (ভীমসিংহের হস্তধারণ করিয়া উভয়ের প্রণাম), মা, মা! আমার ভীমার দেহকে অক্ষয় রাখ্। ভীমা যেন আমার অমর হ'য়ে চিতোরের চির স্বাধীনতা রক্ষা করে। আমার পরমায়ু ল'য়ে আমার ভীমার পরমায়ু বৃদ্ধি কর্। মা গো! এই দীন দরিদ্রের ঐহিক জীবনের এরাই একমাত্র ভরসা—আশ্রয়। কে তুমি কাষায়বসন-অস্ত্রশস্ত্রমৌলিধারী জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ! কে তুমি? জ্যোতির্ম্ময়মূর্ত্তিতে আলোকময় গৃহকে আরও আলোকময় ক'রে তুল্লে কে তুমি?

জীবানন্দের প্রবেশ।

জীবানন্দ। আমি জীবানন্দ।

ভীমসিংহ। সত্যই আপনি জীবানন্দ! আপনাকে দর্শন ক’র্‌লে বাস্তবিকই জীবের মহানন্দের উদয় হয়। কিন্তু হে লাবণ্যময় দিব্য পুরুষবর! তোমার ঐ অমর মাধুরীময় সুন্দর সৌম্য শরীরে ঐ জীবচক্ষুভীষণ বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রধারণ কি জন্য? এমন সুকোমল নধর শান্তিময়ক্ষেত্রে কঠোর নীরস অশান্তির তীব্র অবতারের আবির্ভাব কেন?

জীবানন্দ। ভাই! এ সকল তোমাদেরই জন্য।

কঞ্চুকী। আমরি, মরি, কি সুন্দর কণ্ঠস্বর! কি ব’ল্‌লে বৎস! এ সকলই আমাদের জন্য? আমাদের জন্য আজ দেবতা হ’য়ে রাক্ষস-ক্ষত্রিয় বেশ ধারণ ক’রেছেন? কি চমৎকার। আপনার নিবাস কোথায়?

জীবানন্দ। আমার নিবাস প্রত্যেক জীবের নিকট। কিন্তু হায়, সময় যায়।

ভীমসিংহ। আরও চমৎকৃত হ’চ্চি! হে মহাত্মন! কিসের জন্য—কার সময় যায়?

জীবানন্দ। তোমাদের কর্ম্মেরই সময় যায়, আর কার সময় যাবে ভাই!

ভীমসিংহ। আমাদের কর্ম্মের সময় যায় কিসে?

জীবানন্দ। উপেক্ষায়।

ভীমসিংহ। মহাত্মন্! কে আপনি, তা আমি সম্পূর্ণ অপরি-

জ্ঞাত, তথাপি আপনার বাক্যে আজ আমার ক্রোধের সঞ্চার হ'চ্চে।

জীবানন্দ। কেন ভীমসিংহ! তুমি আজ চিতোরের সেনাপতি বা রাজা হ'য়েচ ব'লে কি সেই অভিমানে আপন কর্ত্তব্যকার্য্য অবহেলা ক'রে কেবল অভিমানেরই সাধনা ক'র্‌চ? এতদিন কর্ত্তব্যকর্ম্ম-পূজার পুরস্কার কি এই অভিমান? ক্রোধ? উত্তর দাও, ভীমসিংহ! তুমি নয় বর্ত্তমান চিতোরাধিপতি? মহাত্মা লক্ষ্মণসিংহের স্থলাভিষিক্ত? সত্য বল, তোমাদের ক্রোধের কারণ কি?

ভীমসিংহ। সত্যই ব'ল্‌চি, আপনি কোন্ কর্ম্মে চিতোরবাসীর উপেক্ষা দর্শন ক'র্‌লেন?

জীবানন্দ। কোন্ কর্ম্মে? হায় আমি এখনও নিদ্রিত ব্যক্তির স্বপ্নের সহিত বাক্যালাপ ক'র্‌চি!

ভীমসিংহ। উন্মাদ—

জীবানন্দ। বল, বল ভীমসিংহ! কি ব'ল্‌লে আবার বল—উন্মাদ? উন্মত্ত! আমি উন্মাদ নই, তুমি এবং তোমার চিতোরবাসী আজ উন্মাদ হ'য়েচে। উন্মাদ হ'য়ে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অবমাননা ক'রে, দেশের আজ কি সর্ব্বনাশ সাধন ক'রেচ, একবার উচ্চ অট্টালিকায় গাত্রোত্থান ক'রে ভাল ক'রে চেয়ে দেখ গে। আমি উন্মাদ নই, আমি জীবের নিকট থাকি ব'লে, তাই জীবকে অতি ভালবাসি। সেই ভালবাসায় ভীমসিংহ, আমি উন্মাদ আজ তোমাদের নিকট এসেচি। তাই আজ কৃতজ্ঞতার প্রকৃত পুরস্কার তোমার

নিকট প্রাপ্ত হ'লাম! তথাপি আবার বলি, আমি উন্মাদ নই, কিন্তু তুমি একেবারে উন্মত্ত! যাও অট্টালিকাশিখরে আরোহণ কর, দেখ, এই বাক্য সত্য কি না?

সমরসিংহ। মহারাণা! এই আগন্তুক মহাপুরুষের অঙ্গ-সৌষ্ঠব বিশেষ ক'রে পর্য্যবেক্ষণ ক'রেচেন কি? ইনি নিশ্চয়ই কোন কর্ম্মঠ মহাপুরুষ সন্দেহ নাই। এঁকে দর্শন ক'রে যেন হৃদয়ের বল শতাধিক বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠ্‌চে। নিস্তেজ হৃদয় যেন কোন নবশক্তি আশ্রয় ক'রে, নবভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ ক'র্‌তে সর্ব্বদাই ব্যস্ত হ'চ্চে। আর মহাপুরুষের বাক্যে কালবিলম্বের প্রয়োজন নাই, শীঘ্র অট্টালিকা-শিখরে আরোহণ ক'রে মহাপুরুষের শেষবাক্য পরীক্ষা করি গে চলুন। অথবা আপনারা এখানে অপেক্ষা করুন, আমিই পর্য্যবেক্ষণ ক'রে আসি।

[প্রস্থান।

ভীমসিংহ। উত্তম। (জীবানন্দের প্রতি) আপনিও এইখানে ক্ষণেক অপেক্ষা করুন।

জীবানন্দ। ক্ষণেক কেন, তোমার জীবনীশক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমি তোমার জন্য প্রত্যেক সময় অপেক্ষা ক'রে র'য়েচি। আবার যতদিন জীবিত থাক্‌বে, ততদিন আমি তোমার জন্য প্রতিমুহূর্ত্তকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রে থাক্‌ব। ভীমসিংহ! আমার ত এই কার্য্য। কিন্তু ভাই! আমি তোমার নিমিত্ত রোদন ক'র্‌লে কি হবে, তুমি যে আমার জন্য কাঁদ না? আমার রোদনে তোমার যে উপেক্ষার হাসি আসে। তবে আমি কি ক'র্‌ব ভাই! তবে তোমার কথামত

আমি অপেক্ষা করি। কিন্তু ভাই তুমি আর অপেক্ষা ক'র না। তোমার কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সময় উপস্থিত।

দ্রুতপদে সমরসিংহের প্রবেশ।

সমরসিংহ। কৈ সেই লাবণ্যশালী পূর্ণবিভূতিময় সন্ন্যাসী—চ'লে গেলেন কি? যেতে দিবেন না, যেতে দিবেন না। উনি আমাদের চিতোরের পরমবন্ধু। সকল সত্য! ঋষিবাক্য মিথ্যা নয়। সত্যই চিতোরের সর্ব্বনাশ উপস্থিত। সত্যই যবন-সৈন্যে চিতোর-নগর অবরুদ্ধ। পিপীলিকাশ্রেণীবৎ অগণিত ম্লেচ্ছগণ চিতোরের চারি পার্শ্বে শিবির সন্নিবেশ ক'রেচে! তিলার্দ্ধ স্থান নাই! ঘোর হুহুঙ্কার শব্দ! বায়ুহিল্লোলে সেই শব্দ যেন সাগর-তরঙ্গের ন্যায় অনুমিত হ'চ্চে! কি হবে? উপায় কি? হায় হায়, সেই হোরিখেলার মহোৎসবে এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত! ব্যাঘ্র-বদন-গ্রস্ত গোবৎসের ন্যায় চিতোর আজ যবনহস্তগত ব'লে বোধ হ'চ্চে। পরিত্রাণের উপায় কি? হে মহাভাগ! আপনি আমাদের পরমবন্ধু! সত্য ব'ল্‌বেন, কোন উপায় আছে কি? যদি থাকে, তাহ'লে অনুগ্রহ ক'রে প্রকাশ করুন।

জীবানন্দ। আছে বৈ কি; আমি যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ সকলেরই উপায় আছে। তাই ত আমি এসেচি।

ভীমসিংহ। মহাশয়! ক্ষণেক অপেক্ষা করুন! আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চি না। ওমরাহ সমরসিংহ! ব্যাপার কি বলুন দেখি?

সমরসিংহ। চিতোর অবরুদ্ধ! যবন-সৈন্যে অবরুদ্ধ! নিষ্ক্রমণের উপায় নাই! দুর্গদ্বার পর্য্যন্ত শিবির সন্নিবেশ ক'রেচে।

ভীমসিংহ। মহাত্মন! আপনি নিশ্চয়ই কোন ছদ্মবেশী মহাপুরুষ সন্দেহ নাই! আপনি চিতোরবাসীর মরম সুহৃদ্। দেব! অযোগ্য ভ্রাতৃজ্ঞানে দাসকে ক্ষমা ক'র্বেন! উপস্থিত মুহূর্ত্তে আপনি চিতোরের স্বাধীনতা দান ক'রেচেন। প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় দান ক'রেচেন। কিন্তু উপায়? এখন কি করি? কি উপায়ে দ্বারাগত শত্রুর শাস্তিবিধান করি, তাই বলুন।

জীবানন্দ। অজ্ঞান ভীমসিংহ! এখনও তা' ভাব্‌চ? বুঝ্‌তে পার্‌চ না? ক্ষত্রিয়! তোমার রাজ্যরক্ষার কথা আমায় ব'ল্‌তে হবে? এই—এই লও শত্রু-ধ্বংসকারী অস্ত্রশস্ত্র। যে অস্ত্রশস্ত্র তোমাদের জন্য জীবানন্দ আজ মস্তকে বহন ক'রে এনেচে, এই লও সেই সব জীবচক্ষুভীষণ শাণিত অস্ত্র। (ভীমসিংহকে প্রদান) এখন দেখ দেখি ভীমসিংহ! কেমন মধুর দৃশ্যে তোমার বীরমূর্ত্তি শোভিত! যাও, যাও কর্ম্মি! কর্ম্মক্ষেত্রে এবার প্রবেশ কর গে! তোমার কর্ম্ম থাক্‌তে তুমি সাহস-হারা হও কেন? যাও চ'লে যাও, সাহস, বীর্য্য, শক্তির অর্চ্চনা কর। তোমার কর্ম্মের সমাধি-আসন অধিকার কর গে। যাও, চ'লে যাও, উদ্যমের মধুর হাসি অধরে ল'য়ে কর্ম্ম-তরুর সুশীতল ছায়ায় তৃপ্তিলাভ কর গে। ভীমসিংহ! আজ চিতোরের অতি শুভদিন উপস্থিত। বীর! তোমার অক্ষয় কীর্ত্তি রাখ্‌বার আজ মাহেন্দ্রযোগ! ঐহিক পারত্রিক—দু'টী রাজ্য এককালে অধিকার ক'র্‌তে পার্‌বে! ব্যর্থ হবে না! একটিও তোমার কর্ম্ম-সীমার বহির্ভূত হবে না! যাও চ'লে যাও, যে দিন পেয়েচ, সে দিনের হতাদর ক'র না। দীনের বন্ধু দীননাথকে

স্মরণ ক'রে, কর্ম্মি ! তুমি তোমার কর্ম্মমন্দির আজ আলো কর গে। আমি চ'ল্লাম, সময়ে আবার সাক্ষাৎ হবে। [বেগে প্রস্থান।

ভৈরব। গীত।

ভৈরবী—একতালা

ও রে তোরা দেখ্ রে—
জ্বলন্ত তড়িত-রেখায় কে অমর পুরুষ চলিয়া গেল।
কর্ম্মি কর্ম্ম কর ব'লে কর্ণে বীজমন্ত্র দিল ॥
এস রে সংসার-কর্ম্মি কর্ম্ম মন্দিরে,
আছি তোমারি তরে ফল দিবার তরে,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ আমি নিয়েছি সব মা'র কাছে কেড়ে,
কর্ম্মের শেষে তোদের দিবার তরে, আমি আছি রে ব্যাকুল ॥

কঞ্চুকী। বাবা ভীম, আর এখানে বিলম্ব ক'র না, তুমি এখন রাজ্যের পিতা, চিতোরবাসী তোমার সন্তান। যাও বাবা, যাতে চিতোর রক্ষা হয়, তার সুবিধান কর গে। হায় হায়, মাগো ! কেন মা, ভয় দেখাস্ ! সন্তান তোর পায়ে কি অপরাধ ক'রেচে মা ! যাও চিতোরের ওমরাহগণ ! যা সুযুক্তি হয়, তাই করুন গে ! মা—মা, রক্ষা কর মা !

ভীমসিংহ। মা রক্ষা ক'র্‌বেন বৈ কি ? মা ব্যতিরেকে সন্তানগণের আর ভরসা কি আছে ? কিন্তু আমি অতি চমৎকৃত হ'চ্চি। অকস্মাৎ যবনসৈন্য চিতোর অবরোধ ক'র্‌লে কেন ? যবনগণের সহিত ত চিতোরের কোন সম্বন্ধ নাই। তাই ত, এর প্রকৃত তত্ত্ব কিরূপে অবগত হওয়া যায় ? আর আগন্তুক সন্ন্যাসীই বা কে ?

কেনই বা তিনি সুপ্ত-চিতোরবাসীকে জাগ্রত ক'রে গেলেন ? ওমরাহগণ, আপনারা কি এর কোন কারণ নির্দ্ধারণে সমর্থ হ'লেন ?

সকলে। (গ্রীবাভঙ্গে অজ্ঞাতভাব প্রকাশ)

সমরসিংহ। চলুন, রাজসভায় যাওয়া যাক্, অবশ্য এর কারণ অনুসন্ধান করা বিশেষ আবশ্যক হ'য়েচে। দেখুন. দেখুন, ঐ নয়, একজন যবন-দূত রাজসভামুখী হ'চ্চে! তাহ'লে নিশ্চয়ই ওর নিকট যবন-সংবাদ পাওয়া যেতে পার্‌বে। আবার এই দিকেই আস্‌চে নয় ?

ভীমসিংহ। মন্দিরচত্বরাভিমুখেই আস্‌চে। আসুন, আমরা একটু অগ্রসর হই, যবন-পদস্পর্শে দেবী মন্দির অপবিত্র হবে। (অগ্রসর হওন)

কঞ্চুকী। আসুন ভৈরবী মা, আমরাও দেবীদ্বার রুদ্ধ ক'রে মা'র পূজার আয়োজনাদি করি গে। বাবা ভীম, মাকে ডাক। মা! কেন মা, সন্তানে ভয় দেখাস্!

[ভৈরবী ও কঞ্চুকীর প্রস্থান।

ফজেলের প্রবেশ।

ফজেল। সেলাম আলেকম্। আমি রাজ-দূত। মহাশয়গণ, চিতোর-রাজসভায় যেতে কোন্ পথ অবলম্বন ক'র্‌ব ?

ভীমসিংহ। প্রয়োজন কি ?

ফজেল। রাজকীয় ব্যাপারের প্রয়োজনার্থে।

ভীমসিংহ। এইখানেই সে অভীষ্ট পূর্ণ হ'তে পার্‌বে।

ফজেল। উত্তম, অনুগৃহীত হ'লাম। (পত্র বাহির করিয়া) ইহার মধ্যে কোন্ মহাত্মা চিতোরাধিপতি? আশা করি, আমার অপরাধ মার্জ্জনা ক'রবেন।

সমরসিংহ। সে কি মহাশয়! আপনি আগন্তুক অতিথি, ক্ষত্রিয় অতিথির সম্মান খুব ভাল বুঝে। ইনিই চিতোরাধিপতি মহাবীর রাণা ভীমসিংহ।

ফজেল। (কুর্ণিস পূর্ব্বক পত্র দান) দিল্লীর বাদ্‌সা সাহেজান আলাউদ্দিনের আরও অনেক গুপ্ত বাচনিক কথা আছে। পত্র পাঠ করুন, পরে সে সকল বিষয় মহারাজকে অবগত করাব।

(ভীমসিংহের পত্র পাঠ করিতে করিতে আরক্ত নয়ন ও দন্তে দন্ত সংঘর্ষণ ও পত্র দূরে নিক্ষেপ করণ)

সকলে। ব্যাপার কি মহারাণা?

ভীমসিংহ। (অসি নিষ্কাষণ পূর্ব্বক) সমরসিংহ! যাও অতিথি যবন-দূতকে শীঘ্র আমার সম্মুখ হ'তে ল'য়ে সম্বর্দ্ধনা কর গে। বিন্দুমুহূর্ত্ত সময় যেন আমার আর যবন-দূতের মুখদর্শন ক'র্‌তে না হয়! (ফজেলের কম্পন) ভয় নাই! তুমি দূত, অবধ্য, সম্পূর্ণ ক্ষমার যোগ্য। বিশেষতঃ তোমার বাদ্‌সা আলাউদ্দিন যেরূপ পশু, আমি সেরূপ পশু নই।

ফজেল। প্রভুনিন্দা ভৃত্যের পক্ষে শ্রবণকর্কশ; আশা করি, মহারাণা! অতিথির আগমন পীড়ন না করেন।

ভীমসিংহ। দূত! ক্ষমা কর। ক্ষত্রিয়গণ রাজধর্ম্ম-পালনে আত্মজীবন পর্য্যন্ত দান করে। যাও দূত, বিশ্রামাগারে বিশ্রাম কর

গে, তা হ'লেই তোমার পশু-অবতার প্রভুর নিন্দাবাদ আর শ্রবণ ক'র্‌তে হবে না।

ফজেল। এখনও আমার প্রভুর আজ্ঞা সম্পূর্ণ প্রতিপালন করা হয় নাই।

ভীমসিংহ। ক্ষমা কর দূত! এখন যাও, প্রভু-আজ্ঞা যথেষ্ট পালন ক'রেচ, আর ক্ষত্রিয়ধর্ম্মকে পাপপঙ্কে পঙ্কিল ক'র না। অবধ্য, ক্ষমার যোগ্য ব'লে—এখনও ভীমসিংহের সম্মুখে তুমি দণ্ডায়মান! নৈলে বনে বাড়বানল উপস্থিত হ'লে বনস্থ গুল্মের জীবনাশা কোথায় থাকে?

ফজেল। মুসলমান ক্ষত্রিয়কে সে বিশ্বাস করে ব'লেই রাণা, এ মুসলমান এখনও আপনার সম্মুখে নির্ভীক-হৃদয়ে দণ্ডায়মান।

ভীমসিংহ। তবে বলি শোন দূত! মুসলমান ক্ষত্রিয়গণকে এরূপ কাপুরুষ ব'লে বিশ্বাস করে যে, আপনার ধর্ম্ম-পত্নীকে তারা অন্যের বিক্রমের ভয়ে বিক্রয় ক'র্‌বে?

ফজেল। বিক্রয় কেন মহারাণা, উপহার ব'লে সম্প্রদান ক'র্‌বেন। ভারতের উৎকৃষ্ট রত্নেই ত ভারতেশ্বর দিল্লীশ্বরের অধিকার।

ভীমসিংহ। সাবধান দূত! যবন আর হিন্দুতে অনেক প্রভেদ। দিল্লীশ্বর ভারতেশ্বর কে? সে কি একজন পশুমূর্ত্তি! ভুবনমান্য সাক্ষাৎ বীরত্বের অবতার ক্ষত্রিয়গণ একজন নরকের বিষ্ঠা-ক্রমি দানবমূর্ত্তি পিশাচমূর্ত্তিকে ভারতেশ্বর ব'লে উপাসনা ক'র্‌বে? জয়পুর, যোধপুর, বিকানীর—সেই পশুর নিকট মস্তক নত ক'রেচে ব'লে, দেব-দ্বিজ-হিন্দুদ্বেষী যবনের নিকট চিতোরের শেষ রক্তবিন্দু

পর্য্যন্ত হীনতা স্বীকার ক'র্‌বে না, এ তুমি তোমার দিল্লীশ্বরকে বিশেষরূপে বুঝিয়ে ব'ল। আর ব'ল—হিন্দুললনাগণ দ্বিচারিণী নহে, তারা স্ব স্ব পতিকে দেবতাভাবে চিরদিনের জন্য অর্চ্চনা করে। অন্ধ মূক খঞ্জ ব্যাধিগ্রস্ত স্বামীও হিন্দুনারীর নিকট চির-পূজনীয়।

সমরসিংহ। মহারাণা! অধমগণ কি দিল্লীশ্বর আলাউদ্দিনের মনোভাব অবগতের অধিকারী নয়?

ভীমসিংহ। সে কি সমরসিংহ! চিতোরের আশ্রয় কারা? কাদের সাহসে দিল্লীশ্বর আলাউদ্দিনকে এই সকল তেজোগর্ব্ব বাক্যবিন্যাস ক'র্‌চি? কিন্তু সমরসিংহ! অনুরোধ, আমার মুখ হ'তে—না—না—ঐ লিপি পড়ে র'য়েচে, তোমরা অধ্যয়ন কর। অথবা না না, আমিই আজ প্রেতমূর্ত্তি বাদ্‌সার ছায়ামূর্ত্তি সকলকে দর্শন করাই দেখ। এই—এই লিপি দিল্লীশ্বরের মুদ্রাঙ্কিত। (পাঠ) "মহারাণা! ভারতের প্রায় সমুদায় রাজন্যবর্গই দিল্লীশ্বরের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন, কেবল আপনি কোন দিন আমায় সম্মান প্রদর্শন করেন নাই! আশা করি, এবার প্রার্থিত সম্মান প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। শুনিলাম, আপনার সহধর্ম্মিণী পদ্মিনী রমণী-কুলের মধ্যে অনৈকা বরবর্ণিনী। সম্মান বৃদ্ধি করিতে হইলে, সেই অতুলনা রমণী পদ্মিনীকে"—না না আর না, তারপর আর না—দেখ—সমরসিংহ, পিশাচমূর্ত্তি দেখ! আর আমি অধ্যয়ন ক'র্‌তে পার্‌লেম না। লও, অস্ত্র ধারণ কর, ভীমসিংহকে দ্বিখণ্ডিত কর। নয় চল, সেই দানবমূর্ত্তি পাপ আলাউদ্দিনের রক্তে এই মহাপাপের

প্রায়শ্চিত্ত করি গে যাই! দুর্বৃত্ত আলাউদ্দিন! রাক্ষস! দস্যু! পিশাচ আলাউদ্দিন! তুই পবিত্র ভারতক্ষেত্রকে নিতান্ত অপবিত্র ক'র্‌চিস্‌! যে সিংহাসনে সাক্ষাৎ ধর্ম্মের সিংহস্বরূপ মহারাজ যুধিষ্ঠির উপবেশন ক'রে সমগ্র ধরণীতে রাজনামের পবিত্র জ্যোতিঃ বিস্তার ক'রেছিলেন, হায় হায়, আজ সেই সিংহাসনে নিশাবিহারী জীবঘৃণ্য শৃগালের অধিকার হ'য়েচে! সুপ্ত ক্ষত্রিয়! আরও ঘুমাবে? এ নিদ্রা কি ভাঙ্‌বে না? অহঙ্কারী যবন আজ তোমার কুল-লক্ষ্মীকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ ক'র্‌চে; এখনও নিদ্রা? তবে আর কবে জাগ্‌বে? বিদেশী আজ তোমাদের শয়নকক্ষে এসে বিহার ক'র্‌চে, এখনও নিদ্রিত? তবে আর কবে জাগ্‌বে? জাগ—জাগ, ক্ষত্রিয়-সন্তান! বীর-বালার গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রেচ, বীরের ঔরসজাত ব'লে গর্ব্ব প্রকাশ ক'রে থাক, আজ কি সেই বীরত্বের এই পরিণাম! জাগ—জাগ ক্ষত্রিয়-সন্তান! রাম লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন-কর্ণ-অভিমন্যু যে বংশের গৌরব-হার, সে বংশের সন্তান তোমরা। তোমাদিগে ম্লেচ্ছ যবনে আজ পদাঘাত ক'র্‌চে, নীরবে সহ্য ক'র্‌চ? হায় হায়, কি পরিতাপ! হায় হায়, অধঃপতনের কি শেষ পরিণতি! জাগ—জাগ ক্ষত্রিয়সন্তান! আর ঘুমায়ো না ভাই!

সকলে। জয় মহারাণা কি জয়! জয় মহারাণা কি জয়!

ভীমসিংহ। শোন দূত!

ফজেল। মহারাণা! আপনার ব'ল্‌বার পূর্ব্বে এ দূত আপনার হৃদয়ভাব সকলই অবগত হ'য়েচে। এক্ষণে বিদায় প্রার্থনা করি।

ভীমসিংহ। যেতে পার, কিন্তু অতিথিসৎকার ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।

ফজেল। তা হ'তে পারে, কিন্তু এরূপ আতিথ্যগ্রহণ মুসলমানের ধর্ম্ম নয়।

ভীমসিংহ। উত্তম, তোমার ধর্ম্ম নষ্ট ক'র্‌তে চাই না। তবে তোমার বাদ্‌সাকে এই একটী মাত্র কথা জানাবে যে, চিতোরের মহারাজা হিন্দু, যবন নয়।

ফজেল। (মুখ বক্র করিয়া) নিশ্চয়। তবে আমিই আমার বাদ্‌সার স্বরূপ উত্তর প্রদান ক'রে যাচ্চি, আমার প্রভু বাদ্‌সা আলাউদ্দিন মুসলমান, অপদার্থ কাফের হিন্দু নয়। (স্বগতঃ) দেখি মহারাণা ভীমসিংহ তোমার এই গর্ব্ব কতদিন থাকে। [প্রস্থান।

সমরসিংহ। শুন্‌লেন, বিধর্ম্মী যবনের অহঙ্কার-বাক্য ?

ভীমসিংহ। যবনের অহঙ্কার বাক্য নয় ওমরাহ ! ইহা নির্জীব ক্ষত্রিয়ের স্বীয় কর্ম্মের বাক্য। ভারতে আর ক্ষত্রিয় নাই। ভারতে ক্ষত্রিয় থাক্‌লে আজ যবন কেন ভারতের সম্রাট্ ! ভাব দেখি ওমরাহ ! ভারতে ক্ষত্রিয় থাক্‌লে যবন কি কখন সিন্ধুনদ অতিক্রম ক'র্‌তে সমর্থ হ'ত। কেন দুঃখ প্রকাশ কর ? যবনের অহঙ্কার না হবে কেন ? ক্ষত্রিয় যে যবনের অন্নাকাঙ্ক্ষী, পাদুকাবাহী ভৃত্য। ক্ষত্রিয় যে জাতীয়ভাব বিস্মৃত, ঘোর স্বার্থপর। তাই সেই জাতির এত অধঃপতন। যাই হ'ক্—আর সময় নাই, এখন রাজসভায় সমুদায় চিতোরের মাননীয় ক্ষত্রিয়কে আহ্বান ক'রে এই যবন বিপ্লবে চিতোরের ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করা যাক্, চলুন।

সকলে। যে আজ্ঞে, চলুন। [সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

[রাজপথ]

চারণগণের প্রবেশ।

চারণগণ।　　গীত।

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

জাগ জাগ ক্ষত্রিয়-সন্তান।
বিদেশী গৃহেতে পশি আজি হরে ক্ষত্র কুল-মান।
এখন এখন আছে রে সময়,
পূর্ণ শক্তি ল'য়ে হও রে উদয়,
ঘুমায়ে থেকো না ল'য়ে ছার প্রাণ॥

[প্রস্থান।

হিন্দুবেশে ফতেখাঁ ও খাতিমখাঁর প্রবেশ।

ফতেখাঁ। ইয়া আল্লা! কিয়া তোফা! খাতিম চাচা, মোদের কেমন হাঁদুর পোষাক মোনিয়েচে। বেটাব রোজপোতের কি আক্কেল যে মোদিগে আর মুসলমান ব'লি ধ'র্‌তি পারে। কেমন কেল্লা পার হ'য়ে আনু!

খাতিম। ইয়া আল্লা—ফতেখাঁ, তবে আর মোদিগে ইস্‌লাম মোতাবেক্ লোগে বলে কেন?—কাফেরদের সাথ্ মোদের আস্‌মান্ জমিন্ ফ্যারাক্।

ফতেখাঁ। আচ্ছা চাচাজী, মুই ত কিছু বুঝি না। কিন্তুন্

তুমি ত একজন ফালের ওয়াকিবহাল, তবে বাদ্‌সা কেন মোদের দু'লোগকে চ্যাৎরারগড়ে রোজ্‌পোতের গুজ্জি কতা ল্যাবার লাগি প্যাটালে বল দেহি? তুমি ত ফালেই সব্বি সম্‌জাতে প্যারে ছালে?

খাতিম। আরে লেড়্‌কা রে লেড়্‌কা! ফালে ত মুই সব্বি কথা খোদাবন্দ বাদ্‌সাকে বড়ি সম্‌জায়ে ক'য়েছানু! উজির সাব, আমীর সাব, বেহারের নবাব সাব, মোর কেরামতি না দেখে, সব্বি মিঞা—"কিয়া তোফা, কিয়া তোফা" বলে মোমো্র কত্ত সবাসি দিলে আর মেহেরবান্ বাদ্‌সাজী ত মোর ফালের আদব্ কায়দা দেখে, মোরে এক পেয়ালা আমিল দিলে।

ফতেখাঁ। তা ত দিলে—ইয়া আল্লা—তবে কেন বাদ্‌সাজী মোদের কাফেরদের শূয়ারের পুষাক্ প'রালে?

খাতিম। তোবা, তোবা, তোবা। ফতেখা, ফতেখাঁ,— মোরে তুই জ্যান্ত কবর দে। এ হাঁড়ুর পোষাক্ প'রে মোর জান্‌ রাখ্‌তে ইচ্ছা নেই। মোদের ইমান্ গেছে।

ফতেখাঁ। চাচাজী! মুই জান আখনি দিতি পারতুম! তবে মেহেরবান্ বাদ্‌সাজীকে এক জবান্ দিয়ে এসেছি যে, রাজ্‌পোতের গড়ের খপর, আর মোদের দিল্লীর হবু বেগম পদ্দিনীর খপর এনে দোব। ই দুটো খপর দিতি পার্‌লেই মুই খালাস।

খাতিম। সে ত বড় মুস্‌কিলের কথা রে বাপ্পা!

ফতেখাঁ। চাচাজী, ফজলে মুই সব্বি কাম হাসিল ক'রেচি।

খাতিম। কিয়া তোফা, কিয়া তোফা! হবু বেগমের খোস খপরটা কি ফতে?

ফতেখাঁ। কাফেররা মোদের বাদ্‌সাকে দেখে ডর পেয়েচে। তারা পঁদিনীকে বাদ্‌সাজীর কবজে নজর দিবে।

খাতিম। ভ্যালা মোর বাপ্পা রে! ভ্যালা মোর বাপ্পা রে! তুই বাপ্পা, একটা বড় জুহুরী।

ফতেখাঁ। মোর চেয়ে তুমি তো বড্ড জুহুরী, চাচাজী। লোগে বলে, খাতিমচাচাজীর সব্বি কথা বি সাচ্চা।

খাতিম। হাঁ বাব্বু—মোর প্যাটে দুনিয়ার খপর কুঁদোকুঁদি করে ব্যাটে।

ফতেখাঁ। মোর তাল্লাক চাচাজী, আমি একবার পরক ক'রব।

খাতিম। ইস্—মোরে আর ঘুমাতে হয় না। কৈ বাব্বু, মোরে ঠহা দেহি।

ফতেখাঁ। আচ্ছা দেহ দেহি চাচাজী, কে যেন শয়তানের মত আস্‌চে নয়?

খাতিম। তাই ত রে বাপ্পা, পেলাই চল, পেলাই চল। (গমন ও পতন) ও বাপ্পা রে, মোরে ধর্ রে!

(ফতেকে ধারণ ও ফতে কতৃক আঘাত প্রাপ্ত হওন)

ফতেখাঁ। বেটার কি আক্কেল দেখ! মোর জান যাক্, বেটার জান বাঁচুক। বাপ্ রে—বাপ্ রে, ঐ এস্‌চে। [বেগে প্রস্থান।

খাতিম। মুস্‌কীল আসান্ কর পীর! হা আল্লা, মোরে মেহেরবান হও। ও বাবা, মোর কল্‌জেটা একেবারে গেচে।

[প্রস্থান।

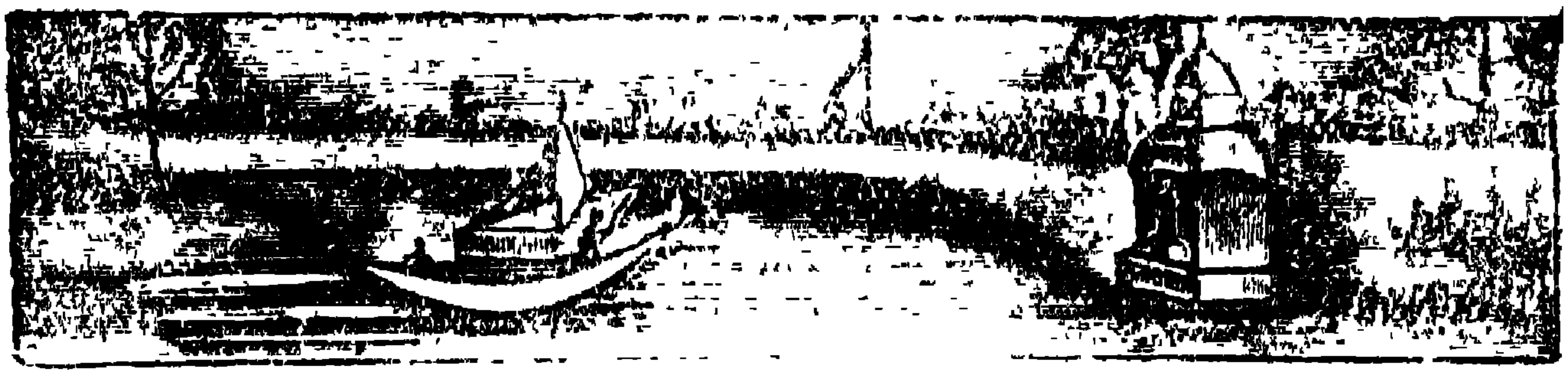

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[পূজাগৃহ]

অরিসিংহ ও উমাবাই আসীন।

উমাবাই। কেন বাছা! এমন কাজ কর, যাতে মহারাণা বিরক্ত হন, তেমন কাজ করা তোমার মত সন্তানের ত উচিত নয় মাণিক!

অরিসিংহ। তা ব'লে মা! আমাদের মা আজ ম্লেচ্ছ যবন গৃহে যাবে, পিতা কিছুই ক'র্‌বেন না—কিছুই ব'ল্‌বেন না?

উমাবাই। কি হ'য়েচে অরি! কি কথা ব'ল্‌চিস্ রে? শুনে যে আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌চে। কি কথা ব'ল্‌লি?

অরিসিংহ। সত্য মা! তোমার শিক্ষায় অরি কখন আজীবন মিথ্যা ব'লে জানে না। শুনেচ ত মা, যবনরাজ পিশাচ আলাউদ্দিন যে কারণে আমাদের সোণার চিতোর অবরোধ ক'রেচে, সে কারণ ত সব শুনেচ মা?

উমাবাই। তা ত শুনেচি বাছা। আবার এও শুনেচি—

তাতে দেশীয় ক্ষত্রিয়গণ প্রাণ দিতে প্রস্তুত হ'য়েচেন, তথাপি পিশাচ বাদ্‌সার পাপ-বাসনা পূর্ণ হ'তে দিবেন না।

অরিসিংহ। না—মা! ভুল শুনেচ। আর সত্যও যদি শুনে থাক, তাহ'লে স্বার্থপর ক্ষত্রিয় আজ সে মতের পরিবর্ত্তন ক'রেচে।

উমাবাই। কি ক'রেচে?

অরিসিংহ। আজ নীচ অপদার্থ ক্ষত্রিয়, তুচ্ছ প্রাণের মায়ায় আলাউদ্দিনের সৈন্য দর্শনে ভীত হ'য়ে বাপ্পারাওবংশের কুললক্ষ্মী—আমাদের ঠাকুরমাকে যবন করে দিতে মনস্থ ক'রেচে।

উমাবাই। অরি! আমি তোর মা; তোকে দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ ক'রেচি, আমি তোর নিত্যপূজনীয়, সত্য বল্, যা ব'ল্‌চিস্ সব কি সত্য?

অরিসিংহ। মা! অরিকে কি তুমি সে সন্দেহ কর? তবে অরির মৃত্যুই মঙ্গল।

উমাবাই। ষাট্ ষাট্! তবে আরও শুনেছিলাম যে, আগামী কল্য চিতোরের ক্ষত্রিয়গণকে ল'য়ে, এই যবনবিপ্লবের প্রতিকারের জন্য এক মহাসভা গঠিত হবে, সে সকলই কি মিথ্যা?

অরিসিংহ। হাঁ মা, আমিও তাই শুনেছিলাম, কিন্তু আবার এখন শুন্‌চি যে, আমাদের ওমরাহের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি সে মতের পোষকতা না ক'রে স্পষ্টই ব'লেচেন যে, "চিতোর এখন দুর্ব্বল, ভারতের সম্রাট মহাবীর আলাউদ্দিনের সহিত

যুদ্ধ করা এ সময় কোন মতে বিধেয় হ’তে পারে না, তার চেয়ে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য—দীনহীন ক্ষীণ প্রজাগণের রক্ষার জন্য পদ্মিনীর প্রদান—” মা মা, তাই আমি পিতার অবাধ্য হ’য়ে পিতাকে পুনঃ পুনঃ বিরক্ত ক’র্‌তে আস্‌চি! উনি রাজা, উনি যদি কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করেন, তা হ’লে বাপ্পাবাওবংশের সম্মান আর কে রাখ্‌বে মা?

উমাবাই। আচ্ছা, অরি! তোর দাদাজী কি এ কথা শুনেন না?

অরিসিংহ। সে কি মা! আজ চিতোরের ঘরে ঘরে এই কথার আন্দোলন হ’চ্চে।

উমাবাই। তাহ’লে অবশ্য তোর দাদাজী এ সংবাদ শুনেচেন?

অরিসিংহ। শুনেচেন বৈ কি।

উমাবাই। তবে কি ওমরাহের মতে তাঁরও মত?

অরিসিংহ। তাঁর দেব-হৃদয়ের উদ্দেশ্য তা নয় মা, তবে তিনি এখন চিতোরের রাজা। রাজার কর্ত্তব্য প্রজা-মনোরঞ্জন। বিশেষতঃ তিনি চিতোরের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য পাগল। তা হ’লেও তিনি এ কথা যখন শুন্‌লেন, তখনই তাঁর জবাকুসুমচক্ষে দর্‌ দর্‌ ধারে জলধারা প’ড়্‌তে লাগ্‌লো। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ক’রে দাদাজী আমার—উচ্চৈঃস্বরে ব’ল্‌লেন, “যদি যবনকরে পদ্মিনী প্রদানই সাধারণের মত হয়, তা হ’লে চিতোরের মহারাণা চিতোরের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তা ক’র্‌তেও প্রস্তুত। প্রভু রামচন্দ্র ক্ষত্রিয়কুলে অবতীর্ণ হ’য়ে প্রজারঞ্জনার্থে যখন স্বীয় গর্ভবতী পত্নী জানকীকে বনবাসে দিতে বাধ্য হ’য়েছিলেন, তখন প্রভু

রামচন্দ্রকেই আদর্শ ক'রে ভীমসিংহ, ঘৃণিত যবন-করে স্বীয় সহ-ধর্ম্মিণী পদ্মিনী প্রদানে অসমর্থ হবে না।" কিন্তু এই কথা ব'লেই দাদাজী আমার আর সেখানে স্থির হ'য়ে থাকৃতে পারলেন না। দ্রুতপদে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ ক'রলেন। মা! তুমি কি ব'লবে বল, একমাত্র তোমার কথা শুনব, আর আমি কার' কথা শুনব না।

উমাবাই। অরি! তোর মাকে কি তুই শৃগালী ব'লে ভাবিস্? সত্য বল্‌চি অরি! তুই পুত্র, তোর কাছে অধিক আর কি ব'ল্‌ব, মহারাণা লক্ষ্মণসিংহের পত্নী—মহাবীর অরিসিংহের মাতা শৃগালী নয়।

অরিসিংহ। (পদধূলি লইয়া) ক্ষমা কর মা! চিতোররাজ-লক্ষ্মী তুমি যে মা! শক্তিময়ী ভীমার পূর্ণা শক্তি অরিসিংহের আদ্যা-শক্তি যে তুমি মা! অরিসিংহ যে সিংহীর পুত্র, শৃগালীর পুত্র নয়, তা অরিসিংহ বিলক্ষণ অবগত। ক্ষমা কর মা! অরিসিংহ নিজ মাতাকে রাজরাজেশ্বরী ভিন্ন, কখন স্বপ্নেও দানবীমূর্ত্তিতে চিন্তা করবে না। অরিসিংহের মাতা উমা ভগবতী, অরিসিংহ—তাঁরই পুত্র।

উমাবাই। তবে যাও বাছা কার্ত্তিকেয়! উমার চির-আদরের কার্ত্তিকেয়—কুমার! নিশ্চিন্ত থাক গে! যদি কাপুরুষ ক্ষত্রিয়গণ নিজের তুচ্ছ প্রাণের আকাঙ্ক্ষায় বাপ্পারা'র কুললক্ষ্মীকে ত্যাগ ক'রতে উদ্যত হয়, তা হ'লে—চিতোরের বালিকা হ'তে বৃদ্ধা পর্য্যন্ত সে মতের বিরুদ্ধাচারিণী ব'লে জানবে। তবে যাও বাছা, নিশ্চিন্ত থাক গে, যদি আজ কালবশে ক্ষত্রিয়গণ আপন স্বর্গদ্বার

আবৃত ক'রে, দুরাত্মা আলাউদ্দিনের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে গমন ক'র্‌তে অনিচ্ছা প্রকাশ করে, তাহ'লে চিতোরের বীরাঙ্গনা বীরকন্যাগণ কখনই সেই পশুরূপী ক্ষত্রিয়গণের সহযোগিনী থাক্‌বে না।

অরিসিংহ। তবে কি আর পিতার সহিত সাক্ষাৎ ক'র্‌ব না মা?

উমাবাই। মহারাণার আস্‌বার সময় হ'য়েছে। ঐ নহবৎ বাজ্‌চে। ঐ যে কুমার সুবীর আমার, মহারাণার মনের মত গান গেয়ে মহারাণার সঙ্গে পূজাগৃহেই আস্‌চে।

লক্ষ্মণসিংহ ও সুবীরসিংহের প্রবেশ।

সুবীর

গীত।

পূরবী—একতালা।

কার তরে ফুল তুই ফুটিস্ বল্ রে বাগানে।
জীবেরে সুবাস দিতে কি পড়্‌তে প্রভুর চরণে॥
বিলাসী বিলাস তরে, তোরে অতি যতন করে,
তেমনি যতন সাধুর করে, তোর অযতন নাই ভুবনে॥
বাবার যেমন পাস্ ত কদর, আমার তেমন পাস্ ত আদর,
ভুলেও তোরে কেউ হতাদর, করে না ত কোন জনে॥

লক্ষ্মণসিংহ। সুবীর, এ গানটী কি তোমারই রচনা? আহা, অতি সুন্দর গান!

সুবীরসিংহ। বাপ্‌জী! আজ কত ফুল তুলেচি দেখ দেখি! সাদা সাদা রাঙা রাঙা ডব্‌ডবে ফুল। তুমি খুব ক'রে পূজো কর বাপ্‌জী! আমি এমনি ক'রে দিন তোমার জন্যে খুব বেশী ক'রে ফুল তুলে আনব।

লক্ষ্মণসিংহ। আমায় যে সকলে পূজো ক'র্‌তে নিবারণ করে সুবীর!

সুবীরসিংহ। পূজো ক'র্‌তে বারণ করে, তবে ফুলগুলো কি হবে? তারা বুঝি ফুলের মালা গেথে প'র্‌বে? না বাপ্‌জী! তা হবে না, তুমি পূজো ক'র্‌বে, আমি ফুল তুলে এনে দোব।

লক্ষ্মণসিংহ। সুবীর! পাঁচজনে যে পূজো ক'র্‌তে দেয় নি বাবা! আমার পুজায় যে তারা বিরক্ত হয়।

উমাবাই। মহারাণা! কারা তোমার পূজায় বিরক্ত হয়?

লক্ষ্মণসিংহ। কে ও রাণি? কেন আমার পূজায় তুমিও কি বিরক্ত নও? তবে আর পাঁচের কথায় আবশ্যক কি রাণি?

উমাবাই। ভগবান! ভগবান! তুমি অন্তর্য্যামী। আমি কি ব'ল্‌ব, তুমি উমার হৃদয়ের ভাব জান। রাণা! সত্য, আমি তোমার পূজায় বিরক্ত, কিন্তু হে হৃদয়বান্ দেবতা! একবার কি তোমার দেবহৃদয়ে ভেবে দেখেছিলে যে, এ দাসী—প্রভুর এই মহৎ কার্য্যে বিরক্ত হয় কেন?

লক্ষ্মণসিংহ। যদিও তা দেখি নাই, কিন্তু আমার অরিও ত উপস্থিত, জিজ্ঞাসা কর রাণি, অরি ত আমার হৃদয়ের গৌরবহার—আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, ঐ অরিও কি আমার পূজায় বিরক্ত নয়?

অরিসিংহ। রাণা! আমি আপনার নরাধম হতাদৃষ্ট পুত্র। তাই আপনার বিরাগের পাত্র হ'য়েচি, এ ভিন্ন আর আমার দ্বিতীয় উত্তর নাই।

লক্ষ্মণসিংহ। শুন্‌লে রাণি! দেখ্‌চ রাণি! অরি আমার মুখ-

খানি কিরূপ মলিন ক'র্‌লে ? কেন অরি ! আমি তোমার কুলাঙ্গার পিতা—তোমাদের ন্যায়রাজ্যে—অমররাজ্যে কি অন্যায় দানববৃত্তি অবলম্বন ক'রেচি যে, তোমরা আমার বাক্যে বা আমার কার্য্যে এতদূর বিষাদচিত্র প্রদর্শন করাও ? বিষয়কার্য্য আমার কণ্টকের ন্যায় জ্ঞান হয়, হৃদয়ে সর্ব্বদাই অশান্তির উদয় হয়, কি যেন তীব্রযাতনা অনুভূত হয়, তাই নির্জ্জনে একটু শান্তি পাবার আশায় দেবার্চ্চনা করি এই মাত্র। তাতে তোমাদের দুঃখ বা অশান্তি কেন ? আমি তোমাদের কোন বস্তুই অপহরণ করি নাই বা তোমাদের সুখ-সম্পদের কোন কণ্টক হই নাই। আমার কি ? আশার দাস হ'য়ে আমার কি হবে বল ? সব দু'দিনের জন্য ! বুঝ্‌তাম—স্থায়ী বিশ্ব, স্থায়ী মানব, স্থায়ী স্ত্রী—পুত্র—ঐশ্বর্য্য ! তাহ'লে নয় সেই স্থায়ী আশা-ভরসায় দেবার্চ্চনাদি ত্যাগ ক'রে নিত্যধন জ্ঞানে বিষয়-সম্পত্তি রাজ্যের সেবা ক'রতাম। কিন্তু তা যে নয়, সবই যে অনিত্য ! এই হিরণ্ময় বপু—এর পরিণাম কি জান ? ভস্ম ! ভস্ম ! ভস্ম ! এই লৌহকাঠিন্যজয়ী প্রস্তরানির্ম্মিত হর্ম্ম্যরাজী—এর শেষ পরিণতি কি জান ? মৃত্তিকার অণু ! মৃত্তিকার অণু ! মৃত্তিকার অণু ! বাছারে, সব যাবে ! তেমন দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর রাবণ গেছে ! তেমন ভারতের একচ্ছত্রাধিপতি রণ-বিশারদ অভিমানী কুরুকুলতিলক দুর্য্যোধন গেছে ! সত্যের আদর্শপ্রতিম নররূপী অমর মহারাজ যুধিষ্ঠির গেছে ! শত্রুত্রাসী যমাতঙ্ক বীরাদর্শ ভীমার্জ্জুন গেছে ! আছে কি বাপধন ! তবে এই সব তুচ্ছ অসার ঘৃণিত অপদার্থ বিষয়রসে নিমগ্ন

হ'তে আমাকে এত অনুরোধ কেন? আমি পারলৌকিক সুখের জন্য যদি ক্ষণমাত্র সেই বিষয়ে লিপ্ত থাকি, তা'তে তোমাদের এত বিরক্তি কেন? যদি তুমি সংসারী হ'তে চাও, তাহ'লে পুত্রের কার্য্য—পিতার ধর্ম্মপথ বিস্তার কর; আর যদি নিষ্কাম সাধু হ'তে চাও, তাহ'লে আমার কার্য্যে তুমি বিরক্ত হ'ও না! আর যদি বীর হ'য়ে সংসারে যশোকীর্ত্তি প্রার্থনা কর, তা হ'লে তারও প্রকৃত সময় উপস্থিত। তুমি রাজ্যাসন লও, রাজা হ'য়ে রাজ্যশাসন, শত্রুদমন কর। অরি, আমি যা ভাল বুঝেচি, তাই ক'র্‌চি।

সুবীরসিংহ। না বাপ্‌জী! তুমি কার কথা শুন না, আমার কথা শুন, তুমি পূজো কর।

উমাবাই। অরির উত্তর আমি কি দিতে পারি মহারাণা?

লক্ষ্মণসিংহ। এই দেখ দেখি উমা, কতদূর অভিমানের কথা। প্রকৃত কথা ব'ল্‌বে, তাতে আমার আজ্ঞার অপেক্ষা কেন?

উমাবাই। মহারাণা, উমার যখন বল্‌বার কথা ছিল, উমার যখন অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ছিল, তখন কি আর উমা আপনার আজ্ঞার অপেক্ষা রাখ্‌ত? রাণা এখন যে উমা আপনার চক্ষের বিষ।

লক্ষ্মণসিংহ। না, না, ও কথা বল না, অধর্ম্ম হবে, অধর্ম্ম হবে। লক্ষ্মণসিংহের তুমি সেই চিরআদরিণী!

উমাবাই। সেই স্পর্দ্ধাই উমার, কুমার অরিরও তোমার সেই অপার স্নেহভালবাসার স্পর্দ্ধা! নতুবা—আমাদের কি শক্তি মহারাণা যে, আপনার কার্য্যের প্রতি আমরা বিরক্তিভাব প্রকাশ করি? ভালবাসার সাহস দিয়েচ, ক্ষমতা দিয়েচ, অভিমান দিয়েচ,

তোমারই সেই প্রদত্তবস্তু তোমাকেই উপহার দিই,—তা ছাড়া আর কি করি মহারাণা!

লক্ষ্মণসিংহ। তা বেশ, তাই কর! সন্তুষ্ট হ'লাম। এখন কি কথা ব'লতে চাও উমা, তাই বল। যথাসাধ্য তোমার মনস্তুষ্টি সম্পাদনে যত্ন করি।

উমাবাই। এমন ভাগ্য উমার হবে? তবে রাণা, উমার সংসারে অভাব কি? তা হ'লে উমা শুধু চিতোরের রাণী নয়, সমগ্র ভুবনের রাজরাজেশ্বরী। শোন রাণা—রাজরাজেশ্বরীর কথা—তুমি ব্রাহ্মণ-বৃত্তি ত্যাগ কর, ক্ষত্রিয়কুলতিলক—ক্ষাত্রয়ের অগ্রণী হও।

লক্ষ্মণসিংহ। (হাস্য) উমা (হাস্য) উমা, কি ব'ল্লে, আমি ব্রাহ্মণ-বৃত্তি ত্যাগ ক'র্‌ব; আমার কিসে ব্রাহ্মণ বৃত্তি দেখ্‌লে রাণি! এই দেবার্চ্চনাদি করি ব'লে? কেন দেবার্চ্চনা কি ক্ষত্রিয়ের নিষিদ্ধ কার্য্য? উমা, হাসালে, আজ বড়ই হাসালে।

উমাবাই। রাণা আমি মাত্র তোমায় হাসাচ্চি, কিন্তু রাণা—তুমি আজ ত্রিজগতের লোককে হাসাচ্চ। হায়! তুমি চিতোরের রাণা, একবার চিতোর দেখ্‌লে না?

লক্ষ্মণসিংহ। অরি! চিতোরের কি দুর্দ্দৈব বাপ্?

অরিসিংহ। চিতোর মুসলমান দিল্লীসম্রাটের সৈন্যে অবরুদ্ধ। মা, তার পর তুমি বল।

লক্ষ্মণসিংহ। আরও কি কথা অরি?

উমাবাই। অবরুদ্ধের কারণ মহারাণা।

সুবীরসিংহ। হাঁ; তোমরা ঐ কর! বাপ্‌জী তুমি মা'র সঙ্গে

দাদার সঙ্গে আর কথা ক'ও না, ওরা তোমায় পূজো ক'রতে দিবে না।

লক্ষ্মণসিংহ। বাবা সুবীর! তুমি আরও ফুল তুল গে, আজ ভাল ক'রে মাকে পূজা ক'রতে হবে।

সুবীরসিংহ। খুব বেশী ক'রে আনব বাপ্জী! তাই যাই। ওদের কি, যাতে বাপ্জী আর পূজো না করে, তাই ওদের চেষ্টা। যাই বাপ্জীর জন্য আরও বেশী ফুল তুলে আনি গে। [প্রস্থান।

লক্ষ্মণসিংহ। অবরুদ্ধের কারণ কি উমা?

উমাবাই। বড়মাকে দিল্লীর সম্রাট প্রার্থনা করেন।

লক্ষ্মণসিংহ। (নীরব)

উমাবাই। যদি চিতোরের রাণা—বড়মাকে স্বইচ্ছায় যবনী ক'র্তে ইচ্ছা না করেন, তাহ'লে দিল্লীর সম্রাট চিতোরের স্বাধীনতা হরণে পশ্চাদ্পদ হবেন না।

লক্ষ্মণসিংহ। ভাল, তাতে চিতোরবাসী সাধারণের মত কি?

অরিসিংহ। মত কি বাপ্জী! কেহ কেহ ব'ল্চেন, "বর্ত্তমান কালে চিতোরশক্তি দুর্ব্বল, সুতরাং দিল্লীর সম্রাটের সহিত প্রতি-যোগিতা কিরূপে সম্ভবে!" তবে ঠাকুরমাকে যবনকরে প্রদান ক'রে যদি চিতোরস্বাধীনতা অক্ষত থাকে, তাই শ্রেয়ঃ। বর্ত্তমান সময় সাধারণেরও মত তাই।

লক্ষ্মণসিংহ। তা অরি, কথা ত মন্দ নয়? এত বেশ যুক্তি হ'য়েচে।

(উমা ও অরিসিংহের মস্তক নত হওন)

লক্ষ্মণসিংহ। মন্দ কি! যদি কাকীমাকে দিল্লীর সম্রাটের নিকট দান ক'রে চিতোরের এই মহাদুর্দ্দৈবের খণ্ডন হয়, তা মন্দ কি? এ যুক্তি ত মন্দ হয় না। কেন উমা! এ ত বেশ যুক্তি হ'য়েচে। নিরাপদে সকল কণ্টক দূর হবে।

অরিসিংহ। হায় হায়, কি দুর্ভাগ্য! কি কালচক্র! আজ চিতোরের মহারাণার মুখে এ কথাও শুন্‌তে হ'ল! পিতা, আর কোন কথা ব'লব না। অরিসিংহের বল্‌বার ভাষা আর নাই। যা হয় কর। মা, মা, এখন আমি আসি, যা হয় কর। অবিলম্বে সংবাদ দিও, এ বাক্য শ্রবণে অরিসিংহের এখন একমাত্র তুষানলই প্রায়শ্চিত্ত। [বেগে প্রস্থান।

লক্ষ্মণসিংহ। উমা! একি? আমি কি মহাবিপদে প'ড়েচি, বল দেখি উমা।

উমাবাই। রাণা, সে বিপদ জ্ঞান কি এখন আর তোমার আছে?

লক্ষ্মণসিংহ। কি বিপদ! সকলেই যে আমায় ব্যঙ্গ কর! কেন, কেন উমা! আমি তোমাদের কি ক'রলাম?

উমাবাই। কি ক'রবে রাণা! তোমার ধর্ম্মে যা ভাল, তাই ক'রতে ব'সেচ। এখন ত গৃহলক্ষ্মী গৃহের বাহির হ'তে চ'ল্‌ল। সতী আজ ব্যভিচারিণী হ'তে চল্‌ল! আবার যেদিন আল্লাউদ্দিন লক্ষ্মণসিংহের পত্নী এই উমাবাইকে প্রার্থনা ক'রে চিতোর অবরোধ ক'রবে, সেই দিনেও এই লক্ষ্মণসিংহ তার অতি সোহাগের উমাকে আলাউদ্দিন-করে সমর্পণ ক'রতে অসম্মত হবে না। আমি চিতো-রের রাণী, মহারাণা লক্ষ্মণসিংহের স্ত্রী, আমিও আবার যবনী হব।

বল দেখি রাণা, স্ত্রী-পুরুষের কেমন ভালবাসা! বল দেখি রাণা, তোমার দেবার্চ্চনা ধর্ম্মজ্ঞানের কেমন পরিণাম! অহো—কি—যন্ত্রণা! এ সকল তুমি পার, তোমার দেবার্চ্চনায় পারে, তোমার ধর্ম্মে পারে, কিন্তু আমরা অজ্ঞানা অবলা সামান্য ক্ষত্রিয়কন্যা, আমরা পারি না।

লক্ষ্মণসিংহ। দেখ উমা, আমি তোমায় অতি ভালবাসি—কিন্তু, তুমি আমায় সে ভালবাসার প্রতিদান ক'র্‌চ না।

উমাবাই। মহাপাপিনী আমি, হতভাগিনী আমি—আমার দ্বারা সে আশা আর ক'ব না মহারাণা! এ চিতোরে আর ক্ষত্রিয় নাই, দেখি ক্ষত্রিয়কন্যা আছে কি না। [দ্রুতপদে প্রস্থান।

লক্ষ্মণসিংহ। কি বিপদেই প'ড়েচি মা তারা! সকলেই আমার বিষয়বৈরাগ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী। মাগো! রক্ষা কর। তোর রাঙ্গা-পা কামনা ভিন্ন এ দীনহীন লক্ষ্মণসিংহের আর কোন কামনা নাই মা! মাগো! রক্ষা কর, রক্ষা কর। (পূজায় উপবেশন) তারা—তারা—দীন-দয়াময়ি! শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে! ব্রহ্মময়ি—মাগো—রক্ষা কর্ মা, রক্ষা কর্। (ধ্যান)

জনৈক সন্ন্যাসীর প্রবেশ।

আশাবরী—মধ্যমান।

কি সুধামাখা মা নাম শুনালি আবার বল।
ডেকে ডেকে বল্, মা মা, নেচে নেচে বল্, মা মা,

পোড়া আঙ্‌রা বুক সে নামে হ'ক রে শীতল ॥
ত্রিতাপে পুড়িয়ে হ'য়েছি রে ছাই, কোন্‌খানে গিয়ে এ জ্বালা জুড়াই,
এই ত্রিভুবনে আছে কি সে ঠাঁই, থাকে যদি ভাই, তবে সেইখানে চল।
নামের মহিমা এত রে যাহার, সাক্ষাতে না জানি কি শান্তি তাঁহার,
দেখ্‌ব মা'র কাছে মা'র ব্যবহার, সন্তানেতে স্নেহ কত রে প্রবল ॥

জীবানন্দের প্রবেশ।

জীবানন্দ। উদ্‌ভ্রান্ত, চপলচিত্ত, ক্ষীণকল্প, পৌরুষহীন, লক্ষ্মণসিংহ! রাণা! আমি এসেছি। দুর্ব্বলহৃদয়, অলসপটু, পদার্থশূন্য—নির্বুদ্ধি লক্ষ্মণসিংহ! তোমার জীবনের আনন্দ জীবানন্দ, তোমার বাল্যবন্ধু—যৌবনের বন্ধু—বিপদের—সম্পদের বন্ধু আমি সেই জীবানন্দ, আমি এসেচি। বন্ধু! বন্ধুত্বের পরিচয় আজ বেশ দেখিয়েচ। আমি তোমায় বড় ভালবাস্‌তাম, তুমি আমায় বড় ভালবাস্‌তে, সে ভালবাসা আজ বেশ দেখিয়েচ! এ বন্ধু—আদর্শ বন্ধু, জগতের ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় প্রতি পঙ্‌ক্তিতে এ বন্ধুত্বের বিমলচিত্র অক্ষুণ্ণভাবে জ্বলন্ত তড়িতবর্ণে চিরদিনের জন্য লিখিত থাকবে। কাপুরুষ, অন্তঃসারহীন, তড়িতশূন্য জড়পুত্তলিকা—লক্ষ্মণসিংহ! একবার চক্ষুঃ উন্মীলন কর। লক্ষ্মণসিংহ!

লক্ষ্মণসিংহ। মা—মা, রক্ষা কর্, রক্ষা কর্! কে তুমি? কে তুমি?

জীবানন্দ। কে আমি, তা কি চিন না নরাধম! জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যার সঙ্গে চিরসম্বন্ধ, অন্ধ! তাকে তুমি চিন্‌তে পারবে কেন পশু?

লক্ষ্মণসিংহ। অহো, সর্ব্বাঙ্গ ভস্ম হ'ল! আর দৃষ্টিপাত ক'র্‌তে পার্‌চি না। জ্যোতিষ্মান্ মহোত্তম! কে তুমি? কে তুমি?

জীবানন্দ। অনাচারী, ধর্ম্মভ্রষ্ট, পুরুষত্ববর্জ্জিত লক্ষ্মণসিংহ! কে আমি, তা তুমি এখনও চিন্‌তে পার্‌চ না?

লক্ষ্মণসিংহ। পেরেচি, পেরেচি, কণ্ঠস্বরে এবার কতক চিন্‌তে পেরেচি। কিন্তু ভাই রে, নির্ম্মল হৃদয় প্রাণবন্ধু জীবানন্দ! তোমার সেই নবনীত-কোমল নধর দিব্যসুন্দর মনোহর সৌম্যবেশের বিনিময়ে এ নয়ন-কঠোর ভীমভয়ঙ্কর কালান্তক রুদ্রমূর্ত্তি কেন?

জীবানন্দ। সে সম্বন্ধ কি রেখেচ লক্ষ্মণসিংহ, যে আমি তোমার সেই আজীবন অত্যাগসহনবন্ধু জীবানন্দ? অকৃতজ্ঞ, অধর্ম্মী লক্ষ্মণসিংহ! আমি তোর জীবানন্দ নই।

লক্ষ্মণসিংহ। উঃ যাই, ভীষণ বেশ! তবে—তবে কে আপনি মহানুভব! কে আপনি?

জীবানন্দ। আমি—আমি! কর্ম্ম—কর্ম্ম—কর্ম্ম!

লক্ষ্মণসিংহ। কর্ম্ম কে?

জীবানন্দ। কর্ম্মই জীবানন্দ।

লক্ষ্মণসিংহ। তবে আমার শৈশব-সহচর প্রাণের অধিক জীবানন্দরূপী কর্ম্মের সে মধুর মোহন মূর্ত্তি কোথায় গেল?

জীবানন্দ। তোমার উপেক্ষাগ্নির প্রখরতাপে তুমিই তোমার জীবনের বন্ধু জীবানন্দের সে শান্ত মূর্ত্তিকে দগ্ধ ক'রেচ! দেখ, দেখ লক্ষ্মণসিংহ! তোমার আজীবন ভালবাসার এক-

খানি প্রিয়তমচিত্র তোমার ন্যায় মহাপুরুষের হস্তে এসে, কি কদর্য্য মূর্ত্তি ধারণ ক'রেছে দেখ। লক্ষ্মণসিংহ, ভাই রে! দেখ্ দেখ্, তোর জীবনবন্ধু জীবানন্দের আজ কি দুর্দ্দশা হ'য়েচে দেখ্ ভাই! যাকে তুমি হৃদয়রাজ্য দান ক'রেও হৃদয়ের তৃপ্তিসাধন ক'র্‌তে পার নাই, যার অনিন্দ্য দেবোপম মূর্ত্তি দেখে আহার নিদ্রা সব ভুলেছিলে, স্ত্রী-পুত্রকেও ত্যাগ ক'রতে কুণ্ঠিত হও নাই, আজ তোর সেই প্রাণপ্রিয়তম জীবানন্দের কি অবস্থা হ'য়েছে দেখ্!

লক্ষ্মণসিংহ। ভাই—ভাই জীবানন্দ! আজ অতি মর্ম্মাহত হ'লাম, দুরাত্মা পাষণ্ড রাক্ষস লক্ষ্মণসিংহের হস্তে আমার প্রাণের প্রাণ জীবানন্দের এই দুর্দ্দশা! তেমন গৌরববাসন্তী-রাকাশশীর শান্ত অমল কৌমুদীর পরিবর্ত্তে, প্রখর তীব্র কাল-প্রলয়মূর্ত্তির বিকাশ! জীবানন্দ! ক্ষমা কর, পায়ে ধরি বন্ধু—জীবনবন্ধু! দুরাত্মা লক্ষ্মণসিংহের ত্রুটি মার্জ্জনা কর।

জীবানন্দ। প্রাণাধিক! জীবানন্দের সহিত যার প্রাণে প্রাণে এত ভালবাসা, সে জীবানন্দ আর কারও নয়, তারই চিরক্রীত। লক্ষ্মণসিংহ! এখন বুঝেচ যে আমি কে?

লক্ষ্মণসিংহ। বুঝেছি প্রাণাধিক, তুমি আমার প্রাণের অধিক আশৈশববন্ধু কর্ম্মরূপী জীবানন্দ! তুমি জগতের জীবের কর্ম্ম। কর্ম্মই জীবের আনন্দ। সেই জীবানন্দ স্বাকারে তুমি আমার কর্ম্ম। হে জীবানন্দ! হে কর্ম্ম! তুমি আমার চির-দিনের সহায়। এতদিন তোমায় কর্ম্ম ব'লে জানি নাই,

বন্ধু ব'লে, অভিন্নপ্রাণ ব'লে, আত্মপ্রাণ উৎসর্গ ক'রেছিলাম, হে চিরবন্ধু চিরসহায়, হে কর্ম্মরূপী জীবানন্দ! তুমি বিধি হ'তে প্রভাবশালী। তোমাকে আকীটকোটীশ্বর পর্য্যন্ত চিরমান্য প্রদর্শন করে। কিন্তু হায়, অধম লক্ষ্মণসিংহ পূর্ব্ব সুকৃতি বলে তোমা হেন অমূল্য রত্নকে বিনা পরিশ্রমে লাভ ক'রেও তোমার বিশ্বপূজ্য সম্মান রক্ষা ক'রতে পারে নাই। তাই বলি হে কর্ম্ম! হে কর্ম্মরূপী জীবানন্দ! তোমায় আমার অনন্তকোটীবার প্রণাম। (প্রণাম) এখন হে কর্ম্ম! তোমায় আমি বুঝেচি, কিন্তু তুমি আমার সেই বাল্যবন্ধু জীবানন্দ ব'লে তোমায় আমার একটী জিজ্ঞাস্য আছে। বল বন্ধু, বল কর্ম্ম, বল জীবানন্দ! আমার এ দেবার্চ্চনায় বিষয়বৈরাগ্য কি কর্ম্মের বহির্ভূত?

জীবানন্দ। রাণা, কর্ম্মের বহির্ভূত এ কর্ম্মময় ব্রহ্মাণ্ডে কিছুই নাই। তথাপি আমি কর্ম্ম, ব্যক্তিগত ও অবস্থাগতভেদে সুপ্রসন্ন। তুমি যদি ব্রাহ্মণ হও, প্রকৃত ব্রাহ্মণের কর্ম্ম কর। যদি তুমি ক্ষত্রিয় হও, তাহ'লে তুমি প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের কর্ম্মে অনাস্থা প্রকাশ ক'র না। যদি বৈশ্য হও, কৃষিকার্য্যের উন্নতি কর। শূদ্র হও, পূর্ব্বোক্ত তিন বর্ণের সন্তুষ্টির কারণ হও। আমি কর্ম্ম, আমি জীবানন্দ, তা হ'লেই সুপ্রসন্ন। তা হ'লেই আমার সৌম্যমূর্ত্তি। ভাই লক্ষ্মণসিংহ! ভারতের অধঃপতনের কারণ কি শুনবে? এই আমি কর্ম্ম, এই আমি জীবানন্দ, আমাকে অবহেলায়। ভারতবাসী—আমি কর্ম্ম,

আমি জীবানন্দ, আমার বাধ্য না থেকে, ইচ্ছামত কার্য্যের অধীন হ'য়েছে। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণবৃত্তি ত্যাগ ক'রেচে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়নীতি পরিহার ক'রেচে। বৈশ্য কৃষিকার্য্যে ঘৃণা প্রকাশ ক'রেচে, শূদ্র তমঃপূর্ণ হ'য়ে কোন বর্ণের সেবা করা দূরে থাক্, আপনাকে ব্রাহ্মণপূজ্য ব'লে অহমিকার উচ্চগিরি-শিখরে দণ্ডায়মান হ'য়েচে। এখন বল দেখি, রাণা লক্ষ্মণ-সিংহ! আমি কর্ম্ম কোথায় যাই, কার আশ্রয় গ্রহণ করি? আমি আশ্রয় পাবার তরে এতদিন ভারতের দ্বারে দ্বারে কেঁদে কেঁদে বেড়িয়েচি! তোমার ন্যায় কত মহাপুরুষের পায়ে ধ'রে চ'খের জল ফেলেচি, কেউ আশ্রয় দিলে না। কেউ একদিন, কেউ দুই দিন, কেউ বৎসর মাত্র স্থান দিয়ে, শেষে উপেক্ষা ক'রে তাড়িয়ে দিলে। কিন্তু সেই উপেক্ষার পরিণাম দেখ লক্ষ্মণসিংহ। সেই সোণার ভারত আজ কি হ'য়েচে! তারপর বহুকাল পরে প্রাণাধিক! তোমার আশ্রয় পেলাম। বড় আদরেই রেখেছিলে, আর বড় আদরেই ছিলাম। কিন্তু শেষে আর আদর রাখ্‌তে পার্‌লে না। তুমি ক্ষত্রিয়, মহারাণা বাপ্পারা'র কুলগৌরবরবি ক্ষত্রিয়রত্ন লক্ষ্মণসিংহ! তুমিও আমায় উপেক্ষা ক'রে দূর ক'র্‌চ! তাই আমার সে সৌম্যমূর্ত্তি গেছে, তাই আমার আজ এই রুদ্রমূর্ত্তিধারণ। হায় লক্ষ্মণসিংহ! সমগ্র ভারতের অধঃপতন হ'য়েছিল, কিন্তু পঙ্কিলজলে পদ্মের ন্যায় এই ভারতের রত্নহার-স্বরূপ চিতোর নগর ছিল, তা এতদিনের পর যেতে ব'সেচে।

লক্ষ্মণসিংহ। হে জীবানন্দ, হে কর্ম্ম! আর না— যথেষ্ট শিক্ষালাভ ক'র্‌লাম। হে কর্ম্ম! তুমি যে দুর্ভাগার গুরু, তার আবার অধঃপতন কোথায়? এখন কি ক'র্‌তে হবে বল, কোন্ সাজে সজ্জিত ক'র্‌বে কর, কোন্ ভাবে ল'য়ে যাবে চল— কায়াগত ছায়ার ন্যায় অনুসঙ্গী হব।

জীবানন্দ। দেখ লক্ষ্মণসিংহ! দুর্ব্বল হৃদয়ের কার্য্য নয়, হৃদয় সবল কর।

লক্ষ্মণসিংহ। ক'র্‌লাম। দেববাক্যে—ঋষিবাক্যে লক্ষ্মণসিংহ উত্তম চেষ্টা ল'য়ে ক্ষীণ দুর্ব্বল হৃদয়কে সবল ক'র্‌লে!

জীবানন্দ। এখন বল দেখি লক্ষ্মণসিংহ, তোমার কুললক্ষ্মী— তোমার নিত্যপূজনীয়া মাতৃস্থানীয়া খুল্লতাত ভীমসিংহের মহিষী সতী-শিরোমণি পদ্মিনীকে—তোমার দেশীয় ক্ষত্রিয়গণ বাদ্‌সা আলাউদ্দিন-করে সমর্পণ ক'রে চিতোর রক্ষা ক'র্‌তে মনস্থ ক'রেচেন। তুমি ক্ষত্রিয়, বাপ্পারা'র কুলসূর্য্য, তুমি চিতোরের রাজা, এখন বল, এস্থলে তোমার কর্ম্ম কি?

লক্ষ্মণসিংহ। জীবন-বিনিময়ে পদ্মিনী রক্ষা।

জীবানন্দ। উত্তম। প্রাণ দিতে পার্‌বে?

লক্ষ্মণসিংহ। পার্‌ব, নিশ্চয় পার্‌ব।

জীবানন্দ। উত্তম, প্রস্তুত আছ?

লক্ষ্মণসিংহ। কথায় বিশ্বাস না করেন, শপথ করি বিশ্বাস করুন।

জীবানন্দ। কথায় বা শপথে বিশ্বাস করি না। বল—আমি ক্ষত্রিয়, আমি রাজা।

লক্ষ্মণসিংহ। তাই, আমি ক্ষত্রিয়—আমি রাজা।

জীবানন্দ। উত্তম, তুমি ক্ষত্রিয়, তুমি রাজা, তোমায় বিশ্বাস ক'র্লাম। আচ্ছা, তুমি ভীমসিংহকে রাজত্ব প্রদান ক'রেচ, তুমি রাজা কিসের! আমি তোমায় রাজা ব'লে স্বীকার করি না।

লক্ষ্মণসিংহ। হে কর্ম্ম হে জীবানন্দ! তোমার শিক্ষায় আমি শিক্ষিত, তাই বলি—রাজার কর্ত্তব্যকর্ম্ম যিনি প্রতিপালন না করেন, তিনি কখন রাজা হ'তে পারেন না, যদি ভীমসিংহ বাস্তবিকই রাজা হ'তেন, তা হ'লে তিনি তাঁর পত্নীর কথা দূরে থাক, তাঁর রাজ্যের একটী ক্ষুদ্র রমণীকেও ম্লেচ্ছকরে অর্পণ ক'র্তে সম্মতি প্রদান ক'র্তেন না।

জীবানন্দ। তবে এই লও, কর্ম্মপ্রদত্ত অসিচর্ম্ম, তোমার জীবানন্দের মহোত্তম পদার্থ। (লক্ষ্মণসিংহকে অসিচর্ম্ম দান ও লক্ষ্মণসিংহকর্ত্তৃক গ্রহণ) আজ চিতোর-রাজসভায় ক্ষত্রিয়গণের বিরাট সভা। পদ্মিনী প্রদান-অপ্রদান সম্বন্ধে বাদানুবাদ। যাও রাজা লক্ষ্মণসিংহ! কর্ম্মের অপ্রতিহত শক্তিতে মহিমালোক উজ্জ্বল কর গে। ক্ষত্রিয়! ক্ষত্রিয়নামের পরিচয় দাও গে। রাজা! রাজনামের কীর্ত্তিপ্রবাহিনী প্রসারিত ক'র গে। ঐ কর্ম্মপথ তোমার উন্মুক্ত, প্রবেশ কর।

লক্ষ্মণসিংহ। হে কর্ম্ম, হে জীবানন্দ, তবে তুমি আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হও। আমি আজ তোমাকে অগ্রে রেখেই কর্ম্ম পথে প্রবেশ ক'র্ব। তুমি আমার সর্ব্বস্ব, তুমি আমার

সঞ্জীবনীশক্তি। হে কর্ম্ম! হে জীবানন্দ! আবার তোমায় আমার অনন্তবার প্রণাম। (প্রণাম)

জীবানন্দ। এস কর্ম্মি! তোমার কর্ম্ম উপস্থিত, এইবার প্রকৃত কর্ম্মানন্দ উপভোগ ক'র্‌বে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

[রাজপথ]

সাধুগণের প্রবেশ।

সাধুগণ। গীত।

ভৈরবী—কাহারবা।

কাজের কাজী হও কালের বশে কাজ হারাও না।
কাজের তরে ভবে আসা, কাজই তোমার ভরসা আশা,
সেই কাজে মন ফাঁকি দিও না॥
কাজে তুমি ফাঁকি দিলে নিজেই ফাঁকে পড়বে জান না,
ভবের মাঝে চেয়ে দেখ কাজ ছাড়া কে আছে বল না।
মুটে মজুর রাজা প্রজা সবাই করে কাজের সাধনা,
কাজেই জীবে সুখী দুঃখী, কাজেই লভে শান্তি যাতনা॥

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

[শয়ন-কক্ষ]

পদ্মিনী আসীন।

পদ্মিনী। গীত।

তিলক মিশ্র।

কেন পোড়ারূপ বিধি দিয়েছিলে।
যদি দিলে রূপ রসকূপ, তবে কেন যৌবন দিলে॥
দিলে যদি যৌবন, রমণীশরীরে কেন
অনল করিয়া সৃজিলে—
যদি করিলে অনল, সম প্রলয় গরল,
তবে কেন পুরুষে পতঙ্গ ক'রে গঠিলে॥

যদি তুমি পোড়ারূপ পদ্মিনীর দেহে না থাক্‌তে, তা হ'লে কি দিল্লীর বাদ্‌সা আলাউদ্দিন তোমার মরুভূমি চিতোরে আস্‌ত? না চিতোরের দীনহীন প্রজাগণ আজ স্বাধীনতার জন্য অথবা প্রাণের ভয়ে তাদের কুললক্ষ্মীকে মুসলমান-করে অর্পণ ক'র্‌ব ব'লে মুখে আন্‌ত! না ক্ষত্রিয়কন্যাকে এই অশ্রাব্য প্রস্তাবনা শুন্‌তে হ'ত! কোথা দিল্লী, কোথা চিতোর! কতদূর পথ! দিল্লী স্বর্ণরাজ্য, চিতোর বালুময় মরুভূমি। রত্নকুবের ভারতের সম্রাট এ কঙ্কর-বালুকাময় রাজ্যে কোন্ রত্নের লাভে এসেচে? এই পোড়ারূপ! এই রূপের মোহে, এই রূপ-আগুনে

দিল্লীশ্বর সব দিতে প্রস্তুত। তাঁর অগণিত যমের সমান সৈন্যগণের অমূল্য প্রাণ, তাঁর অগণিত ধনরত্ন-মণিমাণিক্য-প্রবাল, তাঁর আজীবন পরিশ্রমের অনন্ত পুরস্কার বীরকীর্ত্তি, এ রূপ! আগুণে বিসর্জ্জন দিতে তাঁর অদেয় কিছুই নাই। তাই বলি, পোড়া রূপ ভস্ম হও, ভস্ম হও, ভস্ম হও। কিম্বা চিরদিনের জন্য লুক্কায়িত হও। তোমার মোহে বীর চিরবীরত্ব ভুলে যায়, আত্মহারা হয়, দেবতা দানব হয়, মানব পশু হয়, তাই বলি, কালবিষধর! তুমি পদ্মিনীর শরীরে কেন? দূর হও, দূর হও, দূর হও! কি করি, কোথায় যাই? সত্যই কি চিতোরবাসী এতদিনে পদ্মিনীকে রাক্ষসী জ্ঞান ক'রেচে? তা নইলেই বা তাদের দেশের রাণী মাতৃস্বরূপিণী মহারণা ভীমসিংহের আদরিণী সহধর্ম্মিণীকে তারা মুসলমানী হ'তে ব'ল্‌বে কেন? একি মিথ্যা কথা? মিথ্যা কেমন ক'রে ব'ল্‌ব? কথা সত্য, নিশ্চয়ই সত্য, নিশ্চয়ই সত্য। এখন রাত্রি দ্বিপ্রহর, সত্য না হ'লে মহারাণা যে এতক্ষণ আস্‌তেন! যে পদ্মিনীকে তিনি পলকে অন্তরাল ক'র্‌তেন না, সে পদ্মিনী কেন আজ সমস্ত দিবা হ'তে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তাঁর সাক্ষাৎ পায় না! এ কথা আবার সত্য না হ'য়ে কি মিথ্যা হয়?

ভীমসিংহের প্রবেশ।

ভীমসিংহ। সত্য মিথ্যা কি পদ্মিনী?

পদ্মিনী। প্রিয়তম! প্রিয়তম! এসেচ? বেশ ক'রেচ! বড় ভাব্‌ছিলাম প্রভু! শুধু ভাবনা নয়, চিন্তায় পুড়্‌ছিলাম নাথ! সত্য

মিথ্যা বল সর্ব্বস্ব! দিল্লীর বাদ্‌সা আলাউদ্দিন আমার রূপ-লালাসায় নাকি চিতোরদুর্গ অবরোধ ক'রেচে?

ভীমসিংহ। সত্যই পদ্মিনি! তোমার রূপমরীচিকায় আজ বাদ্‌সা আলাউদ্দিন স্বর্ণময়ী দিল্লী হ'তে শুষ্ক তৃণময়ী চিতোর নগরীতে অবতীর্ণ হ'য়েচে। তা'তে চিন্তা কি পদ্মিনি?

পদ্মিনী। আরও কি শুন্‌ছিলাম প্রাণাধিক! আরও কি শুন্‌ছিলাম যে, তা'তে চিতোরবাসী ওমরাহের মধ্যে অনেকেরই নাকি মত যে, তোমার অতি সাধের, অতি যত্নের ধন পদ্মিনীকে বাদ্‌সার হস্তে সমর্পণ ক'রে চিতোর রক্ষা ক'রবে?

ভীমসিংহ। সত্যই পদ্মিনি! অনেকেরই তা'তে মত। তা'তে চিন্তা কি পদ্মিনি?

পদ্মিনী। প্রাণেশ্বর! প্রাণেশ্বর! আরও নাকি শুন্‌ছিলাম, সত্য মিথ্যা জানি নাই, যা শুনেচি, তাই ব'লচি, তাতে আপনিও নাকি সম্মতি প্রদান ক'রেচেন?

ভীমসিংহ। তা—তা'তে সম্মতি প্রদান করেচি—বৈ কি পদ্মিনি।

পদ্মিনী। রাণা! এখন রহস্য রাখুন, সত্য বলুন।

ভীমসিংহ। পদ্মিনি! সত্যই ব'ল্‌চি, আমার ভাষার এক বর্ণও মিথ্যা নয়।

পদ্মিনী। রাণা, আমি এতক্ষণ এ সকল কথা রহস্যমূলক ব'লে জ্ঞান ক'র্‌ছিলাম। নাথ! জীবনসর্ব্বস্ব—পদ্মিনীর আশাভরসা! প্রভু! স্বামীন্! পায়ে ধরি, সত্য বল—তুমি কি আমায় মুসলমানী হ'তে আজ্ঞা ক'রবে?

ভীমসিংহ। যদি সাধারণ প্রজার তাই মত হয়, তা'হলে তা ক'র্‌তে হবে বৈ কি, তা ক'র্‌তে হবে বৈ কি পদ্মিনি!

পদ্মিনী। রাণা, রাণা, কি ব'ল্‌লে? ব'ল্‌বার সময় কি একটু সঙ্কোচ বোধ ক'র্‌লে না! রাণা, আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী না বিলাসের সামগ্রী রক্ষিতা বেশ্যা!

ভীমসিংহ। জানি, জানি পদ্মিনি! তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী। কিন্তু চিন্তা ক'রে দেখেচ কি? এই ধর্ম্মপত্নী কোন্ জগতে এসে লাভ ক'র্‌লাম? এই আমার চিতোর অগ্রে, না তুমি আমার অগ্রে? অগ্রে আমার চিতোর। এই চিতোরে জন্মেচি, এই চিতোরের বক্ষে শৈশব হ'তে এ প্রৌঢ়াবস্থা পর্য্যন্ত কত অত্যাচার ক'রেচি এবং ক'র্‌চি। চিতোর আমার সব সহ্য ক'র্‌চে। চিতোরের প্রত্যেক অণু পরমাণু হ'তে এই ভীমসিংহের দেহ। তাই ভীমসিংহের শোণিত চিতোর! সে চিতোর আমার অগ্রে, তারপর পদ্মিনী তুমি। তাই বলি, তাই বলি, কি করি বল দেখি পদ্মিনি?

পদ্মিনী। আমি মুসলমানী, আমি মুসলমানী, তা আমি জানি নাই। কি ক'রবে—পদ্মিনী তার কি উত্তর প্রদান ক'রবে রাণা? পদ্মিনী তোমার রক্ষিতা বেশ্যা নয়, তোমার বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নী। তুমি যা ব'লে বিবাহ ক'রেচ, তাই ক'র্‌বে। তুমি কি বিবাহের কালে স্বীকার কর নাই যে, "আমি তোমায় লালনপালন ও সুখী ক'র্‌ব এবং তোমার সতীত্ব রক্ষা ক'রব" তাই ক'র্‌বে রাণা! স্বীকৃতবাক্য রক্ষা ক'র্‌বে। তারপর কি ক'র্‌বে, তা আমি জানি নাই।

ভীমসিংহ। তা ত বটে পদ্মিনি ! আমার উভয়সঙ্কট, একদিকে প্রজামনোরঞ্জন, অন্যদিকে পদ্মিনি, তোমার ধৰ্ম্মরক্ষা। কিন্তু—

পদ্মিনী। কিন্তু কি রাণা ! তবে বল না, আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী নই, পদ্মিনী একজন দ্বিচারিণী বেশ্যা। তুমি চিতোরের রাজা, পদ্মিনীর রূপলালসায় এতদিন অন্ধ হ'য়ে চিতোরে এনে রেখেছিলে, এখন তোমার সে রূপের ধাঁধাঁ গিয়েচে, তাই সেই বেশ্যাকে একজন মুসলমানকে বিক্রয় ক'রে নিজে স্বদেশের স্বাধীনতা ক্রয় করতে ব'সেচ ! এতে চিতোরের মহারাণার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কি ? পদ্মিনীর রূপ পণ্যদ্রব্য, সে যে বিক্রয়ের সামগ্রী !

ভীমসিংহ। না, না পদ্মিনি ! বৃথা তিরস্কার ক'র না। কি করি, উপায় কি ? ক্রোধের বা তিরস্কারের সময় নয় ! বুদ্ধিমতি ! তুমিই কেন উপায় নির্দ্ধারণ কর না ?

পদ্মিনী। আমি উপায় ক'র্‌ব কেন রাজা, তুমি তোমার উপায় নির্দ্ধারণে কি অক্ষম ? দুরাচার আলাউদ্দিন তোমার ধৰ্ম্মপত্নীকে প্রার্থনা ক'রেচে, তোমার প্রজাগণের কার' পত্নীকে ত প্রার্থনা করে নাই, তবে তুমি প্রজাগণের মতামত গ্রহণে অগ্রসর হ'তে যাও কেন ? তুমি রাজা, তোমার রাজশক্তি বিকাশ ক'রলেই ত পার ? তুমি যদি আদেশ কর, দেশের সম্মানের জন্য প্রাণ দোব, তথাপি পদ্মিনী প্রদান ক'র্‌ব না, তা হ'লে চিতোরের এমন কোন্ প্রজা আছে যে মহারাণার কথার উপর কথা কহিতে পারে ?

ভীমসিংহ। ঐ ভ্রম পদ্মিনি! ঐ ভ্রম। রাজা কে? প্রজার শক্তিসমষ্টিই ত রাজা।

পদ্মিনী। সত্য,প্রজার শক্তি ল'য়েই রাজা, তথাপি রাজভক্তি—রাজসম্মান এক একটী পৃথক পদার্থ। যে দেশে রাজভক্তি—রাজসম্মান নাই, সে দেশে রাজনাম-ধারণ পূর্ণ বিড়ম্বনা মাত্র। রাণা ও রাজনামের গৌরব কিছুই নাই, কিছুই নাই, কিছুই নাই!

ভীমসিংহ। ভাল, তাই স্বীকার ক'র্লাম। কিন্তু চিতোরশক্তি দুর্ব্বল, তা হ'লে চিতোর রক্ষা হয় কিসে?

পদ্মিনী। চিতোর রক্ষা হয় না ব'লে কি একটী সতীর সর্ব্বনাশ ক'র্বে? নিজের সহধর্ম্মিণীকে যবন-করে তুলে দিয়ে এইরূপে চিতোরের স্বাধীনতা রক্ষা ক'র্বে? হে বীর, এইরূপে তোমার বীরনাম ধারণ?

ভীমসিংহ। আমি কি ক'র্ব পদ্মিনি, সমুদায় প্রজার যে এক মত।

পদ্মিনী। সমুদায় প্রজার এক মত, কিন্তু সমুদায় প্রজার অধিপতি, সমুদায় প্রজার পিতা রাজার যদি সে অন্যায় প্রস্তাবনায় মত না হয়, তা হ'লে সমুদায় প্রজার কি শক্তি যে, সে ন্যায়ানুগত রাজশক্তির অবমাননা ক'র্তে সমর্থ হয়?

ভীমসিংহ। আমি রাজা, আমাদের প্রভু রামচন্দ্রই রাজনামের আদর্শ।

পদ্মিনী। কেন, তিনি গর্ভবতী জনকদুহিতা সীতাকে প্রজা-

রঞ্জনার্থে বনবাস দিয়েছিলেন ব'লে? সত্য, তিনি প্রজারঞ্জনের জন্য আপন স্ত্রীকে অন্যায়ভাবে বনে দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি ত সীতাকে মুসলমানী হ'তে বলেন নাই।

ভীমসিংহ। পদ্মিনি, পদ্মিনি! প্রজামনোরঞ্জন একটী প্রধান রাজধর্ম্ম।

পদ্মিনী। যেমন প্রজারঞ্জন রাজধর্ম্ম, তেমন রাজাজ্ঞাপালন ও রাজমনোরঞ্জনও প্রজার একটী প্রধান ধর্ম্ম।

ভীমসিংহ। উভয় সমান, যে যার কর্ত্তব্য পালন ক'র্‌বে। আমি রাজা, আমার কার্য্য প্রজারঞ্জন, শোন পদ্মিনি, আমি তাই ক'র্‌তে প্রস্তুত।

পদ্মিনী। তুমি রাজা, স্বীকার ক'র্‌লাম তুমি রাজা, কিন্তু রাজা! রাজ্যে শুধু রাজা থাক্‌লেই কি রাজা হয়, না প্রজা ল'য়ে রাজা হয়; সে প্রজা তোমার কৈ? রাজা, তবে তুমি কাকে ল'য়ে রাজা?

ভীমসিংহ। কেন, চিতোরবাসী কি চিতোরের মহারাণার প্রজা নয়?

পদ্মিনী। কখনই নয়। দেখ রাজা, তুমি যেমন চিতোরের রাজা, আমিও তেমন চিতোরের রাণী। তুমি যেমন রাজ্যের পিতা, আমিও তেমন রাজ্যবাসীর মা। যদি চিতোরে একজন প্রজা থাকৃত, তা হ'লে কি সে, রাজ্যের রাণী তাদের মাকে যবনগৃহে যেতে ব'ল্‌তে পারৃত? যে রাজ্যের প্রজা মাকে মুসলমানী ক'র্‌তে চায়, সে রাজ্যে আবার প্রজাই বা কে? সে রাজ্যে আবার রাজাই বা কে?

ভীমসিংহ। দেখ পদ্মিনি! পিতার পক্ষে পুত্রের দোষ সর্ব্বদাই মার্জ্জনীয়।

পদ্মিনী। আবার পুত্র, কে তোমার পুত্র? যে তোমার পুত্র, সে আমারও পুত্র। যে মাকে মুসলমানী হ'তে বলে, সে আবার পুত্র? সে ত মুসলমানের পুত্র! সে ত কুলাঙ্গার, কুসন্তান—কুসন্তান!

ভীমসিংহ—পদ্মিনি, তথাপি আমার রাজ্যের মায়া।

পদ্মিনী। কোন্ রাজ্যের মায়া? যে রাজ্যে পশু পিশাচের বাস, সেই রাজ্যের মায়া?

ভীমসিংহ। এ অবস্থায় আমি উপেক্ষা ক'রলেই—রাজ্য যে উৎসন্ন যায় পদ্মিনি!

পদ্মিনী। চিতোর শ্মশান হ'ক্, অধঃপাতে যাক্, ক্ষতি নাই।

ভীমসিংহ। আমার অতি সাধের চিতোর যে পদ্মিনি।

পদ্মিনী। রাণা, আজ এতদিনের পর—এতক্ষণের পর পদ্মিনীর চোখের জল আর রৈল না। রাণা, আজ প্রাণে বড় কষ্ট পেলাম। রাণা, চিতোর তোমার সাধের, আর তোমার অতি সাধের কি পদ্মিনী নয়? এই পদ্মিনীকে কি লাভ ক'র্‌বার জন্য এই সাধের চিতোর ত্যাগ ক'রে, প্রাণের আশা ত্যাগ ক'রে—সুদূর সিংহলে যাও নাই?

ভীমসিংহ। পদ্মিনি, পদ্মিনি! সব সত্য, সব সত্য। তুমি সত্যময়ী সতী, তোমার মুখের এক বর্ণও মিথ্যা নয়। কিন্তু সতি! পতিব্রতে! কি করি, আমি রাজা, অন্য দেশের নয়, এই স্বর্গাপেক্ষা গরীয়সী জন্মভূমি চিতোরের রাজা।

পদ্মিনী। আবার স্বীকার ক'র্‌লাম তুমি রাজা। রাজা! আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী নই, পদ্মিনীর সহিত তোমার কোন দিন বা কোন সময়ে সাক্ষাৎ বা পরিচয় হয় নাই, কিন্তু আমি তোমার রাজ্যের একটী দরিদ্র আশ্রয়হীনা রমণী। তোমার রাজধর্ম্ম কি রাজা? তোমার রাজ্যস্থ রমণীর তুমিই পিতা, তুমিই মাতা, তুমিই ভ্রাতা, তুমিই স্বামী, তুমিই ধর্ম্মরক্ষাকর্ত্তা। হে রাজা! রক্ষা কর। তোমার রাজধর্ম্মে যদি কিছু থাকে, তা হ'লে তাই দিয়ে এই অবলা, সহায়বিহীনা রমণীর সতীত্বধর্ম্ম রক্ষা কর।

ভীমসিংহ। পদ্মিনি! পদ্মিনি! পার্‌তেম, পার্‌তেম, সব পার্‌তেম! যদি তুমি আমার সহধর্ম্মিণী না হ'য়ে আর কার সহধর্ম্মিণী হ'তে। যদি পদ্মিনি, তুমি এই হতভাগ্য ভীমসিংহের গলায় বরমাল্য প্রদান না ক'রে, চিতোরে একটী সামান্য ক্ষুদ্র দরিদ্রের গলায় বরমাল্য প্রদান ক'র্‌তে। পদ্মিনি! এতক্ষণের পর হৃদয়ের কথা বলি শোন, আমি পশু, পশু অপেক্ষাও ঘৃণিত! তা না হ'লে আমি সামান্য প্রজার বাক্যে অগ্নিরূপিণী পতিব্রতা রমণীকে—অহো—আর না! আমি রাজা হ'য়েচি। অবোধ লক্ষ্মণসিংহ আমায় রাজা ক'রেচে। আমি রাজ-সম্মান রক্ষার জন্য আপন পত্নীর সম্মান হারাতে ব'সেচি। এই আমাদের রাজধর্ম্ম। পদ্মিনি! পদ্মিনি! এই আমাদের রাজধর্ম্ম। পত্নীর স্বামীধর্ম্ম ভুলে একটী কর্ত্তব্য প্রতিপালনের জন্য অন্য একটী অধর্ম্মের পদে মস্তক লুণ্ঠনে আগ্রহ প্রকাশ ক'র্‌চি, ইহাও আমাদের

পদ্মিনী। তবে যাও মহারাণা, কর্ত্তব্য-কার্য্য অগ্রে পালন কর।

ভীমসিংহ। তাই যাব পদ্মিনি! সেই জন্যই ত আমার হৃদয়-রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর নিকট প্রথম মন্ত্রণা ক'র্‌তে অগ্রে এসেছিলাম।

পদ্মিনী। এখন মন্ত্রণা ত পেয়েচ, তবে যাও, আর অপেক্ষা কেন?

ভীমসিংহ। পেয়েচি, তাতে চিতোর ধ্বংস হয় হ'ক, ক্ষতি নাই, কিন্তু আমার অতি সাধের পদ্মিনী কি রক্ষা হবে?

পদ্মিনী। রক্ষা না হয়, পদ্মিনীর উপায় পদ্মিনী ক'র্‌বে। সতীর শেষ সম্বল সর্ব্বভুক্ অনল। অনল-ব্যাপ্ত চিতায় পদ্মিনীরও শেষ উপায় আছে। সতী নিরুপায়ে আপন সতীত্বরক্ষায় বোধ হয় কখন সে কার্য্যে অপারগ হবে না। তোমার কার্য্য তুমি কর, আমার কার্য্য আমি করি।

ভীমসিংহ। উত্তম, তাই কর পদ্মিনি! আমাদের উভয়ের কার্য্য সেই সর্ব্বকার্য্যময় ভগবানে সমর্পণ করি এস। গিরিবিনিঃসৃত নদের ন্যায় আমাদের উভয়ের কার্য্য বিভিন্ন-মুখী হ'য়ে ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক্।

পদ্মিনী। তাই হ'ক্।

ভীমসিংহ। তাই হ'ক্ পদ্মিনি! এতক্ষণে বোধ হয় কাপুরুষ ভীমসিংহের হৃদয়ের ভাব কতকটা বুঝেছ।

পদ্মিনী। সম্পূর্ণ বুঝেচি। সুপুরুষ ভীমসিংহ শৃগাল নহে—সিংহ, আজ বুঝি নাই, অনেক দিন পূর্ব্বে সম্পূর্ণ বুঝেচি,

তাই বীরাঙ্গনা পদ্মিনী ভীমসিংহের হৃদয়কারাগারে বন্দিনী। নতুবা এ পক্ষিণী কখনই পিঞ্জরাবদ্ধ হ'য়ে থাক্‌ত না।

ভীমসিংহ। তবে আর একটী হৃদয়ের কথা শোন পদ্মিনি! যদিও চিতোরবাসী অনেকের পদ্মিনী প্রদানে মত, তথাপি সর্ব্ববাদিসম্মত মত নয়, তজ্জন্য আমি অদ্য প্রভাতে একটি বিরাট সভার আয়োজন ক'র্‌ব, তাতে চিতোরের বাল-বৃদ্ধ-যুবার উপস্থিতি প্রার্থনীয়। সেই মতামতের উপর নির্ভর ক'রে আমাদের উভয়ের কার্য্যারম্ভ হবে।

পদ্মিনী। উত্তম। বোধ হয় সেই সভায় চিতোররাণীর যাবার কোন বাধা থাক্‌বে না?

ভীমসিংহ। অবারিত দ্বার। বিশেষতঃ আমার সাদর নিমন্ত্রণ রৈল। এখন আসি।

পদ্মিনী। আসুন। মহারাণার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

[রাজপথ]

ভৈরবীর প্রবেশ।

গীত।

সিন্ধু—মিশ্র যৎ।

যদি কেউ থাক ক্ষত্রিয়-তনয়।
ভিখারিণী ক'রিস্ না রে দীনা অবলায়॥
অযতনে গৌরব-ধনে, হেলায় উপেক্ষায় হারাস্ নে,
বৃথা ধন উপার্জ্জন, বৃথা জীবনধারণ,
গৃহ-ধন যদি চোরে ল'য়ে যায়॥

প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[রাজসভা]

ভীমসিংহ, সমরসিংহ, সুরথসিংহ, বাজীরাও, বিক্রমসিংহ, বিজয়সিংহ, রণজয়সিংহ, তেজঃসিংহ প্রভৃতি ওমরাহগণ, অমরসিংহ প্রভৃতি লক্ষ্মণসিংহের প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রগণ ও সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ আসীন এবং যবনিকাপার্শ্বে চিতোরবাসিনী সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ আসীনা।

ভীমসিংহ। ঘোরা কাদম্বিনী সম, অমানিশি-যোগে
খদ্যোত-সম্পাতে যথা ক্ষীণ আলোক-সঞ্চার—
তেমতি চিতোরে এ দুর্দ্দৈব কালে
হেরে সভাস্থলে যত ক্ষত্রিয় অগ্রণী—
চিতোরের ক্ষুদ্র ক্ষত প্রাণে
তবু হয় আশার সঞ্চার!

কভু মনে হয়, প্রলাপী-প্রলাপ—
কিম্বা বাতুলের ভাব,
কিছু বুঝিতে না পারি ;
কভু মনে হয়—
কিসে মোরা ক্ষুদ্র যবন হইতে ?
সত্য যবনের সৈন্য সমধিক,
সত্য তারা ভারত-ঈশ্বর,
সত্য তারা ধনবলে অতি বলীয়ান্।
কিন্তু বাহুবলে বলীয়ান্—
নহে ক্ষত্র হ'তে কভু।

বিক্রমসিংহ। স্বীকার্য্য রাজন্!
ক্ষত্র হ'তে বীর্য্যশালী নহেক যবন,
তথাপি কেমন হেরি বিধি-বিড়ম্বনা,
থাকিতে অসংখ্য সেনা ক্ষত্রিয়গণের—
হ'য়ে সিন্ধুনদ পার যবন-বিস্তার—
হ'ল ভারতে অচিরে।
কয়বৎসর কথা!
সে দিন—সে দিন—এখন গজনি নাম—
রাজপুতনার কাণে বেশ ধ্বনি আছে।

অরিসিংহ। উপস্থিত সভাক্ষেত্রে নিতান্ত বালক আমি,
তাই মহামানী রাণার চরণে,
আর আর ক্ষত্রিয়ের পদে,

দীনহীন অরিসিংহ চাহে অনুমতি—
দুই চারি কথা বলিবারে।

সমরসিংহ। আমারও ঐ নিবেদন, কুমারের আবেদন যাহা
সত্য বটে এই সভাস্থলে মিলিত সকলে—
মহামান্য বরেণ্য প্রধান,
যাবতীয় ক্ষত্রিয়-সন্তান,
তা সবার কাছে আমি ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র
অতি তুচ্ছ জন, ক্ষীণ মন দুর্ব্বল সকল কাজে,
নাহি হেন ভাষা অধিকার,
স্পষ্টভাবে করিতে বিস্তার,
তথাপি হৃদয়-ভাব প্রকাশিতে যেন
সতত উৎগ্রীব প্রাণ।

বাজীরাও। বিষম আশ্চর্য্য হেরি!
ভূমিকার বেজায় বাহার!
কিবা মনোভাব কহ না সমরসিংহ,
ক্ষুদ্র কেন হবে, চিতোরের সিংহ তুমি,
জানে সব ক্ষত্রিয়-তনয়,
চিতোরের ওমরাহ কভু ক্ষুদ্র নয়,
তুমিও জনৈক ওমরাহ,
অন্য নহে কেহ, তব বাক্য
ক্ষুদ্র বলি লবে!

যা বলিবে যাও বলি,
আমারও বলিব পশ্চাৎ—

সমরসিংহ। ইথে যদি দোষ বলি ধর,
তবে ক্ষমা কর—বাক্যে মম নাহি প্রয়োজন।

জনৈক ক্ষত্রিয়। কেন নাহি প্রয়োজন?
তবে যদি অভিমান হয়,
নীরবে নিস্তব্ধে কাটাও সময়।

সমরসিংহ। অভিমান?
অভিমান কার প্রতি বল মহাশয়!

অরিসিংহ। নিশ্চয় নিশ্চয়।
এই সভা অভিমান-পূজা হেতু নহে।
এই সভা সাধারণ,
যাবতীয় ক্ষত্রিয়-নন্দন,
আজি এই যবন-বিপ্লবে,
চিতোরের শান্তি রক্ষা হেতু—যবনের করে—
চিতোরের রাণী পদ্মিনী রমণী—
প্রদানে প্রস্তুত কি না,
চান জানিবারে চিতোরের রাজা।

বিক্রমসিংহ। কুমার—বাক্য চেয়ে কর্ম্ম বড়ই কঠিন।
রাজা আর প্রজা এই দুই বাক্য বড়ই বিষম!

ভীমসিংহ। সত্যই বিক্রম!
বাক্য আর কর্ম্ম, রাজা আর প্রজা,

সব বাক্য বড়ই কঠিন।
এখন কর্ত্তব্য কিবা ?
হ'য়েচ ত সমবেত চিতোরের যাবতীয় প্রজা,
ভাল, কর যুক্তি,
কোন্ যুক্তি হয় সবাকার ?

বিক্রমসিংহ। রাণা, পশ্চিমেতে যদি হয় সূর্য্যের উদয়,
তথাপি কি হৃদয়ের পণ, তুচ্ছ দরিদ্র কথায়,
ব্যর্থ হয় কভু ?

বাজিরাও। সম্পূর্ণ, বিক্রমসিংহ !
এ অতি অন্যায়।
কি আছে রাণার হৃদে,
কি আছে প্রজার ভাব,
কি আছে অদৃষ্টচক্রে সকলি অব্যক্ত,
ব্যক্ত কিবা কর বাঙ্গভাবে বৃথায় এ রাণায় ?
রাজা উনি, প্রজার রঞ্জনে,
হৃদয়ের পণে—কিবা আসে যায় !
রাজা রাজধর্ম্মহেতু সব পারে,
পারে রাজা প্রাণ বিসর্জ্জিতে—
পত্নী ত সামান্য কথা।

জনৈক ক্ষত্রিয়। কেন ওমরাহ !
বৃথা বাক্য ব্যয় কর ?
কহে না বিক্রমসিংহ অন্যায় অযথা।

কথা সত্য—
পারে রাজা প্রাণ বিসর্জ্জিতে প্রজাহেতু—
কিন্তু—সেই রাজা ক'জন সংসারে ?
নাই সে অযোধ্যা আর নাই সে শ্রীরাম—
নাই সেই ইন্দ্রপ্রস্থ—রাজা যুধিষ্ঠির—
নাই সেই কার্ত্তবীর্য্য—মান্ধাতা মহান্,
তবে সেই পুণ্যশ্লোক রাজনাম কেন ?
রাজার মাহাত্ম্য তব বৃথায় বর্ণন।
নিতান্ত জড়ের ন্যায় থাকিতে না পারি,
বাহাদুরী আমাদের বটে—
সভামাঝে করিতে বক্তৃতা।
স্বাধীনতা আমাদের কথায় কথায়।
কথায় আমরা পারি স্বর্গ লভিবারে—
কথায় আমরা হই পণ্ডিত-অগ্রণী,
বীরত্ব ধীরত্ব গাম্ভীর্য্য পাণ্ডিত্য—
কথায় লভেছি মোরা সব।
সভ্যতা ভদ্রতা কুলোচিত প্রথা—
একেবারে দিছি বিসর্জ্জন—
বর্ত্তমানে আমাদের এই পরিণতি।
এ অতি অন্যায়—
রাজনিন্দা রাজ সন্নিকটে !
বুঝিলে না সভার কারণ,

করিলে না কার' সম্মতি গ্রহণ—
পদ্মিনী-প্রদানে সাধারণ মত আছে কি না ?
রাজমত তাহে কিবা—
কুলোচিত ভদ্রোচিত ব্যবহার—
করি পরিহার—অহং ব্রহ্ম হ'য়ে—
নিজ মত সাধারণ মত বলি করিছ প্রচার।
বাল-বৃদ্ধ-যুবা-নারী করি—
সকলে ত আছ উপস্থিত,
এক এক করি কর হে জিজ্ঞাসা—
কার কিবা মত ?
যেই মত হবে অধিক সংখ্যক—
সেই মতে অবশ্যই রাজা—

বিক্রমসিংহ। সেই মতে অবশ্যই রাজা দিবেন সম্মতি।
ভাল ভাল—ক্রটী মোর করিনু স্বীকার।
কহ কহ ক্ষত্রিয়-নন্দন !
রণ কিম্বা পদ্মিনী-অর্পণ—
যার যেবা মনোভাব।

অরিসিংহ। সর্ব্ব অগ্রে কহি আমি যদিও বালক—
তথাপি—তথাপি বীররক্তে—
রাণাকুলে জনম আমার।
বীর অন্নে বর্দ্ধিত এ দেহ—
চিতোরে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে ক্ষত্র নাম ক'রেছি ধারণ,

হিন্দু আর্য্য মোরা—
হিন্দুনারী হইবে যবন,
যজ্ঞ-অন্ন সারমেয় করিবে ভক্ষণ,
আমরা ক্ষত্রিয় হ'য়ে করিব দর্শন,
তা হবে না—তা হবে না,
কর রণ প্রাণপণ—
অসম্ভব অসম্ভব পদ্মিনী অর্পণ।

বাজিরাও। মত যদি আমার শুনিতে চাও,
এখনি পদ্মিনী দাও,
ক্ষণমাত্র দিও না ক' কাল অবসর,
সব দিক রক্ষা পাবে, চিতোর স্বাধীন রবে,
ক্ষত্রমান তবু তাহে রহিবে বিস্তার।

জনৈক ক্ষত্রিয়। ঐ মতে আমারও সম্মতি।
তা না হ'লে অনেক দেখেছি ভাবি,
সম্পূর্ণ বিপদ ভাবী—
ইথে যেন র'য়েছে গোপন।
এ মতে অন্যথা হ'লে,
চিতোর যাইবে জ্বলে,
কিছুতেই ক্ষমা আর করিবে না দুরন্ত যবন।

সমরসিংহ। সকলে কহিছে কথা,
নিরুত্তর শুধু মহামান্য অগ্রণী সুরথসিংহ।
কহ মহাশয়! মনোগত অভিপ্রায় তব।

সুরথসিংহ। গীত।

সুরটমিশ্র—একতালা।

প্রাণ কাঁদে—কেমনে বলিব—রাক্ষসে দাও কমলারে।
কেমন সন্তান, জানি না তার প্রাণ, কেমনে দিতে চায় সে মারে ॥
যাবে স্বাধীনতা তাই নয় গেল, হব পরাধীন তাই বা না হ'ল,
মা হ'লে যবনী তার মান বল, কোথায় রবে আর ত্রিসংসারে ॥
বিপিনে যাইব ফলমূল খাব, মা ল'য়ে ভ্রমিব মাতৃগান গাব,
তবু মাতৃধনে কভু নাহি দিব, প্রাণ চায় ভাই এই কহিনু তোমারে।

অরিসিংহ। (বিজয়সিংহের প্রতি) ভাল মহাশয়!
করুন প্রকাশ—আপনার অভিপ্রায় কিবা?

বিজয়সিংহ। গীত।

মালকোষ—আড়া।

ও ভাই অরি রে, শোন্ বলি তোরে, উভয় সঙ্কটে পড়েছি রে।
জননী আর জন্মভূমি উভয় সমান, কেউ ত ত্যাগের সামগ্রী নয় রে ॥
আমি মূক সম আছি না ভাবিয়ে কূল,
কোন্ কূলে তারা দিবেন মোদের কূল, ভাবিয়ে আকুল—
কুল রাখ্‌তে গিয়ে হারাই স্বকুল, নির্ম্মূল বিনা বুঝি কুল নাই রে ॥

অরিসিংহ। (জনান্তিকে) ভাল মহাশয়!
আপনার মত কিবা?
(নীরব দেখিয়া) নীরব, নীরব কেন মহাশয়।

সদাশয় ক্ষত্রিয়-তনয়,
নহে কভু কাপুরুষ।
বলুন, বলুন, যবনে চিতোররাণী দিতে মত কি না?

ভীমসিংহ। কুমার! আমিই সুধাই সবে।
রাজা আমি—প্রজার রঞ্জনে,
জিজ্ঞাসিব চিতোরের জনে জনে এই কথা।
যদি হয় সাধারণ মত পদ্মিনী প্রদান—
অবশ্যই দিব যবনের করে পদ্মিনী রমণী—
স্নেহ, ভালবাসা, বংশের সম্মান,
ভাসাইয়া অনন্তসাগরে।
শোন শোন ক্ষত্রিয়নন্দন!
শোন শোন আজ—
চিতোর-রাণার হৃদয়-কাহিনী,
রাজ্যরক্ষাহেতু সাধারণ মতে—
যা হবে নির্ণয়,
সুনিশ্চয় রাজমত তাহাতে জানিবে
বলুন বলুন মহাশয়!
আপনার কিরূপ সম্মতি?
নীরব—নীরব কেন?
বুঝি মৌনে সম্মতি প্রদান।
ভাল, ভাল, আপনার মত পদ্মিনী-প্রদান।
মহাশয়! আপনার কিবা অভিপ্রায়?

আপনিও স্তব্ধ, আপনারও মত তাই ?
উত্তম, উত্তম, মহাত্মন্! আপনার মত ?
নীরব, নীরব—সকলে নীরব!
সকলের এক মত—
সকলের এক মত পদ্মিনী প্রদান।
চিতোরের রাণী যবনী হইবে—
এই ভাবে চিতোরের প্রজা স্বদেশ রক্ষিবে—
তবে চিতোর রাজার তাই মত, তাই মত, তাই মত।
এই ক্ষণপূর্ব্বে যাহা ক’রেচি স্বীকার,
এখনও কহিতেছি তাই।

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চুকী। মহারাণা—মহারাণা!
এ বৃদ্ধের এক আছে নিবেদন।
ভীমসিংহ। পিতৃসম পূজ্যবর আসুন কঞ্চুকি!
নিবেদন কেন ?
পুত্র প্রতি কোন্ আজ্ঞা, করুন প্রকাশ।
বড় ব্যস্ত আছি দেব!
কঞ্চুকী। রাণা—বাছা! শুনিয়াছি দুর্ঘটনা যত।
তুমি বাছা যেই সহিছ এতই,
শুনে আমি কতই কেঁদেচি, কতই ভেবেচি,
শেষে বহু কষ্টে করিয়াছি এক সদুপায়।

সেই মতে যদি চিতোরের প্রজা করে একমত,
সকলই রক্ষা হবে।
রহিবে কুলের মান,
কার' প্রাণ যাইবে না এ বিপ্লবে কভু।
কিন্তু হায় সে মতে কি মত দান,—
করিবে চিতোর-প্রজা?
বৃদ্ধ আমি, হয় বৃদ্ধ বলি উপহাসে,
তাড়াবে এ সভা হ'তে—

বিক্রমসিংহ। কেন হে কঞ্চুকি! তাতে কেন এত ভয়?
"বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং" শাস্ত্রের বচন।
তাহে চিতোরের হিতাকাঙ্ক্ষা তুমি মহাজন,
যদি তব বুদ্ধিবলে, অবহেলে পায় রক্ষা দেশ,
রহে তাহে বাপ্পারা'ব মান,
তবে বল চিতোরের কোন্ ক্ষত্রিয়সন্তান,
তাহে মতদান না করিবে?

কঞ্চুকী। শুনেও হ'লেম সুখী,
কার্য্য যত হ'ক বা না হ'ক,
বাক্য শুনে পরিতৃপ্ত প্রাণ।
আর না হইবে কেন?
কোন্ জন হেন সদুপায় থাকিতে বল না,
রাজ নাম ডুবাইবে কলঙ্ক সাগরে!

যদি তাই ঘটে,
তবে রাজা প্রজা এ চিতোরে কেবা ?
বুঝিব চিতোরে রাজা নাই।
শোন শোন ক্ষত্রিয়নন্দন,
বৃদ্ধ আমি, বুদ্ধি শুদ্ধি গেছে লুপ্ত হ'য়ে,
তথাপি ও আশা উচ্চ মনে।
চিরদিন রাজভোগে করিয়াছি সুমিষ্ট ভক্ষণ,
করি নাই তিক্তদ্রব্য স্বাদ।
কিন্তু আজ অবস্থার ফেরে—

জনৈক ক্ষত্রিয়। বলুন বলুন মহাশয় !
বহু বাক্যব্যয় হইয়া গিয়াছে।

কঞ্চুকী। বলিবারে আসিয়াছি, বলিব নিশ্চয়।
কিন্তু বলিবার পূর্ব্বে যত ক্ষত্র করহ শপথ,
মোর মতে সব প্রজা দিবেন সম্মতি।
তবে নিশ্চয় বলিব—
নতুবা বিফল বাক্য করি না প্রয়োগ।
তবে বলি, কারও প্রাণ যাবে না তাহাতে,
ধন অর্থ কার' কিছু যাবে না তাহাতে,
অথচ স্বদেশ রক্ষা, বাপ্পারা'র মান রহিবে অটুট !
কুললক্ষ্মী আমাদের রহিবে কুলেতে।

বিক্রমসিংহ। ক্ষতি তাহে কিবা—
আমি অগ্রে করিনু শপথ।

বাজিরাও। কেন না করিব,
আমিও করিনু শপথ।

সকলে। আমরাও করিতেছি সেই পণ।

কঞ্চুকী। উত্তম! উত্তম! কেন না করিবে,
ক্ষত্রিয় তোমরা—তোমাদের অগ্রে মান,
তুচ্ছ প্রাণ, সকলই পার হে তোমরা।
তবে শোন কোন্ সদুপায়!
যখন শুনিনু আমি—দিল্লীর সম্রাট্—
চাহিছে পদ্মিনী—বাপ্পারার কুললক্ষ্মী
চিতোরের বিনিময়ে—পড়িলাম অকূল-পাথারে;
পরে শুনিলাম সমগ্র চিতোরবাসী—
তাহে নাহি করিতেছে সম্মতি প্রদান,
যুদ্ধে তারা দিবে প্রাণ—
তথাপি যবন-আশা নাহি দিবে করিতে পূরণ
কত যে আনন্দ এ বৃদ্ধবয়সে লভিলাম তায়—
না জুয়ায় সে কথা আমার!
পুনঃ শুনিলাম—
চিতোরের শক্তি অতীব দুর্ব্বল—
বৃথা যুদ্ধ যবনের সনে,
অতএব পদ্মিনী-প্রদানে—
স্বদেশের রাখ স্বাধীনতা।
শুনি জীবন্মৃত সম হইলাম হায়!

সারানিশা না আসিল নিদ্রা,
ক্ষুধা তৃষ্ণা ঘুচে গেল সব।
অন্ধকার ত্রিসংসার মুহূর্ত্তে হেরিনু,
পাগলের প্রায়—ছদ্মবেশে,
ছুটে গেনু বাদ্‌সার পাশে—
দুটো হাত জড়াইয়া করিনু বিনয়।
কহিলাম—মহাশয়!
রক্ষা কর পদ্মিনী মায়েরে।
রাণী তিনি, আমাদের মা, রাজ্যবাসীমাতা,
কহিলাম কত মিথ্যা কথা—
কদর্য্য রমণী বলি মা'রে।
আমার বিনয়ে —
বুঝি বৃদ্ধ বলি হ'ল দয়া বাদ্‌সার মনে।
শেষে বহু চিন্তা করিয়া সম্রাট্‌,
কহিলেন, যাও বৃদ্ধ! শুনিয়াছি—
তোমাদের ওমরাহ-পত্নীগণ বড়ই সুন্দরী,
আরও আছে বহু সম্ভ্রান্তের নারী—
বাছা বাছা ফুল তোলা করি
এক শত অষ্টজন সুসুন্দরী রমণীরে—
কর গিয়া অচিরে প্রেরণ।
পদ্মিনীরে করিলাম ক্ষমা,
চিতোরবাসীরে করিলাম ক্ষমা।

তাই দ্রুতপদে তথা হ'তে আসিতেছি আমি—
চিতোরের ক্ষত্রগণে সুধাইতে সবে—
দেখ কিবা সদুপায় ক'রেছে কঞ্চুকী।
এক্ষণে বিলম্ব নাই—
বল বল কার কার পত্নী যাবে বাদ্‌সাব পাশে।
নিজ নিজ পত্নী কর দান—সব জ্বালা মিটিবে ত্বরায়।

(সকলের মস্তক নত হওন)

একি একি কেন কর নত শির ?
এই কি ক্ষত্রিয়-পণ ?
এই ক্ষণপূর্ব্বে সবে করিলে শপথ,
এখন নীরব কেন ?
যাও—যাও—ভমরাহগণ,
যাও যাও ক্ষত্রিয়নন্দন,
আপন আপন পত্নী সাজাইয়া আন গিয়া ত্বরা—
তুলে দিই যবনের করে,
যবন-বিদ্বেষ-বহ্নি দিই নিভাইয়া।
একি—সকলে নীরব,
একি—জড়ভাব কেন ?
নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ কেন—
কথা নাই মুখে ?
এই ত সকলে করিলে শপথ ?

ছিঃ ছিঃ মূর্খ নির্ব্বোধ ক্ষাত্রিয়,
এত তোরা হ'য়েচিস্ স্বার্থপর,
এত তোরা হ'য়েচিস্ প্রাণদাস,
ভেবেচিস্ চিরদিন রহিব অমর !
রাণী কে রে, রাণী যে প্রসূতি—
এ রাজ্যের মাতা, সাক্ষাৎ ভগবতী সতী !
সতী অংশে জন্মে দেবী—
রাণীরূপে সন্তানের তরে।
তবে রে নির্লজ্জ পশু সব,
কেমনে আনিলি মুখে—
মাতৃধনে দিয়ে বিজাতীয় করে,
রাখিবি রে চিতোরের মান
পশুদের মান কিবা ?
ছাগকুলে জনম যাদের, ছাগের ঔরসে—
ছাগীর উদর যারা করিয়া আশ্রয়—
দেখিয়াছে চিতোর-নগর—
তাহাদের কেন সভা ?
কেন এ মন্ত্রণা ?
কি বলিব ! নাই রে সেদিন আর—
বৃদ্ধ আমি সামর্থ্যবিহীন—
হস্ত পদ চক্ষু সকলি শিথিল মোর !
তা না হ'লে হেন অশ্রাব্য বচন আজ—

কঞ্চুকীরে—বাপ্পারার অন্নে
যার হইয়াছে শরীর বর্দ্ধিত—
তাহারে শুনিতে হ'ল হেন কথা!
রাণী যাবে যবনের ঘরে,
মা যাবে যবনের ঘরে!
পশু—পশু তোরা—
দূর হ'য়ে যারে সব চিতোর হইতে।
চিতোর শ্মশান হ'ক্!
কি বলিব শক্তি নাই,
নতুবা রে পদ হ'তে পাদুকা লইয়া,
করিতাম স্বাধীনভাবেতে চিতোরের জনে জনে
পাদুকা-প্রহার!
আজ নয় কাল নিশ্চয় মরিব—
সেই তুচ্ছ প্রাণ তরে—
সিংহ হ'য়ে, আজ শৃগালের ভাষা এল মুখে!
অহো কি মূর্খ ক্ষত্রিয়!
আজ নয় রাণীমারে চাহিয়াছে—
বিধর্ম্মী যবন,
কাল চা'বে অন্য এক নারী,
পরশ্ব চাহিবে পুনঃ অপর রমণী,
তা হ'লে কি এইরূপে ক্ষত্রিয়ের কুললক্ষ্মী—
যবনের করিবে রে সেবা?

পশু তোরা, প্রাণ ল'য়ে রহিবি গৃহেতে ?
থাক্ থাক্ কি বলিব কারে—
থাক্ থাক্ শৃগাল কুক্কুর,
প্রাণ ল'য়ে গৃহে ব'সে থাক্।
দিয়ে আয় পদে ধ'রে বাদ্‌সারে নিজ নিজ নারী।
মর্ মর্ কুলের কালিমা !
কোন্ মুখে আজ সভা করি বসিয়াছ প্রকাশ্য সমাজে ?
পশুসভা—পশুসভা, চিতোরের পশুসভা,
এ সভায় তিলার্দ্ধও থাকা নয় সমুচিত।
তারা ! তারা ! এখন' ক্ষত্রিয় নাম কেন ?
আরও কেন শিবে, কালি দাও উজ্জ্বল বংশেতে !
মাগো ! চিরদিন তরে এ জাতির নাম লুপ্ত হ'ক্।
(সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ কর্ত্তৃক পুষ্প নিক্ষেপ)

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

অরিসিংহ। এ পুষ্পচন্দন-পূজা যদি ক্ষত্রিয়ের হয়,
তা হ'লে ক্ষত্রিয়জাতি যদি কেহ থাকে—
সুনিশ্চয় রণাঙ্গনে মুহূর্ত্তেকে হবে উপনীত।
এই পাদুকা-প্রহার যদি হৃদয়েতে লাগে,
যুদ্ধজয়ে সে বেদনা জ্বালা এড়াইবে।
সত্যই কঞ্চুকি, নহে তব পাদুকা প্রহার,
সত্যই আমরা এবে হেন জাতি বটে !

লক্ষ্মণসিংহ ও জীবানন্দের প্রবেশ।

লক্ষ্মণসিংহ। সম্মুখে দাঁড়াও কর্ম্ম জীবানন্দরূপী!
সম্মুখে সহাস্যমুখে দাঁড়াও দাঁড়াও ভাই!
অনন্ত কর্ম্মের স্রোতে যাই ভেসে ভেসে,
সাধি গিয়া জীবনের ব্রত।

সকলে। আসুন, আসুন মহারাণা!
জয় মহারাণাজীকি জয়।

ভীমসিংহ। এস প্রাণাধিক! বাপ লছমন!
জীবনরতন! আয় বাপ কাছে।

লক্ষ্মণসিংহ। সম্মুখে দাঁড়াও ভাই!
অতি ধীর, অতি স্থির, অতি শান্ত, অতি সৌম্যবেশে,
সম্মুখে দাঁড়াও ভাই!
প্রথম প্রণাম মম পিতৃব্য চরণে—
দ্বিতীয় প্রণাম মম মহামান্য ক্ষত্রিয়ের পদে,
তৃতীয় প্রণাম মম আমা হ'তে শক্তিশালী যাঁরা,
কিন্তু দাঁড়াও—দাঁড়াও কর্ম্ম জীবানন্দরূপী,
সম্মুখে দাঁড়াও ভাই!
তোমায় সম্মুখে রাখি কর্ম্মসিন্ধু-তরঙ্গের মাঝে
দিব ঝাঁপ, দেখি কূল পাই কি না পাই।
দাঁড়াও সম্মুখে ভাই!

জীবানন্দ। রহিলাম তোমার সম্মুখে,
অটল হিমাদ্রিসম—রে লক্ষ্মণসিংহ!
অবতীর্ণ হও কার্য্যধামে।
কর্ম্মী তুমি, আমি কর্ম্ম তোমার সম্মুখে।

লক্ষ্মণসিংহ। কহ রাণা, কহ হে ক্ষত্রিয়গণ!
এক এক করি প্রত্যেকে সুধাই,
আজ অসময়ে সভার কারণ কিবা—
দেহ সদুত্তর!

ভীমসিংহ। কি দিব উত্তর, কি আছে উত্তর!

লক্ষ্মণসিংহ। রাণা, নিরুত্তরে প্রত্যুত্তর নাই,
কিন্তু চাই সদুত্তর।

ভীমসিংহ। কুমার! সে উত্তরে ধমনী নাচিয়া উঠে—
ক্রোধে শূন্য হেরি ত্রিভুবন!
লছমন! লছমন!
সে উত্তর তোরে কিবা দিব?
কাপুরুষ নরাধম আমি—
সে উত্তর নাই মোর কাছে।

লক্ষ্মণসিংহ। রাণা, অপরাধ ল'ও না আমার।
কাপুরুষ যদি চিতোরের রাণা,
তবে বাপ্পারার সিংহাসনে কেন?
কোন পশুরাজ্যে গিয়া পশু-রাজসিংহাসনে—
বসুক্ সে কাপুরুষ।

ভীমসিংহ। লছমন্ রে!
তুই ত রে ক'রেছিস্ কাপুরুষ মোরে!
নতুবা রে—
শতহস্তী-বলশালী ভীমসিংহ আজ,
নিজপত্নী রক্ষিবারে চায় করিবারে এই পশুসভা।

লক্ষ্মণসিংহ। আর্য্য! ইহা ক্রোধের কারণ নয়।
আমা হ'তে যদি হও কাপুরুষ,
আমিই কারণ যদি তার,
তবে এ অখ্যাতি সন্তান তোমার টুটাবে অচিরে।
দেহ চিতোরের রাণার মুকুট।
যে হস্তে তোমায়—সে রাজমুকুট—
চিতোরের রাণা করিয়াছে দান,
সেই হস্তে সে মুকুট যাচে তোমা পুনঃ।

ভীমসিংহ। (মুকুট প্রদান)
লও এই পশুর মুকুট
আয় বাপ্ করি শিরোঘ্রাণ।
দীর্ঘজীবী হও, রাখ্ ওরে বাপ্পারার মান।
এই পশুরাজ্যে আমি নাহি হ'তে চাই রাজা।
ভীমসিংহ রাজা নহে চিতোরের—
ভীমসিংহ সেনাপতি।
ভীমসিংহ রাজ্যরক্ষাহেতু এবে দিতে পারে—
চারি অক্ষৌহিণী সহ আপনার প্রাণ।

লক্ষ্মণসিংহ। দাঁড়াও দাঁড়াও কর্ম্ম আমার সম্মুখে ভাই!
তবে রাজাদেশ শোন সেনাপতি!
শোন হে ক্ষত্রিয়গণ!
সভার কারণ আমি সবি অবগত।
তাই আমি রাজা চিতোরের—আমার আদেশ!
নাই ইথে রাজস্বার্থ কভু!
দেশস্বার্থে, প্রজাস্বার্থে,
দেশ-হিতে, প্রজা-হিতে,
শোন তবে রাজার আদেশ!
থাকিতে চিতোরে প্রাণী—
বালবৃদ্ধ যুবা হ'তে—
সংখ্যায় একটী মাত্র,
একবিন্দু রক্ত থাকিতে কাহার' হৃদে—
রাজমাতা যাইবে না যবনের গৃহে।
এখন কর্ত্তব্য কার্য্য করহ তোমরা।
যাও যাও সেনাপতি—
তব কার্য্য করহ পালন,
অচিরায় যুদ্ধের সজ্জায় সাজাও সৈনিকগণে!
সাজ—সাজ চিতোরের অগ্রণী ক্ষত্রিয়—
কি দেখিছ চেয়ে চেয়ে, যবন আইল ধেয়ে,
হৃদয়ের রক্তপান তরে—
এখনও কেমনে রহিয়াছ ঘরে!

দাঁড়াও—দাঁড়াও কর্ম্ম ! আমার সম্মুখে ভাই !
পুনঃ শুন রাজাদেশ—ওমরাহগণ !
শুন পুনঃ রাজার বচন।
যেই জন রাজাদেশ করিবে লঙ্ঘন—
মুহূর্ত্তেকে যেন তার শির হয় হে খণ্ডন।
সভাভঙ্গ কর অচিরায়,
কাল যায় বৃথায় বৃথায়—
ঐ দেখ বিধর্ম্মী যবন,
মহোল্লাসে করে বিচরণ,
তোমাদের বক্ষোপরি বসি।
ঐ দেখ কত টিট্‌কারী, কত ব্যঙ্গহাসি !
আমরা ক্ষত্রিয়, আজ—
আমাদের এরূপ পতন !
দেশ-মান-প্রজাহিতে এই পলে সাজ সাজ ক্ষত্রগণ।

সকলে। জয় মহারাণাকি জয়,
জয় মহারাণাকি জয়।
দিব প্রাণ আমরা সকলে—
জয় মহারাণা কি জয়।

লক্ষ্মণসিংহ। তবে আর কি ভয় কি ভয় !
চল সবে যাই।
এস কর্ম্ম ! তুমি মাত্র চিরসঙ্গী মোর।

(সকলে গমনোদ্যত)

রমণীগণ।

গীত।

বাহার ঝাঁপতাল।

কুমার ধর, ধর আশীষ ফুলহার।
অনুদিন কল্যাণশ্রী বাড়ুক তোমার ॥
যশোরবি আজ মেঘমুক্ত হ'য়ে, নির্ম্মল কিরণে জগত ছেয়ে,
মহিমায় মহিমায়, গুণ গরিমায়—বাড়ুক মহিমা অপার ॥
রাখ জাতীয় গৌরব, রাখ কুলললনার লাজমান,
রাখ বীরকীর্ত্তি বীর, রাখ রাণাকুল-গৌরব নাম,
দীর্ঘজীবী হও, সুখে সদা রও, সদাশ্রিত থাক করুণার ॥

(রমণীগণ কর্ত্তৃক লক্ষ্মণসিংহের গাত্রে পুষ্পচন্দন প্রদান,
ও লক্ষ্মণসিংহ কর্ত্তৃক জীবানন্দকে প্রদান)

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

[শিবির প্রাঙ্গণ]

বেগে খাতিমখাঁর প্রবেশ।

খাতিম। ও আলিজান, ও ভেই খোদা বক্‌স্! কোরিমখাঁ ভেই রে—জল্‌দি ঠাণ্ডাপানি লিয়ে আয় ভেইয়া, মোর জা

নিক্‌লেছে রে, মোর জান নিক্‌লেছে ! মোরে ঠাণ্ডা পানি দে ! ও বাব্ব্—ও—ফু—ফু—ও নানী গো—মোর জান নিক্‌লেছে !

দ্রুতপদে বাঁদির প্রবেশ ।

বাঁদি । ও মোর সেঁইয়া রে—ও মোর সেঁইয়া, ক্যা হুয়া সেঁইয়া ! তুমার ওমন দুশা দেখে মোর জানে ছোরা লাগ্‌ছে রে সেঁইয়া, ক্যা হুয়া সেঁইয়া !

খাতিম । কে ওরে—মোর তুতাবাঁদি রে, মোর জান গিয়া, মোর জান গিয়া ! শয়তান ফতেখাঁ—মোর জান লিয়া !

বাঁদি । তুমার জান লিয়া, সেঁইয়া রে, তব্ হামার ত জান লিয়া ! মোর জান লিয়া, মোর জান লিয়া ! সেঁইয়া রে, মোর জান লিয়া !

খাতিম । তুতা বাঁদি রে, লি আও থোড়া ঠাণ্ডাপানি ।

বাঁদি । সেঁইয়া রে ! থোড়া সবুর কর্, মুই ফ্যালি আগে আঁখির পানি । সেঁইয়া রে, মোর জান গিয়া—মোর জান গিয়া ! (রোদন)

খাতিম । তুতা বাঁদিরে, মোরে হাঁদুর চ্যাৎরারগড়ে ফ্যালে এসেছ্যাল । তুতা বাঁদি রে, থুড়া দেরী হ'লেই মোর জান গিইছাল ।

বাঁদি । সব্বি কুথা না খুলে ব'ললি, সেঁইয়া রে, মোরও ত জান গিইছ্যাল ! কি হ'ত রে সেঁইয়া, কি হ'ত রে সেঁইয়া ! (চিবুকস্পর্শকরণ)

খাতিম । তুতা বাঁদি রে, তোর হাত কি ঠাণ্ডাপানি রে—মোর জান একেবারে ঠাণ্ডা হই গেল !

গীত।

আশাবরি মিশ্র—দাদ্‌রা।

খাতিম। তুতা বাঁদি রে তু মোর জানের জান লক্কাপিযারা
বাঁদি। খসম রে খসম, মুই মোর গিয়া, মোর গিয়া,
আর দিস্‌নে আশকারা॥
খাতিম। তুতা বাঁদি রে, তু মোর আস্‌মানের পরী,
বাঁদি। মাইরি মাইরি মাইরি আয় তোয় কলজেয় ধরি,
খাতিম। মোর জান নিলি জান নিলি, তোর ইসারা ত নয়
যেন জবায়ের ছোরা॥

বাঁদি। সেঁইয়া রে! তোর কত্ত না জানি মেহনৎ হ'য়েছে রে।

খাতিম। তুতা বাঁদি রে! তু মোরে একটু দিলখোস কর। মোর বড্ড মেহনৎ হ'য়েছে। (উপবেশন)

বাঁদি। (সেবাকরণ) সেঁইয়া রে! তুর রাস্তা হাঁটতে হাঁটতে না জানি পাঁটা কত্ত কুন্ কুন্ ক'রেছ্যাল ?

খাতিম। ক'রেছ্যাল।

বাঁদি। (অঞ্চল হইতে খাদ্যদ্রব্য বাহির করিয়া খাতিমকে প্রদান) সেঁইয়া রে—তুর কত্ত তেষ্টা প্যায়েছ্যাল ?

খাতিম। প্যায়েছ্যাল।

বাঁদি। সেঁইয়া রে, মোরে কি তুর তখন মনে ছ্যাল ?

খাতিম। মোর তুতা বাঁদি রে, ছ্যাল ছ্যাল ছ্যাল।

বাঁদি। সেঁইয়া রে—মোদের খোসের চ্যারাক্ ভাঙলো রে, তু লুকো রে—বাদ্সাজী এস্চে।

খাতিম। তু তা বাঁদি রে! কুনে পালাই রে, ও নানী গো—

[প্রস্থান।

বাঁদি। (বাদ্সাকে কুর্ণিস করণ)

[প্রস্থান।

আলাউদ্দিন ও ফজেলের প্রবেশ।

আলাউদ্দিন। পুনঃ শুনি গুপ্তচরমুখে অদ্ভূত ফজেল।
তাই আহ্বানিনু তোমা নিভৃত প্রাঙ্গণে।
বেতমিজ কাফের পামর,
পেয়ে ডর, শেষযুক্তি ক'রেছে এখন,
নিশ্চয়ই পদ্মিনারে করিবে অর্পণ।

ফজেল। খোদাবন্! অসম্ভব তাহা,
নদনদী-তরঙ্গের বেগ ফিরিতেও পারে,
কিন্তু দুর্দ্দম্য ক্ষত্রিয়গণ না ফিরিবে কভু!
দেখিয়াছি ভীমঝঞ্ঝা হইবার আগে,
প্রকৃতির বিভীষণা মূর্ত্তি উলঙ্গিনী—
স্মরণেও এখন' হৃদয় কাঁপে!

আলাউদ্দিন। ফজেল, বাতুল তুমি,
দিল্লীর সম্রাট্ শক্তি বোঝ না কেমন।
কোটী অক্ষৌহিণী সেনা যার ইঙ্গিতেতে ফিরে,

চারি অক্ষৌহিণী সেনা তার কি করিতে পারে ?
অসম্ভব নহে পদ্মিনী-প্রদান ;
বরং সম্ভব সুধীর !

ফজেল। সাহেজান ! নহি আমি বিধর্ম্মী কাফের।
ইস্‌লামকুলে জনম আমার।
হিন্দুমান বাড়াইতে চাহে না হৃদয় কভু।
তথাপিও কেন করি বড়াই তাদের ?
স্বরূপ বচন—সত্য বাক্য !
দাস ক'রেছে প্রত্যক্ষ যাহা—
কহি তাহা নির্ভীক হৃদয়ে।
সত্য ইস্‌লামধর্ম্মবাদী মানবমণ্ডলী—
বর্ত্তমান কালে হ'য়েছে প্রধান—
ধনে মানে শক্তি-পরাক্রমে,
কিন্তু কাফের কাফের হিন্দু ক্ষত্রগণ,
বাহুবলে সর্ব্বত্র বিজিত।
কোটী কেন, শতকোটী অক্ষৌহিণী সেনা
যদিও মোদের,
তথাপি বিক্রমী ক্ষত্র নাহি করে ডর তাহে।
প্রাণ তাহাদের তুচ্ছ হ'তে তুচ্ছ !
যুদ্ধ যেন তাহাদের প্রিয় খেলনক।
রণমৃত্যু সে জাতির স্বর্গ হ'তে স্বর্গ।
বলুন বাদ্‌শা ! কোন্ জাতি হেন ভিত্তি'পরে—

আছে দাঁড়াইয়া ?
কোন্ জাতি হেন একমন্ত্রে হ'য়েচে দীক্ষিত ?

আলাউদ্দিন। বীর জাতি! বীর জাতি!
জেন'হে ফজেল! বীর জাতি যারা,
তারা এই একমন্ত্রে সকলে দীক্ষিত।
রণমৃত্যু বীরের গৌরব,
রণমৃত্যু বীরের ত্রিদিবধাম।
রণে ডরে কাপুরুষ।
হ'তে পারে ক্ষত্রিয় সে বীর,
কিন্তু ভুল তব হ'য়েচে ফজেল!
তাতারী আরবী আফগানী সৈন্য মোর,
কেহ নহে বীরপদচ্যুত,
সকলেই তুচ্ছ করে রণে প্রাণ।
কি ছার ক্ষত্রিয়!
সমগ্র বিশ্বের যদি রাজন্যমণ্ডলী—
ধরে অস্ত্র বিরুদ্ধে তাদের,
তবু নাহি ডরে তারা কভু॥
"ক্ষত্র ক্ষত্র" কর তুমি,
কিসে রহিয়াছে ক্ষত্রিয়-সম্মান ?
ক্ষত্রিয়ের সে বীরত্ব যদি থাকিত ভারতে,
তা হ'লে কি মুসলমান হয় ভারতসম্রাট্ ?
সেই ত ক্ষত্রিয়, যারা আমাদের শত পরাজিত

তবে এত ভয় কেন ?
বরং নিশ্চয়ই ভীত ক্ষত্রগণ,
নিশ্চয়ই পদ্মিনীরে করিবে অর্পণ !
বিনাযুদ্ধে লভিব, সে নারী।

ফজেল। খোদাবন্! এ নিশ্চয় ভ্রান্ত সে ধারণা,
যদি ক্ষত্রিয়ের থাকিত সে মত পদ্মিনী-প্রদানে—
তা হ'লে কি এক বর্ষ কাল করিছে প্রতীক্ষা তারা ?
কেন তারা কারারুদ্ধ প্রায়—
কেন তারা বন্দীসম র'য়েছে চিতোরদুর্গে ?

আলাউদ্দিন। এবে নিরুপায় !
ফজেল— এবে নিরুপায় হ'য়েছে ক্ষত্রিয়,
হ'য়ে নিরুপায় এ উপায় নিশ্চয়ই ক'রেছে তাহারা।
দেখ দেখ করি অনুমান,
পদ্মিনী-প্রদান নহে অসম্ভব কভু।

ফজেল। জাঁহাপনা ক্ষম মোরে,
মম অনুমান এ ভাবে না যায় কভু।
প্রাণ কয়— নিরুপায় হয় না ক্ষত্রিয়,
যুদ্ধ-ষড়যন্ত্র তারা করিছে নিশ্চয়।

আলাউদ্দিন। যুদ্ধ ? ফজেল, ফজেল ! সেই যুদ্ধ পরিণাম কিবা,
দেখেছ কি মনে ভাবি ?
তৃণ অগ্নিসহ ভস্ম হ'য়ে যাবে।

যুদ্ধ? বেতমিজ কাফের কাফের হিন্দু—
এখনও এত আশা করে?
বিষদন্ত ভগ্ন যার শতদ্রুর তীরে,
চির সম্মানের ভারতমুকুট যারা—
দিইয়াছে মুসলমান পায়,
হায় হায়—এখনও তারা এত আশা করে?
কার সনে কেবা চায় রণ,
সিংহ ফেরু সমান কখন?
অহো, অতি উচ্চ মন—
কিন্তু দুরাশার ভাষা তৃষা তাহে।
ফজেল! ফজেল!
এত দর্প এত গর্ব্ব কাফের হৃদয়ে ধরে?
তবে তুমি এখন' নিশ্চিন্ত কেন?
তুমি মুসলমান,
ইস্‌লামমন্ত্র উপাসক।
তোমার শোণিত কাফের শোণিত নহে,
তবে তুমি এখন' এমন নিশ্চিন্ত কেন?
সৈন্যাধ্যক্ষে করহ আহ্বান,
দেহ আজ্ঞা ত্বরা—হ'ক সৈন্য সুসজ্জিত।

ফজেল। খোদাবান্‌! মহম্মদী সেনা সদা সুসজ্জিত—
কিন্তু হায়—কেমনে চিতোরদুর্গে করিবে প্রবেশ?

আলাউদ্দিন। কেমনে চিতোর দুর্গে করিবে প্রবেশ,

তাহা জানি নাই,
চাই মম পদ্মিনী কামিনী।
কেমনে চিতোরদুর্গে করিবে প্রবেশ,
তাহা জানি নাই, চাই কাফেরের দর্প দেখিবারে;
কেমনে চিতোরদুর্গে করিবে প্রবেশ,
তাহা জানি নাই, চাই জানিবারে—
কাফের ক্ষত্রিয় কত শক্তি ধরে।

ফজেল। খোদাবন্—

আলাউদ্দিন। নাহি চাই শুনিবারে অন্য কথা।
দিল্লীর বাদ্সা—বৃথাহেতু আসে নাই স্বর্ণরাজ্য ত্যজি-
এই চিতোর মরুর 'পর।
এক দিন দুই দিন করি একবর্ষ করিলে যাপন,
কিন্তু কই কোন্ কার্য্য কেবা ক'রেছ সাধন?
বাক্যপটু সবে কার্য্যপটু অতীব বিরল।
নাহি চাই শুনিবারে অন্য কথা,
সাজুক অচিরে সৈন্য আমার আদেশ—
আজ হয় লভিব পদ্মিনী,
নয় দিল্লীর বাদ্সা নাম অস্তিত্ব হারাবে॥

জনৈক ক্ষত্রিয়ের প্রবেশ।

জনৈক ক্ষত্রিয়। কে কোথায় র'য়েছ যবন, শোন দিয়া মন,
চিতোর-ক্ষত্রিয় আমি—

চিতোরের রাণার আদেশে আসিয়াছি রণ-নিমন্ত্রণে।
চিতোরের ক্ষত্র যুদ্ধার্থে প্রস্তুত,
তোমরাও সুসজ্জিত হও রে ত্বরায়।
আজ হবে রণক্ষেত্রে বীরক্রীড়া অভিনয়।
এস হে দর্শক—দেখে যাও এসে, আমাদের দেশে—
কিরূপ বীরত্ব, কিরূপ জাতীয় ভাব!

[প্রস্থান।

ফজেল। শুনিছেন খোদাবন্! বীর!
বীরহৃদি এতে হয় না কি আকুলিত?
চায়না কি প্রাণ—
হেন বীরজাতিগণে দিতে হৃদয়ের প্রীতি উপহার?
কি নির্ভীক ভাব!
কোটী অক্ষৌহিণী সৈন্যমাঝে—
জনৈক ক্ষত্রিয় আসি তেজোগর্ব্বভরে কিরূপে যবনে—
রণ-নিমন্ত্রণে আহ্বানিছে সবে।

(নেপথ্যে—ক্ষত্রিয় সৈন্যগণের জয় হর হর শঙ্কর, হরে
মুরারে আদি জয়োল্লাস শব্দ)

আল্লাউদ্দিন। ফজেল, ফজেল, ঐ শোন—
কাফেরের সৈন্য কোলাহল!
হইল কি শত্রু সমাগত দ্বারে,
অতর্কিতে আক্রমিল সৈন্যে মোর?

ফজেল। কথন কথন নয়, নহে অন্য জাতি—
ক্ষত্রিয় ইহারা, ধর্ম্মগত প্রাণ।

আলাউদ্দিন। ফজেল! ফজেল! কি আশ্চর্য্য!
কাফেরের সহবাসে তুমি হইলে কাফের?
বারম্বার কাফের সুখ্যাতি কর?
যাও যাও ত্বরা—ত্বরায় সাজাতে সৈন্যে—
সৈন্যাধ্যক্ষে কর অনুমতি।
বিবিধ আগ্নেয় অস্ত্র সাজায়ে অচিরে,
করুক করুক তারা শ্রাবণের বারিধারা সম
দুর্গোপরি গোলা বরিষণ।
পলায়ন করুক ক্ষত্রিয় প্রাণভয়ে দুর্গ তাজি।

[সকলের প্রস্থান।

(নেপথ্যে—ক্ষত্রিয়সৈন্যের জয় হর হর শঙ্কর, হরে মুরারে
প্রভৃতি শব্দ ও মুসলমান সৈন্যের এলাহি আল্লা
দিন্ দিন্ দিন্ প্রভৃতি শব্দ হওন)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

[যুদ্ধক্ষেত্র]

জীবানন্দ, ভীমসিংহ, লক্ষ্মণসিংহ, অরিসিংহ, অজয়সিংহ প্রভৃতি ক্ষত্রিয় ও সেনাগণের প্রবেশ।

গীত

মেঘ—আদ্ধা।

জীবানন্দ। জয় হর হর শঙ্কর হরে মুরারে।

সকলে। জয় হর হর শঙ্কর হরে মুরারে॥

জীবানন্দ। ভীষণ করাল, ধরি করবাল, ভাসাও ধরণী যবন-রুধিরে।

সকলে। ভীষণ করাল, ধরি করবাল, ভাসাও ধরণী যবন-রুধিরে॥

জীবানন্দ। ভারতভূমি বীর-আধার, ভারত-পুত্র বীর অবতার,
বীর-খ্যাতি রাখ সংসার মাঝারে, হর হর শঙ্কর হরে মুরারে।

সকলে। ভারতভূমি বীর-আধার, ভারত-পুত্র বীর অবতার,
বীর-খ্যাতি রাখ সংসার-মাঝারে, হর হর শঙ্কর হরে মুরারে॥

শূন্যমার্গে রণরঙ্গিণীবেশে কালীমূর্ত্তির আবির্ভাব।

কালী। গীত

ভীমপলশ্রী—একতালা।

নাচ রে ছেলে মায়ের কোলে মাভৈঃ মাভৈঃ ভয় কি আর।
মায়ের সঙ্গে এসে, রণরঙ্গে ভেসে, পিয়া রে যবন-রুধিরধার॥
লক্ লক্ মোর করিছে রসনা, শোণিত পিয়িতে বড় রে বাসনা,
তাই রে ধ'রেছি বেশ বিভীষণা, দেখ সন্তানেতে কত স্নেহ মোর।

[অন্তর্দ্ধান।

সকলে। (সবিস্ময়ে দৃষ্টিপাত)

ভীমসিংহ। কি আশ্চর্য্য ! অদ্ভুত ঘটন,
কালরূপে ভরিল ভুবন,
তার মাঝে দীপ্ত হুতাশন,
মাভৈঃ মাভৈঃ রবে—ছেয়ে গেল আকাশ-প্রদেশ !

লক্ষ্মণসিংহ। বিদ্যুল্লতা যেন ধাঁধিল নয়ন,
চারিদিক করি শূন্য দরশন !
ভাই জীবানন্দ ! এ কিবা ঘটন,
বল ভাই, বল করিয়া বিশেষ।

জীবানন্দ। আর ভয় নাই, নির্ভয়ে ক্ষত্রিয়গণ—
কর এবে মহারণ, রণচণ্ডী আপনি সহায়,
কর্ম্মের সর্ব্বত্র জয়, দেখ রে ক্ষত্রিয়চয়,
কর্ম্মহেতু মাতা আজি সমরে উদয়।
আর নাহি ভয়, ধাও সবে যবন-সমরে—
বল ভাই সবে উচ্চৈঃস্বরে—
প্রাণ ভ'রে—জয় হর হর শঙ্কর হরে মুরারে।

সকলে। জয় হর হর শঙ্কর হরে মুরারে।

অদূরে মুসলমানসৈন্যগণের প্রবেশ।

মুসলমানসৈন্যগণ। এল্ এলাহি আল্লা দিন্ দিন্ দিন্।

জীবানন্দ। এস জীব !
আমি জীবানন্দ নহি রে সন্ন্যাসী,

কর্ম্ম আমি সদা জীববাসবাসী, যুদ্ধক্ষেত্র নয়—
কর্ম্মক্ষেত্র-ভূমি, এস, তুমি আর আমি—
খেলি খেলা ভাই, এই কর্ম্মধামে।
পরিণামে যা ঘটে ঘটুক নিজভাগ্য ফেরে,
জয় হর হর শঙ্কর হরে মুরারে।

ক্ষত্রিয়গণ। জয় হর হর শঙ্কর হরে মুরারে।

মুসলমান সৈন্যগণের প্রবেশ।

মুসলমানসৈন্যগণ। এল্ এলাহি আল্লা দিন্ দিন্ দিন্

[জীবানন্দ একপার্শ্বে দণ্ডায়মান এবং উভয়পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ, মধ্যে মধ্যে উভয় পক্ষের জয়োল্লাস শব্দ করণ ও উভয় পক্ষের প্রস্থান।

জীবানন্দ। ভয় নাই রে ক্ষত্রিয়গণ!
ভয় নাই ভয় নাই আর—
কর রণ প্রাণপণে।
রাখ স্বদেশের স্বাধীনতা,
যাও কোথা, যাইলে তোমরা এ ভারতমাতা—
চিরদিন তরে পরিবেন দাসত্বশৃঙ্খল।
যেও না, যেও না ভাই, এ দিন আর পাবে নাই,
করিও না হেন কাজ, দিও না বংশেতে লাজ,
আজ নয় কাল বাদে হইবে মরণ,
তবে এ প্রাণের কিসের যতন?

ফের ফের ফেরুপাল, সিংহপুত্র সিংহ হ'য়ে ফের,
উড়াও বীরত্ব-ধ্বজা, তোমরা ভারত-রাজা,
যদি নাহি ফের আজ রাজা হইবে যবন,
আর নাহি পাইবে চিতোর-সিংহাসন !
কর রণ কর রণ—এ প্রাণের কর' না যতন,
তোমরা যে বীরের নন্দন।
এ ভারতে আর কেহ নাই,
বাঙ্গালী সদাই ভীরু, উড়িয়া ত হীন ফেরু,
তোমরাই একমাত্র ভারতের মান,
ভারতমাতার আশ্রয়ের স্থান,
যেও না যেও না ভাই, বংশে কালি দিও নাই—

বেগে ভীমসিংহের প্রবেশ।

ভীমসিংহ যাই নাই যাই নাই—
জীবানন্দ, আমি যাই নাই।
মৃত্যুডর করে না ক্ষত্রিয়,
যুদ্ধ তাহাদের আনন্দ স্বর্গীয়,
সে সুখ আনন্দ ত্যজি কোথা যাব ভাই !
জীবানন্দ ! আমি যাই নাই, আমি যাই নাই,
কেহ যায় নাই।
বুঝিছে লক্ষ্মণসিংহ কৃতান্তের সম,
অরিসিংহ তার হ'য়েছে দোসর,

যবনকিঙ্কর এক এক কৃপাণ-আঘাতে
পড়িতেছে বাতাহত কদলীর প্রায়,
সমর, বিজয়, বাজিরাও, রণজয়, আর আর রথিচয়—
কেহ যায় নাই, কেহ যায় নাই,
যাবে কেন তারা, যাব কেন মোরা,
দেখে যাক্ যারা প্রাণদাস হয়।
কেমনে ক্ষত্রিয় প্রাণত্যাগ করে,
কেমনে ক্ষত্রিয় রণজয় করে,
কেমনে ক্ষত্রিয় বীরখ্যাতি পায়!
দেখে যাক্ তারা, যারা প্রাণদাস হয়।

বেগে অরিসিংহের প্রবেশ।

অরিসিংহ। সব গেছে, সব গেছে, কেহ নাই আর,
কই রে যবন কই কুলাঙ্গার,
দেখা দেখা এবে, বীরত্ব-ঝঙ্কার,
এখনও প্রাণ ল'য়ে পালা রে স্বদেশে।
আর রক্ষা নাই, পালা রে যবন,
এখনি যাইবে ও ছার জীবন,
কেন রে ঘটাবি অকালমরণ,
দেখ্ মনে কি ঘটিবে শেষে!

(নেপথ্যে—জয় হর হর শঙ্কর হরে মুরারে, ও এল এলাহি আল্লা দিন্ দিন্ শব্দ হওন)

জীবানন্দ। এ সময় গর্ব্বের ত নয়, ঐ শোন বিধর্ম্মীর জয় !

ভীমসিংহ। যাও অরি, যাও ভাই ! দেখ গিয়া দূরে—
কি করে যবনসৈন্য, কি করে ক্ষত্রিয়।
ওকি ওকি, ঐ আসে মোর লছমন !
অহো ! চারিদিকে অগণিত ঘেরেছে যবন !
অরি—অরি, ফিরা গে যবনসৈন্য—
আমি ততক্ষণ করি গিয়া রণ।

[বেগে প্রস্থান।

অরিসিংহ। যাই—যাই—ধিক্ ধিক্ শৃগাল অধম !

[বেগে প্রস্থান।

কতিপয় মুসলমানসৈন্যবেষ্টিত লক্ষ্মণসিংহের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ।

লক্ষ্মণসিংহ। অন্যায় অন্যায় যুদ্ধ !
ঘোর অবিচার, বীরের সুনীতি নহে ইহা,
বীরধর্ম্ম পাল বীরগণ !
নিরস্ত্র হ'য়েছি আমি—অস্ত্র দেহ মোরে !
অন্যায় সমরে বধিলে বীরেরে—
বীরনামে কলঙ্ক ঘটিবে।

ভীমসিংহের প্রবেশ।

ভীমসিংহ। (সৈন্যব্যূহে প্রবেশ করিয়া)
লও অস্ত্র কুমার লক্ষ্মণ !

আরে আরে—দুর্ম্মতি দানব—
দেখি সব বীরত্ব কেমন। (যুদ্ধ)

[অরিসিংহের সহিত মুসলমানসৈন্যের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ ও জয়োল্লাস শব্দ করিতে করিতে প্রস্থান।

জীবানন্দ। ভয়ঙ্কর সমর অনল জ্বলিল এবার,
রক্ষা নাই আর যবনের,
যাই দেখি গিয়া হ'য়ে অগ্রসর।

[প্রস্থান।

বেগে ফজেল ও আলাউদ্দীনের প্রবেশ।

ফজেল। প্রায় অর্দ্ধসেনা হ'য়েচে নিহত!

আলাউদ্দিন। কাফের ক্ষত্রিয় একটীও নাহি হইল বিনাশ,
সর্ব্বনাশ! লক্ষ লক্ষ মোর সৈন্য হত!
তবে জয়-আশা কিসে আর করি।
কেমনে লভিব পদ্মিনী সুন্দরী! কি হবে ফজেল!
অহো! ঐ শোন সৈন্যের চীৎকার!
কিসে বল স্থির রহি আর,
যাও যাও কর রে ঘোষণা,
নাহি ফিরে যেন সেনা, আপনি সাজিব আজ—
রণরঙ্গে দিল্লীর সম্রাট্!
কাফেরের রক্তে আজ রক্তময় হইবে চিতোর!
নিঃক্ষত্রিয় করিব চিতোর!

রাখিব না বংশে বাতি দিতে।
শবস্তূপে শ্মশান চিতোরভূমি হবে।

[বেগে ফজেলসহ প্রস্থান

(নেপথ্যে—এল্ এলাহি আল্লা দিন্ দিন্ দিন্ ও জয়
হর হর শঙ্কর হরে মুরারে শব্দ হওন)

বেগে জীবানন্দের প্রবেশ।

জীবানন্দ। ভয় নাই ক্ষত্রগণ, কর রণ মহারণ।
রণে রণে মহাবিশ্বে বাজুক বাজনা,
কক্ষভ্রষ্ট কেন্দ্রচ্যুত হ'ক্ গ্রহ উপগ্রহ।
উঠুক নিদ্রিতদেব জাগুক চেতনা।
ভাঙুক শঙ্কর-যোগ টলুক কৈলাস,
নীলকণ্ঠ কণ্ঠবিষ যাক্ উগারিয়া,
সপ্তবিশ্ব উঠুক কাঁপিয়া।
আমি কর্ম্ম থাকিতে সহায় কিবা আছে ভয়—
কর্ম্মের সর্ব্বত্র জয়—
ক্ষুদ্র পিপীলিকা কর কর্ম্ম তুমি, তোমারও শ্রেষ্ঠতা
হবে, দশে তব প্রশংসা করিবে।
ঐ দেখ কর্ম্মের জয়—
ঐ ঐ পলায়ন করিছে যবন!
ঐ অরি, ঐ ভীমসিংহ, ঐ ধায় মোর লছমন,
দলে যথা করী কদলীর বন—

সেই মত দলিছে যবনে !
হোঃ হোঃ (অট্টহাস্য) ঐ দেখ দিল্লীর সম্রাট্—
রণভঙ্গ দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে—
ছত্রভঙ্গ সেনা—কের আর নাহিক নিকটে।
পুনঃ ওকি—সকল যবনসেনা একত্র মিলিল।
ধন্য রে যবন, ধন্য ধন্য তোরা,
ধন্য সহিষ্ণুতা, ধন্য রে একতা,
ধন্য ধন্য তোরাও কর্ম্মের দাস !
এ শিক্ষা নহিলে কেন—
তোরা হ'বি ভারতের রাজা !
অহো অহো পুনঃ ঐ বাধিল সমর,
অতি ভয়ঙ্কর—ঐ ঐ অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা,
ছুটে সব অনলের কণা—কি করি এখন—
রণাঙ্গনে যাই একবার।

[বেগে প্রস্থান

(নেপথ্যে—ক্ষত্রিয়সৈন্যের জয়ধ্বনি)

বেগে আলাউদ্দিনের প্রবেশ।

আলাউদ্দিন। ধূমবহ্নি চতুর্দ্দিতে—সান্ধ্যতমঃ ঘেরেচে আকাশ।
ক্লান্ত সব সৈন্যগণ মোর।
পলমাত্র কাল আর না পারে থাকিতে—

কেহ ভীম রণভূমে।
কি করি উপায়! হায় হায়, নিশ্চয় নিশ্চয় খোদা—
ফেলিল বিপাকে। কি করি কি করি—
কিসে রক্ষি এ বিপুল কুলমান।
ছিঃ ছিঃ সামান্য নারীর রূপে—
আমি দিল্লীপতি আজ এত সৈন্য ক্ষয় করি—
কেমনে কি মুখ ল'য়ে ফিরিব দিল্লীতে।
(নেপথ্যে —জয় হর হর শঙ্কর হরে মুরারে।)
ঐ ঐ কাফের-বিজয়-স্বর, বিদ্ধ হয় শ্রবণ-কুহর.
ইচ্ছা হয় মার এইক্ষণে—
কিন্তু মরণের নাহি ত সুযোগ।
আত্মহত্যা না—না—
(নেপথ্যে—জয় হর হর শঙ্কর হরে মুরারে।)
অহো, আমি মুসলমান,
কাফেরের হেন দর্প দেখি বা কেমনে!
আত্মহত্যা করিব আপনি,
কালি দিব ইস্‌লামকুলে।
কি করি, কি যুক্তি? কোন্ যুক্তির বলে—
মুক্ত হই এ ঘোর বিপদে।
(নেপথ্যে জয় হর হর শঙ্কর হরে মুরারে।)
ক্রমে কাফেরের জয়োল্লাস রব হ'তেছে নিকট!
অহো—অহো—সৈন্য মোর সব যাইছে

রক্তাক্ত শরীর ! গেল গেল সব, গেল মান,
গেল রে যশের রবি চিতোরের ভীম বালু মাঝে।
ঐ ঐ কাতারে কাতারে সৈন্য মোর পড়িছে ভূতলে।
অহো, কি করি ! যেও না যেও না কেহ !
দাঁড়াও দাঁড়াও—অহো, কেহ না শুনিছে কথা আর,
প্রাণ ল'য়ে যে যার পালায়।
অহো, কি করিনু আমি ?
পদ্মিনি ! পদ্মিনি ! তোর রূপে সব ভস্ম হ'ল !
ইস্‌লামকুলে কলঙ্ক পড়িল।
অহো বামা—তবু আশা—
তব রূপ আশা—না ভুলিতে পারি,
সুন্দরি, সুন্দরি ! নাহি জানি কোন্ মোহ-তৃষা !
অহো আমি কি করিনু ?
চাই না পদ্মিনি, চাই না পদ্মিনি তোরে—
কালবিষধরি, নাহি চাই তোরে।
একবার দেখিব সে রূপ—
যেই রূপে দিল্লীর সম্রাট্ হারায় অসংখ্য সৈন্য—
একবার সেই রূপ দেখিবারে চাই।
দেখি কাফেরে জানায়ে এই কথা,
তা হ'লে নিবাব এই সমর-অনল।
নতুবা এ অনল না নিবিবে এ প্রাণ থাকিতে।
ফজেল, ফজেল ! এস ল'য়ে ত্বরা লেখনী ও মসীপাত্র।

লিখনের উপকরণাদি লইয়া ফজেলের প্রবেশ।

আলাউদ্দিন। (পত্র লিখিয়া পত্রদান)

যাও ত্বরা—

কাফের ভীমসিংহ রাণার নিকটে।

ফজেল। যথা আজ্ঞা খোদাবন্!

[প্রস্থান

(নেপথ্যে—জয় হর হর শঙ্কর হরে মুরারে)

আলাউদ্দিন। কি হ'ল কি হ'ল, আসিল চৌদিক ঘেরি

অসংখ্য কাফের, আর রক্ষা নাহি,

পরিত্রাণ নাই কোন রূপে।

কোন্ দিকে যাই? কিরূপে ফিরাই সৈন্য?

দাঁড়া দাঁড়া কাপুরুষ নরাধম সব,

বীর-জাতি তোরা মুসলমান,

কেমনে সমরে করি পৃষ্ঠদান— পালাস্ জীবন-ভয়ে?

যাস্ না যাস্ না—দাঁড়া রে সম্মুখে—

মরি মারি রাখ্ রে জাতীয় যশ।

অহো কেহ না শুনিছে কথা,

যাই যাই থাক্ আজ রণ,

রণক্ষান্তে তুলি গে নিশান।

তা না হ'লে এইরূপে যদি কিছুক্ষণ হয় রণ,

না পাবে নিস্তার কারও জীবন।

[প্রস্থান

(নেপথ্যে—জয় হর হর শঙ্কর হরে মুরারে)

(ক্ষত্রিয় ও মুসলমানসৈন্যগণের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ ও যুদ্ধ)

(অদূরে ফতেখাঁ কর্তৃক নিশান প্রদর্শন ও সকলের যুদ্ধে নিরস্ত হওন)

ভীমসিংহ। একি অকস্মাৎ!
কে করিছে সমর-বিরামে নিশান ঘোষণা,
সত্য কি যবন রণক্লান্ত হ'য়ে চাহিছে বিশ্রাম?

অরিসিংহ। না দিব বিশ্রাম—দেহ আজ্ঞা দেব!
এ হেন সময় না দিব বিশ্রাম মুসলমানে।
হেন কালে যবনে বিশ্রাম দিলে,
ক্ষত্রিয়ের জয়লক্ষ্মী হবেন মলিনা।

লক্ষ্মণসিংহ। সমরস্থনীতি যাহা,
কেমনে কিরূপে বৎস করিবে লঙ্ঘন?
তুমি হে ক্ষত্রিয়, তুমি যে হে সিংহপুত্র,
তাই বলি বৎস!
হেন নীচ আশা আনিও না মনে!

সমরসিংহ। সত্য বীর-নীতি ইহা, কিন্তু মহারাণা!
বিধর্ম্মী যবন হেন কালে তারা পাইলে সময়
করিত কি ক্ষত্রিয়কে ত্যাগ?

ভীমসিংহ। ছিঃ ছিঃ সমরসিংহ !
চণ্ডাল যদ্যপি করে কদর্য্য-ভক্ষণ,
ব্রাহ্মণ কি তাহা হেরি তাহে লোভী হবে ?
তোমরা যে বীর, বীরবংশ বলি বিখ্যাত ভুবনে।
সেই বীর-নাম সর্ব্বকার্য্যে দেহ পরিচয় ;
ভবিষ্যৎ জয়-পরাজয় তাহে ক্ষত্রিয় ডরে না কভু।
যাও সৈন্যগণ—অদ্য রণে ক্ষান্ত হও,
লভ গিয়া সমরবিশ্রাম।

সৈন্যগণ। জয় মহারাণা কি জয়।

[প্রস্থান।

ফজেলের প্রবেশ।

ভীমসিংহ। কহ দূত ! কি উদ্দেশ্যে আগমন ?
কোন্ কার্য্য হেতু প্রভু তব ক'রেছে নিয়োগ ?

ফজেল। (সেলাম করিয়া) হবেন পত্রিকা পাঠে জ্ঞাত।

(পত্র-প্রদান)

ভীমসিংহ। উত্তম, (পত্র-গ্রহণ) যাও এবে, রণক্লান্ত সবে মোরা।
যাব এবে ক্ষণেক বিশ্রাম হেতু
ক্ষণপরে তব প্রভু এ লিপির—
পাইবেন সদুত্তর।

ফজেল। যথা আজ্ঞা।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

[চিতোর-রাজপথ]

গ্রাম্য-বালকগণের প্রবেশ।

গীত।

বেহাগমিশ্র—কহারবা।

সব ভাগ গিয়া, সব ভাগ গিয়া, আবি সব লোক জাগা রণে ॥
বাদ্‌সা পাত্‌সা ভাদরকা কদ্দু, ভোঁস্ ভোঁস্ ভোঁস, কুচ্ কাম নেই জানে ॥
পাক্‌ড়ে হাতিয়ার, হোই হুসিয়ার, কচ্ কচাকচ্ যবন-শির লেঙ্গে,
ফট্ ফটাফট্ হোগে লড়াই, ঝট্ পটাপট্ যমকা মোকাম দেঙ্গে,
রোবেগা উন লোক্‌কা মায়ি নানী ফুফু কোঁ কোঁ কো—
হামলোক খুসী লেগে দিল্‌মে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

[চিতোর-রাজঅন্তঃপুর-প্রাঙ্গণ]

পদ্মিনী ও উমাবাই আসীনা।

উমাবাই। কেন মা, দিন রাত্রি ব'সে ব'সে ভাবিস্? এমন ক'রলে যে অসুখ ক'র্‌বে মা!

পদ্মিনী। বড় মেয়ে! এ রাক্ষসীর আবার সুখ অসুখ কি মা? এ কান্নার জগতে কাঁদ্‌তে এসেছিলাম, তাই মা কাঁদ্‌চি। কি

ভাব্‌ব মা, যে রাক্ষসীর জন্য চিতোরের নিরীহ প্রজাগণ নিজের প্রাণকে খেলনার মত রণাঙ্গনে অনায়াসে ত্যাগ ক'র্‌চে, তার কি আর ভাবনার কিনারা আছে? কি ভাব্‌ব! আমার ভাব্‌নার যে কূল নাই। (রোদন)

উমাবাই। ওমা, ওমা, আবার চোখ দিয়ে জল ফেল্‌চ?

পদ্মিনী। বড় মেয়ে! তুমি কি পাষাণী! যারা আমার জন্য বিনা কারণে বুকের রক্ত দিতে পার্‌চে, আমি কি তাদের জন্য একটু চোখের জল ফেল্‌তে পারি না মা! সাধে কি ব'লছিলাম, আমি রাক্ষসী, আমার চোখ দিয়ে জল প'ড়্‌লেও লোকে আমায় মায়াবিনী ব'লে বলে।

উমাবাই। আবার কাঁদ্‌চ?

পদ্মিনী। কান্না যে আপনা হ'তে আসে মা! সারাদিন কাঁদ্‌চি, ছাদের উপর ব'সে ব'সে সারাদিনই কাঁদ্‌চি। যখনই রণক্ষেত্রের ভীষণ কোলাহল শুন্‌তে পেয়েছি, তখনই কেঁদেচি। কিছুতেই কান্না থামে না যে বড়মেয়ে! এই সন্ধ্যা হ'য়ে এল, এই ধূসরবর্ণা নীলময়ী সন্ধ্যা যে কার কালকৃষ্ণা সন্ধ্যা, তা যে কিছুই বুঝ্‌তে পারচি না বড়মেয়ে! এখনও ত কেউ ফির্‌ল না। আমার লছমন গেছে, আমার অরি গেছে, কেউ ত ফির্‌ল না! এই কালযুদ্ধ যে কার কালস্বরূপ, তা যে কিছু বুঝ্‌তে পার্‌চি না বড়মেয়ে! তুমি যা হ'ক মেয়ে বাছা, ধন্য তোমার সাহস! তুমি কখন মানবী নও, মানবী কি এরূপভাবে স্থির থাক্‌তে পারে? স্বামী-পুত্র কালরণে বিসর্জ্জন দিয়ে মানবী কি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারে?

উমাবাই। পাগল মেয়ে! অস্থির হ'য়ে কি ক'র্‌ব? আমাদের যে ক্ষত্রিয়-রক্তে জন্ম। আমাদের স্বামী-পুত্রকে হাস্‌তে হাস্‌তে মৃত্যুমুখে বিদায় দিতে হয়। প্রাণের মায়া—ক্ষত্রিয়কন্যা বা ক্ষত্রিয় ক'র্‌বে কেন? প্রাণ আমাদের জাতির খেলনার জিনিস! ইচ্ছা ক'র্‌লে রাখ্‌তেও পারি, আবার ইচ্ছা ক'র্‌লে কথা কইতে কইতে বিসর্জ্জন দিতেও পারি।

পদ্মিনী। তাই ত বলি মা, তুমি মানবী নও!

উমাবাই। না মা—ক্ষত্রিয়কন্যা মানবী নয়, তারা পাষাণী, যুদ্ধকালীন দয়া মায়া—দেবীভাব হ'তে চির-বর্জ্জিতা।

(নেপথ্যে—অরিসিংহ। বড় মা, বড় মা!)

পদ্মিনী। বড়মেয়ে! বড়মেয়ে! আমার অরির কণ্ঠস্বর নয়?

অরিসিংহের প্রবেশ।

অরিসিংহ। হাঁ মা, তোমার শত্রুত্রাসী আদরের স্নেহের অরি আজ যুদ্ধজয় ক'রে এসেচে।

উমাবাই। দুরাচার মুসলমান দেশ হ'তে দূর হ'য়েচে অরি?

অরিসিংহ। না মা, তারা আবার অন্য প্রস্তাবনা ক'র্‌চে।

উমাবাই। আবার কিসের প্রস্তাবনা? পরাজিতের আবার কিসের প্রস্তাবনা?

অরিসিংহ। তারা এবার শুধু বড়মার প্রতিমূর্ত্তিটী দেখ্‌তে চায়।

উমাবাই। কুলাঙ্গার পুত্র! ব'ল্‌তে লজ্জা হ'ল না, তবে তোর

যুদ্ধজয় কিসের ? যা কুসন্তান ! এখনও তোর যুদ্ধজয়লাভ হয় নাই। যা কাপুরুষ ! যবন-দুরাচারকে আগে দেশ হ'তে দূর ক'রে দিয়ে আয়, তারপর তোর মুখদর্শন ক'র্‌ব।

অরিসিংহ। এমন মা না হ'লে অরিসিংহ কি আর কা'রেও মা ব'ল্‌ত ? এমন মা না হ'লে কি আজ অরিসিংহ দ্বিসহস্র যবনসেনাকে একমুহূর্ত্তে বিধ্বস্ত ক'রতে সমর্থ হ'ত ? যাই মা, একটু বিশ্রাম ক'রে যাই।

উমাবাই। পাষণ্ড ! এই তোর বিশ্রামের সময় ?

পদ্মিনী। পাষাণি, পাষাণি ! কারে কি ব'ল্‌চিস্ ? অরির কি তুই মাতা না বিমাতা ?

উমাবাই। না মা, আমি অরির মাতা, তাই অরিকে ভালবেসে পাঠাচ্চি।

পদ্মিনী। মুখে আগুন তোমার, এই তোমার পুত্রে ভালবাসা ?

উমাবাই। হাঁ মা, ক্ষত্রিয়কন্যার এই পুত্রে ভালবাসা। অন্য জাতির সন্তান ধনোপার্জ্জন ক'র্‌তে পার্‌লেই তার পিতামাতা সুখী হয়, কিন্তু এ জাতির সন্তান সম্মুখ-যুদ্ধে প্রাণত্যাগ ক'র্‌লেই তার পিতামাতা সার্থক হয় !

পদ্মিনী। জানি না পিতামাতার কেমন প্রাণ ! না মা, আমি তা পারি না, আমার কেমন কান্না আসে। বাবা অরি, তুই একটু থাক্। আমার কাছে আয়। (অরিকে নিকটে আনিয়া শুশ্রূষা-করণ) অহো, আমি রাক্ষসী ! আমার জন্য বাছার আমার সর্ব্বশরীর ক্ষতবিক্ষত হ'য়েচে ! সোণার মত লাবণ্য মাখা নধরকায় কি হ'য়েচে

রে? মা, বাছার জন্য জলখাবার ল'য়ে এস, আমি ততক্ষণ বাতাস করি? (অঞ্চলদ্বারা ব্যজন)

অরিসিংহ। না বড় মা! আমি আর এখন জল খাব না, আবার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হ'য়েচে মা! চিতোরের ক্ষত্রিয়গণ প্রতিজ্ঞা ক'রেচে, আমরা সকলে প্রাণ দোব, তথাপি চিতোর-রাজলক্ষ্মীকে যবনকে কখন প্রদর্শন করাব না।

উমাবাই। এতে কি সর্ব্বনাশ অরি?

অরিসিংহ। মুহূর্ত্তে আবার সমরানল প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠ্‌বে।

উমাবাই। তাই ত চাই অরি! এতদিনে বুঝ্‌লাম, চিতোর ধনশূন্য বটে, কিন্তু বীরশূন্য হয়নি।

অরিসিংহ। তাই মা, এখন আর জলস্পর্শ ক'র্‌ব না। ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা তাই। যতক্ষণ দিল্লীর সম্রাট্ আলাউদ্দিনের মতামত ক্ষত্রিয়গণ না জান্‌তে পারে, ততক্ষণ ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা তাই।

উমাবাই। দুরাচার ম্লেচ্ছের মতামত কি?

অরিসিংহ। দিল্লীশ্বর—সমর-অন্তে প্রার্থনা ক'রেচেন, একবার চিতোরের রাণীকে দেখ্‌ব। "তাতে ক্ষত্রিয়গণ স্বীকৃত নন," এই সংবাদ প্রেরণ করা হবে, সেই সংবাদে দিল্লীশ্বর কি করেন, তাই জান্‌বার জন্য ক্ষত্রিয়গণ উৎসুক। তাই জেনে ক্ষত্রিয়গণ জলস্পর্শ ক'র্‌বে।

পদ্মিনী। আর মা সন্তানের রক্ত দেখ্‌তে পারি না। আমি দেখা দোব। আর রণে প্রয়োজন নাই। দোষ কি

মা! পুত্র কি মার রূপ দেখে না? আলাউদ্দিন আমাদের চিতোরের আজ অতিথি। অতিথি গৃহস্থের পুত্র। আমি সেই অতিথির বাসনা পূর্ণ ক'র্‌ব। যাও অরি, আজ আমার সন্তান—রাজ্যের সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে বল গে যাও, আর যবনের সঙ্গে যুদ্ধের প্রয়োজন নাই। মা আজ পুত্রগণের জন্য পুত্রের নিকট বাহির হবে। আসুক আলাউদ্দিন, আসুক যবন, আসুক ম্লেচ্ছ, আমি তাদের মা—তারা আমার পুত্র, আজ মায়ের রূপ সন্তানে দেখুক।

অরিসিংহ। বলিস্ কি বড় মা! তা'তে যে তোর ছেলেদের মান যাবে।

পদ্মিনী। কেন মান যাবে অরি! হ'ক্ তারা মুসলমান, তারা যে আমার ছেলে, তারা যে পরাজিত। তারা আজ আমার অনাথ সন্তান। তারা আব্‌দার ক'রেচে, আমি তাদের মা, তাদের সে আব্‌দার মিটাব না?

অরিসিংহ। বড় মা, আমরা ক্ষত্রিয়। তুমি ম্লেচ্ছের সম্মুখে বাহির হলে ক্ষত্রিয়ের উঁচু মুখ নীচু হবে।

উমাবাই। তা কি হয় মা, চিতোরের সম্মান, যুদ্ধের ভয়ে—প্রাণের ভয়ে ক্ষত্রিয় হারাবে? তা কি হয় মা!

পদ্মিনী। ছার সম্মানের জন্য মা আজ সন্তানের মৃত্যু দেখ্‌বে? পাষাণি! তুমি যাও, আর কার' কথা শুন্‌ব না। চল অরি! আমি চিতোরের মা, আজ সন্তানের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ব'লে আসব, আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই, মা আজ ছেলের কাছে বাহির হবে।

[প্রস্থান।

উমাবাই। তা হবে না মা, তুমি কুললক্ষ্মী, তুমি আমাদের হৃদয়ে থাক্‌বে, তোমায় কিছুতেই বাহির হ'তে দোব না।

[উভয়ের প্রস্থান।

লক্ষ্মণসিংহ ও ভীমসিংহের প্রবেশ।

ভীমসিংহ। লক্ষ্মণ! কতকগুলি গুপ্তমন্ত্রণার জন্য তোমায় আমি আহ্বান ক'রেচি।

লক্ষ্মণসিংহ। মাকে কখন আমরা যবনকে দেখাব না, এতে আর অন্য কি গুপ্ত মন্ত্রণা কাকাজী? আপনি এখনই দুরাত্মা আলাউদ্দিনকে সংবাদ প্রেরণ করুন।

ভীমসিংহ। আচ্ছা লক্ষ্মণ! তোমার কি বিশ্বাস—আমরা এত অল্পসংখ্যক সৈন্য ল'য়ে দিল্লীপতি আলাউদ্দিনের সমকক্ষ হব?

লক্ষ্মণসিংহ। কেন, তা ত অদ্যই পরীক্ষিত হ'য়েচে?

ভীমসিংহ। বালক, কি পরীক্ষা ক'রেচ? আজ যুদ্ধে যে মুসলমান সৈন্য দেখেচ, সে ত দিল্লীশ্বরের শতাংশ সৈন্যের একাংশ।

লক্ষ্মণসিংহ। সে ভয় কি চিতোর-সেনাপতির হৃদয়ে এসেচে?

ভীমসিংহ। চিতোর সেনাপতির প্রাণের ভয় নাই, সুতরাং তার জন্য মন্ত্রণারও আবশ্যক নাই। তবে চিতোর-রাণার রাজ্য-রক্ষার জন্য বিশেষ সুযুক্তি আবশ্যক।

লক্ষ্মণসিংহ। কেন, সে যুক্তি ত সমুদায় ক্ষত্রিয়কে ল'য়ে এই স্থির ক'রলেন।

ভীমসিংহ। সে যুক্তি সাধারণ। কুমার! রাজনৈতিক বিষয় অতি জটিল।

লক্ষ্মণসিংহ। রাজনৈতিক বিষয় জটিল হ'তে পারে, কিন্তু রাজার হৃদয় কুটিল হ'তে পারে না।

ভীমসিংহ। লক্ষ্মণ! দিল্লীর বাদ্‌সার এ প্রস্তাবে অনুমোদন ক'রতে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তাতে রাজ্যে শান্তি ঘট্‌বে। এতে চিতোরের রাণার গৌরব ভিন্ন বিশেষ কোন মানহানি নাই। আমার বিশ্বাস, এতে তোমার কাকীমারও সম্পূর্ণ মত হবে। সে দয়াবতী কখনই পুনরায় যুদ্ধ আয়োজনের সম্মতি প্রদান ক'রবে না।

লক্ষ্মণসিংহ তা'হলে একবার কাকীমার সম্মতি গ্রহণ ক'রলেই ভাল হয়।

ভীমসিংহ। ভাল, তাই চল। (গমনোদ্যত)

সমরসিংহের প্রবেশ।

সমরসিংহ। রাণা, সর্ব্বনাশ উপস্থিত।

লক্ষ্মণসিংহ। কি সর্ব্বনাশ?

সমরসিংহ। সমুদয় চিতোরবাসীর অভিমতপত্রিকা ল'য়ে যে দূত দিল্লীপতির শিবিরে গমন ক'র্‌ছিল, সে দূত ধৃত হ'য়েচে।

ভীমসিংহ। কে ধৃত ক'রলে?

সমরসিংহ। চিতোররাণী।

লক্ষ্মণসিংহ। কাকীমা? কেন কি উদ্দেশ্যে?

সমরসিংহ। উদ্দেশ্য—তিনি আর সমরানল প্রজ্জ্বলিত হ'তে দিবেন না। মা চিতোর-প্রজার দুঃখে কাতর হ'য়ে সমুদায় প্রজার ঘরে ঘরে গিয়ে ব'ল্‌চেন, আর যুদ্ধের প্রয়োজন নাই, আমি যবনের

মা, চিতোরেরও মা, মা আজ সন্তানকে নিজ রূপ দেখিয়ে বিদ্বেষানল নির্ব্বাপিত ক'র্‌বে।

ভীমসিংহ। ধন্য পদ্মিনী তোমার দেবীহৃদয়! ভগবান! তুমি এ পার্থিব জগতে আমাকে প্রকৃত পুরস্কার প্রদান ক'রেচ। লক্ষ্মণ! শুন্‌চ?

লক্ষ্মণসিংহ। চিতোররাণী আজ চিতোরের দ্বারে দ্বারে?

সমরসিংহ। শুধু দ্বারে দ্বারে নয়, মা আজ চিতোরের মা হ'য়েচেন। স্বামী-পুত্রহারা চিতোরবাসিনী রমণীকে নিজের দেহের অলঙ্কার খুলে দান ক'রচেন, আর সকলকে মিষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা দিচ্চেন।

লক্ষ্মণসিংহ। সঙ্গে আর কে?

সমরসিংহ। বৃদ্ধ কঞ্চুকী।

ভীমসিংহ। বৃদ্ধ কঞ্চুকী নয়—আমাদের রাজ্যের পিতা। রাণী এখন কোন্ স্থানে?

সমরসিংহ। পল্লীতে।

ভীমসিংহ। চল, আমরাও যাই।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

[পল্লীকুটীর]

পদ্মিনী ও সুরথসিংহের প্রবেশ।

সুরথসিংহ। গীত।

কানাড়া—মধ্যমান।

এমন প্রাণ না হ'লে মা, মা কি মা হ'তে পারে।
তাই ত খেলে, মায়ের কোলে, সোহাগমাখা সোণার শিশু প্রমোদভরে॥
কি স্নেহ করুণাসুধা মার হিয়ায় বহিয়ে যায়,
সে সুধায় বসুধামরু শীতল করিয়ে দেয়,
তাপিত কাতর জীবে সেই ছায়ায় জুড়ায়,
আমি সেই মা পেয়েচি, সব ভুলেচি, আর ভয় আমার কারে॥

পদ্মিনী। বাবা, সার্থক জন্ম তোমার! তুমি আমার জন্য তোমার সোণার চাঁদদিগে আজ কালযুদ্ধে বিসর্জ্জন দিয়েচ, এ ত্যাগ স্বীকার দেবতায় পারে না। তোমার এ কৃতজ্ঞতা আমি ভুলব না। যাও বৎস! আজ হ'তে মা কালীর আরাধনা কর গে। ইহজগতের কাজ ক'রেচ, এবার হ'তে পরজগতের কাজ কর গে। (সুরথসিংহের অভিবাদন) চল, আমি তোমায় তোমার বাটীতে রেখে আসি গে।

[সুরথসিংহ সহ প্রস্থান।

দূতকে বন্ধনপূর্ব্বক গোরার প্রবেশ।

গোরা। বল প্রয়োগ ক'র না। আমি চিতোরের মহারাণার ভৃত্য নই, আমি মায়ের ছেলে। দূত! মায়ের আদেশ পেলে তোমার মহারাণার নিকট আমি তোমার মস্তক দ্বিখণ্ড ক'র্‌তেও তিলার্দ্ধ অপেক্ষা করি না।

দূত। ক্ষণেক অপেক্ষা কর, মুহূর্ত্তেই এই অব্যবস্থিত কার্য্যের প্রতিশাস্তি গ্রহণ ক'র্‌তে হবে গোরা!

গোরা। গোরা সে জীবনভয়ে সিংহল হ'তে তোমাদের চিতোরে আসে নাই। তোমাদের চিতোর একদিকে, আর আমি মায়ের ছেলে একমাত্র মায়ের দিকে।

দূত। আচ্ছা, ক্ষণেক পরেই বুঝ্‌তে পার্‌বে।

গোরা। কাপুরুষ! ও ভয় কারে দেখাও? তোমার চিতোরবাসীকে দেখিও। সে ভয় যদি গোরার থাক্‌ত তা হ'লে মা আমায় কখন চিতোরে আন্‌তেন না। এই যে মা। মা! দূত সম্পূর্ণ অবাধ্য।

পদ্মিনী ও কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চুকী। কেন দূত! রাণীর আদেশ লঙ্ঘন ক'র্‌চ?

দূত। মহারাণার আদেশ পালনের জন্য।

পদ্মিনী। তার দায়ী আমি। নির্ভীকচিত্তে অবস্থান কর। বাদ্‌সার নামীয় লিপি আমায় প্রদান কর।

দূত। যে আজ্ঞে মা! (পত্র প্রদান)

পদ্মিনী। এবার স্বচ্ছন্দে যেতে পার।

[দূতের প্রস্থান।

পিতা! আমার সম্মানের জন্য আমি ভীতা নই, কেবল প্রজার যাতনায় আমার প্রাণ সর্ব্বদাই কাঁদ্‌চে।

কঞ্চুকী। তা ত কাঁদ্‌বেই! মা হ'তে গেলে মায়ের প্রাণ ত এমনই চাই। তবে ছেলে কেন সামান্য তুচ্ছ ভয় পেলে আগে মা ব'লে চেঁচিয়ে উঠে! তা হ'ক বেটি, এখন কি ক'র্‌বি বল্ দেখি?

পদ্মিনী। পিতা! তাই ত তোমার শরণাপন্ন হ'লাম, তুমি কি যুক্তি দিবে দাও।

কঞ্চুকী। আমি যুক্তি দোব? দূর পাগল মেয়ে, বুড়োর যুক্তি কি তোর ভাল লাগবে মা!

পদ্মিনী। বুড়োর যুক্তি ভাল লাগে ব'লেই ত বাবা, তোমার কাছে এসেচি।

কঞ্চুকী। তা হ'লে আমি বলি মা, ক্ষত্রিয়েরা যখন তোমার জন্য সকলেই আজ প্রাণ দিতে গিয়েছিল, তখন তারা যা বলে তাই কর।

পদ্মিনী। তারা যুদ্ধ ক'র্‌তে চায়, বাদসার ইচ্ছা পূর্ণ ক'র্‌তে অস্বীকৃত।

কঞ্চুকী। ভালই, তা হ'লে তুমি তাতে কেন অস্বীকৃত হ'চ্চ মা?

পদ্মিনী। আমার যে প্রাণ কাঁদে! তারা নয় মায়ের জন্য সকলই ক'র্‌তে পারে, কিন্তু আমি মা, আমি তাদের কি ক'র্‌চি পিতা!

কঞ্চুকী। মায়ের বিশালবক্ষের অনন্ত করুণা—যা স্বর্গের, মর্ত্ত্যের দুষ্প্রাপ্য, সেই অমিয় সুধাধারা মা, সন্তানের জন্য আজ চিতোরে ছড়িয়ে দিচ্চ। মাকে আর সন্তানকে কি দিতে হয় বেটি?

পদ্মিনী। কিন্তু পিতা, সন্তান যে আমার তা চায় না।

কঞ্চুকী। মায়ের কাজ ক'রে যা বেটী, মায়ের কাজ ক'রে যা, সন্তানের কাজ সন্তানে ক'র্‌বে।

পদ্মিনী। তবে বাবা, তুমি যে ব'ল্‌ছিলে তাদের মতে মত দিতে?

কঞ্চুকী। মায়ের প্রাণ বুঝ্‌লাম মা! তুই মা হ'য়েচিস্, আমরা তোর ছেলে, ছেলে যখন, ছেলের মতই কথা ক'য়েচি।

পদ্মিনী। তবে পিতা, দিল্লীপতি আলাউদ্দিনকে সংবাদ দিই যে, মা আজ সন্তানকে দেখা দেবে।

কঞ্চুকী। তা দেবে বৈকি মা! চিতোরবাসী তোমার সন্তান, তোমার আবার সন্তানের জন্য মানাপমান কি?

পদ্মিনী। (গোরার প্রতি) ছেলে!

গোরা। মা!

পদ্মিনী। বাবা, তোমার জনৈক বিশ্বস্ত দূত দ্বারা—

লক্ষ্মণসিংহ ও ভীমসিংহের প্রবেশ।

ভীমসিংহ। জনৈক দূত দ্বারা কি পদ্মিনী!

পদ্মিনী। আমি দিল্লীপতি আলাউদ্দিনকে দেখা দোব মহারাণা!

লক্ষ্মণসিংহ। মা, তাতে যে ক্ষত্রিয়ের মস্তক নত হবে।

পদ্মিনী। ক্ষত্রিয়ের মস্তক নত হবে কিসে বাবা! তাতে ক্ষত্রিয় রক্ষা পাবে। লছমন্! দেখ্‌চিস কি আজ আমাদের চিতোরের অবস্থা! আমা পোড়ামুখী হ'তে আজ নন্দনচিতোর শ্মশান হ'চ্চে। তাই বলি বাবা, যদি হতভাগীর রূপ দেখেই এ ভীষণ বিপ্লবের শান্তি পায়, চিতোরের দীনদরিদ্র প্রজার প্রাণ রক্ষা হয়, তাতে অপমান নাই. ধৰ্ম্ম সহায় হবেন। ধর্ম্মের মর্য্যাদায় সম্মানও অক্ষুন্ন থাক্‌বে।

ভীমসিংহ। তোমার জন্য যারা আজ যুদ্ধে প্রাণ দিতে গিয়েছিল, তারা যে এ কথা স্বীকার করে না।

পদ্মিনী। তারা ক্ষত্রিয়, তারা পদ্মিনীর প্রকৃত পুত্র, তাই তারা স্বীকার করে না। কিন্তু হে রাণা, আমি যে তাদের মা, মায়ের কর্ত্তব্য কি? আর আমি মা, আমার ইচ্ছা সন্তানগণেরও পালন করা উচিত। আমি তাদের হাতে ধর্‌ব, ব'ল্‌ব—আর সমরানল জ্বালিয়ে কাজ নাই। রাণা, তুমিও ত রাজ্যের পিতা, তুমিও একটু ভেবে দেখ না।

কঞ্চুকী। বাবা ভীম! মায়ের করুণা-তরঙ্গিণী প্রবাহিত হ'য়েচে, বাধায় থাক্‌বে না।

ভীমসিংহ। তবে আপনিই এ মন্ত্রণার মূল কারণ?

কঞ্চুকী। যুক্তির মূল কারণ আমি নই, মা-ই। তবে আমারও অন্যমত নাই।

লক্ষ্মণসিংহ। ক দাদা, আপনি কি শেষ এই স্থির ক’র্‌লেন ?

জীবানন্দের প্রবেশ।

জীবানন্দ। পাগল, বৃদ্ধের যুক্তি কি কথন অসার হয়, উত্তম যুক্তি হ’য়েচে। যাও, শীঘ্র আলাউদ্দিন-শিবিরে দূত প্রেরণ কর গে। তবে মাকে—বিশেষ সম্মানের সহিত রক্ষা ক’রে বাদ্‌সাকে প্রদর্শন করিও।

লক্ষ্মণসিংহ। তাহ’লে তাই হ’ক্। কাকাজী! আসুন, শীঘ্রই দূত প্রেরণ করা যাক্ চলুন।

জীবানন্দ। বাদ্‌সা তোমাদের চিতোরমধ্যে প্রবেশ ক’র্‌বেন, বাদ্‌সারও যেন সম্মানের ক্রটী না হয়।

কঞ্চুকী। মা তারা, সকল দিক্ রক্ষা কর মা!

গোরা। সন্তানের জয় আর মায়ের জয় হ’ক্।

[সকলের প্রস্থান।

জনৈক সন্ন্যাসীর প্রবেশ।

জনৈক সন্ন্যাসী। গীত।

কানাড়া—ঝাঁপতাল।

জননী জনমভূমি।

পারি তাঁর তরে বিসরিতে সুতসুতা নারী, যার অধিকারী আমি ;
যাঁর জলে স্বর্ণ ফলে সুধা ক্ষরে, কোটী জীবপ্রাণ যাঁর শস্তে ধরে,
পুণ্যতোয়া গঙ্গা যাঁর বক্ষোপরে, আমি তাঁর পদ-অনুগামী।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

[শিবির]

ফতেখাঁ ও খাতিমখাঁর প্রবেশ।

খাতিম। দেখ্‌লি ফতে! দেখ্‌লি ফতে! মোর ফালের কেয়দা দেখ্‌লি কেমন? এবার পঁদিনীকে ত কাফেরেরা মোদের জনাবের কবজে লজর দেবে, মুই ত ক'য়েছানু, পঁদিনী মোদের বাদ্‌সার বেগম হবে।

ফতেখাঁ। হাঁ চাচাজী, তুমার ফালের পরক এহনে পেনু। তাহ'লে মোরাও বেঁচি! এখানে ফজরে যে জাড়, মুই ত নড়্‌তি চড়্‌তি পারিনে। আবার তুকুরে যে ধূপ, মোর পরাণটা তুকুন যেন আইচাঁই ক'র্‌তি থাকে। যা হ'ক্‌ একটা কামের হাসিল হ'লেই, পেলিয়ে বেঁচি। আর যাবারকালে মুই একটা হাঁদুর জেনানা লিয়ে যাবো, মোর পাঁ টেপ্‌বে।

খাতিম। মুইও বাদ্‌সাজীকে একটা লজর চাইব। একটা গোদাগোদি চাৎরার চটির বাড়ীওয়ালী মুই লুব। মোর সঙ্গে সাথে ফের্‌বে, আর মুচিক্‌ মুচিক্‌ হাঁস্‌বে।

ফতেখাঁ। একবার কাম ত হাসিল হ'লে হয়, মুই হাঁদুর জেনানাকে দেখে নি। যাক্‌ চাচাজী, জনাবের হুকুমে এখানে ত ফরাস পাতা গেছে, একটা মজ্‌লিস্‌ হ'বে। এ মজ্‌লিসে লাচ গাওনা হবে।

খাতিম। আজ জনাবের বড়ি ফূর্ত্তি বাপ্পু। মোরাও একটু ফূর্ত্তি ক'রতি যাই চল্ বাপ্পা!

ফতেখাঁ। মোর চাচী লেই চাচা, ফূরত্তি কারে নি করি! দেখ চাচাজী, তুমি এ হাঁত্তর হ্যাশে একটা সাদী কর।

খাতিম। মুই ত বাপ্‌পা, তাই তল্লাস করি ব্যাটে! শ্যালা হাঁত্তর কোন সুমুন্দি মোরে পছন্দ করে না বাপ্‌পা! মুই এক সুমুন্দিরে ক'য়েছানু—সে শালার পো মোরে কয় কি বাপ্পাজী, তোর মুয়ে যে রসুনের খোসবাই।

ফতেখাঁ। সুমুন্দিরা কয় কি চাচাজী! এমন খোসবাই সুমুন্দিরা পছন্দ করেনি?

খাতিম। তবে আর সুমুন্দিকে মোরা কাফের বলি কেনে? বাপ্পা, তুই এক কাম কর্—সরাব লে আয়, মোরা একটু ফূরতি করি আয়।

বাঁদির প্রবেশ।

বাঁদি। ও মিঞা ফতেখাঁ, জল্‌দি বাহির যাও, জাঁহাপনা এস্‌চে, জল্‌দি বাহির যাও।

ফতেখাঁ। চাচাজী জনাব আয়া!

বাঁদি। চাচাজী কাঁহা জাগা? তোম বাহির যাও।

(খাতিমখাঁকে থাকিতে ইঙ্গিত)

ফতেখাঁ। ইঃ—আঁক্‌সে আঁক্‌সে এ্যাসা পিরীতির জোড় লাগা! বান্দি মোরে ভব্বলদাস বানাইছে! চাচাজী, ইয়া কিয়া কস্‌লত হ্যায়?

খাতিম। মুই ত কিছু সম্‌জাতে পার্‌ছি না বাপ্পা!

ফতেখাঁ। পিরীতির ইয়া নেকামি হ্যায়। বহুত আচ্ছা—এয়্‌সা কাম!

বাঁদি। ফতেখাঁ—তুমার মন বড়ি খারাপ। মোর খাঁজী—

ফতেখাঁ। হাম বহুত দেখ্‌না হ্যায়, মনুয়া বিবি হামারও ত্যাই।

বাঁদি। এসি বাৎ ব'ল্‌তে হেঁ?

ফতেখাঁ। এসি বাৎ ব'ল্‌তে হেঁ।

বাঁদি। তোম্‌ জাহান্নমে জাগা।

ফতেখাঁ। তোম্‌ দেউতে জাগা।

বাঁদি। শয়তান, তোম্‌কো জবাই করেগা।

ফতেখাঁ। আর চাচাজী তোম্‌কো বুক্‌মে রাখেগা।

বাঁদি। তব্‌রে বান্দি কি বাচ্চা—

ফতেখাঁ। তব্‌রে বান্দি কি লেড়্‌কি—

বাঁদি। তোম্‌কো দেখেগা—

ফতেখাঁ। তোম্‌কো দেখেগা—

খাতিম। ফতেখাঁ, তুমার বড়ি গোস্তাকি! তোম্‌কো দেখেগা। (জনান্তিকে) তুতা বাঁদিরে—

ফতেখাঁ। চাচাজী, তুমার বিগ্নে বড়ি, তোম্‌কো দেখেগা।

বাঁদি। তু মোরে ইসারা ক'রিস্‌। তোম্‌কো দেখেগা। (জনান্তিকে) সেঁইয়া রে—হাই রে—জাঁহাপনা এস্‌চে।

[বেগে সকলের প্রস্থান।

ফজেল ও আলাউদ্দিনের প্রবেশ।

আলাউদ্দিন। দেখিলে ফজেল!
কিরূপে ইস্‌লামধর্ম্মী—
দুর্দ্দান্ত ক্ষত্রিয়ে করিল অধীন।
বারবার করিতে যে কাফের সুখ্যাতি!
এবে দেখ গতি ক্ষত্রিয়ের কিবা!
যে যবনে তারা করিতেছে ঘৃণা, আজ সে যবন—
সে চিতোর-বক্ষে দিবে পদধূলি।
যে পদ্মিনীর তরে তারা করি প্রাণপণ—
ক'রেছিল রণ,
সে পদ্মিনী আজ যবনের সম্মুখে দাঁড়াবে।

ফজেল। খোদাবন্‌! নহেক আশ্চর্য্য ইহা—
ক্ষত্রিয়ের ইথে হবে না সম্মান হানি।

আলাউদ্দিন। হইবে না ক্ষত্রিয়সম্মান হানি,
তুমি মাত্র দেখিয়াছ ক্ষত্রিয়সম্মান,
তুমিই ত কহিয়াছ—ক্ষত্রিয় জীবন দেবে,
তথাপি ও পদ্মিনীরে বাদ্‌সারে করিবে না দান!

ফজেল। কহ মতিমান্‌!
ক্ষত্রিয় কি এবে পদ্মিনীরে করিতেছে দান?

আলাউদ্দিন। ফজেল, ফজেল,
এই দেখ রাণা লিপিখানি।

লিখিতেছে—"খোদাবন্! তব পত্র পাঠে—
তব মতে রাণা করিল স্বীকার।
আসিবেন এ চিতোরে,
যথাসাধ্য রাণা তব রাখিবে সম্মান।
তব বিপদে আপদে—রাণা আজ রহিলেন দায়ী।"
স্থূল বুদ্ধি তব, ইথেই ক্ষত্রিয় মরিবে আপনি,
শোন অতি গুপ্তকথা—
(কর্ণে কথন) কেমন ফজেল,
ক্ষত্রিয়ের ইথে— আছে কি উপায়?
পদ্মিনীরে কেমনে রাখিবে ঘরে?
সিংহী অনায়াসে পশিবে পিঞ্জরে।

ফজেল। (স্বগতঃ) ধিক্ বীর, এই বীরত্ব তোমার?

আলাউদ্দিন। ফজেল! নিস্তব্ধ কেন?
আর' শোন (কর্ণে কথন) সাবধান, সাবধান।
অতি গুহ্য কথা! কোনরূপে যেন হয় না প্রকাশ।

ফজেল। বাদ্‌সার আজ্ঞা প্রাণ দিয়ে পালিবে অধীন।
(স্বগতঃ) অহো, হ'য়ে ইস্‌লাম ধর্ম্মী—
বীরত্ব আসনে করি পদাঘাত—
কেমনে দেখাব মুখ! হা অধীন, তুমি সব পার—
পরের পাদুকা যবে লইয়াছ শিরে।

আলাউদ্দিন। যাও তবে, পাল' আজ্ঞা অতি গুপ্তভাবে।

ফজেল। যথা আজ্ঞা খোদাবন্। [প্রস্থান।

আলাউদ্দিন। কাফের! দেখিব, দেখিব এবে—
কিসে রোধ' বাদ্‌সার আশা।
পদ্মিনী রক্ষিবে? তুচ্ছ আশা কেন?
ক্ষুদ্র হীন—পতঙ্গ সামান্য—
মাতঙ্গের সমতা কি চাস্?
পশিব চিতোরে আজ কালবিষধররূপে!
ভুল ভুল—পদ্মিনীর রূপ হেরি আসিব ফিরিয়া?
প্রাণ দোব পদ্মিনীর লাগি—
আসিব ফিরিয়া?
হো হো! আজ মম আশাময়ী সনে হইবে সাক্ষাৎ।
বাঁদি, লে আও সরাব,
সাজ-সজ্জা-বেশ-ভূষা আদি!
যাইবে ভ্রমর মধুপান-আশে পদ্মিনী-কুসুমে।

বাঁদির প্রবেশ।

বাঁদি। লেও, সাহেজান্! (মদ্য ও পরিচ্ছদাদি দান)

আলাউদ্দিন। বাঁদি! আজ মজাসে ফূরতি উড়াও।

বাঁদি। খোদাবন্! হামার বক্‌সিস্ চাই।

আলাউদ্দিন। লেও বাঁদি! (মুক্তমালা দান) ফূর্‌তি কর্, ফূর্‌তি কর্।

বাঁদি। সাহেজান্, হামার কিসে ফূর্‌তি হবে সাহেজান্! মোর কি আর—হারে খোদাবক্‌স—তু মোরে মারি গেছিস্—

(রোদন)

আলাউদ্দিন। বাঁদি ! বাইজীরা কোথা—

বাইজীগণের প্রবেশ।

বাইজীগণ। গীত।

থাম্বাজ—দাদ্‌রা।

আছি পথ চেয়ে নাথ তোমার।
কোকিল করে কুহু কুহু, কোকিলা ছাড়ে উহু উহু ঝঙ্কার ॥
ছুটে আসে মদন ফুলধনু ধরি করে, হেরে বিরহিণী বিরহে মরমে মরে,
তখন ভাল কইলে কথা, বাজে ব্যথা, নাথ নাথ নাথ—সরম রাখা হয় ভার ॥

আলাউদ্দিন। কিয়া তোফা, কিয়া তোফা ! বিবিজান, আচ্ছি হুয়া। বাঁদি, আমায় আজ ভাল ক'রে সাজিয়ে দে, যেন হবু বেগমের মন ট'লে যায়।

বাঁদি। তা যাবে বৈকি খোদাবন্ ! আসেন, মুই মিঠা ক'রে সাজিয়ে দি। (সাজাইয়া দেওন)

আলাউদ্দিন। বিবিজান্‌রা, তোমরাও লাগাও।

বাইজীগণ। গীত।

ইমন্—দাদ্‌রা।

বঁধু যাবে বিদেশে।
পোড়া প্রাণ ধৈরয মেনে ঘরে টিক্‌বে গো কিসে ॥
বঁধু আমার মাথার কিরে, একবার ফিরে চা,
বিধুমুখে মুচ্‌কি হেসে একবার দেখে যা,
ওরে ও গুণের বাছা—
এত নিদয় হ'লে মরবি শেষে নিজেই আপ্‌শোষে ॥

আলাউদ্দিন। বাহবা, বাহবা, আচ্ছা বিবিজান্‌রা, চল আমায় একটু দাঁড়িয়ে আস্‌বে।

সকলে। (কুর্ণিস করিয়া) বহুত আচ্ছা খোদাবন্‌।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[সভাস্থল]

জীবানন্দ, কঞ্চুকী, ভীমসিংহ ও পদ্মিনী আসীন।

জীবানন্দ। রাণা, সাবধান, যেন বাদ্‌সার সম্মানের কোনরূপে ত্রুটী না হয়।

কঞ্চুকী। হাঁ বৎস! আমিও আজ সেইজন্য এই সভায় উপস্থিত হ'লাম। তিনি ভারতের রাজা, মায়ের দৃষ্টি—তাঁর উপর বিলক্ষণ, সুতরাং আমাদের যথাসাধ্য বাদ্‌সা আলাউদ্দিনের সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। আর তা ক'র্‌তেও হবে। বাদ্‌সা যেন ক্ষত্রিয়ের অভ্যর্থনায় আপনিই কৃতজ্ঞতা প্রকাশে যত্নবান্ হন্। আর যেন বাদ্‌সা এটী বেশ বুঝেন যে, ক্ষত্রিয় মানীর মান রক্ষা ক'র্‌তে বিশেষ অবগত।

জীবানন্দ। আর একটী কথাও বিলক্ষণরূপে স্মৃতিপথে

জাগরূক রাখ্‌বেন যে, দিল্লীপতি আলাউদ্দিন আপনার শত্রু হ'লেও এ অতিথি-পরিচর্য্যায় তিনি চিতোরবাসী ক্ষত্রিয়গণের কাহারও নিকৃষ্ট নন। তিনি ভারতের রাজা, সুতরাং তিনি আমাদের মাননীয়, বরণীয় এবং সম্মানের বস্তু।

ভীমসিংহ। তা নিশ্চয়। দাস তাই পূর্ব্ব হ'তে দিল্লীপতির অভ্যর্থনার জন্য সমুদায়ই আয়োজন ক'রেচে। এক্ষণে কিরূপভাবে পদ্মিনীকে বাদসাকে প্রদর্শন করান হয়, তদ্বিষয়ই চিন্তা ক'রেচি।

জীবানন্দ। আপনি কি স্থির ক'রেচেন?

ভীমসিংহ। আমি নিজে কোন বিষয় স্থির ক'র্‌তে পারি নাই, তবে প্রাচীন ওমরাহগণের মত যে মুকুর প্রতিবিম্বে পদ্মিনীকে প্রদর্শন করান উচিত।

জীবানন্দ। বৃদ্ধ! আপনার তাতে মত কি?

কঞ্চুকী। আমারও তাই মত, প্রকাশ্যভাবে আমাদের মাকে দেখান কর্ত্তব্য নয়, প্রাচীন ওমরাহগণ যে যুক্তি ক'রেচেন, তাই সুন্দর মত ব'লে বোধ হয়।

জীবানন্দ। তবে তাই রাণা, মাকে মুকুর প্রতিবিম্বেই প্রদর্শন করান হ'ক। আর আপনি স্বয়ং উপস্থিত থাক্‌বেন।

কঞ্চুকী। নিশ্চয়। তাহ'লে আমরা এক্ষণে যাই চলুন। বাবা! কোন চিন্তা নাই। মা কালী, নিস্তার ক'র্‌বেন। মা, ভগবানকে স্মরণ কর। তিনিই চিতোরের দুর্গতি খণ্ডনের জন্য বাদ্‌সার মনে এ ভাবের আবির্ভাব ক'রেচেন। জয় শিবদুর্গা!

[জীবানন্দ সহ প্রস্থান।

ভীমসিংহ। হা ক্ষত্রিয়! আজ চেয়ে দেখ, আমি কি ক'র্‌চি। হে বংশের আদিপুরুষ মহাত্মা বাপ্পারাও, আজ তুমি কোথায়? দেখ, বংশের কুসন্তান তোমার দেশের জন্য—মাতৃভূমি চিতোরের জন্য—কি জাতীয় রত্নকে বিসর্জ্জন ক'র্‌চে, একবার চেয়ে দেখ।

পদ্মিনী। কেন রাণা, অনুতপ্ত হ'চ্চ! তাতে দোষ কি? আমাদের সামান্য তুচ্ছ অপমানের জন্য দেশের সর্ব্বনাশ করি কেন? তুমিই ত ব'লেচ, আমার দেশ আগে, তার পর পদ্মিনী তুমি। তুমি ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের মত কথা ব'লেচ, তবে মহান্! এখন আবার দুঃখসূচক কথা কেন? রাণা, আজ স্বদেশ-বৎসল নামের পরিচয় দিবে, জগৎ যতদিন থাক্‌বে, তত দিন তোমার এ মহত্ত্ব কেউ ভুল্‌বে না। তুমি আমি কালের করালগর্ভে মিশিয়ে যাব, তবুও তোমার এ আত্মত্যাগের কথা চিরদিনের জন্য জাজ্বল্যমান থাক্‌বে! বলি— পদ্মিনীকে দেখ্‌বে, এই বই ত নয়? বৃক্ষে বেল পক্ক হ'লে বায়সের হৃদয়ের আনন্দ ভিন্ন রসনার তৃপ্তি কোথায় হয়? নাথ, আমি তোমার, আমি তোমারই থাক্‌ব।

ভীমসিংহ। তবে যাও পদ্মিনি, ঐ মুকুর সম্মুখস্থ রম্যগৃহে অবস্থান কর গে।

পদ্মিনী। তাই যাই। (তথাকরণ)

সমরসিংহের প্রবেশ।

সমরসিংহ। রাণা, দুর্গদ্বারে দিল্লীপতি আলাউদ্দিন সমাগত।

ভীমসিংহ। উত্তম, যাও সমরসিংহ, অস্ত্ররক্ষককে ব'ল গে'

দিল্লীপতি আলাউদ্দিনের আগমনসম্মানের জন্য যেন শতাধিক আগ্নেয়াস্ত্রের ধ্বনি করা হয় এবং কুমার অজয় যেন স্বয়ং বাদ্‌সাকে ল'য়ে এস্থান পর্য্যন্ত আসে। আর কুমার অরিসিংহকে ব'ল্‌বে, পর্য্যায়ক্রমে পূর্ব্বানুষ্ঠিত শিক্ষিত ব্রাহ্মণগণ, বালক ও বালিকাগণের দ্বারা যেন বাদ্‌সার স্তুতিবাদ ও স্বস্তিবাক্য উচ্চারণ করা হয়। শীঘ্র যাও, আমিও অগ্রবর্ত্তী হ'চ্চি।

সমরসিংহ। যে আজ্ঞা।

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

ভীমসিংহ। জীবানন্দ আর বৃদ্ধ কঞ্চুকী ব'লেচেন যে, এ অতিথি পরিচর্য্যায় যেন চিতোরবাসী ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে কেহই বাদ্‌সাকে ঘৃণার চক্ষে দর্শন না করেন। কিন্তু ঘৃণা—লজ্জা আপনা হ'তে আস্‌চে। যে আমার সতীসাধ্বী পত্নীকে প্রার্থনা করে, সে নরাধম—না না—আমি নরাধম, আমি পশু, আমি কীট—সে যে অতিথি! হ'ক্ সে আমার পত্নীপ্রার্থী, তবু সে আমার আশ্রমাগত, সে আমার পূজার যোগ্য। আলাউদ্দিন! অতিথি! তুমি আজ আমার দেবতা। এস দেবতা! তোমায় আজ আমি পূজা ক'র্‌ব। আমার শক্তিসামর্থ্য, আমার ধনরত্ন, আমার জীবন, আমার বীরত্ব-ধীরত্ব-মাহাত্ম্য সকলই আজ তোমার অভ্যর্থনার দাস। এ সকলই আজ তোমার দাসত্ব স্বীকার ক'র্‌বে। প্রভু! কিরূপে আমি তোমায় সন্তুষ্ট ক'র্‌ব, তা ভেবে পাই না। তুমি নিজ মহত্ত্বে এ দরিদ্র ভীমসিংহের সৎকারে সন্তোষলাভ ক'র। মা কালি! মাগো! এ অতিথি পূজা যেন আমার সম্পূর্ণ হয়।

ব্রাহ্মণগণ, বালকগণ, বালিকাগণ এবং অরিসিংহের প্রবেশ।

অরিসিংহ। দাদাজী! আপনার আদেশমত ব্রাহ্মণগণ, বালকগণ ও বালিকাগণকে আনয়ন ক'রেচি। কিরূপভাবে সজ্জিত ক'র্‌বেন করুন।

ভীমসিংহ। আচ্ছা ভাই! তুমি অগ্রসর হ'য়ে বাদ্‌সার অভ্যর্থনা কর গে।

[অরিসিংহের প্রস্থান।

(ব্রাহ্মণগণের প্রতি) আপনারা এই স্থানে দণ্ডায়মান হ'ন। (বালকগণের প্রতি) তোমরা এই স্থানে দণ্ডায়মান হও, (বালিকাগণের প্রতি) আর মা, তোমরা এই ভাবে এইখানে থাক। আমি অগ্রসর হ'য়ে দেখি। (গমন) এই যে দিল্লীপতির আগমন হ'য়েচে। আসুন, আসুন! আজ রাণার পরম সৌভাগ্য। (কুর্ণিশকরণ)

অরিসিংহ ও আলাউদ্দিনের প্রবেশ।

আলাউদ্দিন। (কুর্ণিশপূর্ব্বক) বোধ হয় আপনি চিতোরের মহারাণা ভীমসিংহ? আমি মহাশয়ের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। আজ পরিচিত হবার জন্যই আপনার বাটীতে এসেচি।

ভীমসিংহ। ইহা দিল্লীপতির অলৌকিক অনুগ্রহ। চিতোরের মহারাণা তাহাতে বিশেষ অনুগৃহীত। আসুন।

ব্রাহ্মণগণ। গীত।

ভীমপলশ্রী—সুরফাঁকতাল।

জয়স্তু দিল্লীপতি নৃমণি নরকুলশোভন।
আহিমাদ্রিকুমারিকাধীশ বীরেন্দ্র রাজন॥
কীর্ত্তি-মহিমা তব মণ্ডিত ধরণীসর্ব্বে,
হীনসৌন্দর্য্য স্তব্ধ তব মহত্ত্ব-গর্ব্বে,
থাকুক অটল—সম, ইহকীর্ত্তি অনুপম,
কর রাজ্য সুপালন, জয়াশিস্ করে চিতোর-ব্রাহ্মণ॥

ভীমসিংহ। জনাব! ইঁহারা ব্রাহ্মণ, হিন্দুর শিরোপূজ্য। ইঁহাদেরই লিখিত শাস্ত্রে হিন্দু-সমাজ আবদ্ধ। সেই হিন্দু-শিরোমণি চিতোরের ব্রাহ্মণগণ বাদ্সার আগমনে বাদ্সাকে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌চেন।

আলাউদ্দিন। মহারাণা, আমি অতিশয় সুখী হলাম। এমন কি আপনার সহিত অসদ্ব্যবহারে আমি আপন মনে লজ্জিত হ'চ্চি। সত্যই আপনি চিতোর রাজ্যের রাজা হবার যোগ্য। হে ব্রাহ্মণগণ! আপনাদের আশীর্ব্বাদ দিল্লীপতি আলাউদ্দিনের চির গ্রহণীয়। এক্ষণে আপনারা আমার নিকট কি প্রার্থনা করেন, ব'লুন, দিল্লীশ্বর তাই প্রদান ক'র্‌বে। আপনাদের ব্যবহারে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট।

১ম ব্রাহ্মণ। হে দিল্লীপতে! আমরা অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ। আমাদের ধন ঐশ্বর্য্যে কাজ নাই, আমরা আপনার নিকট চিতোর-প্রতি সুদৃষ্টি প্রার্থনা করি।

আলাউদ্দিন। নিশ্চয় পাবেন। এক্ষণে আপনারা যেতে পারেন।

ব্রাহ্মণগণ। দিল্লীশ্বরের জয় হ'ক্!

[প্রস্থান।

ভীমসিংহ। সাহেজান! আসুন।

আলাউদ্দিন। চলুন। (গমন)

বালকগণ। গীত।

ভৈরবী—কাহরবা।

জয় হ'ক রাজা, আমরা প্রজা, হ'ক হে তোমার জয় জয়কার।
ধনধান্যে পরিপূর্ণ থাকুক হে তব ভাণ্ডার ॥
দীন দুঃখী, পাপী তাপী—সবাই যেন অভয় পায়,
সদয় হ'য়ে ছায়া দিও অযাচিত করুণার ॥

(কুর্ণিশকরণ)

আলাউদ্দিন। অহো, কি সুমোহন কণ্ঠধ্বনি! শিশুগণ! তোমরা দিল্লীপতির অতি প্রিয়পাত্র! তোমাদিগে এই মণিমাণিক্য প্রদান ক'র্‌চি, গ্রহণ কর। (মণিপ্রদান)

জনৈক বালক। খোদাবন্‌! আপনার মণিমাণিক্য দানের চেয়ে আপনার দয়ার দাম অনেক বেশী। আমরা আপনার মণি-মাণিক্য চাই না, আমাদের উপর দয়া ক'র্‌বেন।

আলাউদ্দিন। তাই, তোমরা আমার চিরদিন স্নেহের চক্ষে থাকবে। তোমরা যেতে পার।

[বালকগণের অভিবাদনপূর্ব্বক প্রস্থান।

আলাউদ্দিন। মহারাণা! আমি যতই আপনার সহিত অগ্রসর হ'চ্চি, ততই আপনার অসাধারণ সৌজন্যে চিরবাধিত হ'চ্চি। রাণা, আপনার জাতি বিশেষ রূপে লোককে বাধ্য ক'র্‌তে পারে।

ভীমসিংহ। জনাব! আপনার ন্যায় মহানুভব ব্যক্তি জগতে কয়জন? আপনার স্বীয় মহত্ত্বে আপনি অন্যের মহত্ত্ব গ্রহণ ক'র্‌চেন, আসুন।

আলাউদ্দিন। (স্বগতঃ) হায়, কতক্ষণে পদ্মিনি আমি তোমায় দেখ্‌ব। (প্রকাশ্যে) চলুন।

বালিকাগণ।　　　　গীত।

ভৈরবী—দাদ্‌রা।

আয় লো আয় লো আলি, যতনে কুসুম ঢালি, দিল্লীপতি পায়।
নধর কর বাড়ায়ে, দে লো চন্দন ছড়ায়ে, নরপতি শোভুক তায়॥
আয় রে মলয় হাওয়া আয় রে আয় রে আয় রে আয়॥
কোথায় বেড়াস্ ঘুরে ঘুরে থাক্‌তে এমন নধর কায়,
আয় রে ফুল নেচে নেচে—আয় রে ভ্রমর আয় রে আয়,
বাদ্‌সার গুণ গেয়ে গেয়ে যথায় আশা যাবে তথায়॥

(কুর্ণিশকরণ)

আলাউদ্দিন। আহা, অতি সুন্দর, অতি সুন্দর! মা বালিকারা, আমি তোমাদের এই সুন্দর গানের পুরস্কার অদ্যই শিবিরে গিয়ে প্রেরণ ক'র্‌ব।

১ম বালিকা। জাঁহাপনা, আমাদের অন্য পুরস্কারের প্রয়োজন নাই, আপনার করুণাই আমাদের এ গানের পুরস্কার।

আলাউদ্দিন। তাই পাবে মা, তাই পাবে। আমি তোমাদিগে এ জীবনে কখন ভুল্‌ব না। তোমাদিগে ভুল্‌লেও তোমাদের মধুর সঙ্গীতঝঙ্কার আমার ইহজীবনের কর্ণে চিরদিনের জন্য ধ্বনিত থাকবে। এখন তোমরা আস্‌তে পার।

বালিকাগণ। বাদ্‌সার জয় হ'ক্।

[প্রস্থান।

আলাউদ্দিন। মহারাণা, আপনার সৌজন্যে আমি পরম আপ্যায়িত, মানীর সম্মান রক্ষা ক'র্‌তে আপনার জাতি বিশেষ পারদর্শী। আর আপনিও তাতে বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ ক'র্‌চেন। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে আপনি দিল্লীপতির ধন্যবাদার্হ ও বিশেষ প্রশংসাপাত্র।

ভীমসিংহ। সকলই দিল্লীপতির মহত্ত্বসূচক বাক্য, চিতোরের রাণা, তাতেই পরমসুখী। এক্ষণে আসুন।

আলাউদ্দিন। চলুন।

ভীমসিংহ। এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

(বাদ্‌সার সিংহাসনে উপবেশন ও জনৈক ভৃত্য আসিয়া বাদ্‌সাকে আমিল প্রদান, বাদ্‌সা খাইতে ইতস্ততঃ হওন।)

ভীমসিংহ। সাহেনসা, ভয় নাই, বিশেষ মহারাণা স্বয়ং যখন আপনার বিপদে দায়ী, তখন আপনি সমুদয় চিতোর ভ্রমণ ক'র্‌লেও কোন ক্ষত্রিয় আপনাকে কিছু ব'ল্‌বে না।

আলাউদ্দিন। রাণা, আমি সে চিন্তা করি নাই, তবে আমি যখন আপনাকে বিশ্বাস ক'রেচি, তখন আপনিও আমাকে বিশ্বাস করুন। মহারাণা, বোধ হয় আমার প্রতি বিশেষ অসন্তুষ্ট আছেন,

কারণ আমি আপনার পত্নীকে প্রার্থনা ক'রেছিলাম। যাই হ'ক আমার সে ইচ্ছা আর নাই, কেবল মাত্র আপনার পত্নীর অলোক-ললামভূত রূপ-লাবণ্য একবার দেখ্‌বার মাত্র আশা। আমার সে আশা চরিতার্থ হ'লেই আমি দিল্লী প্রত্যাবৃত্ত হব'। আর কখন দিল্লীপতিকর্ত্তৃক আপনার চিতোর আক্রমণের কোন ভয় থাক্‌বে না।

ভীমসিংহ। ইহাও দিল্লীপতির অসীম দয়া! তাহ'লেই চিতোররাণা আপনার নিকট চিরদিনের জন্য ক্রীত থাক্‌বে। ঐ দেখুন—আমার পত্নীর কান্তি।

আলাউদ্দিন। (স্বগতঃ) না—না—একি মানবী না পরী? মানবীর এত রূপ! আমরি মরি একি! যদি সত্যই এ মানবী পদ্মিনী হয়, তাহ'লে আলাউদ্দিন! তুমি দিল্লী ত্যাগ ক'র্‌তে পার, আপনার ধন রত্ন জীবন ত্যাগ ক'র্‌তে পার, কিন্তু এ রূপ-লালসা মুহূর্ত্তের জন্য হৃদয় হ'তে ত্যাগ ক'র্‌তে পার কি? না—না—কখন তা পার না। না না, এও কি সম্ভব? মানবীতে এত লাবণ্য? নিখুঁত নিখুঁত চিত্র! চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, পদ্মে মৃণাল আছে, কিন্তু এ মানবী যে কলঙ্কহীনা! না—না—সজীব পুত্তলিকা নয়, নিশ্চয়ই চিত্র-পুত্তলিকা! দুরাচার কাফের আমার সহিত এরূপ ব্যঙ্গ রহস্য ক'র্‌চে! এ মূর্ত্তি কি সজীব? (প্রকাশ্যে) মহারাণা! আমার সহিত এ ব্যঙ্গভাব কেন? এ প্রতারণা কেন? এ শঠতা কেন?

ভীমসিংহ। সেকি জাঁহাপনা! আমরা আপনার সহিত কিসে প্রতারণা ক'র্‌লাম?

আলাউদ্দিন। নয় মহারাণা, ঐ কি পদ্মিনী? ঐ কি পদ্মিনীর রূপ? এত রূপ মানবীতে থাকে? কখনই সম্ভব নয়, নিশ্চয় ঐ মূর্ত্তি চিত্র-পুত্তলিকা।

ভীমসিংহ। জাঁহাপনা! আপনি ক্ষত্রিয়জাতিকে চিনেন না্ই। এ জাতি প্রতারণা কারে বলে, তা স্বপ্নেও কখন দর্শন করে না। এমন নির্ভীক সরল জাতি আর কোন দেশে নাই। ও চিত্র-পুত্তলিকা নয়। খোদাবন্! বিশেষ লক্ষ্য রাখ্‌বেন, ঐ দেখুন, ঐ মূর্ত্তির অধরোষ্ঠ কম্পিত হ'চ্চে, চক্ষে পলক প'ড়্‌চে, চিত্র-পুত্তলিকা হ'লে এ সজীবতা কি সম্ভব হ'ত?

আলাউদ্দিন। (স্বগতঃ) না, তা ত নয়, মহারাণার এক বর্ণও মিথ্যা নয়। নিশ্চয়ই ও মানবীমূর্ত্তি! (প্রকাশ্যে) না মহারাণা, পদ্মিনীর রূপ দর্শনে আমার ভ্রান্তি উপস্থিত হ'য়েছিল। (স্বগতঃ) ঐ কি পদ্মিনী! আহা, কি মধুর স্নিগ্ধমূর্ত্তি! মুখখানি নয় রে—যেন অপার্থিব রত্ন! ও ছবি ত্রিজগৎ ভ্রমণ ক'রে এলেও কেউ দেখ্‌তে পাবে না। আমি বাদ্‌সা,—ভারতের রাজা, আমার ঘরে এ হেন রত্ন নাই! পদ্মিনী, চল, চল, তোমায় দিল্লীসিংহাসনে বসাব, আমার পাঁচশত বেগম—সকলেই তোমার বাঁদি হয়ে তোমার সেবা ক'রবে। আহা অঙ্গের সৌন্দর্য্য কি মধুর। কি গঠন মাধুর্য্য! মুখখানি কি সরলতাময়! লও রাণা, লও রাণা, তুমি চিতোর কেন, দিল্লীসিংহাসন পর্য্যন্ত লও, আমায় কেবল পদ্মিনী দাও। আমার পদ্মিনী চাই। আহা কি অঙ্গভঙ্গি! আহা পদ্মিনী, পদ্মিনী! কি শান্ত মধুর দৃষ্টি! আমায় ভালবাস্‌বে? ঐ যে পদ্মিনী ব্রীড়াসূচকভাবে

আমায় সম্মতি দিচ্চে। (প্রকাশ্যে) মহারাণা, মহারাণা, সরে যাও, সরে যাও, পদ্মিনী কার' নয়, পদ্মিনী কার' নয়, পদ্মিনী আমার। এস পদ্মিনী, তুমি আলাউদ্দিনের বক্ষে এস! সমগ্র ভারত—সমগ্র বিশ্ব একপক্ষে হ'লেও কেউ তোমায় এ মুসলমানের হৃদয় হ'তে গ্রহণ ক'র্‌তে পারবে না। (ধারণোদ্যত)

ভীমসিংহ। (ক্রোধে ও উচ্চৈঃস্বরে) জাঁহাপনা, জাঁহাপনা! আপনি অতিথি, দেখ্‌বেন, দেখ্‌বেন, সাবধান, সাবধান, সে অতিথি-রিত্র কলঙ্কিত হ'তে দিবেন না।

আলাউদ্দিন। (অপ্রতিভ হইয়া) মহারাণা, মহারাণা আমার ত্রুটী ক্ষমা করুন। ধন্য আপনাদের ধৈর্য্য! ধন্য ক্ষত্রিয়ের সহিষ্ণুতা! সত্যই ব'ল্‌চি মহারাণা, সত্যই ব'ল্‌চি, আমার অন্তঃপুরে আমার স্ত্রীকে কেন, আমার অন্তঃপুরস্থ সামান্যা কন্যার নিকট যদি কেহ—এরূপ অবৈধতা প্রকাশ ক'র্‌ত, তাহ'লে তদ্দণ্ডে তার মস্তক দ্বিখণ্ডিত ক'র্‌তে আমি আজ্ঞা প্রদান ক'র্‌তাম, কিছুতেই আমি ধৈর্য্যধারণ ক'রে ক্রোধ সম্বরণ ক'র্‌তে পার্‌তাম না। কিন্তু আজ আমি সত্য ব'ল্‌চি, আমি দিল্লীর বাদ্‌সা, আমার চেয়েও আপনার অন্তর অতি মহৎ, অতি বৃহৎ! মহারাণা, আমায় মার্জ্জনা করুন।

ভীমসিংহ। জনাব, ক্ষুদ্র ভীমসিংহের ক্ষমার পূর্ব্বে হিন্দুশাস্ত্র আপনাকে অভয় দিয়ে রেখেচে। সম্পূর্ণ ক্ষমা ক'রেচে। আপনি অতিথি। অতিথি হিন্দুর দেবতা, আপনি আমাদের আশ্রমাগত, সুতরাং আমাদের পূজ্য। আপনি ওরূপ কথা ব'ল্‌বেন না, বরং আমার উচ্চ সম্ভাষণের জন্য ক্ষমা ক'র্‌বেন।

আলাউদ্দিন। মহারাণা, আমি বড়ই লজ্জিত হ'চ্চি। আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আপনার সহিত বন্ধুত্ব করি। কিন্তু—আমি ক্ষুদ্র, আপনার উচ্চ অন্তঃকরণে স্থান পাব কেন ?

ভীমসিংহ। সেকি খোদাবন্! আপনার দয়াই এখন সমগ্র-ভারতের আশা ভরসা।

আলাউদ্দিন। আমি আরও লজ্জিত হ'চ্ছি রাণা! আর আমি এখানে থাক্‌ব না, অদ্যই আমি দিল্লী প্রত্যাবৃত্ত হব'। চলুন, আমায় একটু অগ্রসর হ'য়ে রেখে আস্‌বেন।

ভীমসিংহ। চলুন, কিন্তু খোদাবন্! চিতোর-রাণার যেন কোন অপরাধ গ্রহণ করবেন না।

আলাউদ্দিন। সে কি মহারাণা, আপনি চিরবন্ধু ব'লে আমার হৃদয়ে চিরদিন থাক্‌বেন।

[উভয়ের প্রস্থান।

পদ্মিনী। বাপ্ আলাউদ্দিন! মাতৃরূপে হৃদয়কে পুলকিত কর। তুমি বাদ্‌সা, তোমার হৃদয় বাদ্‌সার হৃদয় কর। পশুভাব হৃদয় হ'তে অন্তর্হিত কর। তুমি হিন্দুর রাজা, হিন্দুর দেবতা হও।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

[দুর্গের বাহির প্রাঙ্গণ]

আলাউদ্দিন ও ভীমসিংহের প্রবেশ।

আলাউদ্দিন। রাণা, আপানার আতিথ্যসৎকার এ নরদেহে ভুল্‌তে পার্‌ব না। আপনি আজ হ'তে নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনি আজ হ'তে দিল্লীপতির পরম মিত্র, চিতোর-রাজ্য আমার মিত্ররাজ্য।

ভীমসিংহ। সাহেনসা! আপনি এরূপ চক্ষে দেখ্‌লে চিতোরের রাণাও আজ হ'তে আপনার হৃদয়ের রক্তপাত ক'রে দিল্লীশ্বরের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনে উপেক্ষা ক'রবে না।

আলাউদ্দিন। রাণা, আমি আরও সুখী হ'লাম। উন্মাদের ন্যায় ও কে আসে?

ভীমসিংহ। উনিই চিতোরের প্রধান ওমারহ ছিলেন, অদ্য যুদ্ধে ওঁর আমার ব'লতে আর কেহ নাই। তাই ওঁর এইরূপ চিত্ত-বিকৃতি।

সুরথসিংহের প্রবেশ।

সুরথসিংহ। গীত।

ভৈরব—ধামার।

যেওনা যেওনা রাণা, তোমার ঐ কাল বিষধর।
ঐ বিষের জ্বালায় জ্বল্‌চি আমি, হ'য়ে আছি জরজর॥
ঐ কালকূটের জ্বালায়, ছেড়ে গেছে সোণার মাণিক,
সোণার সংসার ক'রে আঁধার, কি আর তোমায় ব'ল্‌ব অধিক,
এবার শ্মশানবাসে প্রেত সাজিয়ে ক'র্‌ব ব্যোম ব্যোম স্বর॥

চ'লে যাব এ দেশ হ'তে দেখ্‌ব কোথায় প্রাণের প্রাণ,
কোথায় গেছে আমার তারা, ক'রে আছে অভিমান,
আমার হ'য়েছে হে দশম দশা, নামমাত্র কলেবর ॥

[প্রস্থান।

আলাউদ্দিন। রাণা! এই শোকোক্তি শুন্‌লে বীরহৃদয়েও দয়ার উদ্রেক হয়। মনে হয়, কেন এ নরহত্যা, কেন এ বিপ্লব, কেন এ ঐশ্বর্য্য-রাজ্যে এত আত্মবিস্মৃতি!

ভীমসিংহ। আপনার ন্যায় মহাশয়ের হৃদয়গত কথা তাই বটে!

[আলাউদ্দিনকর্ত্তৃক বংশীধ্বনি, সহসা চতুর্দ্দিক হইতে জয়ধ্বনি দিয়া যবনসৈন্যের আবির্ভাব ও ভীমসিংহের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান]

ভীমসিংহ। সাহেনসা! একি অভদ্রচারণ! একি দিল্লীশ্বর-কর্ত্তৃক?

আলাউদ্দিন। হাঁ বেত্‌মিজ কাফের! ইহা দিল্লীশ্বর কর্ত্তৃক, এই দিল্লীশ্বরের ভদ্র আচরণ। তোর ন্যায় কাফেরের উপযুক্ত পুরস্কার! তুই এখন বন্দী। যাও, যাও সৈন্যগণ! কাফেরকে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ ক'রে আমার শিবির-কারাগারে বন্দী ক'রে রাখ গে।

(ভীমসিংহকে বন্দীকরণ।)

ভীমসিংহ। দুরাত্মা, প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক, এই কি বন্ধুত্বের বিনিময়?

আলাউদ্দিন। কাফেরের সহিত মুসলমানের এইরূপ বিনিময়।

ভীমসিংহ। (ক্রোধে অধীর হইয়া) দূর মুসলমান, মুসলমানের

নিন্দা ক'রিস্ না, তুই মুসলমানকুলের কলঙ্ক। কোনও ধর্ম্মে প্রতারণা নাই, তুই ধর্ম্ম-নিন্দক ঘোর পাপী।

আলাউদ্দিন। সাবধান ভীমসিংহ, তুমি জান যে, তোমার প্রাণ আমার মুষ্টিমধ্যে অবস্থান ক'র্‌চে?

ভীমসিংহ। ক্ষত্রিয় স্বীয় প্রাণকে লোষ্ট্রের মত জ্ঞান করে, সে ভয় আমার নাই। তবে একখানি অস্ত্র, একখানি অস্ত্র থাক্‌লে—পামর ধর্ম্মহীন আলাউদ্দিন—বুঝ্‌তাম যে, প্রতারণা—অবৈধতার প্রায়শ্চিত্ত কিরূপ?

আলাউদ্দিন। সাবধান ভীমসিংহ, এখন তুমি কোথায় জান?

ভীমসিংহ। জানি আলাউদ্দিন! নরাকার পশুর সম্মুখে।

আলাউদ্দিন। সাবধান ভীমসিংহ! আমি ইচ্ছা ক'র্‌লে এই মুহূর্ত্তে তোমায় নাশ ক'র্‌তে পারি জান?

ভীমসিংহ। তুমি আমার সম্মুখে এলে আমিও ইচ্ছা ক'র্‌লে এই নিরস্ত্রাবস্থায়ও তোমায় শত শত পদাঘাত ক'র্‌তে পারি তা জান?

আলাউদ্দিন। যাও সৈন্যগণ, শীঘ্র কাফেরকে ল'য়ে যাও। আর কাফেরের মুখদর্শন ক'র্‌তে চাই না। ভীমসিংহ! এইবার পদ্মিনী-বিনিময়ে তোর ইহজীবনের মুক্তি।

[প্রস্থান।

ভীমসিংহ। পশু! সতী-কোপানলে দগ্ধ হ'বি! উঃ, কি ব'ল্‌ব আমি আজ অস্ত্রশূন্য!

[ভীমসিংহকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

[চিতোর-রাজপথ।]

দ্রুতপদে জীবানন্দের প্রবেশ।

জীবানন্দ। জাগ ক্ষত্রিয়, জাগ, সর্ব্বনাশ হ'য়েচে, সর্ব্বনাশ হ'য়েচে! রাণা ভীমসিংহ বন্দী হ'ল। চিতোর-গৌরব-সূর্য্য আজ কৃষ্ণমেঘাচ্ছন্ন হ'ল! দুর্দ্দান্ত আলাউদ্দিনের কৌশলবাগুরায় আজ রাজপুতসিংহ আবদ্ধ হ'ল! আর উপায় নাই! আলাউদ্দিনের মন্তব্য পদ্মিনী বিনিময় না ক'রলে চিতোররাণার মুক্তি নাই। কি ভয়ঙ্কর সংবাদ! কি সর্ব্বনাশের কথা! কে কোথায়? রাণা লক্ষ্মণসিংহকে সংবাদ দাও, চিতোরের সর্দ্দারগণকে আহ্বান কর। সজ্জিত হও, প্রাণ দাও, কর্ত্তব্য কার্য্যে অগ্রসর হও। চিতোরের সেনাপতি বন্দী! রাণা ভীমসিংহ বন্দী! মুসলমানের গৃহে বন্দী! আর চিতোরমাতার কি আছে? এতদিনে রাজরাণী চিতোরমাতা বীরশূন্যা সন্তানহীনা ভিখারিণী! রত্নসম্পদাভরণা মা আমার যথার্থই এতদিনে রুক্ষ! বালুপূর্ণা মরুভূমি! কে কোথায়? ক্ষত্রিয়! কে কোথায়? রাজপুত! কে কোথায়? এস—ছুটে—এস! দ্রুতপদে—বজ্রবিদ্যুৎময়ীগতিতে ছুটে এস।

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চুকী। কে ও রাজপথে চীৎকার করে?

জীবানন্দ। আমি জীবানন্দ। কে ও, কঞ্চুকী! এস বৃদ্ধ, আজ ঊর্দ্ধশ্বাসে দ্রুতপদে এস। সর্ব্বনাশ হ'য়েচে, ব'লতেও কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে আসছে। আমি থাকতেও চিতোরের আজ সর্ব্বনাশ হ'য়েচে

তাই! রাণা ভীমসিংহ বন্দী! চিতোরের গৌরবশশী আজ রাহুগ্রস্ত হ'য়েচে।

কঞ্চুকী। কি ব'ল্‌লে, আমার বাপধন ভীমা আমার বন্দী? সিংহ আজ বন্দী! কিসে? কে বন্দী ক'র্‌লে?

জীবানন্দ। বৃদ্ধ, জান নাই কি, আজ পাপমতি আলাউদ্দিনের সহিত বন্ধুত্ব ক'রে মহারাণা বাদ্‌সার সম্বর্দ্ধনার জন্য তাঁর অনুগমন ক'রেছিলেন?

কঞ্চুকী। হাঁ, তারপর?

জীবানন্দ। তারপর এই সর্ব্বনাশ! দুরাচারের কূট প্রতারণায় হিমাচলের উচ্চ শৃঙ্গ আজ সহসা ভগ্ন হ'য়ে পতিত হ'য়েচে!

কঞ্চুকী। এ কি সত্য?

জীবানন্দ। বৃদ্ধ! জীবানন্দের বাক্য কি মিথ্যা?

কঞ্চুকী। সত্য মিথ্যা কি, তা হ'লে আমার ভীমা, আমার প্রাণের ভীমা আজ বন্দী? কেমন জীবানন্দ!

জীবানন্দ। তুমি যেমন বোঝ, তা হ'লে তাই ভাই!

কঞ্চুকী। কে কোথায়? ভৈরবী মা, দেবী জয়কালীর কক্ষ হ'তে খড়্গা নিয়ে আয় মা! দেখি তারা, কে আমার ভীমাকে বন্দী ক'রেচে? তারা, দে মা—তোর শোণিত-লালায়িত কৃপাণ। জীবানন্দ! কোন্ পথে বাবাকে আমার দেখে এলে বল? দস্যু রাক্ষসগণ কোন্ পথে আমার হৃদয়-অস্থিকে হরণ ক'রে ল'য়ে গেল, তাই শীঘ্র বল।

জীবানন্দ। এতক্ষণ মুসলমানশিবিরে উপস্থিত হ'য়েচে, আর প্রতিবাধার উপায় নাই।

কঞ্চুকী। উপায় নাই? তারা, কি ক'র্‌লি মা, সন্তানের ষোড়শোপচার-পূজার কি এই প্রতিশোধ? জগজ্জননি! কি হ'ল মা? আমার বুকের রক্ত দিয়ে পূজার কি এই পরিণাম? আমার ভীমা বন্দী, আমার বাবা আজ বন্দী! সর্ব্বার্থসাধিকে গো! দয়াবতী দাক্ষায়ণি! মা ব'ল্‌তে হৃদয় যার হৃদয়হারা হয়, সেই ছেলের প্রতি মার এই ব্যবহার! জীবানন্দ, যাও ভাই, চিতোরবাসীকে আর আমার লছমনকে শীঘ্র সংবাদ দাও গে। আমি যাব, একবার মা'র কাছে যাব, মা'র পায়ে বুক চিরে রক্ত দোব! দেখি বেটী আমায় কিরূপে সান্ত্বনা দেয়? আমার ভীমা আজ বন্দী!

[রোদন করিতে করিতে বেগে প্রস্থান।

জীবানন্দ। বৃদ্ধের বড়ই মর্ম্মান্তিক হ'য়েচে। চিরকুমার বৃদ্ধ কঞ্চুকি! ধন্য তোমার হৃদয়! তুমি পরকে কেমন ক'রে ভালবাসতে হয়, তারই একখানি আদর্শচিত্র। কি করি, এ বিপদে চিতোরকে কিরূপে রক্ষা করি? এই যে ওমারহগণ ও রাণা লক্ষ্মণসিংহ। এস লক্ষ্মণ! সেই সর্ব্বনাশের সংবাদ বোধ হয় শুনেচ?

তেজঃসিংহ, রণজয়সিংহ, বিক্রমসিংহ, সমরসিংহ অরিসিংহ, বাজীরাও, বিজয়সিংহ ও লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ।

লক্ষ্মণসিংহ। শুনেচি, সব শুনেচি, মৈনাকগিরি সমুদ্রশায়ী, নয়ননন্দন নন্দনবন শশ্মান-মরুভবন, স্নিগ্ধ মলয়সমীর গরলপ্রবাহ— ভাই জীবানন্দ, সব শুনেচি। এখন উপায় কি? তুমি থাকৃতে, হে

জীবানন্দরূপী কর্ম্ম, ভাই! আজ তুমি থাকৃতে চিতোরের এ সর্ব্বনাশ ঘট্‌ল কেন?

সমরসিংহ। এখন কি উপায় হবে বল মহানুভব! একদিন পরম-সুহৃদ হ'য়ে, চিতোর রক্ষা ক'রেচ, চিতোর যতদিন থাক্‌বে, ততদিন চিতোর তোমার দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাক্‌বে। আজ উপায় কর বন্ধু! বন্ধুর কার্য্য কর।

জীবানন্দ। এখন পুনঃ সমরানল প্রজ্বলিত করা ভিন্ন আর বোধ হয় কোন উপায় নাই। কিন্তু সে যুদ্ধের পরিণাম কি, তা কে ব'ল্‌বে?

অরিসিংহ। কে ব'ল্‌বে, অন্তর্য্যামী ভগবান্ ভিন্ন এর শেষ পরিণতি কি, তা কে ব'ল্‌বে? কিন্তু প্রভু! তা ব'লে ত নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। কিন্তু হায়, আজ যে চিতোর বীরশূন্য! দাদাজী আমার নাই—কে সৈন্য পরিচালন ক'র্‌বে! কে আর দেশের মুখ রক্ষা ক'র্‌বে! হা মা চিতোরমাতা, এতদিনে তুমি ভিখারিণী। (রোদন)

জীবানন্দ। রোদনে ফল কি অরি! কর্ত্তব্যকর্ম্ম কর। যে হৃদয়াবেগে আজ রোদন ক'রচ, সেই হৃদয়াবেগে সমরক্ষেত্রে আজ ধাবিত হও। হে ক্ষত্রিয়! ইহা ভিন্ন আর অন্য উপায় কি?

লক্ষ্মণসিংহ। চল ওমরাহ, আর কেন? কর্ম্মের উপদেশে আজ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই গে। যাও সমরসিংহ, সৈন্যগণকে সুসজ্জিত হ'তে বল গে। আজ শেষ দিন, চিতোরের আজ শেষ দিন, এই মধ্যাহ্ন চিতোরের শেষ-মধ্যাহ্ন! এই মন্ত্রণা আজ চিতোরের শেষ-মন্ত্রণা! এই পরস্পর দর্শনই শেষ বিদায়! এইখানেই মাতৃভূমির নিকট বিদায় প্রার্থনা কর।

সমরসিংহ। তাই—আজ এখানে আমাদের সকল কার্য্যের শেষ। ইহজীবনের কর্ম্মের শেষ-মুহূর্ত্ত। তাই চ'ল্‌লাম, এইখানেই আজ সৈন্যগণকে সুসজ্জিত ক'রে আন্‌চি, আজ এই স্থানেই আমাদের সকলের শেষ!

[বেগে প্রস্থান।

জীবানন্দ। এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা প্রত্যেক চিতোরবাসীর হৃদয়ে প্রতিমুহূর্ত্ত দেদীপ্যমান থাক্‌লে—হ'ক্ আলাউদ্দিন, তোমার শত অক্ষৌহিনী সেনা, তুমি চিতোরের একটী ক্ষুদ্র ব্যক্তিরও কেশাগ্র স্পর্শ ক'র্‌তে পারবে না। তোমার বীরদর্প—বীরগর্ব্ব—নিশ্চয়ই রাজপুতের শিক্ষিতহস্তে পলকে বিলীন হবে! আবার বৃদ্ধ আস্‌চে। কে ও—ভাই?

বেগে খড়্‌গহস্তে কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চুকী। হাঁ ভাই, এলাম, কিছুতেই থাকতে পার্‌লাম না, মায়ের হাতের খড়্গ কেড়ে নিয়ে ছুটে এলাম। বেটী কিছুতেই দিতে প্রস্তুত ছিল না, কত মাথা কুড়্‌লাম, কত স্তবস্তুতি ক'র্‌লাম, বেটী কেবল ক্রোধভরে আমায় ভয় দেখায়! কিন্তু আমি ছাড়্‌ব কেন? আমি মায়ের ছেলে, মার হাতে খড়্গ থাকতে আমি নিরস্ত্র হ'য়ে, অনাথ সন্তানের মত আস্‌ব কেন? তাই বল ক'রে ছুটে গিয়ে বেটীর হাত ধ'র্‌লাম। বেটী অমনি খিল খিল ক'রে হাস্‌তে লাগ্‌ল। আমার দিকে কট্‌মটিয়ে চাইতে লাগ্‌ল। আমি বেটীকে ভয় দেখালাম, ব'ল্‌লাম দেখ্‌ পাষাণি! আমার ভীমাকে যদি বন্দীমুক্ত না ক'র্‌তে পারি, তাহ'লে দেখ্‌বি আজ তোর সব

ছেলে তোর পায়ে এসে নিজের প্রাণ বলি দিবে। বেটী কি শুনে শেষে যখন খড়্গ ধ'র্‌লাম, তখন আর কিছুতেই খড়্গ রাখ্‌তে পার্‌লে না, দিতে হ'ল। জীবানন্দ, ভাই! আজ মায়ের খড়্গ পেয়েচি। এই যে আমার লছমন! ভাই লছমন! এসেচিস্, চল্ চল্—আমার ভীমা নাই। আমার ভীমা আজ মুসলমান শিবিরে বন্দী হ'য়েচে! বাপধন আমার আমাদিগে ছেড়ে চ'লে গেছে! ভুলে গেছে। চল চল—সকলে মিলে যাই চল্। এই দেখ্, মার খড়্গ নিয়েচি, আর ভয় কি, ভয় নাই। একবার আমার ভীমাকে দেখ্‌তে যাই চল্। ভীমা আমার নিরাশ্রয় হতবুদ্ধি হ'য়ে কত ভাব্‌চে! বাছার আমার ফুলের মত মুখখানিতে না জানি কত বিষাদের কালিমা এসে মলিন ক'রেচে! (রোদন)

লক্ষ্মণসিংহ। কঞ্চুকীদাদা! চল, চল, রোদন কেন? আজ কাকাজীর জন্য আমরা সমস্ত রাজপুত প্রস্তুত হ'য়েচি; আজ আমাদের চিতোরের শেষ বিদায়—

জীবানন্দ। হয় ভীমসিংহের মুক্তি হবে, নয় সালঙ্কারা সধবা চিতোরনগরী বসনভূষণ-বিহীনা বিধবামূর্ত্তি ধারণ ক'র্‌বে।

দ্রুতপদে সমরসিংহের প্রবেশ।

সমরসিংহ। মহাপুরুষের শেষ বাক্যই প্রতিপালিত হবে। সব আশা, চেষ্টা, উদ্যম বিফল।

সকলে। কেন সমরসিংহ?

কঞ্চুকী। তবে কি আমার ভীমা নাই? ভীমাকে কি দুরাচার আলাউদ্দিন প্রাণে হত্যা ক'রেচে? সমরসিংহ! কি হ'য়েচে, শীঘ্র বল।

সমরসিংহ। চিতোররাণী মা পদ্মিনী কিছুতেই আর যুদ্ধ ক'র্‌তে দিবেন না।

জীবানন্দ। কেন?

সমরসিংহ। তিনি নররক্তপাতে বড় কাতরা।

জীবানন্দ। তিনি নররক্তপাতে কাতরা, কিন্তু তিনি স্বামীর বন্দীত্বে কি সুখিনী?

লক্ষ্মণসিংহ। সৈন্যগণকে সজ্জিত ক'র্‌তে ব'ল্‌লাম, তা হ'ল কেন? তিনি স্ত্রীলোক, তাঁর কথা শুনে তুমি প্রত্যাবৃত্ত হ'লে কেন সমরসিংহ!

সমরসিংহ। রাণা, তাঁর কথা শুনে প্রত্যাবৃত্ত হই নাই, সৈন্যগণকে আমি সুসজ্জিত ক'রেই এখানে আন্‌ছিলাম, পথিমধ্যে মা সৈন্যগণের গতিরোধ ক'রেচেন।

জীবানন্দ। মা কি অস্ত্রধারণে গতিরোধ ক'রেচেন?

সমরসিংহ। না, সৈন্যগণ মার পাক্ষপাতিনী। মা সৈন্যগণকে বল্‌লেন, তোমরা সেনাপতির অধীন, তোমাদের সেনাপতি আজ বন্দী. আমি সেই সেনাপতির পত্নী, আমার আজ্ঞা পালন কর। সৈন্যগণ মার আজ্ঞাই পালন ক'র্‌লে।

অরিসিংহ। তা হবে না, সৈন্যগণকে মার সে আজ্ঞা পালন ক'রতে দিব না। পিতা, চলুন—আপনি স্বয়ং গিয়ে মাকে বুঝাবেন, যদি তিনি তাতেও না বুঝেন, তা হ'লে আপনি স্বয়ং সৈন্যগণকে আদেশ দিবেন, দেখি কোন্ সৈন্য রাণার আজ্ঞা প্রতিপালনে অস্বীকৃত হয়।

কঞ্চুকী। আমি যাব, মাকে আমি বুঝাব, বেটী কথা শুনে ভালই, নয় বেটীকেও আজ কাট্‌ব। আমার বাবা বন্দী হ'য়ে আছে আর বেটী আমার পাগলামী ক'রচে। বেটী তুই মেয়ে মানুষ, মেয়েমানুষের মত থাক্। তোর আমাদের কাজে হাত কেন? চল্, আমরা সকলেই যাই চল।

জীবানন্দ। (স্বগতঃ) ভীমসিংহ আজ বন্দী, চিতোরবাসী তার জন্য আজ প্রাণ দিতে প্রস্তুত, ভীমসিংহের সহধর্ম্মিণী সতী সাধ্বী পদ্মিনী তাতে প্রতিবাদ ক'র্‌চে। বিষম প্রহেলিকা! জীবানন্দ, তুমিও আজ নির্ব্বোধ। নিশ্চয়ই এর কোন গুপ্ত রহস্য আছে। কিন্তু কি জানি অলোকচতুরার কি অপূর্ব্ব চাতুরী। (প্রকাশ্যে) তাই চলুন, মাকে সকলে একত্র হ'য়ে বুঝান যাক্ চলুন। (গমনোদ্যত)

পদ্মিনীর প্রবেশ।

পদ্মিনী। কাকে বুঝাতে যাবে জীবানন্দ?

জীবানন্দ। মা, তোমাকে।

পদ্মিনী। আমি ত বুঝেছি জীবানন্দ!

জীবানন্দ। কি বুঝেচ মা?

পদ্মিনী। এই রাজপথে যখন এসে দাঁড়িয়েচি, তখন কি তোমরা তা কিছু বুঝ্‌চ না? তোমাদের কুলের বধূ যখন আজ গৃহের বাহির হ'য়েচে, তখন এ পদ্মিনী কি তোমাদের, তাই বুঝ্‌চ?

লক্ষ্মণসিংহ। মা, আমরা ত কিছুই বুঝতে পার্‌চি না দেবি!

পদ্মিনী। তবে সহজ সরল কথা বোঝ বাছা লক্ষ্মণ, আমি

মুসলমান আলাউদ্দিনকে আত্মদান ক'রে, আমার বন্দী স্বামীকে মুক্তি দান ক'র্‌ব।

কঞ্চুকী। চণ্ডালিনি! এখনও বল্‌চি ঘরে যা, তুই মহাত্মা হামিরশঙ্খের ঝি, বাপ্পারাও কুলের বৌ, মহারাণা ভীমসিংহের পত্নী, তোর কথা কি এই হ'ল? বেটী, একবারে পাগলিনী হ'লি?

পদ্মিনী। পিতা, এ অবস্থায় সকলেই পাগলিনী হয়, তা হ'লেও আমি যা বুঝেচি, তাই ক'র্‌ব।

অরিসিংহ। কি ক'রে ব'ল্‌লি মা, আমরা তোর এত পুত্র থাক্‌তে—

পদ্মিনী। অরি! উপায় নাই। আমি বেশ মনে মনে ভেবে দেখেচি, আর উপায় নাই। উপায় থাক্‌লে পদ্মিনীর মুখে এ কথা কখন শুন্‌তিস্‌ না। এখন আলাউদ্দিনকে আত্মদান ব্যতীত আমার বন্দী-স্বামীর উদ্ধারের আর অন্য উপায় নাই অরি! যে পদ্মিনীর জন্য পদ্মিনী নিজে স্বামীকে যুদ্ধের সাজে সাজিয়ে দিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে আলিঙ্গন ক'রতে পাঠিয়েছিল, যে পদ্মিনীর জন্য পদ্মিনী নিজে সমগ্র চিতোর-বাসীকে সমরক্ষেত্রে পাঠিয়ে চিতোরকে শ্মশান ক'র্‌তে চেয়েছিল, সেই পদ্মিনী কেন আজ জাতীয় মান, নারীর সম্মান সকলই জলাঞ্জলি দিয়ে মুসলমান-গৃহে যেতে সাধ ক'র্‌চে? উপায় যে নাই অরি! যুদ্ধ ক'রে কি হবে? যুদ্ধে জয়লাভ আমাদের অসম্ভব। অথবা যুদ্ধে জয়লাভ হ'লেও, স্বামী আমার তাদের হস্তে, আমার স্বামীর প্রাণ তাদের উপর নির্ভর ক'র্‌চে। যদি তারা পরাজিত হয়, তা হ'লে নিশ্চয়ই ক্রূরমনা আলাউদ্দিন সেই অপমানে ক্রোধে আমার স্বামীর

প্রাণ নষ্ট ক'র্‌বে। আমাদের যুদ্ধজয়েরও ত এই ফল। তখন সে যুদ্ধের আয়োজন কেন অরি! যার জন্য যুদ্ধ, তাকেই যখন পাব না, তখন এত নরহত্যা কেন? (রোদন)

অরিসিংহ। মা, তা হ'লে কি রাজপুতলক্ষ্মী যবনের অঙ্কশায়িনী হবেন?

পদ্মিনী। আমি কিসে লক্ষ্মী অরি! আমার নারায়ণ যখন যবনের নিকট বন্দী, বৈকুণ্ঠ তখন শ্মশান হ'য়েচে। সেই শ্মশানে আমি রাক্ষসী আছি। কারে ল'য়ে আমার সম্মান অরি! নারীর সম্মান স্বামী, আমি আজ আমার সেই সম্মানের ধন স্বামীরত্নে বঞ্চিত। আমার আবার সম্মান? কুলের কলঙ্কিনী আমি, মহারাণা বাপ্পারাও-বংশে রাক্ষসী এসেছিলাম, সকল গ্রাস ক'রে চ'লে যাব। তোদের মাথা না নোয়ালে, তোদের মান না ডোবালে, আপন স্বামীকে না খেলে, আমি রাক্ষসী হ'লাম কিসে অরি! তাই বাবা ব'লচি, কলঙ্কিনী রাক্ষসী আমি চ'লে যাব। আমি চ'লে গেলেই তোমরা আমার নিশ্চিন্ত থাকৃতে পার্‌বে। আমার জগৎগৌরব স্বামীর আর কোন যন্ত্রণা থাক্‌বে না। (রোদন)

জীবানন্দ। মা, আত্মগ্লানিতে হৃদয় এইরূপ হয় বটে। কি ক'র্‌বে—বিশ্ব-রঙ্গভূমিতে এই জীবলীলা-অভিনয় অতিশয় লোমহর্ষক। এখন ধৈর্য্য ধর মা! মা লক্ষ্মি, তুমি অত চঞ্চলা হ'লে চল্‌বে কেন?

পদ্মিনী। না জীবানন্দ! আমার ছার সম্মানের জন্য আমার দেবতা আজীবন বন্দী থাক্‌বেন? আমার জন্য স্বামী আমার অপ-

মানে লাঞ্ছনায় চোখের জল ফেল্‌বেন ? আমি স্ত্রী হ'য়ে তা দেখব ? না জীবানন্দ ! তোমরা আমার কোন কার্য্যে বাধা দিও না। আমার স্বামী তোমাদের অতি প্রিয় হ'লেও আমার তিনি অনাদরের ধন নন্।

কঞ্চুকী। তুই যা মা, তোকে কোন কথা কইতে হবে না, ভীমকে আমরা যে কোন উপায়ে উদ্ধার ক'র্‌ব। তুই কুলের লক্ষ্মী—চিতোরবৈকুণ্ঠ আলো ক'রে থাক্। দেখ্‌না বেটী, আজ মার হাত হ'তে খড়্গ কেড়ে নিয়ে এসেচি, দেখ্‌না, আজ কি হ'তে কি করি ?

পদ্মিনী। না পিতা, আমি কারও কথা শুন্‌ব না। যুদ্ধ করা হবে না।

অরিসিংহ। তুই কারও কথা শুন্‌বি না মা, আর আমরা পশুর মত কেবল তোর কথাই শুন্‌ব ?

পদ্মিনী। অরি ! তুই ছেলে মানুষ, আমার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। আমার সে উদ্দেশ্যে কেউ বাধা দিতে পার্‌বে না। আমি আলাউদ্দিনকে আত্মদান ক'র্‌ব, আমার স্বামীর উদ্ধার ক'র্‌ব। তোমাদের ইচ্ছামত তোমরা কার্য্য কর গে। এই চ'ল্‌লাম, আমি এই মুহূর্ত্তেই আলাউদ্দিনকে এই সংবাদ দিই গে।

[প্রস্থান।

কঞ্চুকী। চণ্ডালিনী বেটী, দেশের মান—জাতির মান—বংশের মান নষ্ট করিস্ না। বলি শোন্—শোন্ বেটী, বলি শোন্।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মণসিংহ। ভাই জীবানন্দ, উপায় কি? আমি যেন চিত্র-পটের ন্যায় দণ্ডায়মান আছি! আমার যেন বাক্‌স্ফূর্ত্তি হ'চ্চে না। অরি, দেখ বাবা, সর্ব্বনাশী কি সর্ব্বনাশ করে! চল, আমরাও অগ্রবর্ত্তী হই।

জীবানন্দ। চল। (স্বগতঃ) সংসার! এখন বল, তুমি কে? আমরা তোমায় কিরূপে ভাব্‌ব?

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

[কালীমন্দির-প্রাঙ্গণ]

সুরথসিংহের প্রবেশ।

সুরথসিংহ। গীত।

ভৈরবী—একতালা।

বেটি, তোরে চিন্‌তে পারা দায়।
তুই কখন ধ'রিস অসি, কখন ধ'রিস বাঁশী,
(আমার মা—মা) তোরে দেখে অমনি কাঁদি—
অমনি হাসি, অমনি ভুলি মা তোমার মায়ায়॥
মা শ্মশান হ'তে এলি বৃন্দাবনে,
খেল্‌লি খেলা মা কত রঙে,
আবার নারী হয়ে, বিশ্ব-গেহে (আমার মা—মা—মা)
ডুবাইলি মোরে মোহ-মদিরায়।

একবার মা ডাকে মা ছুটে এস,
আবার খাস্ গো বেটী কাণের মাথা,
একবার করুণাতটিনী, হও গো জননি,
(আমার মা—মা—মা) আবার পাষাণী রাক্ষসীর প্রায়।

[প্রস্থান।

ভৈরবীর প্রবেশ।

ভৈরবী। গীত।

সিন্ধুড়া—ঝাঁপতাল।

পাগল যদি হয় রে ছেলে মা ত পাগ্‌লী নয়।
তুমি ভ্রম রে ধাঁধায়॥
মা খাবে কেন কাণের মাথা, রাখ্‌না বাছা মায়ের কথা,
ছেড়ে দে না মোহের নেশা, মা ত তাই চায়॥
এত করে মা বুঝায় নরে, কায়া প্রাণ কিছুই নয় রে,
তবু কেন তারি ঘোরে, ভুলরে তাহায়॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

[প্রকোষ্ঠ]

পদ্মিনীর প্রবেশ।

পদ্মিনী। (স্বগতঃ) আলাউদ্দিনকে স্বহস্তে পত্র লিখেছি যে, “আমি স্বামীর বন্দীত্ব মোচনের জন্য তোমায় আত্মদান ক’রব!

চিতোরবাসীরা অবশ্য সে মতে মতদান করে নাই, আর ক'রবেও না, তথাপি আমি হিন্দুমহিলা, স্বামীর জন্য সব ক'র্‌তে প্রস্তুত। অতএব হে সাহেনসা, আমি মুসলমানী হ'লে যেন আমার মর্য্যাদা হানি না হয়, এই আমার অনুরোধ। আর একটী অনুরোধ—আমি যখন তোমায় আত্মদান ক'রতে তোমার শিবিরমধ্যে গমন ক'র্‌ব, তখন আমার সহিত আমার চিরসঙ্গিনীগণ আমার অভ্যর্থনার জন্য গমন ক'র্‌বেন, তাঁদের যেন বাদ্‌সার দ্বারা কোন অসম্মান না হয়! তাদের মধ্যে কতক রমণী, অর্থাৎ যে সঙ্গিনীগণ আমার আমা-গত প্রাণ, আমার বিরহ তিলার্দ্ধ সহ্য ক'র্‌তে পারেন না, তাঁরা আমার সহিত মুসলমানী হবেন, তাঁদের জীবনে যেন তাঁরা কষ্ট না পান। আব অবশিষ্ট রমণীগণ চিতোরে প্রত্যাবৃত্ত হবেন। এই পত্রের উত্তর এই পত্রবাহকের সহিত প্রেরণ ক'র্‌বেন। তা'হলে অদ্যই বাদ্‌সার অভিমত মত কার্য্য ক'র্‌তে চেষ্টা ক'র্‌ব।" এখন আলাউদ্দিন! তুমি বোঝ! আজ হিন্দুমহিলা যবনী হবে। বোঝ আলাউদ্দিন! এ পর্য্যন্ত যাহা মুসলমানের অদৃষ্টে ঘটে নাই, সেই অঘটন আজ মুসলমান-অদৃষ্টে ঘট্‌বে। বোঝ আলাউদ্দিন, তোমার কি কার্য্য-চাতুর্য্য! তোমার কার্য্য-পারদর্শিতায় আজ অনন্যোপায় হ'য়ে হিন্দুনারী তোমায় ভজনা ক'র্‌তে বাধ্য হ'য়েচে। আজ সমগ্র চিতোরবাসী হতবুদ্ধি, কাণ্ড-জ্ঞানশূন্য, চিন্তাগ্রস্ত, কিন্তু পদ্মিনী নিশ্চিন্ত। সকল কার্য্যই মার পাদপদ্মে অর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে আছি। আমিও দেখ্‌তে চাই, তোমার পুরুষকার আর আমার পুরুষকার-দৈব

সহমিলনে কি মহৎকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়! আলাউদ্দিন! তুমি পুরুষ, দিল্লীর বাদ্‌সা, তোমার বল-বিক্রমে ভারত তোমার পদানত, কিন্তু তুমি আজ এও দেখ্‌তে পাবে, একটী সামান্য রমণী, একটী ক্ষুদ্র রাজ্যের অধীশ্বরী অবলা তোমার—থাক্, হৃদয়ের কথা হৃদয়েই থাক্। একে ত পুরুষে বলে—স্ত্রীলোক অতি অধম, স্ত্রীলোকের কথা অপ্রকাশ থাকে না। কিন্তু পুরুষ! আমিও আজ দেখাতে চাই, পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোক অধম নয়, কোন অংশে হীন নয়। এ নারীজাতি ইচ্ছা ক'র্‌লে পুরুষ অপেক্ষাও সংসারে অনেক উচ্চ-কার্য্য ক'র্‌তে পারে। যাক্, বৃদ্ধ কঞ্চুকী, অরি, লছমনকে ত অনেক ক'রে বুঝিয়েচি, কিন্তু আমার গোরাকে ত বুঝাতে পার্‌চি না। মা-অন্ত গোরার প্রাণ, যে গোরা আমার, আমার স্নেহে জননী জন্মভূমি পরিত্যাগ ক'রচে, আপনার জন্য মায়ামোহ বিসর্জ্জন দিয়েচে, আপনার উপজীবিকা সম্পত্তিসত্ত্বেও পরমুখাপেক্ষী হ'য়েচে, সে গোরা ত কিছুতেই বুঝ্‌চে না। আমার কোন কথাতেই প্রবোধ মান্‌চে না। এই যে আবার আস্‌চে। ছেলে, এখন আবার কি জন্য এলে?

গোরার প্রবেশ

গোরা। আমি মনকে অনেক ক'রে বুঝালাম মা, পোড়া মন ত কিছুতেই কোনরূপে প্রবোধ মান্‌চে না।

পদ্মিনী। আরও ভাল ক'রে মনকে বুঝাও, আমার প্রত্যেক কার্য্য তোমার মনকে দেখাও।

গোরা। আমি ভাল ক'রে বুঝিয়েছি মা! তোমার প্রত্যেক কার্য্যকে আমি বিশেষরূপে হৃদয়ে এঁকেচি মা! তথাপি ত মা,

আমি ভাল বুঝচি না। আমার সর্ব্বদা মনে হয়, এবার বোধ হয়, তোমায় আমরা এ জন্মের মত হারাব।

পদ্মিনী। পাগল, তুমি কি সত্য সত্যই স্থির ক'রেচ যে, আমি ভীমসিংহের স্ত্রী—আমি যবনী হব?

গোরা। (জিহ্বাকর্ত্তন) না মা, ক্ষমা কর, তা ভাবি নাই।

পদ্মিনী। কি স্থির ক'রেচ?

গোরা। আমি ভেবেচি মা, তুমি সিংহী, স্বামীর জন্য ছলনা পেতে দুরাত্মা আলাউদ্দিনকে হত্যা ক'রবে।

পদ্মিনী। গোরা! আমি কি পিশাচী, গুপ্তভাবে—

গোরা। না মা—

পদ্মিনী। তবে আমার এখন জীবনের ব্রত কি গোরা?

গোরা। জীবনের ব্রত? তোর আবার জীবনের ব্রত কি মা, সন্তানের শুশ্রূষা ত!

পদ্মিনী। সন্তানের জীবনের ব্রত কি গোরা?

গোরা। পিতামাতার সেবা।

পদ্মিনী। সন্তানের পিতা আজ কোথায় গোরা?

গোরা। মা, মা! পাষাণি! চুপ কর, চুপ কর, শুনতে গেলেও পাষাণ বুক ফেটে যায়! তার উপায় ত আমরাই ক'রচি মা!

পদ্মিনী। তার কি উপায় ক'রেচ গোরা?

গোরা। যুদ্ধ ক'রব, সমস্ত রাজপুত আমরা সেই পিতার জন্য আত্মোৎসর্গ ক'রব।

পদ্মিনী। তার পরিণাম কি গোরা, তা ত বুঝিয়েছি।

গোরা। তা ব'লে মা, তুই মুসলমান-গৃহে যাবি, আমরা সব সন্তান ব'সে থাক্‌ব ?

পদ্মিনী। ধিক্ সন্তান, যাদের মাতৃভক্তি আছে, পিতৃভক্তি নাই। মাতার চেয়ে পিতা শ্রেষ্ঠ। যে মাতা সন্তানের গুরু, সেই মাতার গুরু পিতা। মাতার সন্তান রক্ষা ক'রবি, পিতা মুসলমানগৃহে বন্দী থাক্‌বে! হায় হায়—অধুনা সন্তানের এতদূর অধঃপতন!

গোরা। না মা, তিরস্কার ক'রিস্ না।

পদ্মিনী। তিরস্কার কেন ক'র্‌বো গোরা! আমার আদেশ পালন কর, মাতৃ-প্রসাদ লাভ কর, পিতার উদ্ধার সাধন কর।

গোরা। সব ক'র্‌ব মা, প্রাণ চাও, তাও দোব মা! প্রভু হামিরশঙ্খের শপথ ক'রচি, আমার কোন আপত্তি নাই, তবে জননি, তুমি গৃহে থাক, তুমি গৃহে থাক্‌লেই গোরা উঁচু বুক ক'রে সব ক'র্‌তে পার্‌বে। আমি সগর্ব্বে ব'ল্‌তে পারব—তুমি আমার মা।

পদ্মিনী। কেন গোরা, আমার যুক্তিতে কি তুমি আমায় মা ব'লে পরিচয় দিতে পারবে না ?

গোরা। মা, আমরা হিন্দু, ক্ষত্রিয়—

পদ্মিনী। তুমি সন্তান—আমি তোমার মা, আমার আদেশ।

গোরা। মা—

পদ্মিনী। আমি তোমায় আদেশ ক'রচি, পিতা তোমায় আমার আদেশ পালন ক'র্‌বার জন্য সিংহল হ'তে চিতোরে পাঠিয়েছিলেন।

গোরা। অনন্যোপায়। আর আমার কথা নাই মা, আদেশ পালন ক'রব।

পদ্মিনী। এই মুহূর্ত্তে আমার সাত শত শিবিকা চাই।

গোরা। এত শিবিকা?

পদ্মিনী। আমার সঙ্গিনীগণ আমার অনুসরণ ক'র্‌বে।

গোরা। মা—

পদ্মিনী। (কর্ণে কথন) এই সব—সাত শত বলিষ্ঠ যোদ্ধা—যারা চিতোরস্বামীর জন্য প্রাণকে তৃণজ্ঞান ক'রতে পারে—অতি গুপ্তভাবে, এই তুমি আর আমি, আর যেন চিতোরের কেউ জান্‌তে না পারে। পথিমধ্যে তুমি—

গোরা। তারপর—

পদ্মিনী। তুমি আর একজন, কে—? অতি বিশ্বাসী—যোদ্ধা—তোমার পৃষ্ঠপোষক—

গোরা। আর একজন—বিশ্বাসী? মা, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র বাদল আছে।

পদ্মিনী। বাদল—বাদল বালক।

গোরা। বালক বটে মা, কিন্তু যুদ্ধে মৃত্যুপতি সদৃশ; আমার শিষ্য, আমার শিক্ষিত।

পদ্মিনী। উত্তম, তবে তাই। শীঘ্র আদিষ্টকার্য্য সম্পন্ন কর।

গোরা। অর্দ্ধ প্রহর, বিলম্ব হবে মা! দুর্গমধ্যে একবার যাব, তারপর সকল কার্য্য ইঙ্গিতে সম্পন্ন হবে।

পদ্মিনী। তবে যাও গোরা, এতদিন যার অন্নে জীবনধারণ ক'রেচ, তার ঋণ আজ পরিশোধ কর।

গোরা। হাঁ মা, আশীর্ব্বাদ কর, আজ যেন সেই ঋণ পরিশোধ ক'রতে পারি।

[প্রস্থান।

পদ্মিনী। (স্বগতঃ) এতক্ষণের পর একটু অবসর পেলাম। পদ্মিনি, এ অবসরেও কি তোমার শান্তি আছে? শান্তি-কথা আর হতভাগিনী পদ্মিনীর মুখে কেন? যার হৃদয়ে দিনরাত্রি রাবণের চিতা জ্বল্‌চে, যার বুকে সদাসর্ব্বদা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ চ'ল্‌চে, তার হৃদয়ে শান্তির কথা কেন? জ্বলচ্চিতার কথা বল, মহাসংগ্রামের কথা বল, অশ্রুধার—হাহাকার—হতাশা—নিরাশার কথা বল, খণ্ডপ্রলয়—মহাপ্রলয়—যুগবিপ্লবের কথা বল, তাই তোমার মুখে শোভা পাবে। পোড়ার মুখী পদ্মিনীর আবার শান্তি! শান্তির দেবতা—আরামের আনন্দ-দেবতা যার যবনের গৃহে আবদ্ধ, তার আবার শান্তি! কোথায় তুমি? হৃদয়ের দেবতা! আরাধ্য ধন! কোথায় তুমি? অভীষ্টদেব—শিষ্যা তোমার অমল বায়ুপরিবেষ্টিত অট্টালিকায়—আর তুমি কোথায় দেব? বন্দিশালে? রক্ষিগণ তোমায় পাহারা দিচ্চে! তুমি আমার জন্য বন্দী? পোড়ার মুখী হতভাগীর জন্য তুমি বন্দী? আর আমি তোমার জন্য কি ক'রচি! স্বামিন্! তুমি আজ স্বামী সেজেচ, কিন্তু আমি পত্নী, আমি পত্নীর কাজ কি ক'র্‌চি? চোখের জল! একমাত্র চোখের জল—শৃগালীর ন্যায় নিরুৎসাহ, হতক্ষম হ'য়ে হীনা রমণীর ন্যায় চোখের জল ফেল্‌চি! নারি, এই কি তোমার পত্নীভাব? তুমি একজনের স্ত্রী হ'য়েচ, সম্পদের সময় সম্পদ ভোগ ক'রেচ আর বিপদের সময় কি

একমাত্র চোখের জল ফেলে—সেই পত্নী-ঋণের পরিশোধ ক'রচ? ধিক্ রমণি! এতেই তুমি সংসারের লক্ষ্মী? কৈ—গোরা, এত বিলম্ব কেন? সময় যায়! আমি হামির শঙ্খের মেয়ে—বাপ্পারা'র বৌ, আমার স্বামী যবন-গৃহে বন্দী, আর আমি এখনও নিশ্চিন্ত?

[বেগে প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

[গোরার প্রকোষ্ঠ—অস্ত্রাগার।]

গোরার প্রবেশ।

গোরা। (অস্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক স্বগতঃ) প্রভু-অন্ন, ইহপরজন্মের অনন্ত ঋণ! পাগ্‌লী বেটী বলে, আজ সেই ঋণ পরিশোধ কর। সে ঋণ কি পরিশোধের? এই ষাট বৎসর বয়স, আজন্ম তোর বাপের—তোর স্বামীর অন্নে এই ষাট বৎসর গত ক'রেচি, আর তুই ব'ল্‌লি কিনা—এই ষাট বৎসরের ঋণ তুমি এক-দিনে পরিশোধ কর। ষষ্টিশতসহস্র বর্ষকাল আত্ম-বিক্রয় ক'রেও যে ঋণের মুক্তি নাই, সে ঋণ আমি একদিনে পরিশোধ ক'রব কেমন ক'রে বেটী! এ জন্মে ত হবেই না, পরজন্মে যে হবে, তাও ত ব'ল্‌তে পারি না। প্রভু আর ভৃত্য, সম্বন্ধ বড় গুরুতর। পিতা আর পুত্র—এ সম্বন্ধ অপেক্ষাও প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ আরও গুরুতর। কেমন গুরুতর শুন্‌বে? প্রভুর এক একটী অন্ন এক একটী পুত্রের

কার্য্য ক'র্‌বে। এমন কতশত অন্ন গ্রহণ ক'রেচি, এমন কতশত পুত্রের কার্য্য ক'র্‌তে হবে, ভাব দেখি? আর পাগ্‌লী বেটী ব'ল্‌লে, আজই সে ঋণ পরিশোধ কর। তবে আজ এ জন্মের মত পরিশোধ ক'র্‌তে পারি বটে, তা ত ক'রবই। সেই সুযোগমুহূর্ত্ত যদি উপস্থিত হয়, তাহ'লে কি প্রভুভক্ত গোরা নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে থাক্‌বে? পাগল মেয়ে আর কি! একি আর অপর কেউ? প্রভু-ঋণ বিস্মৃত হ'য়ে যাব? যার অন্নে এই পক্ক কেশ, পক্ক শ্মশ্রু, এই পক্ক বয়স, তার কৃতজ্ঞতা গোরা ভুলবে? সাধের তরবারি! আজ অতি সাধে—অতি যত্নে তোমায় গ্রহণ ক'র্‌লাম কেন জান? সেই প্রভু-ঋণ কতক পরিশোধের জন্য! মনে রেখ', ভুল না, মনে রেখ', আমি তোমার প্রভু নই, কিম্বা যদি বল, আমি ত তোমা ভিন্ন জানি না, তাহ'লে আমার নিকট শুন, আমি তোমার প্রভু নই, আমার প্রভুই তোমার প্রভু। আমি দাস, তুমি দাসের দাস। তাই বলি, তরবারি! আজ যদি সময় পাও, সে সময় তাচ্ছিল্য ক'র না। আজ তোমারও স্বর্গ আর আমারও স্বর্গ! আজ নরক হ'তে স্বর্গে যাব। আজ আমাদের স্বর্গগমনের প্রশস্ত দিন। আজ বড় আনন্দ! আজ এ আনন্দে আমার মৃত স্ত্রী, পুত্র, প্রিয় সুহৃদ্‌ সকলে এসে আমার সঙ্গে সম্ভাষণ ক'রে যাচ্চে। গোরা, জীবনে ত এ আনন্দ পাস না। এ কি আনন্দ মা আনন্দময়ী তারা! এত আনন্দ সংসারে? এ আনন্দভরা সংসারে তবে কেন মা, আমি এতদিন নিরানন্দে ছিলাম? কেন পঞ্চমবর্ষীয় শিশু ভ্রাতুষ্পুত্র বাদলের হাত ধ'রে সিংহল হ'তে এ চিতোরে এসেছিলাম? তোর এত আনন্দময় বিশ্ব-

মন্দির মা, তা ত জান্‌তাম না। এ আনন্দ কি তোর বিশ্বের আনন্দ না কর্ত্তব্যকার্য্যের আনন্দ? আনন্দময়ি, দেখিস্ মা, গোরা যেন আবার দুর্ভাগ্যচক্রে সে আনন্দহারা না হয়। এস প্রকোষ্ঠ! আজ তোমায় প্রণাম করি, (প্রণাম) তুমি আমায় তোমার শান্তিময় বক্ষে এই সপ্তবৎসর স্থান দিয়েচ, আমি তোমার বক্ষে অনেক অত্যাচার ক'রেচি, তাই আজ প্রণাম ক'রে তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ক'র্‌চি! আজ বিদায় দাও, যেন প্রভুর ঋণ পরিশোধ ক'র্‌তে পারি—এ জন্মের মত যেন প্রভুর ঋণ পরিশোধ ক'র্‌তে পারি। গোরার আজ বড় আনন্দ। হাঁ, বাদলকেও সঙ্গে নিতে হবে! পাগল আবার কোথায় গেল? বাদল!

ধনুর্ব্বাণহস্তে ব্যাঘ্রশিশুস্কন্ধে বাদলের প্রবেশ।

বাদল। আজ এক শরে দুটো বাঘ কাকাজী! কেমন জখম ক'রেচি দেখ। দুষ্টু! তুমি বাদলকে চিন না? দেখ কাকাজী, বেটারা ভিতর জঙ্গলে ব'সে, দিব্বি লেজ গুটিয়ে, মুখটী হাসিপারা ক'রে আমাকে শিকার ক'র্‌বে ব'লে বেশ যুক্তিটী ক'র্‌ছিল। আমি কাকাজীর চেলা বাদল—যেই টের পেয়েচি, অমনি চোখ বরাবর মেরেচি এক শর। যেই শর মারা, অমনি পেছন থেকে এই দুটো দুষ্টু আলুম ক'রে মেরেচে এক তাড়া। আমি কাকাজীর চেলা বাদল, আমি কি সে তাড়ায় ভয় করি? অমনি মার্ ত মার উপরি উপরি মার্। এই দুটো বড় বদ্‌মাস! তবু কি ফেরে—আমি তার পর—তারপর শর ত শর, আমার তূণে যত শর ছিল, সব ছুঁড়ে শেষ

ক'র্‌লাম। তখন আমার মনে ভয় হ'ল! মনে হ'ল, বেটা যদি আবার তাড়া করে, তখন কি ক'র্‌ব? আমি অমনি কাকাজীর নাম মনে ক'রে বেশ ক'রে ধনুকের ছিলেটা খুলে ফেলে ধনুক-গাছটা সোজা ক'রে খাড়া হ'য়ে দাঁড়ালাম। দেখি—সব বেটা শরের চোটে বনে শুয়ে ধড়্‌ফড়্‌ ক'র্‌চে। দেখে মনে কষ্ট হ'ল কাকাজী! বেটাদের মুখে তখন কচুপাতায় ক'রে পুকুর থেকে জল এনে দিলাম, বেটারা বেশ ক'রে জল খেয়ে মজা ক'রে চোখ বুজলে। ঐ চোখ বুজনায় একবারেই চোখ বুজান আর কি। আর চোখ মিলে চাইলে না। বেটারা, আমায় কেন তাড়া ক'রেছিলে? কাকাজী দেখ, দেখ, দুটো বদমাসকে দেখ। এখন যেন কত ভাল-মানুষ। কাকাজীর শোলক মনে প'ড়ে গেল —

বক বেটা মাছ খায় মিটি মিটি চায়,
পাটিপাটি পা-টি ফেলে যেন সাধু যায়।

দেখ কাকাজী, দেখ, তোমাকে দেখাবার জন্য এই বদমাসদিগে ঘাড়ে ক'রে এনেচি। একবার রাণীমাকে দেখিয়ে আনি। রাণীমা কত আহ্লাদ কর্‌বেন।

গোরা। গোরা আজ সার্থক! বাদল আমার অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হ'য়েচে। বাদল!

বাদল। কেন কাকাজী?

গোরা। রাণী মা তোমার এ ব্যাঘ্রশিকারে সন্তুষ্ট হবেন না, বরং রুষ্ট হবেন।

বাদল। কেন কাকাজী?

গোরা। রাণী মা আজ একটী ভীষণ ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হ'য়েচেন।

বাদল। কোথায় কাকাজী! আমি যাব, আমি সেই বাঘকে শিকার ক'রব।

গোরা। পাগল, সে ব্যাঘ্র তোমার এ ব্যাঘ্র নয়, সে ভীষণ ব্যাঘ্র! সেই ব্যাঘ্রশিকারের জন্য তোমার কাকাজীও আজ অস্ত্র-গ্রহণ ক'রেচেন।

বাদল। না কাকাজী, তোমায় যেতে হবে না, আমি একা যাব। সে বেটা হ'ক্ কেঁদো বাঘ, ঠিক আমি তাকে শিকার ক'র্‌ব। আমি কাকাজীর চেলা, আমি পার্‌ব না?

গোরা। তুমি পার্‌বে বাবা, তবে রাণী মা আমায় যেতে আদেশ ক'রেচেন।

বাদল। আবার আমি এই দুটো বাঘ শিকার ক'রেচি দেখ্‌লে রাণীমা আমাকেই পাঠাবেন। তুমি থাক কাকাজী; আমি যাই। (গমনোদ্যত)

গোরা। বাদল, আমি তোকে রেখে যেতে পার্‌লেই পরম সুখী হব'।

বাদল। তুমি আমায় কোথায় রেখে যাবে কাকাজী?

গোরা। আমার প্রভুর ঋণ শোধ ক'র্‌তে বাবা।

বাদল। কে তোমার প্রভু?

গোরা। তোমার রাণী মা।

বাদল। কিসের ঋণ?

গোরা। অন্নের ঋণ বাবা!

বাদল। আমিও ত রাণীমার খাই।

গোরা। তুমিও ঋণ ক'র্‌চ।

বাদল। আমাকেও ঋণ শোধ ক'র্‌তে হবে কাকাজী?

গোরা। ক'র্‌তে হবে বৈ কি, প্রভুর ঋণ ভৃত্যের পরিশোধ করা আমাদের ধর্ম্ম।

বাদল। কিসে ঋণ পরিশোধ ক'র্‌বে কাকাজী?

গোরা। শিকার ক'রে।

বাদল। শিকার ক'রে আবার ফির্‌বে?

গোরা। সে কথা ভগবানকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি ভিন্ন তার উত্তর আমার নিকট কি আছে বাবা!

বাদল। কেন কাকাজী, আমি ভগবানকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে যাব, তুমি থাক, আমি শিকারে যাব। তা হ'লে ত কাকেও জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে হবে না? আমি কাকাজীর চেলা থাকৃতে কাকাজী শিকারে যাবে কেন? আমি যাব।

গোরা। আর রাণীমা যদি তোমাকে আমাকে দুজনকেই যেতে বলেন?

বাদল। দুজনেই যাব, আমি শিকার ক'র্‌ব, তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌বে কাকাজী! হাঁ, আমি শিকার ক'র্‌তে শিখেচি।

গোরা। শিকার ক'র্‌তে শিখ্‌বে বৈ কি বাবা, তা না হ'লে বংশের মান, গোরার নাম যে লুপ্ত হবে। সেই জন্যই ত তোমায়

আমি বাল্যকাল হ'তে অন্য বিদ্যা তত শিক্ষা না দিয়ে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়েচি। তবে চল, আজ কেমন শিকার কর, তোমার কাকাজীকে দেখাবে।

পদ্মিনীর প্রবেশ।

পদ্মিনী। ছেলে!

গোরা। (বিস্ময়ে) মা যে আজ নিজে!

পদ্মিনী। নিজের কাজ নিজে না ক'র্‌লে কে ক'র্‌বে গোরা? এখনও কি ক'র্‌চ, এদিককার কতদূর?

গোরা। সকলই প্রস্তুত মা! কেবল বাহির হবার প্রতীক্ষা।

বাদল। দেখ রাণীমা, আমিও আজ শিকারে যাব। এই দেখ রাণীমা, আজ তিনটে শিকার ক'রেচি।

পদ্মিনী। (স্বগত) উঃ গোরার কথা সত্য, এতটুকু বালকের এই শিকার! (প্রকাশ্যে) যাবে বৈ কি বাবা? এস, তা হ'লে অপেক্ষা কেন?

গোরা। যবন-শিবির হ'তে দূত এসেচে কি?

পদ্মিনী। এসেচে, কেবল মাত্র তোমার অপেক্ষা।

গোরা। অগ্রগামিনী হ'ন, নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করুন।

পদ্মিনী। শীঘ্র এস। [দ্রুতপদে প্রস্থান।

গোরা। এস বাবা বাদল! আজ উভয়ে আমাদের প্রভুর ঋণ পরিশোধ করিগে চল।

বাদল। কাকাজী, আজ তুমি আমার শিকার দেখ্‌বে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

[অন্তঃপুর বাহির পথ]

পদ্মিনী, উমাবাই ও সঙ্গিনীগণের প্রবেশ।

পদ্মিনী। বড়মেয়ে, হ'য়েচে ত? কিছু ত ত্রুটী নাই?

উমাবাই। বেশ সেজেচ মা, দানবদলনী মূর্ত্তি এই রূপই বটে। এস এস, দানব-যবন দলন ক'রে এস গে! আমরাও সশস্ত্র হ'য়ে তোমার অপেক্ষায় থাক্‌ব। তবে মনে রাখিস্ মা, বিপদের সংবাদ যেন শুন্‌তে পাই। আজ ক্ষত্রিয় কেন, সমগ্র বিশ্বকে জানাব, ভারতে শুধু ক্ষত্রিয় নাই, ক্ষত্রিয়রমণীও আছে। ক্ষত্রিয়ের মত ক্ষত্রিয়রমণীও অবহেলে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ ক'র্‌তে জানে।

পদ্মিনী। তা বৈ কি মা! তবে সাবধান, যেন কোন ক্ষত্রিয় আমাদের এ গুহ্য সংবাদ অবগত না হয়। তবে আসি বড়মেয়ে! খুব সাবধানে থেক'। দেখি, আলাউদ্দিন, তুমি ফণিনীর মণি কিরূপে রাখ্‌তে পার?

উমাবাই। যাও মা! তোমার আশা-প্রতীক্ষায় রৈলাম। যাও মা দানবদলনি! তোমার উন্মুক্ত কৃপাণে— যেন সমস্ত দানব আজ নষ্ট হয়। যাও মা যাও।

সঙ্গিনীগণ। গীত।

কল্যাণমিশ্র—ঢিমা তেতালা।

যাও রে পিঞ্জরের পাখী—জয় মা ব'লে যবনপাশে।
খোলা প্রাণে খোলা তানে গেয়ে যাওরে হেসে হেসে॥

যাও মা আমার মুক্তকেশি, যাও মা রণ-রঙ্গে ভেসে,
আন্ গিয়ে মা পাগল ভোলায়, তোর প্রাণ আছে মা যারি আশে ॥
যাও মা চ'লে ভুজঙ্গিনি—যাও মা চ'লে ছদ্মবেশে,
মা, কে তোর মাণিক নিতে পারে, যে নিবে সে ম'র্‌বে বিষে ॥

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

[কারাগার]

ভীমসিংহ।

ভীমসিংহ। (স্বগত)

একবার একখানি অস্ত্র দানি আয় রে যবন !
আন্ তোর লক্ষ লক্ষ সেনানী প্রধান,
যোঝ্ তোরা প্রাণপণে আমা-নাশ হেতু—
মরি তাহে, ভীমসিংহ না হবে দুঃখিত,
হেসে হেসে মৃত্যুমুখে নীরবে দাঁড়াবে !
অহো বন্দী আমি !
যবনের কারাগারে বন্দী আমি !
চিতোরের রাণা-সেনাপতি হ'য়ে আজ বন্দী আমি !
নির্ব্বোধ গর্দ্দভ সম যবনের কূট ছলাজালে,
বন্দী হ'য়ে আছি আমি যবনের গৃহে !
ছেয়ে যাক্ প্রলয়ের তমঃ সমগ্র মেদিনী,

কালামুখ মোর ঢেকে যাক্ তায়,
কিম্বা যুগান্তর হ'ক্ প্রকৃতিপ্লাবনে,
স্তূপ স্তূপ অগ্নিতাল আসিয়া পড়ুক মাথে,
ভস্ম-অণু হ'য়ে মিশে যাই অনন্তের কায়।
কি সুখ জীবনে ? কি শান্তি মহীতে !
বিষভরা ধরা, বিষে গড়া মানবমূরতি,
বিষভরা মানব-পরাণ, বিষময়ী মানব-প্রকৃতি,
সেই বিষে জরজর ভীমসিংহ আজ।
বিষকূপে বদ্ধ আমি—আকণ্ঠপূরিত বিষে মোর।
অস্ত্রশূন্য—আবদ্ধ প্রকোষ্ঠে !
কে ? কে ভীমসিংহ ?
কে কোথায় ? এস রে ত্বরায়,
দ্বার মুক্ত কর ! কর মুক্ত দ্বার !
নতুবা এখনি—এ কার্য্যের সমুচিত পাবে প্রতিফল
কৈ—কৈ—সকলে নীরবে কেন ?
নহে কি রে ভীমসিংহ কেহ ?
চিতোর ক'রেছে ত্যাগ বলি—
ত্রিবিশ্ব সকলে ভীমসিংহে ত্যজিল কি আজ ?
কেহ নাই মোর ? লছমন ! লছমন !
কি ভ্রম ! কোথায় আমি ?
একখানি অস্ত্র বিনিময়ে লও মোর চিতোরনগর,
লও মোর ঐশ্বর্য্য-বিভব,

একখানি অস্ত্র দাও, লও মোর দেহ !
রাখ মাত্র কথা একবার, দাও মাত্র অস্ত্র একখানি !
অহো, প্রতারণা—প্রবঞ্চনা—শঠতা—ক্রূরতা,
তাই বন্দী ভীমসিংহ আজ।
দুরাত্মা যবন ! তাই সিংহে ফেলেছে আনায়ে !
অহো, নিতান্ত নির্ব্বোধ আমি—
মিথ্যা কেন করিছি চীৎকার ?
কে মোর চীৎকার শুনে, কে শুনে রোদন ?
নির্জ্জন প্রকোষ্ঠ-ধ্বনি—প্রকোষ্ঠে মিশায়।
কি করি ! একাকী নির্জ্জনে আমি,
কি করি উপায় ?
কেউ নাই যুক্তি দিতে এ হেন বিপদে।
আত্মহত্যা ? তাই বা কেমনে করি ?
হ'ল না ত হৃদয়ের উদ্দেশ্য সাধন !
নাই হ'ক্, নাই হ'ক,
ঘৃণা লজ্জা হ'তে পাই যদি ত্রাণ—
নাই হ'ক্, প্রতিহিংসা আমার সাধন !
তাই বা কেমনে করি—আত্মহত্যা ?
তারও ত নাহিক উপায়।
অহো আলাউদ্দিন ?
সিংহে আজ ফেলেছিস্ কূপে !
কিন্তু প্রতারণা—

এর প্রতিহিংসা মোর ম'লেও না যাবে।
এই পদাঘাতে আজ চূর্ণিব লৌহের দ্বার।
(পদাঘাত) হ'ল না ত, হ'লাম অক্ষম।
হা বিধাতঃ! কোন্ কর্ম্মে হেন অপমান?
এস এস মৃত্যু! এস মা বিলাসবতি!
এস মা সম্মুখে, সন্তানেরে ল'ও কোলে আজ!
বড় মা তাপিত আমি! কে—ও?
কে আসে এখানে, সরে যাও, সরে যাও,
চাও যদি প্রাণ, কিম্বা যদি বন্ধু হ'তে চাও,
খুলে দাও দ্বার! দিব রাজ্য, দিব ধন—
যাহা চাও, তাই দিব আমি!

আলাউদ্দিনের প্রবেশ।

আলাউদ্দিন। যাহা চাব, তাই দিবে ভীমসিংহ!
তবে খুলি দ্বার, দাও আনি পদ্মিনী রমণী।

ভীমসিংহ। কে রে পশু, পশু আলাউদ্দিন!
দূর হ'য়ে যা, দূর হ'য়ে যা।

আলাউদ্দিন। দেখ' ভীমসিংহ!
বার বার তোমা করিতেছি ক্ষমা;
জেন' স্থির, শুধু ক্ষমা পদ্মিনীর তরে।

ভীমসিংহ। দেখ্ আলাউদ্দিন!
আমিও রে তোরে বার বার করিতেছি ক্ষমা,
শুধু আমি বন্দী হ'য়ে আছি ব'লে!

আলাউদ্দিন। বেতমিজ্ কাফের!
অবিলম্বে বন্দিমুক্ত হবে,
আসিলেই পদ্মিনী বেগম।
ভীমসিংহ। পশু, পশু-নারী নহে সে পদ্মিনী ;
সে সতী—অসতী নয়!
রে নির্ব্বোধ পশু! মোর মত তোর কাছে—
আসিবে না সতী!
আলাউদ্দিন। কাফের, কাফের,
আর কেন কাফের নারীর সতীত্বের কথা,
এই লিপি কার দেখ্!
দেখিতেছ রাণা, এ কোন্ নারীর মুদ্রাঙ্কিত লিপি ?
ইহা কার নাম ? এ কোন্ রমণী ?
এ পদ্মিনী—কাহার রমণী ?
কি লিখেছে, কর পাঠ!
বুঝিতেছ ? চিনিতেছ এ কা'র স্বাক্ষর!
পড়, পড়—"সাহেনসা, হিন্দুনারী স্বামী তরে—
আজি হবে মুসলমানী।"
নহে কি এ পদ্মিনীর লেখা ?
তুমি বুঝি নহ তার স্বামী ভীমসিংহ ?
তবে বুঝি তুমি অন্য এক ছদ্মবেশী ভীমসিংহ হবে ?
দেখ্ রে কাফের! ভাল ক'রে দেখ্—
যবনের উদ্দেশ্য সফল কিনা ?

এখন কি হয় নাই পাঠশেষ ?
ভাল, ভাল, ভাল ক'রে কর পাঠ !

ভীমসিংহ। দৃষ্টি ! দৃষ্টি ! অন্ধ হ'য়ে যাও ;
সপ্তসিন্ধু ! এস উথলিয়া ;
হিমাদ্রি, তুমিও এস মড়মড়ি—
ভেঙ্গে পড় চিতোরের যবন-শিবিরে ,
ইন্দ্রবজ্র ! পড় এসে ভীমসিংহ-মাথে ;
কালকূট ! এস কাছে প্রাণভরে করি আজ পান !
দূর হও, দূর হও সব !
বিশ্ব আজ শ্মশান-আকার !
কেহ নাই সেই মরুমাঝে !
একমাত্র আমি, প্রেতরূপে একমাত্র আমি।
কখনই নয়, কখনই নয়,
প্রবঞ্চক—করি প্রবঞ্চনা করিয়াছে পদ্মিনী-স্বাক্ষর।
অক্ষয়বটের মূল তৃণমূল নহে,
হস্তী নহে ছাগীর প্রকৃতি, কাঞ্চন নহেক লৌহ,
হিন্দুনারী নহে রে অসতী।
কখনই নয়—কখনই নয়—
কখনই নয়—ইহা পদ্মিনী-স্বাক্ষর।

আলাউদ্দিন। রহ ক্ষণকাল, ক্ষণপরে দিল্লীসিংহাসনে,
পদ্মিনীর পদ সহ আলাউদ্দিনের পদে—
শিরঃ নত করি দাঁড়াইতে হবে রে কাফের। [প্রস্থান

ভীমসিংহ। আহো, কিবা ভয়ঙ্কর হেরিনু স্বপন।
কালসর্পরূপে করিল দংশন মোরে।
অস্থির করিল প্রাণ! স্বপন না সত্য?
অসম্ভব! অসম্ভব! কেন বা পদ্মিনী নারীকুলমণি,
যবনের করে হেন ভাবে করিবে সে আত্মদান।
আমা হেতু? স্বামী তরে হিন্দুনারী পারে সব করিবারে,
কিন্তু পারে কি রে আপন সতীত্ব দিতে পরে?
না—না—অসম্ভব—অসম্ভব! যবন-কৌশল!
অথবা কে জানে সেই রমণী-প্রকৃতি।
দেবতারা যে চরিত্র না পারে বুঝিতে,
সেই ভয়ঙ্করা রমণীর রীতি—
ক্ষুদ্র নর হ'য়ে আমি কেমনে বুঝিব।
হয় ত বা সে সুন্দরী,
মম আশা করিয়াছে ত্যাগ চিরতরে—
মোরে যবনে ক'রেছে বন্দী বলি!
ভাবিয়াছে—এ বন্দীত্ব আর মোর না হবে মোচন।
কেন আর তার সে রূপ-যৌবন
মোর আশে রাখিবে যতনে?
এত কিবা ভালবাসা? ভালবাসা, প্রেম-তৃষা—
সম্মুখে-সম্মুখে সব! দূরে গেলে ক'জন বা রাখে?
অহো, কালসর্প!
এতদিন তোরে বুকে ক'রে—পুষেছিনু হায়!

জানি নাই, ভাবি নাই একদিন—
তোর হৃদে এত হলাহল !
অহো, কালসর্প !
ক'রেছিস্ যথাকালে তুই রে দংশন আজ !
অহো, বড় জ্বালা ! পদ্মিনী বেগম হবে ?
আমার পদ্মিনী—
যার তরে জীবনের আশা দিয়ে জলাঞ্জলি—
করিয়াছি যবনের সনে রণ, সে পদ্মিনী মোর—
মোর এ তুচ্ছ বিপদে যবনে যৌবন দিবে ?
রাজপুতকুলে দিয়ে কালি,
বাপ্পারা'র মুখ ক'রে কালি,
কলঙ্কিনী রাক্ষসী পিশাচী, কাম-তৃষা মিটাবে এবার !
ধিক্ রে পিশাচি ! পৈশাচিকী-আশা তোর !
ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—একবার ছেড়ে দাও মোরে—
আলাউদ্দিন ! আর ঘৃণা তোর প্রতি নাহিক আমার,
বাহ্যশত্রু তুই, কিন্তু গৃহশত্রু মোর আরও ভীষণ !
ছেড়ে দে রে একবার—
একবার যাব' সেই রাক্ষসীর কাছে,
প্রায়শ্চিত্ত তার করিব বিধান !
দেখাইব বিশ্বজনে অসতীর পরিণাম !
চাই নাই আর তারে আমি,
চাই নাই নরকের কৃমি,

চাই না রে যবনীরে আর।
পদ্মিনী—যবনী, নহে ভীমসিংহ-নারী;
কিন্তু শিক্ষা তারে চাই একবার দিতে!
কামুকার কামতৃষ্ণা দেখি আসি কত রে প্রবল।

[প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক।

[শিবির—বাহিরপথ]

আলাউদ্দিনের প্রবেশ।

আলাউদ্দিন। (স্বগত) সত্যই সিংহী আজ জালে প'ড়েচে! কিন্তু এখন, বিশ্বাস হ'চ্চে না। যতক্ষণ চন্দ্রমুখী আমার না আস্‌চেন, ততক্ষণ আর স্থির থাকৃতে পারৃচি না। আহা, রূপ নয় ত স্বর্গের পরী। দূর দূর দূর—ছিঃ ছিঃ, পরী-গুলো কি দেখ্‌তে ভাল? তাদের রূপ-যৌবন ভাল বটে, কিন্তু দূর ছাই, দুদিকে দুটো ডানা থেকেই সব গোল ক'রে দিয়েচে। এ ত তা নয়, এ নিখুঁত চিত্রখানি! আহা হা, পদ্মিনি! কখন্ তোমায় আমি নির্জ্জনে পাব? কতক্ষণে তুমি এসে তোমার সেই মিষ্টি ঠোঁটে একটু হেসে আমায় "সাহেনসা" ব'লে সম্ভাষণ ক'রবে? এত বিলম্ব হ'চ্চে কেন? পত্রে লিখেচে, এতে চিতোরবাসীর মত নাই, আমি স্বেচ্ছায় তোমার বেগম হ'তে যাচ্ছি। তা হ'লে কি চিতোরবাসীরা কোন বাধা দিয়েচে? সাবধান চিতোরবাসি, সাবধান, আমার

বেগমের গতিরোধ ক'র না। তা হ'লে তোমাদের সর্ব্বনাশ হবে। তোমাদের স্ত্রীপুত্র ব'ল্‌তে আর কেউ থাক্‌বে না। যখন পদ্মিনী তোমাদের ছিল, তখনই ত দেখেচ, আমি পদ্মিনীর জন্য কি না ক'রেচি! কিন্তু পদ্মিনী এখন আমার, আমার নিজস্ব। তাতে আমার কতদূর অধিকার, তা বুঝ্‌তে পার্‌চ? তাই ত, আর ত স্থির থাক্‌তে পারচি না। দূত প্রেরণ ক'র্‌ব? না না, তাহ'লে পদ্মিনী হয় ত আমায় নিতান্ত অদূরদর্শী ব'লে ঘৃণা ক'র্‌তে পারে। কিন্তু—

দ্রুতপদে বাঁদির প্রবেশ।

বাঁদি। ওগো সাহেনসা গো! কত চৌপাল্লা গো! মোদের কেল্লা সব ঘেরে ফেলেচে! বুঝি পদ্মিনী বিবি আলো!

আলাউদ্দিন। এসেচে, এসেচে? যা জল্‌দি যা, বিবিকে খাতির ক'রে নিয়ে আয় গে যা।

বাঁদি। মুই আবার খাতির ক'র্‌ব নি, মোদের বেগম হবে! (স্বগত) খাওয়াব ঝোলে ঝালে, শোয়াব চুলোর শালে।

গীত।

ভৈরবী—দাদ্‌রা।

মণি তোরে মুই যতন ক'র্‌ব রে।
তোর হাতে দোব রতন মাণিক, মুয়ের চুমো খাব' রে॥
তুর ক'র্‌বে যখন গা মাটি মাটি, আমি দোব তখন আসল খাঁটি,
তুই সেয়ানা যদি হোস্‌ ময়না বেটি, এক চোঁচায় সব মার্‌বি রে॥

তুরে ক'র্‌ব মুই শিলের নোড়া, শীতের ক'র্‌ব শালের জোড়া,
খাটির ক'র্‌ব ঝালের বড়া, তোরে ছিপির কর্পূর ক'রে রাখ্‌ব রে॥

[কুর্ণিশপূর্ব্বক প্রস্থান।

আলাউদ্দিন। (স্বগত) দেখ্‌ কাফের! দেখ্‌ ইসলামধর্ম্মীর কিরূপ কৌশল-বাগুরা দেখ্‌! এই কৌশলযাদু ইসলামধর্ম্মী না জান্‌লে কি আজ সিন্ধুনদতীরবাসী মুসলমান ভারতের সম্রাট্‌ হয়? কে আসে—ঐ আস্‌চে, আমার পদ্মিনী আস্‌চে!

(সহসা অদূরে শিবিকাবাহকগণের শব্দ হওন)

দ্রুতপদে গোরা ও বাদলের প্রবেশ।

গোরা ও বাদল। (বাদ্‌সাকে কুর্ণিশকরণ)

আলাউদ্দিন। কে তোমরা?

গোরা ও বাদল। আমরা মায়ের ছেলে।

গোরা। আমাদের রাণীমার আদেশে আমরা সাহেনসার নিকট এসেচি।

আলাউদ্দিন। কি আদেশ বল? তাঁর আদেশ পালন ক'র্‌তে ত দিল্লীপতি পূর্ব্ব হ'তেই প্রতিশ্রুত আছে।

গোরা। তাঁর আদেশ—মুহূর্ত্তের জন্য আপনার সৈন্যশিবির যেন একটু দূরে সন্নিবেশিত করা হয়। তিনি চিতোর-রাণী, তিনি এখানে আস্‌বেন, নতুবা রাণীর অমর্য্যাদা ঘটে।

আলাউদ্দিন। অবশ্য, অবশ্য, তিনি তা ব'ল্‌তে পারেন। তা এখনি তাঁর আদেশ প্রতিপালিত হ'চ্চে। কে—কোথায়! শীঘ্র সৈন্য-

শিবির স্থানান্তরিত কর। আর অন্য কিছু আদেশ আছে কি ? তাও মুহূর্ত্তে পালিত হবে।

গোরা। আছে বৈ কি, তবে তাঁর আদেশ নয়, অনুরোধ।

আলাউদ্দিন। অনুরোধ—চিতোররাণীর অনুরোধ ? এই-ক্ষণেই সেই অনুরোধ প্রতিপালনে দিল্লীপতি স্বীকৃত। তোমাদের রাণীকে ব'ল্‌বে যে, মুসলমান রমণীর মর্য্যাদা বিলক্ষণ রূপে বোঝে। বল, চিতোররাণীর অনুরোধ কি বল ?

গোরা। তিনি ব'ল্‌লেন, আমি ত এই মুহূর্ত্তে দিল্লীশ্বরের বেগম হব, তা হ'লে আর ত আমি আমার পূর্ব্বস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ক'র্‌তে পাব না—

আলাউদ্দিন। তা অবশ্য—অবশ্য, তিনি বুদ্ধিমতী রমণী, তাঁকে আবার নীতির কথা আমি কি ব'ল্‌ব ! সত্য—তারপর—

গোরা। তারপর আর কি, তাই তাঁর অনুরোধ যে, তিনি মুসলমানী হবার পূর্ব্বে বাদ্‌সা যদি তাঁকে পূর্ব্বস্বামীর সহিত একবার সাক্ষাৎ ক'র্‌তে দেন, তা হ'লে চিতোররাণী বাদ্‌সার এ সৌজন্য এ জন্মে ভুল্‌বেন না।

আলাউদ্দিন। এই কথা ! এ অতি সামান্য অনুরোধ। বিশেষতঃ আমারও তাই ইচ্ছা যে, একবার রাণা ভীমসিংহকে তাঁর মনের কথা প্রকাশ ক'রে আসাই তাঁর প্রয়োজন, এইক্ষণেই তিনি যেতে পারেন ! তবে অধিক সময় নয়, অর্দ্ধঘণ্টা। আমি ততক্ষণ শিবির-প্রকোষ্ঠে অপেক্ষা করি গে ! ইহারই পার্শ্বপ্রকোষ্ঠে ভীম-

সিংহ আছেন, সাক্ষাৎ ক'র্‌তে পারেন। এই কথা—তার জন্য আবার অনুরোধ! যাও, যাও, শিবিকা এই পথ দিয়ে ল'য়ে যেতে বল, আমি এখন চ'ল্‌লাম। তবে আমারও রাণীজীর নিকট অনুরোধ—যেন অধিক সময় অপেক্ষা না করেন।

[প্রস্থান।

গোরা। এস বাদল—

বাদল। কাকাজী, এই বুঝি শিকার?

গোরা। হাঁ বাবা, এই শিকার।

বাদল। এ বুঝি আর কেঁদোবাঘের মত শিকার?

গোরা। কেন বাবা, এ শিকার দেখে তোমার ভয় হ'চ্চে না?

বাদল। অ্যাঁ কাকাজী! আমাকে এমন কথা! আমি কাকাজীর চেলা বাদল, আমার আবার ভয়! আমি ত এ কেঁদোবাঘকে কথায় কথায় শিকার কর্‌তে পারি।

গোরা। চল বাবা, এখন যাই। ওরে বাহকগণ! তোরা এই পথ দিয়ে যা।

[গোরা ও বাদলের প্রস্থান।

দশম গর্ভাঙ্ক।

[কারাগার]

ভীমসিংহ আসীন।

ভীমসিংহ। (স্বগত) সহসা এমন ক'রে তোর আসন কেন ট'লে উঠ্‌ল মা! অনন্ত অন্ধকারে বিশ্ব ঢাকা। ঘোর অনন্ত—অনন্ত অন্ধকারে তোর রাঙ্গা পায়ের লোহিত জ্যোতিঃ এত সহসা জ্যোতিম্ময় লোহিত হ'ল কেন মা! এই যে কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছিলাম না, নিবিড় কৃষ্ণ মেঘমালায় যেন সমস্ত বিশ্ব একেবারে ঢেকে রেখেছিল, সম্মুখের সামগ্রীও দেখ্‌বার উপায় ছিল না, সহসা প্রকৃতির এ পরিবর্ত্তন কেন ঘট্‌ল মা! ঐ যে আবার তোর ত্রিনেত্রের আয়ত কোণে কালান্তের বহ্নিশিখাবৎ জ্বলন্ত অনল ধক্ ধক্ ক'রে উঠ্‌চে। কিন্তু এ ত ক্রোধের বহ্নি নয়—তোর সারল্যময় ভালবাসার স্নেহময় মুখ যেন হাস্‌চে! যেন সন্তানকে অভয় দিবার জন্যই হাস্‌চে! হাস্ গো শিবে! হাস্ মা, একবার। হাস্ মা দাক্ষায়ণি! হাস্ মা, একবার। হাস্ মা উমা, হাস্ মা, একবার। আমরা ছেলে—একবার তোর কোলে ছুটে যাই। মা—মা ব'লে প্রাণ জুড়াই, তাই কি তুমি হাস্‌চ মা! ছেলের মনের ভাব বুঝে—তাই কি তুমি হাস্‌চ মা; হাস মা—হাস। মায়ের ছেলে মায়ের কোল ছেড়ে আজ কোথায় এসে ভাস্‌চে, দেখে হাস্‌তে ইচ্ছা হয়, হাস্ মা! তবুও দেখ্‌ব, তোমার মধুর মুখের মধুর হাসি। যে হাসিতে

যম পালায়, যে হাসিতে শত্রু ভয় পায়, সেই হাসি তুমি ভাল ক'রে হাস মা—হাস মা, হাস। না—না—না, এ ত সে হাসি নয়! আমার মায়ের হাসি যে ফুলের রাশি। কিন্তু সে ফুল যে আজ বাসি হ'য়েচে! তেমন সুগন্ধ কোথায়? কেন মা! তেমন আনন্দময় হৃদয়কে আজ এমন ক'রচ কেন? জননি! পুত্রের হৃদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মা'র হৃদয় কি পুত্রের মত হয়? প্রাণে কষ্ট পেলাম মা! বড় যন্ত্রণা জননি! হৃদয়কে ত পরিষ্কার ক'রতে পারচি না, যখন মনে করি, সে ত একজন কামময়ী কামিনী, তার জন্য কাঁদি কেন? মুসলমানী হবে, তাতে আমার ক্ষতি কি? সে আমায় চায় না, আমায় আর ভালবাসে না, তাতে আমার ক্ষতি কি, আমি ত তাকে ল'য়ে জগতে আসি নাই, তবে এ জগতে তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? এত ক'রে মনকে বুঝাই মা! তবু যে ছাই মন বোঝে না, কোথা থেকে অসংখ্য অসুর এসে আমার হৃদয়ে উঁকি দিয়ে চ'লে যায়! আমার সাধের বাগান শ্মশান ক'রে দেয়! সাধের তরুলতা সব ছিন্ন ক'রে যায়। কি এক নিরাশার আগুন এসে আমার আশার ঘর ভস্ম ক'রে দেয়! পদ্মিনি, কালসাপিনি, বিষধরি! তোর হৃদয়ে এত বিষ পোরা ছিল, তা ত একদিনও ভাবিনি! একদিনও চিন্তা করিনি! হায় হায়, চিতোর যদি শ্মশান হ'ত, পদ্মিনী যদি মর্‌ত, কিম্বা ভীমসিংহ যদি বন্দী না হ'য়ে মর্‌ত, তা হ'লে তার অস্থিতেও শান্তি ছিল—মৃত্যুতেও অনন্ত সুখ ছিল। অসহ্য, অসহ্য, আমি বেঁচে থাক্‌ব, আর আমার পদ্মিনী

মুসলমানী হ'য়ে বিশ্বাসঘাতক প্রবঞ্চক আলাউদ্দিনের বামে ব'স্‌বে! কি যন্ত্রণা মা তারা! উঃ, কি—কি হৃদয়বিদারক ঘটনা মা শিবসুন্দরি! চণ্ডালিনি—স্বামিঘাতিনি—পদ্মিনি! কোথায় তুই? একবার যদি এই সময় দেখ্‌তে পেতাম, তা হ'লে তোর রক্তে আমার সমস্ত প্রতিহিংসার তর্পণ ক'র্‌তাম। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আলাউদ্দিন! আমি প্রতিশ্রুত হ'চ্চি, আমায় ছেড়ে দাও—আমি একবার পিশাচীর সহিত সাক্ষাৎ ক'রে এসে আজীবন তোমার দাসত্বভার বহন ক'র্‌ব। ক্ষত্রিয়ের কথা মিথ্যা নয়, পরীক্ষা কর, আলাউদ্দিন, পরীক্ষা কর। কে তুমি? কে—তুমি—কারাগার-দ্বার উন্মুক্ত ক'র্‌চ? আলাউদ্দিন! আমার বাক্যে স্বীকৃত হ'য়েছ? তাই আমার দ্বার উন্মুক্ত ক'র্‌ছ? উত্তম, উত্তম, আমি নিশ্চয়ই আমার স্বীকৃতবাক্য রক্ষা ক'র্‌ব। কে তুমি?

পদ্মিনীর প্রবেশ।

পদ্মিনী। দাসী।

ভীমসিংহ। দাসী? কার দাসী?

পদ্মিনী। আপনার শ্রীচরণের দাসী! শীঘ্র বাহিরে আসুন।

ভীমসিংহ। কে তুমি? জ্বলন্ত তড়িন্ময়ী মূর্ত্তি কে তুমি?

পদ্মিনী। মহারাণা! চিন্‌তে পার্‌চেন না? আমি আপনার চরণসেবিকা পদ্মিনী!

ভীমসিংহ। পদ্মিনী? যবনী—মুসলমানী—পদ্মিনী? দূর হও, দূর হও, দূর হও! আমার সম্মুখে কেন? কালসাপিনি! এত ক'রেও মনের তৃপ্তি হয় নাই, তাই আবার দংশন করতে

এসেছিস্! কৈ অস্ত্র! পেয়েচি, কালনাগিনী রাক্ষসীকে পেয়েচি! যার অনুসন্ধান ক'র্‌ছিলাম, তাকে পেয়েচি, অস্ত্র দাও, আজ আমার জীবনের প্রতিহিংসার তর্পণ করি। দুশ্চারিণি!

পদ্মিনী। নাথ! একি! এত মনের ভ্রম কেন?

ভীমসিংহ। ভ্রম—ভ্রম—ভ্রম! ভ্রম বটে, তা না হ'লে এত-কাল অজগরীকে বুকে রেখে দুগ্ধ পান করাব কেন? এতদিন তুচ্ছ শুক্তিকে মুক্তা জ্ঞান করি কেন? হীন লৌহকে পরশমণি বুঝি কেন? ভ্রম—ভ্রম—ভ্রম—বটে, আজ সেই ভ্রমের অপনোদন ক'র্‌ব।

পদ্মিনী। এতদূর!

ভীমসিংহ। কি ব্যভিচারিণি! আবার ব্যঙ্গ!

পদ্মিনী। প্রভু! সব বল, যা' ইচ্ছা হয়, তাই বল; কিন্তু সতীকে ব্যভিচারিণী বল্‌লে পাপ হয়।

ভীমসিংহ। সতী? কে সতী? মুসলমানী পদ্মিনী আবার সতী?

পদ্মিনী। যদি চিতোর-রাণা ভীমসিংহ মুসলমান-গৃহে এসে মুসলমান হয়, তা হ'লে চিতোররাণী পদ্মিনীও মুসলমান গৃহে আজ মুসলমানী।

ভীমসিংহ। আর যদি মুসলমান আলাউদ্দিনের মনোময়ী পদ্মিনী হয়, তা হ'লে সেই চণ্ডালিনী কে হয় মুসলমানি! অস্ত্র নাই, পার্‌লাম না, প্রতিহিংসার তর্পণ ক'র্‌তে পার্‌লাম না, তবে পদাঘাত,—(পদাঘাতোদ্যত) এই পদাঘাতে—না, না, মুসলমানীকে

স্পর্শ ক'রলেও মহাপাপ ! দূর হ, দূর হ ! আর তোর কালামুখ দেখাস্ নে। ওঃ, এতদূর ! পাপিনী, লম্পট আলাউদ্দিনের পরামর্শে আমায় আরও যন্ত্রণা প্রদানের জন্য লজ্জাসম্ভ্রমের মাথা একেবারে খেয়ে এসেচিস্ ?

পদ্মিনী। নাথ ! কি ভ্রম তোমার। রাণা ! সব সহ্য হয়, কিন্তু সতীকে অসতী ব'ল্‌লে কিছুতেই সহ্য করা যায় না ! এখনি তোমার সে ভ্রম দূর ক'র্‌চি। রাণা ! চিত্ত স্থির কর, যদি আমি মুসলমান দুরাত্মা আলাউদ্দিনের মনোময়ী হব, তাহ'লে এই যোদ্ধৃবেশে তোমার কাছে আস্‌ব কেন ? যদি আমি দিল্লীর বেগম হব, তাহ'লে এখনও তোমার কটূক্তি সহ্য ক'রব কেন ? যদি আমি কুলটা হব, তাহ'লে—তাহ'লে রাণা, তোমার জন্য ভিখারিণী হব কেন ? সে সন্দেহ কেন নাথ ! পদ্মিনীকে এত ঘৃণা কেন প্রাণেশ্বর ! পদ্মিনী জ্ঞানকৃত ত পাপের কাজ করেনি প্রভো ! তোমাগত পদ্মিনীর প্রাণ—হে ধর্ম্ম ! তুমি সাক্ষী হও, পদ্মিনীর প্রাণের কথা—একমাত্র তুমিই জান।

ভীমসিংহ। পদ্মিনী কুলটা নয়, আমি যে প্রত্যক্ষ ক'রেচি ! চণ্ডালিনি ! কারে মায়ায় ভুলাচ্চিস্ ? আমি নিজে দেখেচি—তোর মুদ্রাঙ্কিত লিপি ! তাতে স্পষ্ট লেখা আছে—

পদ্মিনী। ও আমার পোড়া কপাল ! রাণা, তাতেই তুমি আমায় কুলটা স্থির ক'রেচ ? তবে আমি কুলটা রাণা ! তোমার জন্যই আজ আমি তোমার কাছে কুলটা হ'য়েচি। সেই কুলটা না হ'লে জীবনধন ! তোমার চাঁদমুখখানি কি আজ আমি দেখ্‌তে পেতাম ?

না পদ্মিনী হৃদয়ের মহতী আশা ল'য়ে তোমার উদ্ধার বাসনায় এই মুসলমান-শিবিরে আজ আস্‌তে পেত? রাণা, আর সময় নাই, এখন কুলটার কথা শুন, শীঘ্র এ কারাগার হ'তে বাহির হও—যে কার্য্যের জন্য আজ কুলটা সেজেচি—সেই কার্য্য আগে সম্পন্ন করি, তারপর তোমার সব তিরস্কার সহ্য ক'র্‌ব।

ভীমসিংহ। পদ্মিনি! পদ্মিনি! তুমি কি আমার সেই পদ্মিনী?

পদ্মিনী। হাঁ নাথ—আমি আপনার সেই দাসী।

ভীমসিংহ। প্রিয়তমে! ক্ষমা কর। বুদ্ধিমতি! আমি তোমায় এখনও চিন্‌তে পারি নাই। তুমি মানবী না দেবী!

পদ্মিনী। আমি মহারাণার দাসী। আর সময় নাই নাথ!

ভীমসিংহ। দেবি! এখন কি ক'র্‌তে হবে?

পদ্মিনী। এখন আলাউদ্দিনের চক্ষে ধূলি দিয়ে পলায়ন ভিন্ন আর উপায় নাই।

ভীমসিংহ। পলায়ন! গুপ্তভাবে পলায়ন! প্রতারণা ক'রে পলায়ন! না পদ্মিনি! ক্ষমা কর, তা ক্ষত্রিয় পার্‌বে না। প্রতারণা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নয়। আমি আজীবন বন্দী থাক্‌ব, আজীবন দাসত্ব স্বীকার ক'র্‌ব, তথাপি, তথাপি প্রতারণা ক'র্‌ব না।

পদ্মিনী। দুরাত্মা আলাউদ্দিন আপনাকে কি ভাবে বন্দী ক'র্‌লে নাথ!

ভীমসিংহ। অবশ্য সে প্রতারণা ক'রেচে, সে মুসলমান, আমি ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় তা পার্‌বে না।

পদ্মিনী। তবে কি পদ্মিনীর এত চেষ্টা, এত উদ্যম সব বিফল হবে?

ভীমসিংহ। কি ক'র্‌ব পদ্মিনি! তুচ্ছ প্রাণের জন্য ধর্ম্মধনে জলাঞ্জলি দি কিরূপে বল?

পদ্মিনী। তবে আমার উপায়?

ভীমসিংহ। তুমি পলায়ন কর।

পদ্মিনী। আমি নয় এখন পলায়ন ক'র্‌লাম, তারপর—তারপর উপায়?

ভীমসিংহ। তারপর কি?

পদ্মিনী। তারপর আলাউদ্দিন যখন আমার প্রতারণা বুঝ্‌তে পেরে পুনরায় চিতোর আক্রমণ ক'র্‌বে, তখন কি উপায় হবে মহারাণা? তখন পদ্মিনী কার আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌বে প্রাণেশ্বর।

ভীমসিংহ। তা ত বটে প্রাণেশ্বরি, কিন্তু অধর্ম্ম—

পদ্মিনী। এতে কি অধর্ম্ম নাথ! সে যে অধর্ম্মের পথ দেখিয়েচে! শঠের সহিত শঠতায় দোষ কি?

ভীমসিংহ। দেবী-বাক্য লঙ্ঘন ক'র্‌ব না। হ'ক্ অধর্ম্ম! চল পদ্মিনি! আমরা পাপ আলাউদ্দিনের পাপ চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ ক'রে প্রস্থান করি। কিন্তু বাহির হ'লেই যে দেখ্‌তে পাবে!

পদ্মিনী। তার উপায় কি না ক'রেই এসেচি। শিবিকা আছে। আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। তবে দুরাত্মার ছলনার অসদ্ভাব নাই।

ভীমসিংহ। কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যাবে, চল, চল, শীঘ্র চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্রুতপদে বাঁদির প্রবেশ।

বাঁদি। ওমা ওমা—কি সরম মা! আসনাইয়ের কি পীরকিৎ মা! এ মাগী মিন্‌সেতে যে আর ঘর থিকে বার হ'তে পারেনি! এদিকে বাদ্‌সার ত আর দেরী সয়নি। মোর পরাণডা একেবারে কামে হ'তি গেল! এদিকে আবার খাঁজির ডরও আছে। কুথায় কুথায় ব'ল্‌চেন, "দেখিস্ বান্দি, যেন হবু বেগমের খাতির নষ্ট না হয়!" মুইত আর কুট্‌নিগিরি ক'র্‌তি পারিনিআল্লা! মাগীকে ডাক্‌ব? না কি ক'র্‌ব? মুই ত ভেবে হাল্লাক্ হ'নু আল্লা! ঐ যে আবার বাদ্‌সাজা এস্‌চেন! ওমা, ওমা, কি সরম মা—আসনাইয়ের কি পীরকিৎ মা!

দ্রুতপদে আলাউদ্দিনের প্রবেশ।

আলাউদ্দিন। কৈ বাঁদি! এখন' বিলম্ব কেন?
অর্দ্ধঘণ্টা বহুপূর্ব্বে হ'য়েছে অতীত,
এখনও দিল্লীর বেগম,
কিবা করে পরকক্ষে পর নর সহ!
আর ত বিরহ সহিবারে নারি,
দেখ্ রে সুন্দরী!
কর রে আহ্বান মম মনোময়ী ধনে।
মম প্রতিশ্রুত বাক্য ক'রেছি পালন,
তবে কেন প্রাণধন, মম বাক্য করিতেছে হেলা?

বাঁদি। জাঁহাপনা, শেষে যেন মোরে বিপদে তলাতে না হয়।

আলাউদ্দিন। বান্দি! কিসের বিপদ তোর,

আজ্ঞা মোর কর্ রে পালন।

বাঁদি। ওগো এখুন এমন, শেষে যখন প্রাণের খিল লাগ্‌বে—আর তখুন এমন কথাটী হইবে না।

গীত।

রামকেলি মিশ্র—খেম্‌টা।

আমার কৈ রে সোনার টিয়ে।
দুধ দিয়েছি, ছাতু দিয়েছি, তুমি খুঁটবে চল গিয়ে॥
দু'দিন খুঁটলে আবার তুমি ফুটফুটে হবে,
কুটকুটে বোলচালে প্রাণ প্রাণকে মাতাবে,
ছাতুর এমনি গুণ প্রাণ, দিতে চাবে প্রাণ মায়েরি বিয়ে॥

বাঁদি। কৈ, ঘরে কেউ ত নাই!

আলাউদ্দিন। কেউ নাই? কেউ নাই কি! বাঁদি, কি বল্‌চিস্?

বাঁদি। সাহেনসা, কারুকে দেখ্‌তে পাচ্চিনি! ঘর যেন খাঁ খাঁ ক'রচে!

আলাউদ্দিন। কেউ নাই? তবে কি শয়তানী সিংহকে ভুলিয়ে শৃগাল ভীমসিংহকে নিয়ে পলায়ন ক'রেচে? কৈ—কৈ—দেখি—দেখি! (কারাগার মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক) তাই ত, আমি যে সব আস্‌মান দেখ্‌চি! অহো—কাফেরনারী এত শয়তানী! কি করি,

কি করি, আর কি ধরা যাবে? না, না—বহুক্ষণ হ'তে যে শয়তানীর শিবিকাসকল চিতোর যাত্রা ক'রেচে। নিশ্চয়ই সেই শিবিকামধ্যে শয়তানী ভীমসিংহকে ল'য়ে পলায়ন ক'রেচে, তার আর সন্দেহ নাই! কিন্তু এখনও যেতে পারে নাই। ফজেল! ফজেল!

দ্রুতপদে ফজেলের প্রবেশ।

ফজেল। জনাব!

আলাউদ্দিন। ফজেল, সব বিফল, সব বিফল! কাফেরনারী কাফের ভীমসিংহকে ল'য়ে পলায়ন ক'রেচে! কিন্তু বোধ হয়, এখনও তারা চিতোরদুর্গমধ্যে প্রবেশ ক'র্‌তে পারে নাই। এখনও অনেক শিবিকা ঐ অদূর ক্ষেত্রে প'ড়ে আছে। যাও, যাও—কতক সৈন্য চিতোর-অভিমুখে শীঘ্র প্রেরণ কর, আর কতক সৈন্য শিবিকা-দ্বার উন্মোচন ক'রে দেখুক, শিবিকামধ্যে কারা? অহো—ফজেল! এই তোমার বিশ্বস্ত ক্ষত্রিয়? এ প্রবঞ্চনা মুসলমানের হৃদয়ে কখনও আসে না। অপেক্ষা নয়, অপেক্ষা নয়, এর চেয়ে আমার মৃত্যু ভাল ছিল। শয়তানী, শয়তানী! শীঘ্র যে কোন উপায়ে পার, শয়তানকে ধর। [বেগে প্রস্থান।

ফজেল। (স্বগত) যে যেমন পথ দেখায়, এতে আর রাজপুতের অপরাধ কি? (প্রকাশ্যে) সৈন্যগণ, শীঘ্র বাহির হও, কতক সৈন্য চিতোরাভিমুখে যাত্রা কর। আমিও যাচ্চি।

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

বাঁদি। কি আজগুবি মা! মোর পরাণডা যেন ধড়্ পড়াতে লাগিছে! [প্রস্থান।

(নেপথ্যে—মুসলমান সৈন্যগণ। এল এলাহি আল্লা, দিন্ দিন্ দিন্ ধ্বনিকরণ।)

(নেপথ্যে—ক্ষত্রিয়সৈন্যগণ। হর হর শঙ্কর, হরে মুরারে ধ্বনি করণ।)

একাদশ গর্ভাঙ্ক।

[শিবির-প্রান্তভাগ]

দ্রুতপদে সৈন্যগণ, ফজেল ও আলাউদ্দিনের প্রবেশ।

আলাউদ্দিন। দেখ, শিবিকা-দ্বার উন্মোচন ক'রে দেখ!

(নেপথ্যে—মুসলমানসৈন্যগণ, এল এলাহি আল্লা দিন্ দিন্ দিন্)

(নেপথ্যে—ক্ষত্রিয়সৈন্যগণ, জয় হর হর শঙ্কর হরে মুরারে)

মুসলমান ও ক্ষত্রিয়সৈন্যগণের প্রবেশ।

[উভয় পক্ষের যুদ্ধ ও প্রস্থান।

আলাউদ্দিন। কি ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র! শয়তানী আমাকেও পরাস্ত ক'রেচে! সৈন্যগণ! প্রাণপণ কর। আজ চিতোর শ্মশান ক'রে এ প্রতিহিংসার প্রতিশোধ লও, কাফের-রক্তে হস্ত ধৌত কর, চিতোর প্রান্তর কাফের-রক্তে লোহিত হ'য়ে যাক্।

আজ মুসলমান-প্রতাপ দেখে ভুবনবাসী বিস্মিত হ'ক্, বহিঃশত্রু সকলে কেঁপে উঠুক। [দ্রুতপদে প্রস্থান।

দ্রুতপদে গোরা ও বাদলের প্রবেশ।

বাদল। আজ খুব শিকার কাকাজী! আজ খুব শিকার। তুমি দাঁড়িয়ে দেখ, আমি কেমন ক'রে শিকার করি। আমি কাকাজীর চেলা বাদল, এই হুমোবাঘগুলোকে আমি ঠিক্ তাড়াব। তুমি এই পথ আগ্‌লে থাক! রাণী-মা রাণাকে নিয়ে এই পথ দিয়ে গেছেন।

গোরা। বাদল! তুমি বেশ ক'রে শিকার কর। এ পথে আজ যমেও যেতে পার্‌বে না। বীরকুমার অভিমন্যুর মৃত্যুর দিন—জয়দ্রথের মত স্বয়ং গোরা আজ এই ব্যূহ রক্ষা ক'র্‌বে। এ পথ আর তোমার লক্ষ্য ক'র্‌তে হবে না।

(চিতোরপথের সম্মুখে দণ্ডায়মান)

বাদল। ব্যস তাহলেই হ'ল! আয় রে পাজী হুমোবাঘ! আমি তোদের যম এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

কতিপয় মুসলমানসৈন্যের পুনঃ প্রবেশ।

বাদল। (অস্ত্রক্ষেপণ ও জনৈক মুসলমানসৈন্যের পতন) যা একটা হুমো, তুই এইখানে থাক্; একেবারে থাক্। আর তোকে উঠ্‌তে হবে না। (অস্ত্রত্যাগ ও পুনঃ জনৈক মুসলমানসৈন্যের পতন) যা আর একটা হুমো, তুই বেটা একেবারে ঘুমো। তুই,

তোমায় আর বাড়ী যেতে হবে না। (অস্ত্রত্যাগ ও পুনঃ জনৈক মুসলমানসৈন্যের পতন) যা আর একটা কেঁদো, তুমি বেটা বড়ই কসলৎ দেখাচ্ছিলে, তুমি একশরেই কুপোকাৎ হ'য়েছ। (অস্ত্র-ত্যাগ ও চারিজন মুসলমানসৈন্যের পতন) এইবারে ঝড়াঝড় গোটা পাঁচ ছয় ঘা। কৈ—রে—আয় সব হুমো, শীগ্‌গীর আয়।

[যুদ্ধ ও মুসলমানসৈন্যগণের প্রস্থান।

দ্রুতপদে আলাউদ্দিনের প্রবেশ।

(নেপথ্যে মুসলমানসৈন্যগণ। এল্ এলাহি আল্লা দিন্ দিন্ দিন্)।

আলাউদ্দিন। (গোরার প্রতি) এই এক শয়তানকে পেয়েচি। কাফের! তুই এই পথ বন্ধ ক'রে দণ্ডায়মান আছিস্ কি জন্য? তবে নিশ্চয়ই এই পথে শয়তানী শয়তানকে ল'য়ে গেছে। সৈন্যগণ, শীঘ্র এস।

গোরা। দুরাত্মা যবন! এ অন্য কেউ নয়—গোরা! তোর শত সৈন্যের সাধ্য কি যে, এ পথে প্রবেশ ক'র্‌তে সমর্থ হয়?

মুসলমানসৈন্যগণের জয়ধ্বনি পূর্ব্বক প্রবেশ।

আলাউদ্দিন। এই পথে—এই পথে—সৈন্যগণ! শীঘ্র যাও—শীঘ্র যাও। (সৈন্যগণ প্রবেশোদ্যত ও গোরা কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হওন)

গোরা। তা হবে না, সে দুরাশা ছেড়ে দাও।

(যুদ্ধ ও মুসলমান সৈন্যগণের অন্যায়ভাবে যুদ্ধ করণ)

গোরা। উঃ, অন্যায় যুদ্ধ! বাদল, বাদল, বাদল!

কতিপয় মুসলমানসৈন্যসহ যুদ্ধ করিতে করিতে বাদলের প্রবেশ।

বাদল। কি কাকাজী! উঃ, কাকাজীকে অন্যায় যুদ্ধে মার্‌চে। দাঁড়া—কেঁদোবাঘ, আমি তোদের দেখাচ্চি।

(সৈন্যব্যূহমধ্যে প্রবেশোদ্যত ও যুদ্ধ)

আলাউদ্দিন। সাক্ষাৎ জ্বলন্ত অনলের মত বালক আমার বহু সৈন্য ক্ষয় ক'র্‌লে! উঃ ক্ষত্রিয়ের কি ভুজবীর্য্য! এতটুকু বালক, এর এত বাহুবল! এত অস্ত্রচালন শক্তি! না, আর অপেক্ষা করা ভাল নয়, আজ স্বয়ং অস্ত্র ধারণ ক'র্‌ব। আয় রে কাফের বালক! (বাদলকে আক্রমণ)

বাদল। তো কেঁদোবাঘকেই ত আমাদের চাই! কাকাজী, একটু যুদ্ধ কর, আমি এই কেঁদোকেও ঘুম পাড়িয়ে যাচ্ছি।

[যুদ্ধ করিতে করিতে কতিপয় মুসলমান সৈন্যসহ আলাউদ্দিনের প্রস্থান।

গোরা। বাদল! অন্যায় যুদ্ধে আর স্থির থাক্‌তে পারচি না। যাই বাবা! চল্‌লাম। যবন! মনে করিস্‌ না, গোরা থাক্‌তে মহারাণা ভীমসিংহ আবাব বন্দী হবে! এতক্ষণ মহারাণা দুর্গের মধ্যে প্রবেশ ক'রেচেন। আর গোরার মৃত্যুতেও দুঃখ নাই। (জনৈক মুসলমানসৈন্য কর্তৃক দূর হইতে অস্ত্রক্ষেপণ) উঃ, ভিন্ন দিক্‌ হ'তে অস্ত্রক্ষেপণ? এতেই তোরা বীরজাতি ব'লে পরিচয় দিস্‌? বাদল—

বাদল—আর না—কিছুতেই আর স্থির থাকৃতে পারৃচি না। চ'ল্‌লাম, তবে তুই রৈলি—আর আমার মা রৈল—দেখিস। চল পাপিষ্ঠগণ, প্রাণ থাকৃতে তোদিকে এ পথে অগ্রসর হ'তে দোব না। অহো প্রভুর ঋণ শোধ হ'ল না! বাদল, প্রাণপণে যুদ্ধ কর, মুসলমানের একটি সৈন্য মারলেও আমাদের প্রভু-অন্নের কতক ঋণ পরিশোধ হবে বাবা! (যুদ্ধ)

| সৈন্যগণের জয়োল্লাস ধ্বনি ও যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

(নেপথ্যে—বাদল। কাকাজী! আজ আমি খুব যুদ্ধ ক'র্‌ব। অ্যাঁ, তুমি প'ড়লে! তবে যাও কাকাজী, আমি আছি, আবার স্বর্গে গিয়ে দু'জনের দেখা হবে।)

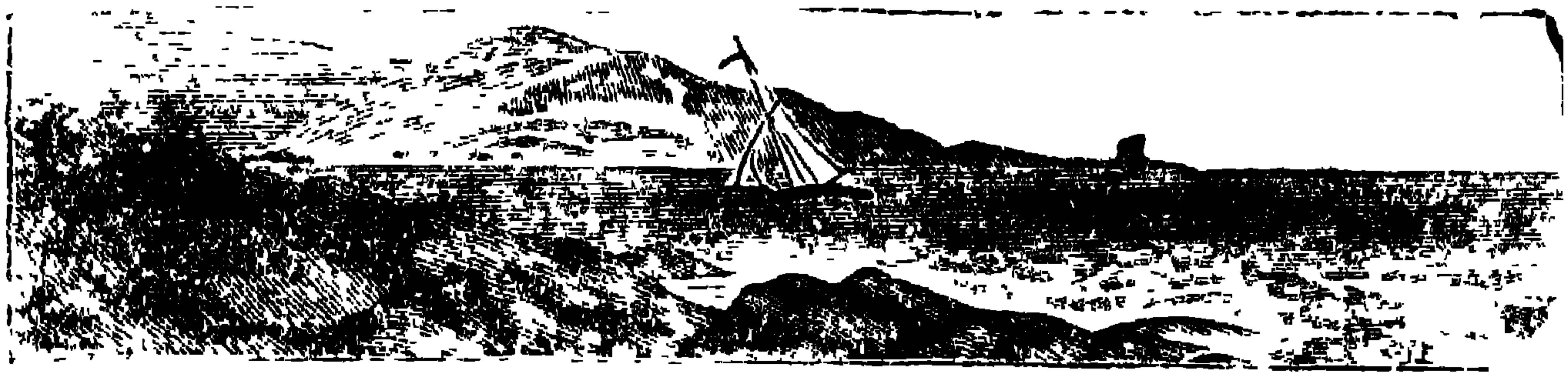

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[চিতোর-দুর্গের বাহির পথ]

লক্ষ্মণসিংহ, জীবানন্দ, কঞ্চুকী ও

অরিসিংহের প্রবেশ।

লক্ষ্মণসিংহ। ভাই জীবানন্দ! এই ত প্রায় এক প্রহর গত হ'ল। কৈ কাকীমার, কাকাজীর ত কোন সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না। তুমি স্ত্রীলোকের কথায় মুগ্ধ হ'লে ভাই! আমরাও তোমার কথায় নিবুদ্ধির মত স্থির থাক্‌লাম। এখন কি করি? স্থির থাক্‌ব মনে থাক্‌লেও রক্তের গতি যে স্থির থাকে না। হায় হায়, স্ত্রী-বুদ্ধিই প্রলয়ঙ্করী হ'ল!

কঞ্চুকী। জাতি মান গেল, বংশের মান গেল, দেশের মান ডুবে গেল! হায় রাক্ষসি! কি রাক্ষসীই তোকে আমার ভীমা এনেছিল। বেটিকে পাঁচহাজার বার ব'ললাম, ভীমার বন্দীত্ব মুক্তি আমরাই ক'র্‌ব, তুই মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের মত থাক্‌। হায়,

রক্ষসী কিছুতেই শুন্‌লে না। বেটি মনে ক'র্‌লে, আমি বুদ্ধিমতী—আমি আলাউদ্দিনকে বুদ্ধিবলে অন্ধ ক'রে আপনার স্বামীর উদ্ধার ক'র্‌ব, এ আর কেউ জান্‌তে পার্‌বে না! জান্‌তে পার্‌বে না ত আমরা জান্‌লাম কেমন ক'রে! তেমনি ত আলাউদ্দিন মানুষ! বিশেষতঃ সে একজন বীর বুদ্ধিমান্ সম্রাট্, সে আর এ তুচ্ছ স্ত্রীলোকের চাতুর্য্য বুঝ্‌তে পার্‌বে না! যার বুদ্ধিবলে এ বিশাল ভারত সাম্রাজ্য চ'ল্‌চে, তুই সামান্য অবলা হ'য়ে সেই সাম্রাজ্যেশ্বর আলাউদ্দিনকে ভুলাবি? দুরাশা, দুরাশা, এ দুরাশার প্রস্তাবনায়—হায়, আমাদিগেও সম্মতি দিতে হ'য়েচে। এখন উপায় কি?

অরিসিংহ। উপায়ের মধ্যে চিতোর ত্যাগ, কোন নির্জ্জন পার্ব্বত্য-প্রদেশে স্থান অনুসন্ধান,জটাবল্কল ধারণ, এতদ্ভিন্ন বাপ্পারাও-বংশীয়গণের আর কি উপায় আছে? তারা কোন্ কালামুখ ল'য়ে এ চিতোরে আর বাস ক'র্‌বে?

লক্ষ্মণসিংহ। তাই, অরি তাই, আর কারও অপেক্ষা না ক'রে তাই চল বাপ্! বাপ্পারাও-বংশীয়গণের হাত ধ'রে এই মুহূর্ত্তে চিতোর ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করি গে চল। এই রাজত্বের, এই বিষয়-ঐশ্বর্য্যের এই ত ভোগ! এ কর্ম্মভোগের দুর্গতি বুঝেই আমি সংসারকর্ম্মকে তাই একদিন ঘৃণা ক'রেছিলাম। কিন্তু ভাই জীবানন্দ! তুমিই আমাকে সে বিষয়ে তিরস্কার ক'রেচ, শুধু তিরস্কার কেন, তুমিই আবার আমায় সেই সংসার-কর্ম্মে নিয়োগ করিয়েচ। সেই আলোকসুখস্বপ্নময় নিত্য স্থান হ'তে এই বিষকূপ-জ্বালাময় সংসারে প্রবেশ করিয়েচ। এখন দেখ, যন্ত্রণায় তোমার

বন্ধুর রাজভোগভুক্ত দেহ কঙ্কালাবশিষ্ট হ'য়েচে। দুর্ভাবনা-চিতা যেন চারিদিকে দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লছে! আমি রাণা লক্ষ্মণসিংহ তা'তে দগ্ধ হ'চ্চি। ও কে আসেন? ওমরাহ সুরথসিংহ! দেখ ভাই, সংসারকর্ম্মের পরিণাম! আজ ওমরাহ সুরথসিংহ পুত্র-কন্যা হারিয়ে কি অবস্থায় দাঁড়িয়েচে দেখ। সে স্বদেশবৎসলতা, সে জাতীয়গুরুতা, সে সংসারপ্রিয়তা সব বিসর্জ্জন দিয়ে উন্মত্তের ন্যায় "মা মা" করে ছুট্‌চে! জানি না, ওঁর হৃদয়ে আজ কি আগুন—কি দাবানল—কি প্রলয়ানল হ'তেও ভীষণ আগুন জ্ব'ল্‌ছে!

সুরথসিংহের প্রবেশ।

সুরথসিংহ।　　　**গীত।**

ভূপালি—চৌতাল।

আমার মত হও না কেন জল কি আগুন বুঝ্‌তে পাবে।
জল কি আগুন দ্বিগুণ হ'য়ে সকল জ্বালা নিবে যাবে।
ব্যোম ব্যোম হর শঙ্কর, মা আমার॥
পেতেছিনু ভবের বাগান রোপেছিনু মনোমত তরুলতা,
কাল-আগুনে পুড়ে গেল, কইলে না তারা কোন কথা,
চাইলে দিতে বুকের ব্যাথা, আমি সরিয়ে দিলাম ভেবে।
শিব শিব শিবসুন্দরী, মা আমার॥
সেই শ্মশানমাঝে দেখ্‌তে পেনু নাচ্‌চে একটা ন্যাংটা মেয়ে,
ধেই ধেই ধেই নৃত্য মাগীর দেছে মান সরমের মাথা খেয়ে,
মানুষ ম'লে যায় রে কোথা, আসে মায়ের কোলে মাগী বলে হাসির রবে।
আমি মায়ের ছেলে, মা আমার॥

জীবানন্দ। রাণা! সংসার-ধর্ম্মের পরিণাম সুরথসিংহের সঙ্গীত তত্ত্বে কিছু বুঝ্‌লে কি? কর্ম্মের শেষ না হ'লে যে আনন্দ অনুভব ক'র্‌তে পারা যায় না, এমন কথা নয়। যাঁরা নিষ্কামকর্ম্মী, তাঁরাই সেই অমল রসাস্বাদনের অধিকারী হন, আরও বিশেষ অনুসন্ধান কর, সুরথসিংহের হৃদয়ে এখন আগুন জ্বলেচে কি শান্তির শীতলা কল্লোলিনী প্রসারিত হ'য়েচে? যাকে তুমি বহ্নিতাপ অনুমান ক'রেচ, সে বহ্নিতাপ নয়, কর্ম্মানন্দের স্নিগ্ধ কৌমুদী-উচ্ছ্বাস! যাকে তুমি উন্মত্ততা বিবেচনা ক'রেচ, সে সংসার-উন্মত্ততা নয়, সাধু মহা-পুরুষের আত্মবিকাশ! তবে সংসারচক্ষে পাগল বটে। ভ্রান্ত, অনন্ত ব্রহ্মরূপী কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি বৃথা দোষারোপ ক'র না। কর্ম্মের পুরস্কার অবশ্যম্ভাবী। মা পদ্মিনীকে যবন-শিবিরে প্রেরণ ক'রেচি ব'ল্‌চ, তা সত্য। কিন্তু বিশেষ মন স্থির ক'রে বল দেখি রাণা! এখন কৌশলজাল অবলম্বন ব্যতিরেকে ভীমসিংহের মুক্তির কি অন্যতম উপায় আছে? তোমরা যে কর্ম্মের আশ্রয় বাঞ্ছা ক'রেছিলে, সে যুক্তি সময়োপযোগী কর্ম্ম নয়, সে কর্ম্মের পরিণতি অতি ভয়াবহ, অতি দুঃখব্যঞ্জক। তবে এ কর্ম্মের ফল কি, না বুঝে কাতর হ'চ্চ কেন? এর পরিণতি নিশ্চয় আশাপ্রদ। আমি ব'ল্‌চি, মা পদ্মিনী নিশ্চয়ই স্বীয় স্বামীরত্ন লাভ ক'রে, অচিরে মৃতপ্রায় চিতোরকে সজীব ক'র্‌বেন। রাণা! এখনও মা পদ্মিনীকে চিন্‌তে পার্‌লে না? যে অবলা—রাজশক্তির আশ্রয় ভিক্ষা না ক'রে, স্বীয় বুদ্ধিবলে অগণিত শত্রুপূর্ণ শিবির মধ্যে প্রবেশ ক'রেচেন, তিনি কি তোমার চিতোরের সাধারণ নারী

মধ্যে গণনীয়া ? রাণা, ভাগ্যবশে কর্ম্মময়ী কমলাকে লাভ ক'রেচ, তাঁর কর্ম্মে তোমার ন্যায় ব্যক্তির ভীত হবার কোন কারণ নাই। তিনি অবিলম্বেই স্বীয় ভর্ত্তা সহ চিতোরে প্রত্যাবৃত্ত হবেন; আর অধিক সময়ও নাই।

কঞ্চুকী। মহাশয়ের বাক্যে পুষ্পচন্দন পতিত হ'ক্। আমার বাবার একবার চাঁদমুখ দেখ্‌তে পেলেই আমি নিশ্চিন্ত হই। না—না—মা আমার সামান্য নয়। মা যথার্থই চিতোরের মা। বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মী আমার যথার্থই চিতোরকে আলো ক'রে রেখেচেন। তবে সত্য হবে কি—বাবাকে আমরা পাব ? মাকে আমরা পাব ? আবার আমরা সে স্বর্গের আনন্দ অনুভব ক'র্‌তে পাব ? সে দিন—সে সময় কখন আস্‌বে ?

লক্ষ্মণসিংহ। জীবানন্দ! জীবানন্দ! তোমার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় ব'লে মৃত প্রাণে আবার যেন সঞ্জীবনী শক্তি আস্‌চে।

(সহসা নেপথ্যে শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি হওন)

অরিসিংহ। সহসা অন্তঃপুরে মঙ্গলবাদ্যধ্বনি হ'চ্চে কেন ?

জীবানন্দ। তবে মা পদ্মিনী স্বামী ল'য়ে আস্‌চেন। অন্তঃপুরস্থ রমণীগণ তাই অট্টালিকা-শিখর হ'তে দেখে এই আনন্দ চিহ্ন প্রকাশ ক'র্‌চে।

কঞ্চুকী। (ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) কৈ—কতদূরে ? বাবা আমার আস্‌চে কতদূরে ? মা আমার কোথায় ? কৈ—কৈ—কোথায়!

পদ্মিনী ও ভীমসিংহের প্রবেশ।

কঞ্চুকী। বাবা আমার! বাবা আমার!

লক্ষ্মণসিংহ। কাকাজী! কাকাজী!

অরিসিংহ। দাদাজী! দাদাজী!

কঞ্চুকী। বাবা আমার—বাবা আমার—এসেচ? এ হত-ভাগ্য এখনও মরেনি, বেঁচে আছে বাবা! কালামুখ ল'য়ে এখনও বেঁচে আছে। আমার ভীমা, আমার ভীমা! এতক্ষণ নরক-যন্ত্রণা পাচ্ছিলাম বাবা! এই ত স্বর্গানন্দ, অক্ষতানন্দ! মা, মা—তুই আমার সাক্ষাৎ কমলা! ছদ্মবেশে চিতোর পবিত্র ক'র্‌তে এসেচিস্!

লক্ষ্মণসিংহ। কাকাজী! আজ আর হৃদয়ের আনন্দে আমার বাক্‌স্ফুর্ত্তি হ'চ্চে না। কাকাজী! প্রবঞ্চক যবনের কুহকে কি দুর্গতি না ভোগ ক'রেছ!

অরিসিংহ। ঠাকুরমা, আমি কত ভাব্‌ছিলাম।

জীবানন্দ। বাস্তবিক ভীমসিংহ—আজ চিতোর-আকাশ হ'তে এক ভয়ঙ্কর ঘন কৃষ্ণমেঘ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেল। চিতোরের এক অভিনব যুগান্তর হ'ল! মা লক্ষ্মি! আজ যে অসমসাহসিক কার্য্য সাধন ক'রেচ, এ কীর্ত্তি তোমার চিরকালব্যাপিনী হবে। ভারতের নাম যতদিন জগতে প্রচার থাক্‌বে, ততদিন এ পদ্মিনীর নাম—জাজ্বল্যমান থাক্‌বে। আজ হ'তে নারীসমাজে মা, তুমি আদর্শকামিনী। দেখ রাণা লক্ষ্মণসিংহ! কর্ম্মের পরিণাম দর্শন কর। এখন আসি—কিন্তু সংসারি! কর্ম্ম ভুল' না।

তুমি কর্ম্ম কর, তুমিই সংসার-বিজয়ী হবে। গর্দ্দভরূপী আলস্য-প্রিয় নিষ্কর্ম্মি, তুমি তোমার কর্ম্মে পশু সেজেচ! উন্নতির উন্নত মস্তকে পাদুকা প্রহার করে'—তুমি অধঃপাতে যেতে ব'সেচ! বাক্য ত্যাগ কর, কর্ম্ম কর। কাজ, কাজ, কাজ! কাজ চাই। যদি তুমি উচ্চ হ'তে চাও, যদি তুমি শ্রেষ্ঠ হ'তে চাও, তাহলে ভুল না—কর্ম্ম। [প্রস্থান।

লক্ষ্মণসিংহ। ভাই জীবানন্দ! আবার এস। সংসারে কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ বুঝ্‌লাম। কর্ম্মফলনিন্দক সংসারি, তাই বলি, কথনও কর্ম্মের নিন্দা কর' না। কাকীমা, কাকাজী, এখন অন্তঃপুরে যাই চলুন।

কঞ্চুকী। হাঁ বাবা, চল। অনেক শ্রান্তি হ'য়েচে; একটু শ্রান্তি দূর ক'র্‌বে চল। কেন বাবা, ম্লান মুখ! কেন মা, তোমাদের এমন অবস্থা?

পদ্মিনী। বাবা, আমরা ত তোমার আশীর্ব্বাদে মান, প্রাণ বাঁচিয়ে চিতোরে পুনর্ব্বার ফিরে এলাম, কিন্তু আমার প্রভুভক্ত গোরার উপায় কি হবে? বাদলই বা কেমন ক'রে ফিরে আস্‌বে, তাই ভাবচি। আমার প্রাণ তাদের কাছে প'ড়ে র'য়েচে বাবা! (রোদন)

ভীমসিংহ। ধিক্ আমাকে! আমার তুচ্ছ প্রাণের জন্য আমার চিতোরের গৌরব গোরাকে হারাব!

পদ্মিনী। হায়, আমি রাক্ষসী—বালককেই বা কেমন ক'রে এই দুঃসাহসিক কার্য্যের ভার দিলাম। (রোদন)

কঞ্চুকী। কাঁদিস্ কেন মা! তার উপায় কর্। ভাই লছমন! শীঘ্র সৈন্য-প্রেরণের ব্যবস্থা কর গে।

লক্ষ্মণসিংহ। সৈন্য কেন, আমি স্বয়ং যাচ্চি। বলুন কাকাজী, কোন্ পথে—তারা? অরি, সৈন্য প্রেরণ কর গে।

রক্তাক্ত কলেবরে বাদলের প্রবেশ।

বাদল। রাণি মা, রাণি মা, রাণি মা কোথায়! একটিও কেঁদোবাঘ নেই, সব পালিয়েচে! সব পালিয়েচে! তবে কাকা-জীকে কেঁদোবাঘেরা সকলে মিলে খেয়ে পালিয়েচে! সকলে না হ'লে খেতে পার্‌ত না। শেষে আমি সব কেঁদোবাঘকে তাড়িয়ে দিয়ে এসেচি। আমায় তোমরা একটু জল দাও।

সকলে। হায় হায়—গোরা নাই!

পদ্মিনী। বাবা বাদল—বাবা আমার—এসেচিস্! আয় বাবা, কোলে আয়। একি রে—বাবার যে সকল গাত্র ক্ষত-বিক্ষত হ'য়েচে! (জলদান ও ক্রোড়ে গ্রহণ)

বাদল। সুমুখে হ'য়েচে মা, পিছুনে হয় নি! আমি পেছুন ফিরিনি মা! আমি কাকাজীর চেলা বাদল—আমি বরাবর সুমুখ থেকে বাঘের সঙ্গে লড়াই ক'রেচি! এই দেখ মা, আমার পিঠে কোন দাগ হয় নি? মা—মা—(মূর্চ্ছা)

পদ্মিনী। একি—আমার বাদল যে মূর্চ্ছা গেল! গোরা আমার নাই! পদ্মিনীকে ছেড়ে চ'লে গেছে! বাবা বাদল, তুইও আবার আমায় ছেড়ে যাবি না কি? বাবা, একটু জল খাও।

ভীমসিংহ। মহাপাপী ভীমসিংহ, তুমি আজ পাষাণের মত

স্থির থেকে—সব দেখে যাও, সব দেখে যাও! নীরবে—ধীরে ধীরে—সব দেখে যাও। পবিত্র-আত্মা গোরা আমার সম্মুখ-যুদ্ধে স্বর্গলাভ ক'রেচে, কিন্তু দুরাচার মহাপাপী আমি, আমি সংসার-নরক-দ্বার পরিস্কার ক'র্‌চি! বাদল—বাদল!

বাদল। (মূর্চ্ছান্তে) কাকাজী আমার খুব লড়াই ক'র্‌লে মা!

লক্ষ্মণসিংহ। ভাই বাদল, স্থির হও, তা না হ'লে তোমার বড় কষ্ট হবে।

বাদল। কোন কষ্ট নেই! কাকাজী আমার ব'ল্‌লে—তাঁর কোন কষ্ট হয়নি হাস্‌তে হাস্‌তে তিনি বাঘগুলোকে কাট্‌তে লাগ্‌লেন! সেই সময় কাকাজী আমার চেঁচিয়ে ব'ল্‌লে—বাবা—বাদল, মা রৈল দেখিস্‌—তারপর আর কাকাজীকে দেখ্‌তে পেলাম না! মা, আর একটু জল দাও—বড় তৃষ্ণা! আমায় একটু শুইয়ে দাও—আমি একটু ঘুমোই, ঘুম থেকে উঠে আমি আবার বাঘেদের মার্‌তে লড়া'য়ে যাব।

পদ্মিনী। ওমা—ওমা—কি হবে! আমার বাদল যে কেমন ক'র্‌চে!

ভীমসিংহ। হা সর্ব্বনাশি, এ সর্ব্বনাশ কার জন্য? শীঘ্র বাদলকে অন্তঃপুরে ল'য়ে যাও। এস লক্ষ্মণ! চিতোরে এ দুর্দ্দৈবের আর অবসর নাই। এখন অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চ'ল্‌বে, চল—এই কালযুদ্ধে চিতোরকে আহুতি দিবার জন্য প্রস্তুত হই গে।

লক্ষ্মণসিংহ। চলুন, কিন্তু কাকাজী, আর ত চিতোরের মঙ্গল দেখি না!

ভীমসিংহ। আর তিনদিন সময় দে বাবা, তারপর সব ক'র্‌ব!

কঞ্চুকী। মা তারা—কি ক'র্‌লি মা! কেমন ক'রে তোর সাধের চিতোর রক্ষা পাবে!

[পদ্মিনী ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

পদ্মিনী। বাবা বাদল! বাবা আমার—আহা, বাছার শরীরে বিন্দুমাত্র রক্ত নাই! যাই, বাদলকে আগে শুশ্রূষা করি গে। তারপর এ সর্ব্বনাশীর তরে চিতোরে—আর শান্তি থাক্‌বে না! এই রাণা উচ্চ কণ্ঠে ব'ল্‌লেন, সর্ব্বনাশি—এ সর্ব্বনাশ কার জন্য? রাণা—রাণা—এ সর্ব্বনাশ আমার জন্য! এই পোড়া রূপের জন্য! যাই, যাতে এ পোড়া রূপের ধ্বংস হয়, এখন তাই করি গে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

[কালীমন্দির]

(কালীপ্রতিমা)

তেজঃসিংহ ও ভৈরবীর প্রবেশ।

তেজঃসিংহ। গীত।

কাফি—যৎ।

ভীম খর্পরে অঞ্জলি অঞ্জলি রক্ত পিয়ে তবু কি তোর সাধ মিটে না মা।
হায় মা শোণিতে সৃক্কণি বহিয়ে উদরে ধরে না তবু এ কেন বাসনা মা॥

শ্মশানবাসিনী ব'লে কি গো সতি, বসুধা শ্মশান করিতে মা মতি,
মদালসা সমা হেরি মত্তা গতি, কি মদে গর্ব্বিতা হ'য়েছ মা শ্যামা মা ॥
ঘোর ঘনাবৃতা ঘোর ভয়ঙ্করা, নরকঙ্কালে মা সেজেছ বিঘোরা,
একি মা মূরতি রব হুহুঙ্করা, স্বর্গ মর্ত্ত্য কাঁপে সন্তানের প্রাণ কি কাঁপে না মা ॥

[প্রণাম ও প্রস্থান।

পদ্মিনীর প্রবেশ।

পদ্মিনী। (স্বগত) সর্ব্বনাশি ! এ সর্ব্বনাশ কার জন্য ? রাণা, রাণা, এ সর্ব্বনাশ কার' জন্য নয়—কার' জন্য নয়--সব আমার জন্য ! সব এই পোড়া পদ্মিনীর জন্য ! তাই আজ রাত্রি দুই প্রহরে এসেচি—মা তারা, তোর শান্তিময় কোলে একটু জুড়াতে এসেচি। কি করি বল্ মা কি উপায় ক'র্‌লে আর তোর কোল ছাড়া কখন হ'ব না, তাই বল্ মা ! অবিরাম গতিতে যুদ্ধ চ'ল্‌চে, তার আর বিশ্রাম নাই, চিতোরের রাজপুতেরা এবার অস্থির হ'য়েচে ! আর তাদের সে আস্থা নাই। তবে আর কেন মা ! আশা পূরাও জননি ! কোলে যাতে স্থান পাই, তাই কর্ মা। যে আশায় এসেচি, বুঝ্‌তে পারিস্ না কি মা !

ভৈরবী। গীত।

পূরবী-গৌরী—আদ্ধা।

মেয়ের কথা মা বুঝেছে।

মায়ের দেহে মিশ্‌বি ব'লে প'র্‌বি খুলে মায়ের অলঙ্কার ॥
যা রে বেটী, কর না গিয়ে তাই, ছমাসের মাঝে বেটি, হয়ে যাবি

পদ্মিনী। তাই, তাই, আশীর্ব্বাদ কর্ মা, যে রূপসীর জন্য রাজস্থানে আজ আগুন জ্বল্‌চে, সেই পোড়া রূপ জ্বলন্ত আগুনে ভস্ম হ'ক্।

ভৈরবী। গীত।

পূরবী-গৌরী—আদ্ধা।

তাই হবে মা, মা কয় হেসে হেসে,
যারে বেটী, যা যা কালসাগরে ভেসে,
যা যা বেটি, চলে যা, ঐ নিয়ে যা॥

পদ্মিনী। তবে দাঁড়া মা, আমার জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ করি। দে মা, তোর অলঙ্কার দে। মেয়েকে আজ ভাল ক'রে সাজ্‌তে দে মা! (প্রতিমা হইতে অলঙ্কার গ্রহণ) রক্তপ্রিয়া বেটি, আজ চিতোর-রক্তে তোর মেয়েও ভাস্‌বে। মেয়েকে আজ চিতোরের রাজরক্ত পান করা মা! তুই চিতোরবাসীর রক্ত পান ক'র্‌চিস, তোর মেয়ে আজ রাজরক্ত পান ক'র্‌বে। রাজশোণিত বড় মিষ্ট মা! আমার বড় তৃষ্ণা পেয়েচে—"ময় ভুঁখা হু"! মা—মা, "ময় ভুঁখা হুঁ"! বড় ক্ষুধা—বড় পিপাসা—আমি রাজবলি চাই! রাজরক্ত না হ'লে এ পিপাসার শান্তি নাই! মহারাণা ওঠ, জাগ, স্বদেশের জন্য বুকের রক্তপাত কর। মায়ের হাতের খর্পর মেয়ের হাতে এসে পূর্ণ হ'ক্।

[বেগে প্রস্থান।

ভৈরবী ।　　　　গীত ।

ঝিঁঝিট—একতালা ।

আমি ঘুমিয়ে পড়ি মা তোর কোলে, তুই আঁচল দিয়ে কর মা বাতাস ॥
আমি ঘুমের ঘোরে তোরে জড়িয়ে ধরি, তুই মা, দে সুখের দুটো আশ্বাস ॥
তুই ভয় দেখা মা আমি ভয় না করি, তুই বিপদ দে মা তোর নামকে স্মরি,
দেখ্‌বি তখন শিবসুন্দরি, আমি ভাব্‌ব জগৎ শূন্য আকাশ ॥

[প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

[শয়ন-কক্ষ]

উমাবাই ও লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ ।

উমাবাই । অনেক রাত্রি হ'য়েচে রাণা, একটু ঘুমিয়ে পড়, অত ভাব্‌লে—অত দুশ্চিন্তা ক'র্‌লে শরীর থাকবে কেন ? অদৃষ্টে যা আছে—তা ছাড়া আর ত কিছু হবে না ? অদৃষ্টে যদি আমাদের মুসলমানের অধীন হ'য়ে বাস ক'র্‌তে হয়, তাহ'লে তা ত হবেই, তবে চেষ্টা । যতক্ষণ প্রাণ থাকবে, তার প্রতিকারের চেষ্টা ক'র্‌তে হবে । তা ভাব্‌না কেন ? কিসের জন্য ভাব্‌না ! অধীন না হ'য়ে প্রাণ রক্ষার জন্য ? অধীন প্রাণ কি হবে মহারাণা !

লক্ষ্মণসিংহ । উমা—আর কেউ নাই ! চিতোরে বীর ব'ল্‌তে আর কেউ নাই ! আজ যুদ্ধে সব নিঃশেষ হ'য়েচে ! আর কে

যুদ্ধ ক'র্‌বে? যে যুদ্ধে গেল, সে ত আর ফির্‌ল না এখন আর ক'র্‌ব কি? হায় উমা, শেষে শেষ বয়সে গোলামী ক'র্‌তে হবে! এই চিন্তাই বিষম চিন্তা হ'য়েচে।

উমাবাই। কেন রাণা, চিতোরদুর্গে কি আর সৈন্য নাই?

লক্ষ্মণসিংহ। না থাকারই মধ্যে। চিতোর ক্ষুদ্ররাজ্য, এ রাজ্যে সৈন্যবল ত অধিক ছিল না, তবে যে কয়েকটি ছিল, তা এই পঞ্চবর্ষব্যাপী প্রবল যুদ্ধে সব হারিয়েচি! অশ্বারোহী সৈন্য ত নাই ব'ল্‌লেই হয়, তবে কয়েক জন পদাতিক মাত্র আছে। সামান্য পদাতিক সৈন্য ল'য়ে কিরূপে—কোন্ সাহসে সাক্ষাৎ কৃতান্তের তুল্য যবন-বিপ্লবে অগ্রসর হ'ব? না—না উমা, আর আশা নাই, তৈলহীন প্রদীপের শিখা দর্শনে এতদিন তবু আশার সঞ্চার ছিল, কিন্তু এখন আর আশা নাই! নিশ্চয়ই দীপ নির্ব্বাণ হবে। কি হবে উমা! কাকাজীকে ব'ল্‌লাম, তিনি ত চিতোরের তৃণ থাকৃতে এ যুদ্ধের বিরাম হবে না ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রেচেন। কিন্তু উমা! আমি ত ভেবে কিছুই স্থির ক'র্‌তে পার্‌চি না।

উমাবাই। রাণা, তাই, তাই। কাকাজীর প্রতিজ্ঞাই পূর্ণ হবে। সত্যই চিতোরের একগাছি তৃণ থাকৃতে কখনই এ যুদ্ধের বিরাম হবে না।

লক্ষ্মণসিংহ। তা ত ক্ষত্রিয়ের কথা—বুঝ্‌লাম উমা! কিন্তু যুদ্ধ ক'র্‌বে কে? একমাত্র কাকাজী—কি আমি—তা হ'লেই ত চিতোরমাতা অঙ্কশূন্যা হ'ল!

উমাবাই। না রাণা, কেন এমন ধারণা ক'রেচ? এখনও

চিতোরের কিছুই হয় নাই। কতকগুলি সৈন্যের তিরোভাব হ'য়েচে মাত্র। কিন্তু যারা চিতোরের রক্ত, চিতোর যাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয় বস্তু, চিতোরের যারা প্রকৃত বীর, তারা এখনও জাজ্বল্যমান আছে। এমন একটী নয়, বার হাজার। সেই সকল সৈন্য বাপ্পারাও-বংশের জন্য আপন প্রাণকে শিশুর খেলনার মত উৎসর্গ ক'র্‌বে। বিশেষতঃ সেই সকল সৈন্য মহারাণা লক্ষ্মণসিংহের পত্নী এই উমা-বাইয়ের দ্বারা বিশেষরূপে সুশিক্ষিত। আমি তা'দিগে চিতোরের দুর্দ্দৈবের সময় সর্ব্বদাই সশস্ত্র সজ্জিত ক'রে রেখেচি। তারা ঈঙ্গিত পেলেই রণক্ষেত্রে ধাবিত হবে। রাণা, এখনও চিতোর-মাতার কোন শ্রীহীন হয় নাই। তবে শেষ সময়—যখন আমার এই দ্বাদশসহস্র সৈন্যের আর একটী ব'ল্‌তে থাক্‌বে না—তখন আপনার দ্বাদশ সহস্র দেওয়ানী সৈন্য আছে, যারা আমাদের বংশের তিন পুরুষের মধ্যে একবার মাত্র সপ্তবৎসর পূর্ব্বে মহাসতী দেবী কর্ম্মদেবীর সময় মাত্র রণক্ষেত্রে উপস্থিত হ'য়েছিল। তারপর কাকাজী আছেন, আর তুমি স্বয়ং আছ। চিতোরের কি হ'য়েচে রাণা! কেন হতা-শ্বাসিত হ'চ্চ রাণা!

লক্ষ্মণসিংহ। উমা—উমা—তোমার শিক্ষিত—এখনও আমার দ্বাদশসহস্র সেনা বর্ত্তমান? দ্বাদশসহস্র সেনা! এত সেনা—তুমি কোথায় রেখেচ উমা!

উমাবাই। আমার স্নেহপাষাণের দুর্ভেদ্য দুর্গে! বুঝ্‌তে পার্‌চ না রাণা! বিশ্বাস হ'চ্চে না রাণা! দেখ্‌বে? আমার সেই সব প্রাণের সেনা, মায়ের জন্য—চিতোরের জন্য সর্ব্বদাই সজ্জিত হ'য়ে

আছে কি না দেখ্‌বে? দেখাচ্চি, একটু অপেক্ষা কর, এই মুহূর্ত্তে তোমায় দেখাচ্চি। [বেগে প্রস্থান।

লক্ষ্মণসিংহ। তাই ত, একি আমি স্বপ্ন দেখ্‌চি! এ কথা কি আমার উমার নয়! মহাসতী কর্ম্মদেবী কি আমায় বিপন্ন দেখে আশ্বাস দিয়ে যাচ্চেন? যদি আমার দ্বাদশসহস্র সেনা এখনও জীবিত থাকে, তা হ'লে লক্ষ্মণসিংহের আর ভয় কি? চিতোরের আর ভয় কি? প্রবঞ্চক যবন—আরও এখন পঞ্চদশ বৎসর চিতোরের তোরা কিছুই ক'র্‌তে পার্‌বি না। চিতোরমাতা যে বীরজননী, সেই বীর-জননী হ'য়ে এখনও আরও পঞ্চদশবৎসরকাল জীবিত থাক্‌বেন। কেউ আমাদের মাকে ভিখারিণী ক'র্‌তে পার্‌বে না।

উমাবাই ও লক্ষ্মণসিংহের সশস্ত্র দ্বাদশপুত্রের প্রবেশ।

উমাবাই। দেখ রাণা, এই তোমার এক এক জন সহস্র সহস্র সৈন্য। যাও—ল'য়ে যাও, ভাব কেন? এই তোমার দ্বাদশসহস্র সৈন্য—বর্ত্তমান। এরা তোমার জন্য—দেশের জন্য—ক্ষত্রিয়কুল উজ্জ্বল ক'রবার জন্য আপন আপন প্রাণকে মা'র পায়ে পুষ্পাঞ্জলির ন্যায় প্রদানে প্রস্তুত হ'য়ে র'য়েচে। যাও রাণা, ল'য়ে যাও—যে সময় তোমার আবশ্যক হবে, যে মুহূর্ত্তে তোমার প্রয়োজন হবে, সেই সময় সেই মুহূর্ত্তে এই দ্বাদশপুত্ররূপী দ্বাদশসহস্র সৈন্য তোমার কোন বিষয়ে অসম্মাত প্রদান ক'র্‌বে না। এ সকল এক একটী মৃত্যুপতি যম সদৃশ। এরা এদের জীবনের তৃতীয় বর্ষ হ'তে এতাবৎকাল

উমাবাইয়ের দ্বারা শিক্ষিত হ'য়েচে। এরা যেরূপ কষ্টসহিষ্ণু, সেইরূপ বিলাসী; এরা আমার যেরূপ স্নেহপ্রার্থী, সেইরূপ শত্রুবৎ ব্যবহারে পারদর্শী। কোন বিষয়ে এরা তোমার পশ্চাদ্‌পদ নয়। যাও রাণা, যাও, চিতোর এখনও বীরশূন্য হয় নি। এখনও আমাদের রত্নালঙ্কারা চিতোরনগরী—সেই শ্রীসম্পন্না—সেই গৌরবভূষণাই আছে। যাও রাণা—যাও, চিন্তার উদ্‌ভ্রান্ত ঝটিকা হ'তে অন্তরালে থাক গে।

লক্ষ্মণসিংহ। উমা—উমা! এরা যে আমার প্রাণের প্রাণ প্রাণাধিক পুত্র!

উমাবাই। পুত্রের কার্য্য পরকালে—না ইহকালে রাণা? যাদের সঙ্গে পরকালের সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ কি ইহকালের জন্য একটু থাক্‌বে না রাণা! এরা তোমার ঔরসে জন্মগ্রহণ ক'রেচে, আবার আমাদের হ'তে এই আনন্দভরা ধরা দেখেচে! তার ঋণ এরা কি পরিষ্কার ক'রেচে রাণা! যাও পুত্রগণ! সর্ব্বদা প্রস্তুত হ'য়ে থাক গে যাও। যে মুহূর্ত্তে আবশ্যক হবে, সেই মুহূর্ত্তে যেন পুত্রের ঋণ পরিশোধ ক'র্‌তে ভুল না।

[দ্বাদশপুত্রের প্রণাম ও প্রস্থান।

লক্ষ্মণসিংহ। উমা, উমা! আমি অনেক নারী দেখেচি, পুস্তকে অনেক নারীচরিত্র পাঠ ক'রেচি, কিন্তু এরূপ ভীষণা পাষাণী হ'তেও নির্ম্মমা নারী-প্রকৃতি কখন দেখি নাই! ক্ষত্রিয়রমণীর কি কঠিন প্রাণ উমা! ধন্য উমা, তোমার উচ্চ হৃদয়! এ হৃদয়ের পুরস্কার ভগবান তোমায় প্রদান করুন। উমা—উমা, এত নির্জ্জনে নূপুরধ্বনি কোথা হ'তে এল?

উমাবাই। (সতৃষ্ণে দৃষ্টিপাত)

লক্ষ্মণসিংহ। ওকি ! কার পদশব্দ নয় ?

উমাবাই। তাই ত রাণা ! একি ?

লক্ষ্মণসিংহ। ওকে—ওকে—দেখ—দেখ—উমা ! কে—ঐ—ঐ—কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হ'চ্চে—

অদূরে পদ্মিনীর প্রবেশ।

পদ্মিনী। "ময় ভুঁখা হুঁ"—"ময় ভুঁখা হুঁ" ! বড় তৃষ্ণা, বড় পিপাসা ! রাণা ! রাজবলি দাও, রাজবলি দাও, রাজরক্তে মায়ের তৃষ্ণা দূর কর। বড় পিপাসা—বড় পিপাসা ! এ রাজরক্ত না হ'লে এ তৃষ্ণা নিবারণ হবে না। রাণা, চিতোরের যদি শান্তি চাও—তবে রাজবলি দাও, রাজবলি দাও। রাণা, মায়ের পিপাসার শান্তি কর। বড় পিপাসা—বড় পিপাসা ! [বেগে প্রস্থান।

লক্ষ্মণসিংহ। উমা, উমা, একি একি ! উমা ! কে উনি, কে উনি ? চতুর্দ্দিকে যেন আলোকবৃষ্টি হ'চ্চে ! দেবিপ্রতিমার মত—বিদ্যুৎবরণী রমণী কে—ও, তৃষ্ণায় কাতরকণ্ঠ ! উমা ! ও কি—উনি কি উবরদেবী ! চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী উবরদেবী ? তা নৈলে—এত গভীর রজনীতে নূপুরধ্বনির সহিত এ রক্ততৃষ্ণা কার ! মা, মা, কি কথা শুন্‌লাম মা ! রক্তপান না করালে চিতোরে শান্তি হবে না ! এত রক্তে তোর তৃষ্ণা মিটে না মা ! তাই দোব মা শান্তিময়ি তাই দোব। চিতোরের রাজবংশ তোর পায়ে বলি দিয়ে এ চিতোরে শান্তি স্থাপন ক'রব মা ! অহো, মা চীৎকার ক'র্‌চে—রাজরক্ত

পানের জন্য মা পিপাসিতা! চীৎকার ক'র্‌চে! ঐ শোন—ঐ শোন—আবার শোন—

পদ্মিনীর পুনঃ প্রবেশ।

পদ্মিনী। "ময় ভুঁখা হুঁ", "ময় ভুঁখা হুঁ", বড় তৃষ্ণা! রাণা! চিতোরের রাজবংশ বলি দাও—শীঘ্র দাও—মায়ের তৃষ্ণা নিবারণ কর। [বেগে প্রস্থান।

লক্ষ্মণসিংহ। সেই এক কথা! সেই একমাত্র রাজরক্ত! এ শোণিত পান না করালে মায়ের তৃষ্ণা নিবারণ হবে না। উমা—উমা! শুন্‌চ—শুন্‌চ! তোমার আশাই পূর্ণ হবে। তোমার কথাই সত্য হবে! তাই হ'ক্—তাই হ'ক্! চিতোর শ্মশান হ'ক! মায়ের আবাস স্থান বিস্তৃত হ'ক। বালুময় চিতোর বালুপূর্ণ হ'ক্! ভাই জীবানন্দ, ভাই জীবানন্দ! এ সময় একবার এস। লক্ষ্মণসিংহ একদিন তোমার কথায় এই কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হ'য়েছিল, আজ আবার মায়ের আজ্ঞায় আর এক অভিনব কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হ'চ্চে। কেউ আর লক্ষ্মণসিংহের ইচ্ছার গতি রুদ্ধ ক'র্‌তে পার্‌বে না। রাজবংশ বলি দোব! সেই রক্তে শোণিতপ্রিয়া রণরঙ্গিণী মা'র মহাখর্পর পূর্ণ ক'র্‌ব। প্রাণভ'রে মাকে রক্ত পান করাব। উমা! এখন, রাত্রি কত? অবিলম্বে সমরানল প্রজ্জলিত হবে। কাকাজী, প্রস্তুত হও। দাও উমা! তরবারি।

উমাবাই। অত চঞ্চল হ'চ্চেন কেন রাণা! মায়ের বাঞ্ছা পূর্ণ ক'র্‌লেই আর চিতোরে অশান্তি ঘ'ট্‌বে না।

লক্ষ্মণসিংহ। শান্তি! আবার শান্তি—উমা, আর আমার কিছুই প্রয়োজন নাই। এ সংগ্রাম যখন আমার দেবীমায়ের ইচ্ছা, এ সংগ্রামানলে ভস্ম হ'তে যখন উমা তোমার মত. কাকাজীর মত, কাকীমার মত, তখন লক্ষ্মণসিংহকে বিদায় দাও। উমা, আমার তরবারি দাও—পুত্রগণকে বাহির কর। লক্ষ্মণসিংহ কাপুরুষ নয়! আজ শুধু চিতোর কম্পিত হবে না, সমগ্র মেদিনী কম্পিত হবে! চিতোরের ক্ষত্রিয় নিশ্চেষ্ট হ'য়েছিল, না—আর নিশ্চেষ্ট হ'তে দোব না। মায়ের আজ্ঞা পালন ক'র্‌তে হবে। আর এ আজ্ঞা শুন্‌লে কোনও ক্ষত্রিয় গৃহে থাক্‌বে না। ঐ শোন—

পদ্মিনীর প্রবেশ।

পদ্মিনী। "ময় ভুঁখা হুঁ," "ময় ভুঁখা হুঁ," বড় তৃষ্ণা, রাণা! বড় তৃষ্ণা! [বেগে প্রস্থান।

লক্ষ্মণসিংহ। আর না উমা, মায়ের বড় তৃষ্ণা পেয়েচে। এখনি সকল সর্দ্দারগণকে তুলি গে। উমা, প্রস্তুত হ'ও, মায়ের বড় তৃষ্ণা পেয়েচে! আমরা সন্তান থাক্‌তে মায়ের তৃষ্ণা থাক্‌বে কেন? উমা—প্রস্তুত হও। [বেগে প্রস্থান।

উমাবাই। তাই ত, রাণা কি উন্মত্ত হ'লেন না কি! উন্মত্ত নয়, মায়ের বড় তৃষ্ণা, আমি মেয়ে থাক্‌তে মা'র তৃষ্ণা মিট্‌বে না? মা—মা—আমি এখনি তোমার তৃষ্ণা মিটাব।

[বেগে প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

[রাজ অন্তঃপুর]

পদ্মিনীর প্রবেশ।

পদ্মিনী। বড তৃষ্ণা মহারাণা! "ময় ভুঁখা হুঁ"—যবন-যুদ্ধের শোণিত পানে তৃষ্ণা মিটে নাই মহারাণা! রাজবলি দাও, তা'হ'লে মা সন্তুষ্ট হবে। মাতৃসন্তুষ্টিতে তোমায় চিতোর নিরাপদে থাক্‌বে। ''ময় ভুঁখা হুঁ"—বড় পিপাসা!

দ্রুতপদে লক্ষ্মণসিংহ, ভীমসিংহ, তেজঃসিংহ, বিজয়সিংহ, বিক্রমসিংহ, কঞ্চুকী, রণজয়সিংহ, বাজিরাও ও সমরসিংহের প্রবেশ।

লক্ষ্মণসিংহ। ঐ শুনুন—মাতৃকণ্ঠনিঃস্বন! ঐ মাতা কাতরকণ্ঠে আমার নিকট রাজরক্তের প্রার্থনা ক'রচেন। সত্য মিথ্যা পরীক্ষা করুন। অহো, সর্দ্দারগণ! শুন্‌লেন—রাজ-রক্ত পান করালে চিতোর নিরাপদ হবে! আবার ঐ শোন—ঐ শোন!

পদ্মিনী। "ময় ভুঁখা হুঁ,"—ময় ভুঁখা হুঁ," রাণা, রাজবলি দাও, রাজরক্তে আমার এ পিপাসার শান্তি কর। তৃষ্ণা—তৃষ্ণা—বড় তৃষ্ণা! [বেগে প্রস্থান।

লক্ষ্মণসিংহ। ঐ দেখুন—ঐ দেখুন—জলন্ত আগুনের মত মা ঐ কক্ষ হ'তে বাহির হ'য়ে চ'লে গেলেন। মা—মা—

ভীমসিংহ ব্যতীত সকলে। তাই ত—তাই ত—ঐ ত—মা উবরদেবী যাচ্চেন! মা—মা—মা—সন্তানদের প্রণাম গ্রহণ কর মা!

(সকলের প্রণাম)

ভীমসিংহ। (স্বগত) ও কি—চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী উবরদেবী? না—না—না—ও যে আমার পদ্মিনীর মত! তবে কি পদ্মিনী—না উবরদেবী? উবরদেবী না পদ্মিনী? (চিন্তা)

বিক্রমসিংহ। দেখ্‌লেন, মা প্রত্যক্ষ উদয় হ'য়ে রাণাকে আদেশ ক'র্‌চেন। না—না—আর তবে ভয় নাই।

কঞ্চুকী। ভয় কি, মা ত জ্বলন্তভাবে প্রকাশ ক'র্‌লেন। তা হ'লে আর আমাদের অবহেলা করা উচিত নয়। সকলে প্রস্তুত হ'ন। মা—মা—রক্ষা কর মা!

সমরসিংহ। তা আর ব'ল্‌তে, এতে চিতোর উৎসন্ন হ'লেও ক্ষতি নাই। মায়ের সন্তান হ'য়ে মা'র তৃষ্ণা দূর ক'র্‌তে হবে।

লক্ষ্মণসিংহ। কাকাজী! আপনি কি বলেন?

ভীমসিংহ। তাই বাবা, তাই ক'র্‌তে হবে। (স্বগত) কিন্তু এ আজ্ঞা উবরদেবীর না পদ্মিনীর! কে জানে—চতুরা আবার কি ক'র্‌চে! (প্রকাশ্যে) তাই বাবা, তাই ক'র্‌তে হবে। একে ত যুদ্ধই ক্ষাত্রিয়ের নিত্যকর্ম্ম, তাতে আবার উবরদেবীর আজ্ঞা, আমাদের জীবন স্বীকার ক'রেও এ মহৎ ব্রত সম্পূর্ণ ক'রতে হবে। আজ নূতন ভাবের রণ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান! যজ্ঞকর্ত্তা চিতোর-রাজবংশীয় বীরপুরুষ। কঞ্চুকী মহাশয়! আপনি এই রণ-যজ্ঞের পুরোহিত। যান, শীঘ্র রাজকুমারগণকে এই স্থানে

শ্রবণ করুন ; আর মা উবরদেবীর মন্দির হ'তে দেবীর জয়মাল্য ল'য়ে আসুন। আর অদ্যই আমাদের রাজবংশীয়গণকে এই রণ-যজ্ঞের অধিবাস ক'র্‌তে হবে। পর্য্যায়ক্রমে চিতোররাজবংশীয় সকল বীরকেই দুর্বৃত্ত যবনকে আহুতি দিবার জন্য প্রস্তুত থাকৃতে হবে।

কঞ্চুকী। বাবা ভীম, কোন ভয় নাই! মা উবরদেবীর তৃষ্ণা নিবারণ হ'লেই তোমার সাধের চিতোরে শান্তিদেবী চিরদিনের জন্য বিরাজিতা থাক্‌বেন। আমি এখনি আস্‌চি বাবা! মা—মা—রক্ষা কর মা! [প্রস্থান।

তেজঃসিংহ। গীত।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

মা তুই পাষাণবেটী সত্য গো।
তোর জন্মের আছে ঠিক, কব' কি অধিক,
নৈলে ছেলের জ্বালা কে সইতে পারে গো॥
শুধু কি তাই গো—মা হ'য়ে ছেলের রক্ত খেতে চাও,
বড় শক্ত বেটী এমন মা ত কভু দেখি না কোথাও,
তোয়ে কে গর্ভে স্থান দিলে, তারে দেখ্‌তে পাওয়া গেলে,
দেখ্‌তাম সে মাগী কেমন গো।
ছিঃ ছিঃ ছিঃ মা ব'লেচি তোরে, নৈলে ত্যজ্যকন্যা ক'রে,
পাঠাইতাম আমি দূর দ্বীপান্তরে,
ও মা সে যে ছেলের কাজ নয়, তাহে মাতৃভক্তি যায়,
দেখ্‌ মা আবার এ কেমন তোর ছেলে গো॥

বিক্রমসিংহ। না তেজঃসিংহ, মা'র কার্য্যে অনুতপ্ত হ'ও না। যে মায়ের অপার স্নেহের কোলে নিখিল ধরা শায়িত, সেই মায়ের হৃদয়কে পাষাণময় ব'ল্‌তে নাই। মা'র মনে যা আছে, তাই হবে; চিতোর ধ্বংস করা কখন মায়ের প্রাণের উদ্দেশ্য নয়।

লক্ষ্মণসিংহ। আর উদ্দেশ্য থাক্‌লেও আমাদের ক্ষতি কি? মহাসমুদ্রের জলবিম্বের মত মহাসাগরেই মিশিয়ে যাব। বিরাটদেহের রেণু আমরা, আমরা সেই বিরাট-দেহে মিশিয়ে যাব। এই যে পুত্রগণ! এস কুলরত্নগণ! আজ অঙ্কুর বৃক্ষে পরিণত হও, যে বংশে জন্মগ্রহণ ক'রেচ, সেই বংশের গৌরব আজ রক্ষা কর! ইহজীবনের মহৎ ব্রত পূর্ণ কর।

কঞ্চুকীসহ লক্ষ্মণসিংহের পুত্রগণের প্রবেশ।

ভীমসিংহ। ভাই সকল! কেউ মনে ক্ষুণ্ণ হ'ও না। আমাদের পিতা, পিতামহ যে সকল কার্য্য ক'রে—অনন্ত অক্ষয় স্বর্গধাম লাভ ক'রেচেন, ভারতের গৌরব বাড়িয়েচেন, বংশের সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেচেন, আজ আমাদের সেই কর্ত্তব্য সাধনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হ'য়েচে। এ সময় আর আমাদের অযত্নে অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য নয়! তাই বলি ভাইসকল, এ সময়ে সেই মহতী তপস্যার শেষ সমাধির জন্য স্বীয় সামর্থ বুদ্ধি ল'য়ে অক্ষতাবস্থায় প্রধাবিত হও। কঞ্চুকী মহাশয়, আপনি কুমারদিগের এবং আমাদের রাজবংশীয়গণের কপালে মা'র পাদপদ্মের জয়-সিন্দূর প্রদান করুন; আজ আমাদের চিতোর-রণ-যজ্ঞে চিতোর-রাজবংশীয়গণের অধিবাস।

কঞ্চুকী। তাই বাবা, এস বাপসকল—সরল রেখাক্রমে প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় দণ্ডায়মান হও। দাদা লছমন, তুমিও এই স্থানে এস। বাবা ভীম, তুমিও এস। এই ধর, মা উবর-দেবীর জয়-সিন্দূর! (প্রদান) এই সিন্দূর ধারণ ক'র্‌লে—তোমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী হবে! কেমন হ'য়েচে ত? এই ধর, জয়-কালীর পুষ্পনির্ম্মাল্য! (নির্ম্মাল্য প্রদান) সকলে মস্তকে স্পর্শ ক'রে বক্ষমধ্যে রক্ষা কর। (তথাকরণ) তারপর—এই ভীম রণ-যজ্ঞের অধিবাসে সিদ্ধমন্ত্র উচ্চারণ কর। ইহার সাধারণ নাম দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বা দৃঢ় শপথ। এই শপথে সকলে বদ্ধপরিকর হও। বল—আমরা এ রণযজ্ঞের যজ্ঞকর্ত্তা।

সকলে। আমরা এ রণযজ্ঞের যজ্ঞকর্ত্তা।

কঞ্চুকী। আমরা এই রণ-যজ্ঞ যবন-রক্তে আহুতি দিয়ে পূর্ণ ক'র্‌ব।

সকলে। আমরা এই রণ-যজ্ঞ যবন-রক্তে আহুতি দিয়ে পূর্ণ ক'র্‌ব।

কঞ্চুকী। আমরা এ রণ-যজ্ঞ সম্পূরণের জন্য হৃদয়ের কোন অভাব অনুভব ক'রব না।

সকলে। আমরা এ রণ-যজ্ঞ সম্পূরণের জন্য হৃদয়ে কোন অভাব অনুভব ক'র্‌ব না।

কঞ্চুকী। প্রাণের ভয়ে এ রণ-যজ্ঞ অসম্পূর্ণ থাক্‌বে না।

সকলে। প্রাণের ভয়ে এ রণ-যজ্ঞ অসম্পূর্ণ থাক্‌বে না।

কঞ্চুকী। অসি বাহির কর। (সকলের তথাকরণ) এই

অসি স্পর্শ ক'রে বল্‌চি—প্রাণের ভয়ে এ রণ-যজ্ঞ অসম্পূর্ণ থাক্‌বে না।

সকলে। এই অসি স্পর্শ ক'রে ব'ল্‌চি—প্রাণের ভয়ে এ রণ-যজ্ঞ অসম্পূর্ণ থাক্‌বে না।

লক্ষ্মণসিংহ। না—না—আমার ভ্রম হ'য়েচে, কঞ্চুকী দাদা, সর্দ্দারগণ, কাকাজী—আমার একটী অনুরোধ আপনাদিগকে রক্ষা ক'র্‌তে হবে! এ অনুরোধ আমার শেষ কর্ত্তব্যকার্য্যের সহিত মিশ্রিত। সেই কর্ত্তব্য দেবীর নিকট নয়, দেশের নিকট নয়, আমার স্বর্গীয় পিতা পিতামহের নিকট। এই রণ-যজ্ঞে মেবারের রাজবংশ একবারে ধ্বংস না হয়, পরকালে যাতে পিতৃলোকগণ জলগণ্ডূষ পান, রাজস্থানে বাপ্পারাও বংশ যাতে যুগে যুগে অমর থাকে, সেই আমার ইচ্ছা। তাই বলি, কুমার অজয়কে রণ-যজ্ঞের জনৈক যজ্ঞকর্ত্তা নির্ব্বাচন না ক'রে, কৈলবারার নির্জ্জন দুর্গে প্রেরণ করা যাক্।

অজয়সিংহ। বাপ্‌জী! একি আজ্ঞা ক'র্‌চেন? আমার এগার ভাই দেশের জন্য প্রাণ দিবে, আর আমি কি না স্ত্রীলোকের মত চিতোর হ'তে পালিয়ে জীবন রক্ষা ক'র্‌ব? পিতা, আমার তেমন অপদার্থ জীবনে কাজ কি? স্বর্গগত বাপ্পারাও-বংশীয় বীরগণ কি আমা হেন কাপুরুষের হস্তে জল-গণ্ডূষ পান ক'র্‌বেন?

লক্ষ্মণসিংহ। বৎস! হতাশ হও না; যে মহৎকার্য্যের ভার তোমায় প্রদান কর্‌লাম, চিতোরের যে কোন রাজপুত সে ভার

পেলে আপন আত্মাকে ধন্য বিবেচনা ক'র্‌ত। হয় ত আমাদের চিতোরের উদ্ধার হবে না, হয় ত তোমাকেও চিতোরের জন্য প্রাণ উৎসর্গ ক'র্‌তে হবে। আর হয় ত আমরা চিতোরকে পরাধীন রেখে চলে যাব, তুমি হয় ত সূর্য্যবংশের উপযুক্ত কোন বীরের হস্তে রাজ্যভার দিয়ে পরমসুখে পৃথিবী হ'তে বিদায় গ্রহণ ক'র্‌তে পার্‌বে। আর বাছা, এটী স্মরণ রেখ, দেশের জন্য প্রাণ দেবার যে সুখ তার চেয়ে দেশকে স্বাধীন দেখ্‌বার সুখ শতগুণ অধিক। তাই বলি, অজয়! ভবিষ্যৎ চিতোরের জন্য, স্বর্গগত পিতৃপুরুষগণের জন্য তুমি কোন প্রতিবাদ বা আপত্তি না ক'রে শীঘ্র যাতে কৈলবারার দুর্গে যেতে পার, তার আয়োজন কর গে।

সমরসিংহ। রাণা, বেশ সদ্যুক্তি ক'রেচেন! যাও ভাই, মনে দুঃখ ক'র না; মেবারের বাপ্পারাও-বংশের একজন জীবিত থাক্‌লেও চিতোর-মাতা পুত্রহারা হবেন না।

কঞ্চুকী। এইবার মাতৃ উদ্দেশে মস্তক নত ক'রে—সমস্বরে প্রাণ ভরে মায়ের জয় দিয়ে—নবীনভাবে—নব উৎসাহে—রণ-যজ্ঞে ধাবিত হও।

সকলে। জয় মা কালী, হর হর শঙ্কর হরে মুরারে, জয় মহারাণাজীকি জয়।

[অরি ও অজয় ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

অরিসিংহ। অজয়! একটু দাঁড়াও ভাই! একটু অপেক্ষা

কর, এইখানেই অপেক্ষা কর, আমি এই মুহূর্ত্তে এসে তোমার সহিত সাক্ষাৎ ক'র্‌চি। [দ্রুতপদে প্রস্থান।

অজয়সিংহ। দাদা আমায় একটু অপেক্ষা ক'র্‌তে ব'লে কোথায় গেলেন? কেন দাদা, আমি তোমার কথা শুন্‌ব? তুমি ত আমায় ভালবাস না, তুমি ত তোমার আর আর ছোট ভাইদিগকে নিয়ে মহাসুখে মহাস্বর্গে যাবার জন্য মহা যুদ্ধযাত্রা ক'র্‌চ। কিন্তু একবার অজয়ের কথা ভাব্‌লে কি? পিতা যখন আমায় কৈলবারার দুর্গে যাবার জন্য অনুমতি দিলেন, কৈ—তখন ত তুমি আমায় যুদ্ধে লয়ে যাবার কথা বাবার কাছে একবারও ব'ল্‌লে না! বড় ভেয়ের কাজ কি ক'র্‌লে দাদা? তোমরা জননী জন্মভূমির জন্য সিংহের মত কাজ ক'র্‌তে চ'ল্‌লে, আর আমি কিনা হীন শৃগাল কুক্কুরের মত কৈলবারার দুর্গে পালিয়ে যাব'? দাদা, আমি তাই তোমার উপর রাগ ক'র্‌চি!

পত্রহস্তে অরিসিংহের প্রবেশ।

অরিসিংহ। অজয়! আমার বুকের অস্থি অজয়! আমার উপর রাগ ক'র না দাদা! আমি আজ দেশ রক্ষার জন্য সংসারের একদিকে গমন ক'র্‌ব, আর তুমি আজ দেশের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বার জন্য সংসারের আর এক দিকে গমন ক'র্‌বে। আমার চেয়েও তোমার কার্য্য মহৎ—উচ্চ! তবে ভাই, আমি ত বড় ভেয়ের কাজ নিয়মিত পালন

ক'রেচি, আমার চেয়ে তোমার কার্য্য শ্রেষ্ঠ ক'রেচি! তবে কেন আমার উপর রাগ ক'র্‌বে ভাই? রাগ ক'র না দাদা! অনন্তের ক্ষুদ্র রেণু আমি—মহান্ বিশ্বের একটী ক্ষুদ্র কার্য্য সম্পন্নের জন্য অগ্রসর হ'চ্চি, তুমি রাগ ক'র না ভাই অজয়! এখন শুন, যে জন্য তোমায় অপেক্ষা ক'র্‌তে ব'ল্‌লাম, সেই কথা শুন। এই লও, (পত্র প্রদান) এই ক্ষুদ্র পত্রিকাখানি অতি যত্ন ক'রে রেখ। আর ভাই বোধ হয়—পরস্পর ভ্রাতৃ-জীবনের এই শেষ বিদায়! অজয়! আমার প্রাণের অজয়! এই দেখাই বোধ হয়, শেষ দেখা! যদি এই যবন-যুদ্ধে আমি জীবিত থাকি, তাহ'লে আমার দত্ত পত্রিকাখানি আমাকে দিও, আর যদি এ ভ্রাতৃজীবনের সম্বন্ধ আমার ফুরায়—তাহ'লে এই যুদ্ধ অন্তে এই পত্রিকাখানি উন্মোচন ক'রে পাঠ ক'র। অজয়! এস ভাই, একবার দাদা ব'লে আমার জীবনের সাধ মিটিয়ে পিতৃ-আদেশ পালন কর গে। অবিলম্বে কৈলবারার দুর্গে প্রস্থান কর।

অজয়সিংহ। দাদা, তোমার আজ্ঞা—বাবার আজ্ঞা এই মুহূর্ত্তেই আমি পালন ক'র্‌ব। তবে দাদা—দীনহীন পলায়িত ভ্রাতা ব'লে আমায় যেন ঘৃণা ক'র না। এস দাদা—স্বর্গ-গমনের মহাযাত্রা কর গে। দুর্ভাগ্য আমি—সে মহাযাত্রার সহচর হ'তে পার্‌লাম না! এ জন্মে ভ্রাতৃঋণে জড়িত হ'য়ে চ'ল্‌লাম। (প্রণাম) আশীর্ব্বাদ কর দাদা—ইহজন্ম ত এইরূপে ফুরাল, পরজন্মে যেন তোমার ছোট ভাই হ'য়ে তোমার মত দাদা লাভ ক'র্‌তে পারি।

[প্রস্থান।

অরিসিংহ। অজয়! ঈশ্বর করুন. জন্ম জন্ম যেন তোমার মত ছোট ভাই পাই। এই অনন্ত-বিশ্বে কে কোথায় এসেচে, কে কোথায় চ'লে যাচ্চে, কে তার সংখ্যা ক'রে রেখেচে! এই মোহন বিশ্ব কোন্ ভাবে গড়া, এর প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তাই বা কটা লোক জেনে রেখেচে! আস্‌চে, যাচ্চে—এই ত কথা। যাওয়া আসা এই ত খেলা; তবে দুটি কথা—এ সংসারে আসার মত আস্‌তে হয়, আবার যাওয়ার মত যেতে হয়। তাহ'লেই সংসারে যাওয়া আসার খেলা সাঙ্গ হয়। দেখ' মা কালি, আস্‌বার সময় আসার মত কাজ ক'রে আস্‌তে পেরেচি কিনা জানি না, কিন্তু মা—যেন যাবার সময় মানুষের কাজ ক'রে যেতে পারি।

কমলাদেবীর প্রবেশ।

কমলা। হাঁ অরি, মানুষের মত কাজ ক'রে কোথায় যাবে ব'ল্‌চ!

অরিসিংহ। যেখানে যেতে হয়, সেই খানে যাবার কথা ব'ল্‌চি, কমল!

কমলা। কি ক'র্‌তে যাবে অরি?

অরিসিংহ। খেল্‌তে যাব কমল!

কমলা। আমিও যাব।

অরিসিংহ। তুমি মেয়েমানুষ পুরুষের সঙ্গে কেমন ক'রে খেল্‌তে যাবে?

কমলা। তবে পুরুষমানুষ, মেয়েমানুষের সঙ্গে কেমন ক'রে খেলে?

অরিসিংহ। পুরুষমানুষ মেয়েমানুষের সঙ্গে খেল্‌লে কবে ?

কমলা। এই যে খেল্‌চে !

অরিসিংহ। কে খেল্‌চে ?

কমলা। তুমি !

অরিসিংহ। এর নাম কি খেলা ?

কমলা। কথার খেলা।

অরিসিংহ। ঠকিয়েচ।

কমলা। আমি জিতেচি, তোমার সঙ্গে খেল্‌তে যাব।

অরিসিংহ। না, কমল, আমি খেল্‌তে যাব না, যুদ্ধ ক'র্‌তে যাব।

কমলা। আমিও যাব।

অরিসিংহ। তুমি কোথায় যাবে ?

কমলা। তুমি যেখানে যাবে।

অরিসিংহ। সেখানে কি মেয়েমানুষ যায় ? সে যে রণক্ষেত্র।

কমলা। সেখানে কি মেয়েমানুষ যায় না ?

অরিসিংহ। না।

কমলা। তাহ'লে আমার শাশুড়ী কর্ম্মদেবী গেলেন কি ক'রে ?

অরিসিংহ। তিনি বীরাঙ্গনা।

কমলা। অ্যাঁ, অরি—তুমি আমায় গাল দিচ্চ ! দেখ্‌বে, গিয়ে ব'লে দোব তুমি আমায় গাল দিলে কেন ?

অরিসিংহ। কেন গাল দোব কমল ?

কমল। এই যে দিলে।

অরিসিংহ। কখন ?

কমলা। কর্ম্মদেবীকে বীরঙ্গনা ব'ল্‌লে। কেন, আমি কি তা নই ?

অরিসিংহ। (চুম্বন) এই কথা কমল ! না না কমল, আমার অপরাধ হ'য়েচে ! ত্রুটী স্বীকার ক'র্‌চি ; তুমি বীরাঙ্গনা।

কমলা। তবে আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌তে যাব।

অরিসিংহ। তুমি বালিকা, তুমি যুদ্ধস্থলে গিয়ে কি ক'র্‌বে ?

কমলা। তুমি যুদ্ধস্থলে গিয়ে কি ক'র্‌বে ?

অরিসিংহ। আমি শত্রুপাত ক'র্‌ব।

কমলা। আমি তোমার সাহায্য ক'র্‌ব ?

অরিসিংহ। আমার তুমি সাহায্য ক'র্‌বে ?

কমলা। অরি, আমি তোমার সব ক'র্‌ব, তুমি যখন যুদ্ধ ক'র্‌তে ক'র্‌তে কাতর হ'য়ে প'ড়্‌বে, আমি তখন তোমায় আঁচল দিয়ে বাতাস ক'র্‌ব ; তোমার যখন তৃষ্ণা পাবে, আমি তখন জল দোব ; তুমি যখন যুদ্ধ ক'র্‌তে ক'র্‌তে ভয় পাবে, আমি তখন তোমায় ভরসা দোব ; তুমি যখন যুদ্ধ ক'র্‌তে ক'র্‌তে অস্ত্রশূন্য হবে, আমি তখন ছুটে গিয়ে অস্ত্র এনে দোব। তোমার যখন যুদ্ধ ক'র্‌তে ক'র্‌তে ধনুকের ছিলা কেটে যাবে, তখন আমার মাথার এই সকল কেশ কেটে দিয়ে তোমার ধনুকের ছিলা ক'রে দোব—তুমি খুব ক'রে যুদ্ধ ক'র্‌বে।

অরিসিংহ। কমল, তুমি বালিকা, তাই বালিকার মত কথা ক'চ্চ।

কমলা। তুমি আমায় ভালবাস না, তাই তুমি আমায় এমন কথা ব'লচ! হাঁ, আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌তে যাব।

গীত।

খট্‌মিশ্র—একতালা।

আমি তোমার সঙ্গে যাব একলা তোমায় ছেড়ে দোব না।
যখন ভালবেসেছিলে তখন ত ছাড়ার কথা ছিল না॥
ক'রেছিলে সঙ্গের সাথী তা কি মনে নাই,
ব'লেছিলে কত কথা মনে কর ভাই,
আমার সে সব কথা মনে হ'লে চোখের জল ত থাকে না॥

উমাবাইয়ের প্রবেশ।

উমাবাই। কমল, তুমি এখানে এসেচ?

কমল। হাঁ মা, আমি তোমার ছেলের সঙ্গে যুদ্ধে যাব।

উমাবাই। পাগল মেয়ে আর কি!

কমলা। তুমিও আমাকে ভালবাস না মা! তুমিও আমাকে অরি যেমন দেখে, তেমনি দেখ।

উমাবাই। পাগল মেয়ে, যুদ্ধ কি ছেলেখেলা?

কমলা। হাঁ মা, আমি যুদ্ধে যাব। অরি যদি যায়, আমিও যাব—ঠিক যাব। তুমি যদি না পাঠাও, বাবার পায়ে হাতে ধ'রে কেঁদেও যাব।

উমাবাই। একান্ত যাবে? তবে আমার সঙ্গে যেও, এস মা, আমার কোলে এস। (ক্রোড়ে গ্রহণ)

কমলা। তুমি কখন যাবে মা ! অরির সঙ্গে যাবে না ?

উমাবাই। অরির সঙ্গে যাব না, যুদ্ধে যদি আজ ভাল মন্দ হয়, তা হ'লে—তা হলে যাব।

কমলা। (রাগে) তখন অরিকে গিয়ে ত দেখ্‌তে পাব মা !

উমাবাই। পোড়াকপালি, চুপ কর্! এতদিনের পর উমাবাইকে কাঁদালি ! যে রাক্ষসীকে একদিন চিতোরের কেউ কাঁদাতে পারেনি, আজ মায়াবিনী তুই আমার কোলে উঠে শেষে চোখের জল ফেলালি। যাও বাবা অরি ! অন্যান্য কুমারেরা তোমার জন্য অপেক্ষা ক'র্‌চে, এস গে। জননীর নিকট বিদায় ল'য়ে অন্য জননী জন্মভূমির কোলে শায়িত হ'তে যাচ্চ, যাও, যাও বাবা—মা ছাড়া কখন হবে না !

অরিসিংহ। আসি মা ! (প্রণাম) তোমার আশীর্ব্বাদ পেলে আবার ভয় কি ?

[প্রস্থান।

কমলা। চ'লে গেল মা ! যাও, আমিও যাচ্চি।

উমাবাই। আবার ফিরে আস্‌বে। চল, এখন খেল্‌বে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(নেপথ্যে—জয় হর হর শঙ্কর, হরে মুরারে)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

[শিবির]

আলাউদ্দিন ও ফজেলের প্রবেশ।

আলাউদ্দিন। করহ ফজেল তুমি স্থির অনুমান,
আর কতদিন বহিবে এ ভাবে এ রণ-তরঙ্গ ?
আর কতদিন দুর্ম্মতি ক্ষত্রিয়গণের সহিবে অসহ্য বেগ ?

ফজেল। জঁহাপনা! আর রণজয় আশা নাই ক্ষত্রিয়ের।
পতঙ্গ অনলদাহে প্রায় ভস্ম হ'য়ে গেল!
আজ শেষ যুদ্ধ—এই যুদ্ধে চিতোরের রাজলক্ষ্মী—
দিল্লীরাজলক্ষ্মীপাশে করিবে গমন।
শুনিলাম—আর নাই বীর চিতোরের—
বীরমাতা চিতোরনগরী—বীরশূন্য হ'য়ে কাঁদে।
তাই চিতোরের রাজপুত্রগণ,
আসিছে সমরে সব।

আলাউদ্দিন। তোমরাও সেইমত করহ উদ্যোগ।
দেখ' যেন সিন্ধুলব্ধ অমূল্যরতনে—
হারাইও না শেষে উপেক্ষা কারণ।
যাও হে ফজেল—যথাবিধি কর গিয়া সৈন্য সন্নিবেশ।
আজ শেষ রণ—এক দিকে এ চিতোর—
অন্যদিকে দিল্লীসিংহাসন।
কোন্ তক্তা যায় দেখিবে দর্শক।

ফজেল। সে ভয় নাহিক কভু দিল্লীর সম্রাট!
ধ্বংস হ’য়ে যাবে চিতোর নগর।

[প্রস্থান

আলাউদ্দিন। আসিলাম পঞ্চবর্ষ প্রায়—
অবিরাম চলিছে সংগ্রাম, আজ শেষ তার।
উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয় মোর সদা—
ক্ষত্রিয়ের পরাক্রম হেরি বিস্ময় মেনেছি আমি।
বীর বটে, অস্ত্রশিক্ষা ধন্য ক্ষত্রিয়ের!
অগ্নিপরাক্রমী ভীমসিংহ নিজে,
আজ সেই ভীমসিংহ করিবে প্রবেশ রণভূমে!
লক্ষ্মণসিংহও নহে ন্যূন, অরিসিংহ যমের দোসর,
মোর বীরহিয়া কাঁপিতেছে কথা শুনে!
কি করেন ঈশ! কার ভাগ্য দুর্ভাগ্য-রাহুতে আজ
করিবে গরাস—কে দেখিছে তাহা!
দুই পক্ষ রণোল্লাসে সাজিছে আহবে।
দূর ছাই—আরও প্রাণ হইল অধীর—
পদ্মিনীর রূপতৃষ্ণা গিয়ে রণতৃষ্ণা অতীব প্রবল।
উৎসাহের সহ আজ ভয়,
আশার সঙ্গেতে আজ নিরাশা-রাক্ষসী,
এ মোর শিবিরে যেন সদা উলঙ্গিনী হ’য়ে—
করিছে বিকট নৃত্য।
দূর ছাই, ভাবিতে না পারি আর;

ভেবেই কি ফল ?

তার চেয়ে প্রমোদতরঙ্গে ভেসে যাই রঙ্গিনীর সহ।

কৈ কোথা গেল—প্রমোদরঙ্গিণী ?

বাঁদি, কোথা তুই ?

বাইজীগণ ও বাঁদির প্রবেশ।

বাঁদি। বন্দেগি সাহেনসা! আজ বাইজী সকল জাঁহাপনাকে নতুন নাচ দেখাবার জন্যে বড় কসলৎ ক'রে এসেচে।

আলাউদ্দিন। তার জন্যই আমি ডাক্‌ছিলাম বাঁদি! তবে লাগাও ভেইয়া!

বাঁদি। বাদসাজী! নতুন গান, নতুন নাচ, আজ নতুন বেগম এস্‌বে কি না, তাই সব নতুন নতুন! বন্দী, লাগাও।

বাইজীগণ।　　　　গীত।

বেহাগ—আদ্ধা।

দেরে দেরে দিম, দেরে দেরে দিম, দেরে দেরে দিম তানা না।
তানা দেরে না, না দেরে দেরে দেরে তানা ন্না—
ওদের তানা ওদের তানা না দেরে দেরে দেরে দিম তানা ন্না॥
তেলে লানা তেলে লানা না দেরে দেরে দেরে দিম তানা ন্না,
তান্না দেরে না, তান্না দেরে না তান্না দেরে না,
ওদের তানা ওদের তানা না দেরে দেরে দেরে দিম তানা ন্না॥

দেওনাবেশে পেয়ারীবেগমের প্রবেশ।

পেয়ারী। (কুর্ণিশ) এ গান ত মন্দ নয় গা! গাও না, আমি কি একটু শুন্‌তে পাব না ?

বাঁদি। আমর্, এ ছোঁড়া আবার কোথা থেকে এল?

আলাউদ্দিন। মরিয়ে! বালকের কি সুন্দর মূর্ত্তি, দেখ্‌লেই যেন ভালবাস্‌তে ইচ্ছা হয়। বালক, কে তুমি? তুমি কি জান না, এ শিবির-রঙ্গমহল দিল্লীশ্বর আলাউদ্দিনের?

পেয়ারী। তা না জান্‌লে এ গান শুন্‌তে আস্‌ব কেন জাঁহাপনা!

আলাউদ্দিন। তবে বিনা অনুমতিতে একেবারে শিবিরমধ্যে প্রবেশ ক'র্‌লে কেন?

পেয়ারী। কেমন মনে হ'ল, সকলে অনুমতি নিয়ে বাদ্‌সার কাছে যায়, আমি একবার অনুমতি না নিয়ে দেখি না কেন!

আলাউদ্দিন। বালক! তোমার কি বাদ্‌সার অসম্মানের জন্য দণ্ডের ভয় নাই?

পেয়ারী। সকলে ঐ ভয় করে, আমি মনে করি, ঐ ভয় না ক'রে একবার দেখি না কেন!

আলাউদ্দিন। বালক, তোমার বাক্যের দিব্য বন্ধনী আছে। তোমার নিবাস কোথা? তুমি কে?

পেয়ারী। আমার নিবাস এখন কোথা, তা আমিও ব'ল্‌তে পারি না। আমি কে, ঐ কথা আমিও আমার মনকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করি।

বাঁদি। ছোঁড়ার কথার ছাঁদুনী দেখেচ, ছোঁড়া ঠিক আস্‌নাইয়ের লোক খুঁজ্‌চে; এ না হ'য়ে আর যায় না!

আলাউদ্দিন। বালক, তোমাকে আমি যেন কোথায় দেখেচি ব'লে মনে হয়।

পেয়ারী। ঠিক সাহেনসা, ঠিক—ঠিক্ আমিও যেন আপনার সঙ্গে অনেকদিন বেড়িয়েছিলাম।

আলাউদ্দিন। হাঁ, নিশ্চয় যেন তোমায় দেখেচি।

পেয়ারী। হাঁ, নিশ্চয় যেন আমি অনেক দিন আপনার কাছে কাছে বেড়িয়েচি।

আলাউদ্দিন। আমার যেন একটু একটু মনে আস্‌চে!

পেয়ারী। আমার যেন বেশ একটু একটু স্মরণপথে আস্‌চে!

আলাউদ্দিন। বালক! তুমি কি আমার সঙ্গে রহস্য ক'র্‌চ?

পেয়ারী। একটু ক'র্‌চি! আমি একটু রহস্য ভালবাসি। তা আবার গান হবে না? সুর লাগ্‌ছিল ভাল।

আলাউদ্দিন। গান শুন্‌বে?

পেয়ারী। একটু হ'লে ভাল হয় না?

আলাউদ্দিন। (স্বগত) এ বালক কে! কথায় ত পার্‌বার উপায় নাই! যাই হ'ক্, বালকটী অতি প্রিয়ভাষী। বালক, গান শোন, গাও ভেইয়া!

বাইজীগণ।

গীত।

পিলুমিশ্র—দাদ্‌রা।

মনের মত পাই কই, জঙ্গলা ত পোষ না মানে।
তারে ঠারে ঠারে কত কই, সে ত বুঝেও বুঝে নে।
সে রঙ্গপিয়ালা আগে ছিল কামপিয়ালা ছিল না,
নাগরের বাড়্‌ল যাতনা, নাগর বুঝেও বুঝ্‌লে না,
নাগর শুনেও শুন্‌লে না,
বুকে ফুল থাক্‌তে বঁধুর—হাত বাড়ায় গো।

পেয়ারী। বেশ গেয়েচ, যে যার প্রাণের কথা খুলে ব'লেচ। এ বেশ গান, বাঙ্গালাভাষায় একে বিরহ বলে। আমাদের মুসলমান ভাষাতেও তাই বলে, তা বেশ গান! তা মন্দ কি, গান বেশ!

আলাউদ্দিন। বালক, তুমি বুঝি আর কথা খুঁজে পাচ্চ না, তাই এক কথা বারম্বার উচ্চারণ ক'র্‌চ?

পেয়ারী। আমার কথা ক'বার ইচ্ছা খুব আছে, কিন্তু আমার কথা শুন্‌বার লোক এখানে ক'টা আছে?

আলাউদ্দিন। কেন আমি আছি।

পেয়ারী। আমার কথা আপনি শুন্‌বেন?

আলাউদ্দিন। শুন্‌ব না কেন?

পেয়ারী। আমি মুসলমান।

আলাউদ্দিন। আমি কি মুসলমান নই?

পেয়ারী। দিল্লীর বাদ্‌সা আগে মুসলমান ছিলেন বটে, কিন্তু এখন ত মুসলমান ব'ল্‌তে পারি না।

আলাউদ্দিন। বালক, সাবধান হ'য়ে কথা ক'ও।

পেয়ারী। সে ত আগেই ব'লেচি, সকলে আপনাকে ভয় করে, আমি আপনাকে ভয় ক'র্‌ব না।

আলাউদ্দিন। আমি মুসলমান নই?

পেয়ারী। না, যে আমাদের মুসলমান নামে কলঙ্ক প্রদান করে, তাকে কাফেরের কথা দূরে থাক্‌, আমরা মুসলমানও তাকে মুসলমান ব'লে বলি না।

আলাউদ্দিন। বালক, কি কারণে আমি মুসলমান নই ?

পেয়ারী। যারা রূপের মোহে নিজের স্ত্রীকে ভুলে পরস্ত্রী-লাভে অসংখ্য নরহত্যাতেও পাপ বিবেচনা করে না, তারা আবার মুসলমান ? তারা মুসলমান ব'লে পরিচয় দিলে মুসলমান নামের কলঙ্ক হয়।

আলাউদ্দিন। বালক, রাজনীতি কিছুই জান না।

পেয়ারী। না জান্‌তে পারি, কিন্তু ধর্ম্মনীতি ত বুঝি। ধর্ম্মের দোহাই, বাদ্‌সা! আপনি চিতোর লাভ ক'র্‌তে এসেচেন না রূপের হাট পদ্মিনী লাভের জন্য এসেচেন ? সত্য বলুন, মুসলমানের মিথ্যা মহাপাপ।

আলাউদ্দিন। (স্বগত) এ বালক কে! (প্রকাশ্যে) মিথ্যা কথা ব'ল্‌ব না, আমি পদ্মিনী লাভের জন্যই এসেচি।

পেয়ারী। সেই পদ্মিনী লাভের জন্য ক'টা প্রাণীর প্রাণ জলাঞ্জলি ক'র্‌লেন ?

আলাউদ্দিন। বালক, তুমি আমায় সে শিক্ষা দিও না। আমি কি এ কার্য্যের ন্যায় অন্যায় বুঝি না ? আমি মুসলমান, আমি বিলক্ষণ বুঝি যে, এ রূপতৃষ্ণায় পরস্ত্রীহরণে মহাপাপ, কিন্তু ভোগ-বাসনা তৃপ্তিতে যার প্রাণ সর্ব্বদাই কাতর, তার নিকটে এ ধর্ম্মোপদেশ কি হ'তে পারে ? মানুষ বুঝাতে পারে, কিন্তু কার্য্যে কয়জন পরিণত ক'র্‌তে পারে ? ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কামরিপুই প্রবল। একে বশীভূত করা—তোমার আমার মত মানুষের কাজ নয়! যাই হ'ক বালক, তোমার এ অনধিকার চর্চ্চার প্রয়োজন কি ?

পেয়ারী। কিছুই নাই, দু'চার কথা কইবার! আপনি কথা কইবার জন্য ব'লছিলেন কিনা, তাই।

আলাউদ্দিন। এ কথার উত্তর, আমার প্রাণে যা আসে, আমি তাই করি।

পেয়ারী। এই দেখুন বাদসা, আপনার কথার সব ভুল হ'চ্চে! এ প্রাণ কি আপনার এখন নিজের? এ যে অনেক দিন বিক্রয় ক'রেছিলেন।

আলাউদ্দিন। বিক্রয় ক'রেছিলাম, সে রাখতে পারলে কৈ?

পেয়ারী। সে রাখতে পারবে না কেন, আপনি যে বল ক'রে ফিরিয়ে নিলেন। সে অবলা—আপনি বীর বাদসা, আপনার সঙ্গে সে নালিশ মোকর্দ্দমা ত ক'রতে পারে না। তার নালিশের মধ্যে ভগবানের কাছে, তাই সে এখন দিনরাত্তির ক'রচে।

আলাউদ্দিন। তার সে সম্পূর্ণ অন্যায়! তা ব'লে আমার প্রাণ আমি তারে দিয়েছিলাম ব'লে—আমি আমার প্রাণকে নিয়ে প্রাণের মত কাজ ক'রতে পারব না?

পেয়ারী। সাহেনসা! প্রাণ যাকে দেওয়া যায়, তার প্রাণকে ল'য়ে কাজ ক'রতে হয়, তা না হ'লে কর্ত্তব্যকার্য্যের ক্রুটী হয়। যে প্রাণ পরের কাছে রাখতে পারবে না, সে প্রাণ পরকে দেওয়া কেন?

আলাউদ্দিন। সে আমায় প্রাণ দিয়েছিল, আমি তাকে প্রাণ দিই নাই।

পেয়ারী। তাই বলুন, এই সত্য কথা! সে অবোধিনী নিজে মহাপাপ ক'রেচে।

আলাউদ্দিন। আমার বোধ হয়, তুমি পেয়ারীবেগমের প্রেরিত। শোন বালক, সে কথা একদিন পদ্মিনী ব'ল্‌তে পারে।

পেয়ারী। পদ্মিনী ত এখনও এমন মহাপাপ করেনি যে, আপনাকে সে কোন কথা ব'লতে যাবে! তবে মহাপাপিনি পেয়ারীবেগম! তার পোড়াকপাল পুড়েচে, তাই সে কেঁদে ম'র্‌চে।

আলাউদ্দিন। বালক! তুমি সত্য ব'ল্‌চ, পেয়ারী কাঁদ্‌চে?

পেয়ারী। পেয়ারী এতদিন বুক বেঁধেছিল, কিন্তু মোগলেরা দিল্লী আক্রমণ ক'র্‌চে শুনে পেয়ারীর প্রাণে বড় ভয় হ'য়েচে!

আলাউদ্দিন। বালক, মোগলেরা দিল্লী আক্রমণ ক'রেচে, এ কথা কি সত্য?

পেয়ারী। পেয়ারী ঐ কথা শুনেচে। দিল্লীর বাদ্‌সা পাঁচ বৎসর দিল্লী ছাড়া, কাজেই পেয়ারীকে রাজ্যের সংবাদ রাখ্‌তে হয়, সে ত আর কার' রূপের ফাঁদে আত্মহারা হয়নি।

আলাউদ্দিন। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! এ বালক কে? সত্য, সবই সত্য! আমি এখন কি করি? (প্রকাশ্যে) বালক, তুমি সত্য বল, তুমি কি পেয়ারীবেগমের প্রেরিত?

পেয়ারী। না বাদ্‌সা—না বাদ্‌সা! আমি পেয়ারীবেগমের প্রেরিত নই, আপনার যে পেয়ারীবেগমের প্রতি অতি অশ্রদ্ধা।

আলাউদ্দিন। না বালক, পেয়ারীবেগমের প্রতি আমার অশ্রদ্ধা নাই, তবে রূপের তৃষ্ণায় ভ্রান্ত পথিক আমি ছুটে এসেচি! যখন এসেচি, তখন তৃষ্ণা দূর না ক'রে কিরূপে প্রত্যাবৃত্ত হই? বল বালক, তুমি কি পেয়ারীবেগমের প্রেরিত?

পেয়ারী। না জাঁহাপনা, আমি পেয়ারীবেগমের প্রেরিত নই, আমি স্বয়ং পেয়ারীবেগম। (ছদ্মবেশ ত্যাগ) সাহেনসা! আজ বড় ঘৃণা হ'ল! কাঙ্গালিনী পেয়ারীবেগম পথে ঘাটে প'ড়েছিল, তার প্রাণ নেবার লোক ত্রিভুবনে আর কেহই ছিল না, তাই দয়া ক'বে তুমি সেই পেয়ারীবেগমের প্রাণ গ্রহণ ক'রেছিলে, কিন্তু তুমি নিজের প্রাণ দাও নাই। জাঁহাপনা, পত্নীর প্রতি স্বামীর এই কথাই বটে! উত্তম, পেয়ারীবেগম—মুসলমানী, তার প্রাণ এত নীচ নয় যে, তোমার ঘৃণার বস্তুকে তোমার আদরের জিনিষ ক'রে রাখ্‌বে। চাই না—তোমার প্রাণ তুমি ল'য়ে থাক, তোমার প্রাণ একদিনের জন্য চাই না। তবে আমি তোমায় প্রাণ দিয়েছিলাম, সে প্রাণ আর নেবার উপায় নাই। নিলে আমি অসতী হব, অতি দুর্ণাম হবে! কাজ নাই, পেয়ারী-বেগম জগতে কাঁদ্‌তে এসেছিল, কেঁদেই যাবে। তুমি তোমার রূপ-তৃষ্ণা মিটাও। তুমি আনন্দলাভ কর, তাহ'লেই পেয়ারী বেগমের আনন্দ। সাহেনসা! চ'ল্‌লাম, আর আমি তোমার কৃপার প্রার্থী একদিনের জন্য হব' না। আমি প্রাণের ভিখারিণী হ'য়ে যেমন কুকার্য্য ক'রেছিলাম, তেমনি তার প্রতিফল ল'য়ে সংসার ত্যাগ ক'রে চল্‌লাম। কিন্তু সাহেনসা, এখনও পায়ে ধ'রে

ব'লে যাই, পরস্ত্রীতে লোভ ক'র না, সতীর ধর্ম্মনষ্ট ক'র না, মুসলমান নামে কলঙ্ক দিও না, রূপতৃষ্ণায় রাজ্য নষ্ট ক'র না। জাঁহাপনা! শীঘ্র দিল্লীতে যাও, মোগলশত্রু তোমার দ্বারাগত হ'য়েচে। অনেক কষ্টের দিল্লী যেন রমণীরূপে জলাঞ্জলি দিও না।

[বেগে প্রস্থান।

আলাউদ্দিন। যেও না! আমার অপরাধ হ'য়েচে, ক্ষমা কর, ত্রুটী স্বীকার ক'র্‌চি, মার্জ্জনা কর। কে কোথায়? আমার পেয়ারীকে ধর! সতি—স্বামিবাক্য রক্ষা কর।

(নেপথ্যে সৈন্যগণ—জয় হর হর শঙ্কর হরে মুরারে ও এল্ এলাহি আল্লা দিন্ দিন্ ধ্বনি করণ)

আলাউদ্দিন। একি! প্রবল যুদ্ধ যে আরম্ভ হ'য়েচে! বাঁদি, বাঁদি, ফজেল কোথায় গেল দেখ! উঃ, আজ কি ভীষণ দিন! এখন কি করি! এ যে আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হ'ল! ঐ যে—ক্ষত্রিয়গণের জয়োল্লাস শব্দ আর সহ্য হয় না। যাও পেয়ারী—যাও তুমি, আলাউদ্দিন যার জন্য অসংখ্য সৈন্যের প্রাণ দিয়েচে, তারই জন্য আজ উন্মত্ত! ফজেল—ফজেল—

[বেগে প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

[অন্তঃপুর]

ভীমসিংহ ও পদ্মিনী আসীন।

ভীমসিংহ। তবে আসি পদ্মিনী!

পদ্মিনী। এস রাণা!

ভীমসিংহ। আর বোধ হয়, দেখা হবে না।

পদ্মিনী। নাই হ'ল, আবার পরজন্মে দেখা হবে।

ভীমসিংহ। পদ্মিনি! মনে বড় দুঃখ রৈল, আমি তোমায় রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লাম না।

পদ্মিনী। যে স্বামী স্ত্রীর জন্য দেশ বীরশূন্য ক'রে শ্মশান ক'র্‌তে পারে, আপনার প্রাণকে পরিত্যাগ ক'রে দাম্পত্যপ্রেমের আদর্শ চিত্র দেখাতে পারে, তার চেয়ে পত্নী-রক্ষার কার্য্য অধিক কি রাণা! যাও নাথ! কোন দুঃখ নাই, আমি জহরব্রত অবলম্বন ক'রেচি। আমার জন্য চিতোরের সমুদায় সম্ভ্রান্ত রমণী সকলেই জহরব্রত অবলম্বন ক'রেচে। চিতা জ্বল্‌চে, যুদ্ধ অপেক্ষা মাত্র। দুরাত্মা আলাউদ্দিন চিতোর নষ্ট ক'র্‌বে, কিন্তু চিতোর রাণীর কিছুই ক'র্‌তে পার্‌বে না। সেই জ্বলচ্চিতায় চিতোররাণীর সতীত্ব অক্ষতভাবে রক্ষা হবে। যাও রাণা, তোমার প্রতিজ্ঞা তুমি পালন কর গে, আমার প্রতিজ্ঞা আমি পূর্ণ ক'র্‌ব।

ভীমসিংহ। আরও একটী প্রতিজ্ঞা ক'রেচি পদ্মিনি! আমি যবন হস্তে ম'র্‌ব না!

পদ্মিনী। আমি যদি সতী হই রাণা, তোমার পায়ে যদি আমার অচলা ভক্তি থাকে, তাহ'লে এ প্রতিজ্ঞা তোমার কখন ব্যর্থ হবে না। তুমি দেবতা, তোমার দেবতার হস্তে মৃত্যু হবে।

ভীমসিংহ। দেবী বাক্য সত্য হ'ক্!

(নেপথ্যে সৈন্যগণ—জয় হর হর শঙ্কর হরে মুরারে ধ্বনি করণ)

ভীমসিংহ। ঐ শোন পদ্মিনি! আমার সৈন্যগণ সকলে সশস্ত্র হ'য়ে জয়োল্লাস শব্দে গগন-প্রদেশ বিধুনিত ক'রে তুল্‌চে। আর না—চল্‌লাম পদ্মিনি! বাপ্পারাওকুলের অতুল—অমূল্য মান, সম্ভ্রম, গৌরব আজ তোমার ন্যায় দেবীর হস্তে দিয়ে ভীমসিংহ নিশ্চিন্ত হ'য়ে চ'ল্‌ল।

উমাবাই ও লক্ষণসিংহের প্রবেশ।

লক্ষ্মণসিংহ। কাকাজী! শীঘ্র বাহির হ'ন, অরি প্রভৃতি আমার একাদশ পুত্র সকলে যুদ্ধে অগ্রসর হ'য়েচে, আর সময় নাই, সৈন্যগণ অধৈর্য্য হ'য়েচে।

ভীমসিংহ। পদ্মিনি! তবে আসি, আর সময় নাই। চল লছমন, আমি প্রস্তুত হ'য়ে আছি বাপ! জয় হর হর শঙ্কর হরে মুরারে।

(নেপথ্যে সৈন্যগণ—জয় হর হর শঙ্কর হরে মুরারে ধ্বনি করণ)

[লক্ষ্মণসিংহের সহিত ভীমসিংহের প্রস্থান।

উমাবাই। মা, আপনি তাহ'লে শীঘ্র বাহির হ'ন, আমি ততক্ষণ চিতাসজ্জার সমুদায় আয়োজন করি গে। লজ্জানিবারিণি! লজ্জা নিবারণ করিস্ মা! [প্রস্থান।

পদ্মিনী। যাও মা, প্রস্তুত হ'য়ে থাক গে। আমার শেষ যুদ্ধ মাত্র অপেক্ষা। আমার আর কি! যে রূপ নিয়ে পদ্মিনী ইহজগতে এসেছিল, সে রূপ এই জগতে রেখেহ পদ্মিনী চ'লে যাবে। যে রূপাগুন চিতোরে স্থান পেয়েছিল, সেই রূপাগুনে চিতোর আজ পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে। [প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

[যুদ্ধক্ষেত্র]

সুরথসিংহের প্রবেশ।

সুরথসিংহ। গীত।

গারাভৈরবী—যৎ।

মা আমি এসেছিলাম দুদিনের তরে।
কেউ সঙ্গের সাথী হ'ল না মা, আমায় ভুলিয়ে দিলে মায়ার ফেরে॥
পথ ভুলেচি যাই মা কোথা, কেউ ত আমার নাই মা হেথা,
ক'য়ে যা মুখের কথা, তোর যা থাক্ মা থাক্ অন্তরে॥
আয় মা চ'লে এলোকেশি আমায় পথ দেখিয়ে দাও,
ওমা ছেলের মাথা খাও—
নৈলে পথে বড় বিপদ তারা, যাব মারা দস্যুর করে॥

[প্রস্থান।

জীবানন্দের প্রবেশ।

জীবানন্দ। কর্ম্ম আমি, পুনঃ এনু কর্ম্মক্ষেত্র-মাঝে—
দেখাইতে কর্ম্মচিত্র মানব-নয়নে।
দেখে যাও নর!
একে একে—কোন্ কর্ম্মে কোন্ গতি হয়।
এই বিশ্বরঙ্গভূমি কর্ম্ম-উপাদানে গড়া,
কর্ম্ম এর কার্য্যো-শক্তি সব,
কর্ম্মে জন্ম, কর্ম্মে মৃত্যু,
কর্ম্মে এর নীল যবনিকা।
দেখে যাও নর—একে—একে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে,
দেখে যাও, কোন্ কর্ম্মে কোন্ গতি হয়।
শ্রেষ্ঠ কর্ম্মবলে মুসলমান ভারত-সম্রাট্,
ক্ষীণ কর্ম্মে অধীন ভারতে তবু স্বাধীন চিতোর,
পুনঃ হায়—প্রবল কর্ম্মের ফলে
সে চিতোর হইবে অধীন।
কিন্তু তবু ক্ষীণ কর্ম্মে তারা ধরামাঝে হইবে বিখ্যাত,
অনন্ত অক্ষয় নাম রহিবে জগতে।
আজ শেষ যুদ্ধ ক্ষত্রিয়-যবনে!
দেখ দেখ নর, কোন্ কর্ম্মে রাজ্য জয় হয়,
আর দেখ—কোন্ অক্ষয় যশের তরী—
ভাসে এই ধরণী সাগর' পর।
তাই কর্ম্ম আমি এনু দেখাইতে কর্ম্মের মোহন দৃশ্য!

(নেপথ্যে সৈন্যগণ—জয় হর হর শঙ্কর হরে মুরারে ও এল্ এলাহি আল্লা দিন্ দিন্ দিন্ ধ্বনি করণ)

জীবানন্দ। ঐ আসে রণোল্লাসে, ক্ষত্রিয় যবনসেনা,
দাঁড়াই পার্শ্বেতে গিয়া।
ঐ ঐ বাজিতেছে রণবাদ্য—বিজয় নিনাদে !

দ্রুতপদে অরিসিংহ ও লক্ষ্মণসিংহের অন্যান্য পুত্রগণের প্রবেশ।

অরিসিংহ। আয় ভাই, শিরীষকুসুমগুলি,
আয় ভাই স্বদেশের তরে,
বাপ্পারার মহাপুণ্য নাম রাখিবারে.
আয় ভাই, ভাই ভাই মিলি—
যবনের রণে প্রাণ করি পণ,
রাখি কীর্ত্তি ভারত-মাঝারে।

সুবীরসিংহ। মরে যাই যাব,
তা ব'লে কি আমাদের এ চিতোর—
যবনে কাড়িয়া লবে ?

অরিসিংহ। হাঁ ভাই, তাই কর পণ।

সৈন্যগণের প্রবেশ।

এস সৈন্যগণ ! রহ সবে একত্র মিলিয়া,
যবনের করহ প্রতীক্ষা আজ জীবনের সহ,
হয় আজ চিতোরনগরী যবনের হবে অধিকার,

নহে এ চিতোর হইবে শ্মশান।

সৈন্যগণ। জয় হর হর শঙ্কর হরে মুরারে!

দ্রুতপদে মুসলমান সৈন্যগণসহ ফজেলের প্রবেশ।

ফজেল। সৈন্যগণ! এইখানে আছে কাফেরের সেনা,
কাতারে কাতারে সবে দাঁড়াইয়া যাও,
বাহির না হ'য়ে যেন যেতে পারে তারা,
রহ পথ আগুলিয়া, চালাও আগ্নেয়-অস্ত্র,
অর্দ্ধ সৈন্য যাও চলি সুদূর উত্তরে,
যে দিকে লক্ষ্মণসিংহ ভীমসিংহ আছে!

মুসলমানসৈন্যগণ। এল এলাহি আল্লা দিন্ দিন্ দিন্।

[অর্দ্ধসৈন্যের প্রস্থান।

অরিসিংহ। আয় রে যবন! আয় রে, আয় রে,
দেখা রে, দেখা রে বিক্রম কত,
সিংহকে জালেতে ফেলিবি কেমনে,
এখন হৃদয়ে বাসনা এত?
আয় রে যবন, আয় রে, আয় রে,
এখন ক্ষত্রিয় জীবিত আছে,
কি ভয় দেখাস্ সেনানী লইয়ে,
এ বীরকুমার অরির কাছে?
ভাল ভাল ভাল ভাল রে কাফের,
ক্ষত পৃষ্ঠ তোর এখন সারে না,

তবু এত বুলি, সাবাসি সাবাসি,
ধন্য ক্ষত্রিয়ের মনের বাসনা!
দাঁড়াও দাঁড়াও যেই ভাবে আছ,
হও না ক' আর কভু আগুয়ান,
কি দেখিচ আর মুসলমানসেনা,
কি ভাবে দেখিছ থাকিতে প্রাণ?

মুসলমানসৈন্যগণ। এল্ এলাহি আল্লা দিন্ দিন্ দিন্।

ক্ষত্রিয়সৈন্যগণ। জয় হর হর শঙ্কর হরে মুরারে।

[উভয় পক্ষের যুদ্ধ ও প্রস্থান

জীবানন্দ। দেখ নর, দেখে যাও ক্রমে ক্রমে সব,
দেখে যাও কর্ম্মের সাহস! ননীর পুতলি যারা—
মাতৃ-অঙ্কে করিত রে পয়োবারি পান,
আজ তারা দেশ তরে প্রাণ দিতে এসেছে সমরে।
ধন্য কর্ম্ম! আমি কর্ম্ম আমি নিজে—
নিজ কর্ম্ম ধন্য ব'লে মানি।
অহো—ঐ ঐ দুগ্ধপোষ্য দশ শিশু বীর অস্ত্রাঘাতে—
পড়িল ধরণী-তলে, অহো—লোমহর্ষণ ঘটনা কিবা!
অহো ভ্রাতৃদুঃখে হইয়া দুঃখিত—
অরিসিংহ আসে ঐ!
রে নয়ন! অন্ধ হ'য়ে যাও,
রে প্রাণ! পাষাণ—পাষাণ হও।

বেগে অরিসিংহের প্রবেশ।

অরিসিংহ। অহো! ছেড়ে গেল একে একে বাহুর বন্ধনী,
খসে গেল একে একে মরমের অস্থি কয়খানা,
দশ সূর্য্য, দশ ইন্দ্র পাত হ'য়ে গেল,
রহিল রহিল শুধু দুর্ভাগা অভাগা!
যাও ভাই! যাও সবে—অমর-আলয়।
একবার কাঁদি, কাঁদি একবার—তারপর যাবে অরি,
তো সবারে ভেটিবারে করি প্রাণদান!
পিতা—পিতা! আসিছেন—ঐ সিংহবৎ বেগে—
আমাদের করিবারে অন্বেষণ! কি দিব উত্তর—
পিতা, পিতা, সব গেছে, সব গেছে, কেউ নাই আর!
(রোদন)

লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ।

লক্ষ্মণসিংহ। অরি—অরি—কুসন্তান, রণ ত্যজি—
ভ্রাতৃদুঃখে হ'য়েচ কাতর!
এ সময় রোদনের নয়,
বাঁচ যদি রোদনের পাইবে সময়।
দেখিয়াছি দূর হ'তে যবন-সমর—
খসে গেল দশদিক হ'তে চিতোরের সূর্য্য চন্দ্র-তারা—
মোর বুকের দশটী ফুল!
কিন্তু বাপ, তবু হইনি কাতর—

কর্ত্তব্যের মুখ প্রতীক্ষায় গেছে পুত্রদশ যবনের রণে,
মরেনি, মরেনি তারা—
সুখময় স্বর্গধামে করিছে ভ্রমণ।
এই লক্ষ্মণসিংহের বুক হ'তে কভু খসেনি তাহারা,
গাঁথা আছে মরমে মরমে।
তবে বাপ অরি, কিসের রোদন?
কেন কর্ত্তব্য কর্ম্মেতে কর অযতন?
যাও যাও শীঘ্র যাও ভ্রাতৃরক্তে করিবারে স্নান,
তর্পণ করহ গিয়ে যবনশোণিতে।
ঐ শোন সৈন্য-কোলাহল,
আসিতেছে সাগর তরঙ্গবৎ,
পঙ্গপাল যেন ছাড়াইতে প্রশস্ত প্রান্তর!
অরি—অরি, দেখ বাপ চেয়ে,
কাঁপিতেছে যেন চিতোরজননী!
অহো, প্রস্ফুটিতা সুন্দরী নলিনী
শিশির সন্ত্রাসে যথা।
না—না ভয় নাই মা আমার! মা—মা—
র'য়েছে লক্ষ্মণসিংহ এখন' জীবিত,
র'য়েছে এখন বেঁচে চিতোরের রাণা,
তবে মা কিসের ভয়—
ক্ষত্রিয়সন্তান যার স্নেহের সন্তান!
যাই যাই—আয় অরি—মাতৃভয় নাশিবারে।

উপযুক্ত পুত্র থাকিতে মাতার,
মা কেন কাঁদিছে ওরে—
মা কেন কাঁপিছে ওরে বিজাতীয় ভয়ে?
না—না আর যেতেও না হবে,
ঐ ঐ আসিছে যবন!
ধর অস্ত্র বাছাধন—অহো—হো,
অসংখ্য অসংখ্য সেনা,
ঐ হ'ল পতিত ক্ষত্রিয়সৈন্য প্রবল দাপটে,
ভয় নাই, ভয় নাই সৈন্যগণ,
হর হর শঙ্কর হরে মুরারে!

অরিসিংহ। আয় আয় দুরন্ত যবন!

[উভয়ের বেগে প্রস্থান।

(নেপথ্যে সৈন্যগণ—জয় হর হর শঙ্কর হরে মুরারে।
এস্ এলাহি আল্লা দিন্ দিন্ দিন্ ধ্বনি কারণ)

জীবানন্দ। অহো, কিবা ভয়ঙ্কর রণ!
দমকে দমকে করে অসির টঙ্কার,
হস্তির বৃংহতি অশ্ব-হ্রেষাস্বন,
নরকলবর, রণবাদ্য—নাচায় বীরের প্রাণ।
ঘোর যুদ্ধ বাধিল আবার!
সিংহে সিংহে দেয় হানা,
চমৎকার রণদৃশ্য না হয় বর্ণন।
অহো—কিবা অরির বিক্রম!

এক অস্ত্রাঘাতে পতিত হইল শত যবনের শির !
গেল গেল যবনের দল, ঐ ঐ পলাইছে সব !
বীরেন্দ্র লক্ষ্মণ ছুটিতেছে তীরবৎ বেগে—
বিদ্যুতের মত কর-অসি ঘুরিতেছে করে !
ধন্য শিক্ষা—ধন্য ক্ষত্র, তোমার সাহস !
ধন্য ক্ষত্র, তব পরাক্রম !
ঐ পার্শ্বে ও কে, ভীমসিংহ ?
আর কে আলাউদ্দিন ? দুইজন—
প্রলয়ের কাল—দুই সম বীর.
দুই যেন উন্মত্ত আগ্নেয়গিরি—
দুই যেন রুদ্রমূর্ত্তি !
কেহ কারে না হঠাতে পারে !
হায় হায়—একেবারে পঙ্গপাল মত—
ছাইল যবন সৈন্য ক্ষত্রসৈন্য সবে।
ক্ষত্রিয়ের এক সৈন্যসাথে—
পঞ্চদশ মুসলমান সেনা করিছে সংগ্রাম !
ঐ ঐ ভূপতিত হইতেছে ক্ষত্রিয়ের সেনা !
তবু রে অচল সম,
একটী—একটী তবু না করিছে পৃষ্ঠ প্রদর্শন !
ধন্য ক্ষত্র সব সমর-প্রতিজ্ঞা !
যাও—যাও—অক্ষয় যশের দীপ জ্বালি—
যাও চলি এই নরক-ভূলোক হ'তে

সুখের দ্যুলোকে !
হায় হায়, ওকি হ'ল,
ক্ষত্রসৈনা কেউ নাই আর !
যবন রাহুব-মুখে সব দিছে ডালি !
তিনমাত্র বীর—
র'য়েছে লক্ষ্মণসিংহ—ভীমসিংহ—অরিসিংহ,
আর মাত্র দুই চারি সেনা !
তবু তারা নিশ্চল অচল—
অহো, দেখ কিবা পরাক্রম !
আসিল আসিল পুনঃ অগনিত যবনের সেনা—
একেবারে চারিদিকে ঘেরিয়াছে সব,
ধন্য অরি, ধন্য অরি—ধন্য লছমন, ধন্য লছমন !
হায় হায়, কি হ'ল !
একেবারে পিতাপুত্রে করিল শয়ন !
চিত্তোরের যশঃরবি গেল অস্তাচলে !
যাও বীর, যাও যাও—অনন্ত স্বরগে—
লভিবারে অনন্ত-বিশ্রাম।
অহো, ঐ ঐ—শোকগ্রস্ত বীর ভীমসিংহ—
উন্মত্তের প্রায়—তীরসম বেগে—
যবনের সৈন্যব্যূহ করি ভেদ—
নিপাতিত করিতেছে সহস্র যবন-শির,
পাছে পাছে ছুটিছে বীরেন্দ্র আলাউদ্দিন।

কিন্তু সম্মুখেতে আসিবারে নারে—
অহো, আহো, ভীমসিংহ, কি বীরত্ব,—
কি শিক্ষা নৈপুণ্য তব।
অই আসে, দুই সিংহ কাঁপাইয়া এ রণ-কান্তার।

ভীমসিংহ ও আলাউদ্দিনের প্রবেশ।

ভীমসিংহ। অন্যায় অন্যায্য রণ,
বিশ্বাসঘাতক চোর আরে রে যবন,
দেখ্ দেখ্ কেমনে ক্ষত্রিয় জানে সংগ্রামে মরিতে,
তথাপি অন্যায় রণ জানে না ক্ষত্রিয়,
তথাপি জানে না তারা রিপুদলে পৃষ্ঠ দেখাইতে,
নাই ত একটী ক্ষত্রিয়ের সেনা—
নিরাশ্রয় আমি,
তবু আয় আলা, দেখি তোর বীরত্ব কেমন!

আলাউদ্দিন। ভীমসিংহ! বীর তুমি বটে
মানিতেছে দিল্লীপতি;
কিন্তু মৃত্যু তব অতি সন্নিকট।

ভীমসিংহ। মৃত্যু, যবনের করে না মরিবে ভীমসিংহ কভু,
এই প্রতিজ্ঞা আমার শেষ প্রাণ থাকিতে কখন,
মরিবে না ভীমসিংহ যবনের হাতে!
সগৌরবে কহি, শোন দিল্লীপতি, আজও আবার পণ—
"মরিবে না ভীমসিংহ যবনের হাতে।"

আলাউদ্দিন। ধর্ অস্ত্র তবে রে কাফের!

ভীমসিংহ। রণমাঝে অতর্কিত ভাবে থাকে না ক্ষত্রিয়—
সদাই প্রস্তুত, এস বীর!

(উভয়ে যুদ্ধ ও পশ্চাৎ হইতে জনৈক মুসলমানসৈনিক আসিয়া ভীমসিংহকে আঘাত)

ভীমসিংহ। অহো, ভীম বজ্রাঘাতসম—
অলক্ষ্যে পশ্চাতে আসি—
কোন্ বীরশ্রেণীহীন পশু—করিলি আঘাত!
যবন—যবন নাম করিলি সার্থক!
তথাপি প্রতিজ্ঞা মোর—
বিন্দুমাত্র রক্তমাঝে এ প্রাণ থাকিতে—
তবু নাহি হবে কভু এ রণ বিশ্রাম!
আয় আলা—
দেখি দেখি কত শক্তি পরাক্রম তোর।

(যুদ্ধ ও আলাউদ্দিনকে আঘাত)

আলাউদ্দিন। (যুদ্ধ করিতে করিতে)
অহো, কিবা তীব্র অসির আঘাত!
বৰ্ম্মচৰ্ম্ম সব ভেদি আসে, আর দাঁড়াতে না পারি।
অহো, কি ছার যোদ্ধা মুসলমান!
ধন্য রে ক্ষত্রিয়, ধন্য ধন্য তোরা,
ধন্য তো সবার বাহুবল!
এই বাহুবলে বিমুখি কেমনে—

আসিল যবন সিন্ধুনদপারে এ ভারতভূমে ?
কি সাধ্য কাহার—
কোন্ বীর সহিবে এ তীব্র অস্ত্রাঘাত !
আমি বীর—আমি মুসলমান—
অজি বীরনীতি-ক্রমে—
পূজা করি সুখ্যাতি-কুসুমে,
স্থাপি এই বীরে বসাইয়া বীরকুল রাজসিংহাসনে !

(পুনর্ব্বার মুসলমানসৈন্য কর্ত্তৃক প্রচ্ছন্নে ভীমসিংহকে আঘাত)

ভীমসিংহ। অহো, পুনর্ব্বার ভীম অস্ত্রাঘাত পুনঃ গুপ্তভাবে !
এই শেষ অস্ত্রাঘাত !
আর নাই আশা,
যাইল চিতোর মোর !
তবু প্রতিজ্ঞা আমার "মরিব না যবনের হাতে",
দেখি দেখি—এই অস্ত্রাঘাত কর্ সহ্য দুরন্ত যবন !

(ভীষণবেগে আঘাতোদ্যত)

ফজলের প্রবেশ।

ফজেল। জাঁহাপনা, জাঁহাপনা, সর্ব্বনাশ ঘটিল শিবিরে,
এক ভীমমূর্ত্তি বৃদ্ধ —
আর তার সাথে দ্বাদশসহস্র সেনা আসি—
ঘোর ভয়ঙ্কর ভীম খড়্গাঘাতে—
এক এক করি সহস্র সহস্র সেনা তব—

পলকে ক্ষরিল ক্ষয়।
সৈন্যচয় ছত্র ভঙ্গ হ'য়ে—চারিভিতে যায় পলাইয়া,
নাহি মাত্র একটা সৈনিক।
অই আসে—অই আসে—ঐ শয়তান—
ঐ তার কণ্ঠস্বর—

নেপথ্যে—কঞ্চুকী। কৈ ভীমা—কৈ ভীমা মোর!

আলাউদ্দিন। অহো, কি ভীষণ! কিবা ঘোর রণ!
ফজেল, যাই হে কেমনে!
এই অস্ত্রাঘাত—এইবার শেষ অস্ত্রাঘাত।
এই অস্ত্রাঘাতে—
কিছুতেই রক্ষা আর না পাবি পামর! (আঘাত)

ভীমসিংহ। অহো—কি অন্যায় রণ!

বেগে কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চুকী। ঐ যে—ঐ যে ভীমা মোর,
ঐ যে রে সে চাঁদ আমার!
আসিয়াছি ভীমা—কর্ রণ—কর্ রণ,
আয় আয় আয় রে যবন!
থাকিতে কঞ্চুকী—
কার সাধ্য করে মোর ভীমা গাত্রে তীব্র অস্ত্রাঘাত।
ভীমা—ভীমা—থাক্ দাঁড়াইয়া,
আহা, বাছার যে সর্ব্বগাত্র হ'য়েছে বিক্ষত!

আয় আয় আয় রে যবন! (ঘোর যুদ্ধ)

আলাউদ্দিন। অহো, আর না দাঁড়াতে পারি,
ফজেল ফজেল দাঁড়াও সম্মুখে—
যাই আমি পলাইয়া,
দেখি গিয়া সৈন্যগণ কিরূপে বিরাজে।

(আলাউদ্দিন-সম্মুখে ফজেলের দণ্ডায়মান ও যুদ্ধ)

[আলাউদ্দিনের প্রস্থান

কঞ্চুকী। মোর ভীমা-গাত্রে কেবা করে অস্ত্রক্ষেপ!
থাক্ বাপ ভীম—

[ফজেলসহ যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান

ভীমসিংহ। দরদরে পড়ে রক্তধারা,
আর না দাঁড়াতে পারি!
অহো, বড় দুঃখ রহিল আমার,
প্রতিজ্ঞা হইল ভঙ্গ,
মরিলাম—যবনের হাতে।
কে আছ কোথায়—
আর না দাঁড়াতে পারি;
অহো, প্রতিজ্ঞা হইল ভঙ্গ,
মরিলাম যবনের হাতে।
কে আছ কোথায়, বন্ধু হ'য়ে কর উপকার,
এখনও যবনের অস্ত্রাঘাতে—
ভীমসিংহ করে নাই ধরায় শয়ন।

জীবানন্দ। এসেছি এসেছি ভাই, ধর মোরে করি আকর্ষণ,
সংসারের কর্ম্মী তুমি, সাধিয়াছ—
সাধ্য চেয়ে সংসারের মহাকর্ম্ম যত!
তাই আমি কর্ম্ম তোমার শুশ্রূষা হেতু—
দাঁড়াইয়া আছি রণমাঝে।
ভীমসিংহ! হ'ও না দুঃখিত ভাই!
সার্থক জীবন তব,
জননী—জনমভূমি রক্ষাহেতু—
নিজ প্রাণ উৎসর্গ করিলে!
সার্থক সার্থক পুত্র তুমি ভারতমাতার!
অনন্ত অক্ষয় নাম তব স্বর্ণাক্ষরে—
রবে লেখা বিশ্ব-ইতিহাসে—
ভীমসিংহ! ধর স্কন্ধ মোর।

বেগে ফজেল ও কঞ্চুকী যুদ্ধ করিতে করিতে পুনঃ প্রবেশ।

কঞ্চুকী। কার সাধ্য আসে মোর ভীমার নিকট—
থাকিতে কঞ্চুকী-প্রাণ!
বাপ ভীমা, থাক্ বাপ,
ও কে—জীবানন্দ!
জীবানন্দ—জীবানন্দ! দিনু বাপ তোমারে ভীমায়!
কর রক্ষা, কর রক্ষা, কর হে শুশ্রূষা!

নিশ্চিন্ত হ'লাম আমি।
কার সাধ্য আসে মোর ভীমার নিকট।

[যুদ্ধ ও উভয়ের প্রস্থান।

ভীমসিংহ। জীবানন্দ! কর নিবারণ কঞ্চুকী পিতায়,
আর রণে নাহি প্রয়োজন।
কেন বৃদ্ধ বৃথা আর মোর তরে হারাবে জীবন।
আর নাহি আশা এ ভীমসিংহের!
অহো—অবসন্ন তনু,
দশহস্তীবলধারী ভীমসিংহ আজ—
যবনের ঘোর অস্ত্রাঘাতে রক্তশূন্য হ'য়ে—
কথা আর না কহিতে পারে,
দন্তে দন্ত যায় জড়াইয়া।
ভাই জীবানন্দ! জীবানন্দ! দুঃখ রহিল আমার,
চিতোরের শেষ আর ভাবি নাই—
ভাবিবার' না আছে সময়,
কিন্তু ভাই, মরিলাম যবনের হাতে!
ভাই জীবানন্দ! ভাই জীবানন্দ!
হবে না কি এ পণ পূরণ?
কর ভাই, কর ভাই, শেষবাক্য রক্ষা মোর—
ধর অস্ত্র, দ্বিখণ্ডিত কর ভীমসিংহে ত্বরা।
এখনও সঞ্জীবনীশক্তিটুকু আছে,
এখনও যবনের অস্ত্রাঘাতে হয়নি মরণ,

এইকালে ভাই জীবানন্দ—
কর মোর প্রতিজ্ঞা পূরণ।

জীবানন্দ। ভাই ভীমসিংহ! আমি ব্রাহ্মণ, নহিক জহ্লাদ—
রাক্ষস পিশাচ নই, তবে এই কঠোর আদেশ—
কেমনে পালিব রাণা!
তার চেয়ে ঐ অস্ত্রাঘাতে জীবানন্দে কর নাশ,
তাহাতে গৌরব আছে মোর।
কি করিবে? কর্ম্মে যদি তব মৃত্যু থাকে যবনের করে,
কেমনে রোধিবে তুমি?
কেন হেন অযথা প্রতিজ্ঞা করিলে রে ভাই!
যাক্ এ প্রতিজ্ঞা হেতু—
কোন মহাপাপ স্পর্শ না করিবে কভু,
এ মৃত্যু তোমার জননী-জনমভূমি তরে,
এ মৃত্যু যাহার হয়,
পরলোকে তার নিত্যধাম বৈকুণ্ঠ ভবন।

ভীমসিংহ। জীবানন্দ! নিত্যধাম বৈকুণ্ঠ ভবন—
অতি তুচ্ছ ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞার কাছে।
তুমি হে ব্রাহ্মণ, জান নাই ক্ষত্রিয়ের পণ?
অহো, কি যন্ত্রণা মোর এই মুমূর্ষু দশায়!
অহো, মরিতে হইল শেষে যবনের হাতে!
এর চেয়ে আজন্ম যদ্যপি কেহ—
রাখিত রে অন্ধকূপমাঝে—

না—না—ভাষা না জুয়ায় আর, ভাই জীবানন্দ—
রহিল জনমভূমি চিতোর আমার—
দেখ' ভাই, মা যেন আমার—
যবনের অত্যাচারে ব্যাকুলা না হয়,
অহো, মরিতে হইল মোরে যবনের হাতে!

পদ্মিনীর প্রবেশ।

পদ্মিনী। রাণা, রাণা, এখনও আছ ত? জীবিত ত? বাপ জীবানন্দ! তুমি অমন ক'রে রাণাকে ধ'রেচ কেন? রাণা ত আমার জীবিত আছে?

ভীমসিংহ। কে—ও—পদ্মিনি!

পদ্মিনী। না রাণা—আমি চিতোরের মৃত্যুরূপিণী! তুমি কেমন আছ?

ভীমসিংহ। যেমন দেখ্‌তে পাচ্চ।

পদ্মিনী। বোধ হয়, আর অধিক সময় নাই, জিহ্বা যে নীরস হ'য়ে এসেচে, ভাল কথা কইতে ত পারচ না।

ভীমসিংহ। না—কথা কইতে কষ্ট হ'চ্চে—আর আশা নাই, কিন্তু পদ্মিনি, আমার প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হ'ল! আমায় শেষে যবনের হাতে ম'র্‌তে হ'ল! পদ্মিনি, এক কাজ কর—আমায় দ্বিখণ্ড ক'রে যাও।

পদ্মিনী। রাণা, তোমার আদেশ এখনি পালন ক'র্‌তেম; কিন্তু পার্‌লেম না। জান ত রাণা, মানুষ স্বার্থের দাস, আমিও সেই

স্বার্থের দাসী, তাই পার্‌লেম না রাণা! তোমার মরণ সময়ের অনুরোধও আমি পালন ক'র্‌তে পার্‌লাম না।

ভীমসিংহ। পদ্মিনি—আমার পদ্মিনি—অনেক সাধের পদ্মিনি, চ'ল্‌লেম, আর না—আর দাঁড়াতে পার্‌চি—না—পদ্মিনি, তুমি আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াও।

পদ্মিনী। না, তাও পারি না রাণা! সেই স্বার্থের অনুরোধে তাও পারি না রাণা!

ভীমসিংহ। কেন পদ্মিনি! এমন রাক্ষসী হ'লে?

পদ্মিনী। রাণা, আমায় একটু সময় দাও, তোমারও মর্‌বার সময় দাও, তা হ'লে আর বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ ক'র্‌তে হবে না। সতীর পক্ষে বৈধব্য-যন্ত্রণা অতি ভয়ানক! এই স্বার্থ রাণা! রাণা, আমারও ত যাবার সময় হ'য়েচে, অন্তঃপুরে চিতানল জ্বলেচে! বাপ জীবানন্দ, এ সময় পত্নীর কর্ত্তব্য স্বামীর সেবা-শুশ্রূষা করা—তা হ'ল না, তা পার্‌লাম না, তাহ'লেই অনন্ত-বৈধব্য-যন্ত্রণা সহ্য ক'র্‌তে হবে। তবে আমি তোমার পুত্রের মত ভালবাসি, তুমি আমার স্বামীর সেবাশুশ্রূষা কর। আর বাপ্, আর একটী আমার অনুরোধ—আমার চিতা-রোহণের পূর্ব্বে যদি আমার রাণার মৃত্যু হয়, তা হ'লে যেন সে সংবাদ আমার কর্ণে প্রবেশ না করে। আমায় যেন "আমি বিধবা হ'লাম" এ সংবাদ না শুনে যেতে হয়! রাণা, রাণা—জীবনসর্ব্বস্ব রাণা! তুমি একাকী যাবে না, আমিও তোমার অগ্রবর্ত্তিনী হ'য়ে যাব। তাহ'লে আমি যাই—তুমিও পরে এস!

ইহজীবনের এই শেষ দেখা হ'ল, পরজীবনে আবার একত্র দেখা হবে (পদধূলি গ্রহণ) তাহ'লে আসি। [প্রস্থান।

ভীমসিংহ। এস পদ্মিনী! এস—ভাই জীবানন্দ, আমার অতিশয় তৃষ্ণা পেয়েচে! বোধ হয় কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে আস্‌চে! আমায় এ সময় একটু জল দাও।

জীবানন্দ। এই কমণ্ডলুতে জল আছে, পান কর ভাই ভীমসিংহ! (জলদান)

ভীমসিংহ। আঃ, অনেকটা তৃপ্তিলাভ ক'র্‌লাম! কিন্তু বুকের মধ্যে যন্ত্রণা! একটা অস্ত্রফলক ভগ্ন হ'য়ে বক্ষে র'য়েছে, পার কি ভাই জীবানন্দ! অসিমুখাগ্রে আমার বক্ষবিদ্ধ ঐ অস্ত্রফলক উত্তোলন ক'র্‌তে! উহু—বড় যন্ত্রণা, বোধ হয় অস্ত্রফলকটা উত্তোলন কর্‌লে অনেকটা শান্তি অনুভব কর্‌তে পার্‌তাম।

জীবানন্দ। তার আর চিন্তা কি? তুমি এইখানে একটু উপবেশন কর, আমি তরবারি দিয়ে তোমার বক্ষের অস্ত্রফলক উত্তোলন ক'রে দিচ্চি। (তরবারি গ্রহণ)

ভীমসিংহ। (উপবেশন করিতে করিতে, স্বগত) অহো, যবনের হাতে ম'র্‌তে হ'ল! দেখি, শেষ উপায়ে ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ ক'র্‌তে পারি কিনা। তাহ'লেও এ মৃত্যুতে আমার গৌরব আছে। (প্রকাশ্যে) হাঁ, এই স্থানে ভাই! তরবারির মুখ বিশেষ সংযত ক'রে অস্ত্রফলক উত্তোলন কর। (স্বগত) আর কেন, এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণের শ্রেষ্ঠ সময় উপস্থিত হ'য়েচে। দেখ্ যবন, দেখ্, দেখ্, বিশ্ব, দেখ, দেখ—মানব চক্ষু

ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা দেখ! (জীবানন্দের অস্ত্রধারণপূর্ব্বক প্রকাশ্যে) ভাই জীবানন্দ, এই ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞা পূর্ণ ক'রে কর্ম্মের ফললাভ ক'রে চ'ল্‌ল। (জীবানন্দের হস্তস্থিত অস্ত্রে বক্ষ বিদ্ধকরণ)

জীবানন্দ। ক'র্‌লে কি, ক'র্‌লে কি ভীমসিংহ! আমায় নিমিত্তের ভাগী ক'রে বীরসূর্য্য, জগতে ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞালোক বিস্তার ক'রে চ'ল্‌লে? অহো, কি ভীষণ ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা! ভাই, ভাই ক'র্‌লে কি?

ভীমসিংহ। ভাই! দুঃখিত হও না, ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞাই এইরূপ! আসি দাদা, আমার চিতোর রৈল দেখ'। এখন দাও হে কর্ম্মরূপী জীবানন্দ! এখন দাও—ভাই, একবার পা দু'খানি—আর সময় নাই, আমার মস্তকে দাও—আর গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম বল, অন্তে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম বল। হায় মা—চিতোরজন্মভূমি, দুরাত্মা ভীমসিংহ তোমায় অধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ ক'রে চ'ল্‌ল! মা, পুত্র হ'য়েছিলাম, পুত্র হ'য়ে পুত্রের কার্য্য ক'র্‌তে পার্‌লাম না। ভাই জীবানন্দ, মা—মা—বড় কষ্ট! মা—মা—মা (মৃত্যু)

জীবানন্দ। আর নাই, ভারতমাতার গৌরব-পুত্র আজ সগৌরবে মাতৃভূমির জন্য হাস্‌তে হাস্‌তে জীবনলীলা উদ্‌যাপন ক'র্‌লে! সন্তানের মহাব্রত আজ সম্পন্ন ক'র্‌লে! কিন্তু হায়, আজ ভারত-আকাশে যশোসূর্য্য একেবারে খসে গেল। ইন্দ্রপাত হ'য়ে গেল! যাও ভাই ভীমসিংহ, যাও, যেখানে স্বদেশ-বৎসল মহাত্মারা অযাচিত উচ্চ স্থান লাভ করেন, তুমিও সেই দেবদুষ্প্রাপ্য মহৎ স্থান অধিকার কর গে! দেবগণ তোমায় পুষ্প চন্দন বর্ষণ করুন।

বেগে কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চুকী। সব পালিয়েচে, একটীও মুসলমানসৈন্য নাই, সকলেই দূরে পালিয়েচে! কৈ আমার ভীমা কৈ? কৈ আমার বাপ কৈ? বাবা ভীম, আমি তোমার সমুদায় শত্রুকে বহিষ্কৃত ক'রে দিয়ে এসেচি! কৈ জীবানন্দ—আমার রাণা কৈ? এই যে এখানে শায়িত! আমার ভীম কি রণ-ক্লান্ত হ'য়ে নিদ্রা যাচ্চে? বাবা ভীম! এখানে কেন নিদ্রা! একি কথা নাই যে! একি জীবানন্দ! আমার ভীমার শ্বাস প্রশ্বাস নাই কেন? তবে কি আমার ভীমা—আমাদিগকে পরিত্যাগ ক'রে পালিয়েচে! ফাঁকি দিয়ে পালিয়েচে! বৃদ্ধকে ভুলিয়ে রেখে পালিয়েচে! ভীমা—ভীমা! বাবা রে—আমি যে তোর বৃদ্ধ কঞ্চুকী পিতা, আমি যে তোর অনেক ভরসা ক'রেছিলাম চাঁদ! তার কি আশ্বাস দিয়ে গেলি ধন! সব শূন্য! সব শূন্যময় অন্ধকার! কি—কি ব'ল্‌চ? আমার ভীমা নিদ্রা গেচে! যদি নিদ্রা গেচে, তাহ'লে চিতোরের রাণা ধূলিশয্যায় শুয়ে কেন? তোমরা কি ব'ল্‌চ? আমার ভীমা অভিমান ক'রেচে? ধিক্ মূর্খ! কার সঙ্গে ভীমা আমার অভিমান ক'র্‌বে? আমার সঙ্গে? কি কি ব'ল্‌চ! আমার ভীমা রণ-ক্লান্তির জন্য কথা কইতে পার্‌চে না? তবে শ্বাস প্রশ্বাস নাই কেন? না—না—না, আমি কার' কথা শুন্‌তে চাই না—বুড়োকে সকলে উপহাস ক'র্‌চ! আমার ভীমা নাই, আমার হাতে গড়া ভীমা নাই,

পালিয়েচে রে—পালিয়েচে, তবে আমি কোথায় যাব? ভীমা—তুই আমায় ছেড়ে গেছিস্—কিন্তু বাপ, আমি তোরে ছেড়ে কিছুতেই থাকতে পার্‌ব না! আয় ভীমা—আয় ভীমা—আয় বাপ, তোকে কোলে ক'রে আমিও তোর সঙ্গে চ'লে যাই চল্—(ভীমসিংহকে ক্রোড়ে গ্রহণ ও মৃত্যু।)

জীবানন্দ। হায় হায়, কি হ'ল! চিতোর শূন্যময় হ'ল! কঞ্চুকী—জগতে অদ্ভুত প্রভুভক্তি আর অকৃত্রিম ভালবাসার অক্ষয় দৃষ্টান্ত রেখে তুমিও চিতোর অন্ধকার ক'রে চ'লে গেলে? যাও—যাও কর্ম্মি, অনন্ত-পুরস্কার লাভ কর গে। ওকি! আবার যে যবনসেনাগণ উন্মত্তের ন্যায় এইদিকে ছুটে আস্‌চে, তাই ত কি করি!

(নেপথ্যে—মুসলমানসৈন্যগণ এল্ এলাহি আল্লা
দিন্ দিন্ শব্দকরণ)

জীবানন্দ। তাই ত, বোধ হয় এরা মৃত ভীমসিংহের দেহ নিতে আস্‌চে। যবনে পুণ্যাত্মা ভীমসিংহের ও কঞ্চুকীর পবিত্র দেহ স্পর্শ ক'র্‌বে! না, না—তা হবে না, আমি থাকতে তা হবে হবে না! আজ আমি স্বয়ং অসি ধারণ ক'র্‌লাম। (অসি ধারণ) আয় দুর্ব্বৃত্ত যবন! দেখি কার সাধ্য আমি বর্ত্তমানে সংসারে প্রকৃত কর্ম্মীর দেহ অপবিত্র ক'র্‌তে সক্ষম হয়! যদি অদূরে কেউ ক্ষত্রিয় থাক, তবে শীঘ্র ভীমসিংহের সৎকার কর গে! ঐ সঙ্গে পরম মহাপুরুষ চিতোরের পরম কুশলাকাঙ্ক্ষী মহাত্মা কঞ্চুকীর পবিত্র দেহও ল'য়ে যাও।

ক্ষত্রিয়গণের প্রবেশ।

[ভীমসিংহ ও কঞ্চুকীর মৃত দেহ লইয়া প্রস্থান।

জীবানন্দ। চল, আমি স্বয়ং আজ দণ্ডায়মান থেকে এই মহাত্মা-দ্বয়ের দেহের সৎকারের আয়োজনাদি ক'রে দি গে! হায়, আজ চিতোরের চির প্রজ্বলিত দীপ নির্ব্বাণ হ'ল, অমাবস্যার অন্ধকারে চিতোর নগরী ছেয়ে গেল!

[প্রস্থান।

ক্রোড় অঙ্ক।

[অন্তঃপুর—প্রজ্বলিত চিতা]

পুরনারীগণ, উমাবাই ও পদ্মিনীর প্রবেশ।

পুরনারীগণ। গীত।

খাম্বাজ মিশ্র—ঢিমা।

আয় ধেয়ে দাবানল, আয় রে বাড়বানল,
আয় রে প্রলয় অগ্নি চিতানলে ছুটে আয়।
পঞ্চ অগ্নি এক হ'য়ে, আয় রে জগত ছেয়ে,
জুড়াক রে ক্ষত্রবালা তার জ্বলন্ত শিখায়॥
লাজহরণ, তাপবারণ, জ্বল জ্বল জ্বল তুমি দ্বিগুণ রাগে;—

লক্ লক্ শিখা, সম মৃত্যুরেখা, জ্বল বহ্নি জ্বল প্রকৃতির চারিভাগে,
দেখুক বিশ্ব, এ চারু দৃশ্য, জীবন তুচ্ছ সতীর সতীত্বে হায় ॥
পদ্মিনী। দে লো দে সখি চিতা জ্বালায়ে দেখুক জগৎ ক্ষত্রিয়নারী,
দেখুক যবন, ভারত-রমণী মোরা কি না করিতে পারি,
সকলে। ধনজন যৌবন সার্থক সখি যার স্বদেশ-সতীত্বে প্রাণ যায় ॥

উমা। মা, আর কেন? ঐ যবনের জয়শব্দ ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হচ্চে, আর ত ক্ষত্রিয়ের জয়ের আশা কিছুই নাই মা!

পদ্মিনী। না বড় মেয়ে! আর আমাদের জয়ের আশা কিছুই নাই। আজ সমুদায় ক্ষত্রিয় রণে আত্মদান ক'রেচে। এখন জ্বলচ্চিতায় যে যার সতীত্ব রক্ষা ক'রে যেতে পার্‌লেই ভারতরমণীর কাজ ক'রে যেতে পার্‌ব। চিতোরের সকল রমণীই ত জহরব্রত উদ্‌যাপন ক'রেছে মা! এখন তুমি আমি মাত্র। যাও মা, চিতানলে আপন হৃদয়ের জ্বালা নিবারণ কর গে যাও। দুরাত্মা দুর্ব্বৃত্ত যবন ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হ'য়ে আস্‌চে!

উমা। তবে আসি মা সতিলক্ষ্মি! আজ এই জহরব্রতে সতীচরণ দর্শন ক'রে আপন আত্মাকে সার্থক করি গে। হে সর্ব্বভুক্ অনল! তোমার বিশাল উদরে আজ চিতোরের দ্বাদশসহস্র অবলাকে স্থান দিয়েচ, দুঃখিনী অবলা উমাবাইকেও স্থান দাও! হে অগতির গতি, অসহায়ের-সহায় দুর্ব্বলের বল বহ্নিদেব! অপবিত্রা মহাপাপিনীকে তোমার পূতদেহে পবিত্র কর।

(নেপথ্যে—এল্ এলাহি আল্লা দিন্ দিন্ দিন্ শব্দ হ'ওন)

উমা। ঐ মা! আর সময় নাই, দুর্ব্বৃত্ত যবন অন্তঃপুরে প্রবেশ

ক'রেছে। আসি মা! হে সর্ব্বভুক্ অনলদেব! ইহা জগতের কর্ম্ম ক'রে চ'ল্‌লাম, পরলোকের কর্ম্ম তুমি কর। এখন তোমার পবিত্র কোলে স্থান দাও। (পতন)

পদ্মিনী। যাও সতিসাধ্বি! নিত্যগোলকে চ'লে যাও! ঐ যে দুরাত্মা যবনগণ আরও নিকটবর্ত্তী হ'য়েচে! ঐ—কে একজন আসচে! চিতানল আরও প্রজ্বলিত কর। অগ্নিশিখা যেন আকাশ-মণ্ডল পর্য্যন্ত প্রধূমিত হয়।

ফজেলের প্রবেশ।

ফজেল। চিতোর শ্মশান হ'য়ে গেল। চিতোর জনপ্রাণীশূন্য হ'ল কিন্তু সতীসুন্দরী পদ্মিনীদেবীকে ত অন্বেষণ ক'রতে পার্‌লাম না! শুন্‌লাম, পদ্মিনীদেবী প্রাণত্যাগ ক'র্‌চেন! ঐ যে চিতাধূম উঠ্‌চে, ঐ যে চিতানল—

পদ্মিনী। হাঁ, এই চিতানল! এইখানেই রাক্ষসী পদ্মিনী আছে। তুমি কে?

ফজেল। আমি মুসলমান।

পদ্মিনী। কি চাও?

ফজেল। পদ্মিনী।

পদ্মিনী। তুমি স্বয়ং?

ফজেল। না, আমাদের বাদ্‌সার প্রয়োজন।

পদ্মিনী। যাও, তবে তোমার বাদ্‌সাকে ডেকে দাও, আমিই পদ্মিনী, আমি এখনও তাঁর জন্য অপেক্ষা ক'র্‌ছি।

ফজেল। (স্বগত) ইনিই পদ্মিনীদেবী! আহা, মায়ের কি রূপ! ধিক্ কামান্ধ সম্রাট্! তুমি এই রূপের জন্য পাগল? উন্মাদ! তুমি এ রূপের তেজঃ কিরূপে সহ্য ক'র্‌বে? মায়ের রূপে যে পুড়ে যাবে। (প্রকাশ্যে) মা! আমি মুসলমান বটে, কিন্তু মুসলমানকুলের কলঙ্ক নই। বংশে শতপুত্র হ'লে কি হবে মা! এক পুত্রই বংশ উজ্জ্বল করে। সেইমত মুসলমানকুলের কলঙ্ক আলাউদ্দিনের চরিত্র দেখে যেন মুসলমান জাতির প্রতি ঘৃণা ক'রিস্ নে। ভয় নাই মা, সতিসাধ্বি, ভয় কি, তোর জীবনের সাধনা অতি মহৎ! সেই সাধনাবলের নিকট আলাউদ্দিনের বল-বিক্রম অতি ক্ষুদ্র, অতি অসার! এখন আসি মা, প্রভু আজ্ঞা প্রতিপালন করি গে। [প্রস্থান।

পদ্মিনী। যাও বাছা, তোমার প্রভুকে এখানে প্রেরণ কর গে। দুর্বৃত্ত যবন এসে দেখুক, ভারতরমণী ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে—বল-বিক্রমের ভয়ে আপনার সতীত্ব বিনিময় করে না। রাণা—রাণা, তুমি কোথায় আছ, তা জানি না, কিন্তু আমি প্রস্তুত হ'য়েচি! দাও সতি! অগুরু চন্দন-চুয়া চিতানলে ছড়িয়ে দাও।

(সহচরীগণের অনলকুণ্ডে পতন)

সৈন্যসহ আলাউদ্দিনের প্রবেশ।

আলাউদ্দিন। কৈ কোথায় পদ্মিনি,

যার তরে এ চিতোর করিনু শ্মশান—
কৈ মোর সেই প্রেয়সী প্রধান?
ঐ যে—ঐ যে দাঁড়াইয়া স্থির বিদ্যুল্লতা!

ওকি প্রিয়তমে, কি মানসে চিতানল পার্শে তুমি ?
ভয় নাই আর—ভীমসিংহ ছেড়েছে পরাণ,
আর ভয় কিবা, নাই ক্ষত্র আর !
এ চিতোরে কারে ভয় তোমার সুন্দরি !
ওকি জ্বলন্ত অনলপাশে কি মানসে আছ দাঁড়াইয়া ?
তবে কি অনলমাঝে আত্মত্যাগে, মোরে দিয়ে ফাঁকি ?
তা হবে না প্রিয়তমে ! সৈন্যগণ, ঘের চতুর্ভিতে,
যেন চিতামাঝে প্রবেশিতে নারে আমার পদ্মিনী।

(সৈন্যগণ গমনোদ্যত)

পদ্মিনী। থাক্, ঐখানেই থাক্, পদমাত্র অগ্রসর হ'ও না আলাউদ্দিন ! তুমি যার জন্য এখানে আস্‌বে, তা তোমার আস্‌বার পূর্ব্বেই সে তোমার এই চিতানলে অন্তর্ধান হ'য়ে যাবে। (আলাউদ্দিন সৈন্যসহ স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান) দেখ, তোমায় আমায় কত ব্যবধানে আছি। এখন দেখ আলাউদ্দিন ! আমার রূপ দেখ ! যে রূপের মোহে নিজের অসংখ্য সেনার প্রাণ জলাঞ্জলি দিয়েচ, বার হাজার রাজপুতের রক্তপান ক'রেচ, বার হাজার রাজপুতকামিনীর দেহ ভস্ম ক'রেচ, দেখ আলাউদ্দিন, আজ ভাল ক'রে চেয়ে দেখ, সেই সর্ব্বনাশময় পোড়ারূপ !

আলাউদ্দিন। না পদ্মিনী, ও পোড়ারূপ নয়, তুমি বোঝ নি, ঐ রূপের জন্যই আমি এত ক'রেচি।

পদ্মিনী। এই রূপের জন্যই ক'রেচ সত্য, মিথ্যা বল নাই আলাউদ্দিন ! কিন্তু এ রূপের পরিণাম কি জেনেচ ?

আলাউদ্দিন। ও রূপের পরিণাম কি পদ্মিনি!

পদ্মিনী। এ অনল-কুণ্ড জ্বল্‌চে কেন, তা জান?

আলাউদ্দিন। ভামিনি, তোমার নিজের প্রাণত্যাগের জন্য।

পদ্মিনী। তখন এ রূপের পরিণাম কি হবে আলাউদ্দিন?

আলাউদ্দিন। ভস্ম!

পদ্মিনী। তাই। ছিঃ ছিঃ নির্ব্বোধ আলাউদ্দিন, এই ছাই ভস্মের জন্য তুমি এত অসংখ্য প্রাণীর প্রাণ হত্যা ক'র্‌লে? একটুকু কি বুঝে দেখ্‌লে না, যে রূপের পরিণাম ছাই ভস্ম,সেই ছাই ভস্মের জন্য আমি দয়া মায়া শূন্য হ'য়ে কেমন ক'রে এই নৃশংস রাক্ষস চণ্ডালের কার্য্য করি! আরও আলাউদ্দিন। তুমি বাদ্‌সা, রাজ্যের পিতা পিতার কি এই কর্ত্তব্য যে পরনারীর প্রতি দৃষ্টি!

আলাউদ্দিন। না, না পদ্মিনি, অমন কঠোর বাক্য ব'ল না, নারীকুলের তুমি শীর্ষস্থানীয়া, পায়ে ধরি, আমার প্রতি নিদয় হ'ও না। (অগ্রসর)

পদ্মিনী। আলাউদ্দিন! ছিঃ ছিঃ, মূর্খ তুই—থাক্, ঐখানে থাক্, পশু, ঐখানে থাক্, রূপতৃষ্ণা এখনও যদি নির্ব্বাণ না হ'য়ে থাকে, তা হ'লে এখনও ঐখান হ'তে রূপ-তৃষ্ণা নির্ব্বাণ কর্। কিন্তু এলেই আমি অনলে ঝাঁপ দোব, তৃষ্ণা আর মিট্‌বে না। তুই আমায় কি এখনও লাভ ক'র্‌বি মনে ক'রেচিস্! আলাউদ্দিন, আমি অনেক মূর্খ দেখেছি, কিন্তু এমন মূর্খ কখন দেখি নাই। এই জ্বলচ্চিতা দর্শন ক'রেও মনে হ'চ্চে—পদ্মিনী তোর হবে?

আলাউদ্দিন। নিশ্চয় হবে—নিশ্চয় হবে।

পদ্মিনী। তবে হ'ক্! দেখি বামন কেমন করে চাঁদ ধরে!

আলাউদ্দিন। এই মুহূর্ত্তে ধ'র্‌বে, সৈন্যগণ শীঘ্র পদ্মিনীকে ধর।

পদ্মিনী। হে অনল! আমায় কোলে স্থান দাও। (পতন)

(সচকিতে সকলের দৃষ্টিপাত)

আলাউদ্দিন। একি একি—স্বপ্ন না সত্য! জ্বলন্ত চিতায় সামান্য সতীত্বের জন্য, সামান্য স্ত্রীপুরুষের ভালবাসার জন্য, অমন রূপের মায়া না ক'রে—অনায়াসে হাস্‌তে হাস্‌তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলে! একি মানবী! না, তা হ'তে পারে না। ধন্য হিন্দু! ধন্য হিন্দু-রমণি! আমি মুসলমান, আমি আজ মুক্তকণ্ঠে সগৌরবে তোমাদের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার ক'র্‌চি! ধন্য পদ্মিনি, তুমিই ধন্য! কিন্তু হায় হায়, ক'র্‌লাম কি? যার জন্য এত ক'র্‌লাম, সেই সংসার-সর্ব্বস্বকে পেলাম না? আমি কেমন ক'রে দিল্লীতে এ মুখ দেখাব! পদ্মিনি, যথার্থই আমি তোমাকে ভালবেসেছিলাম, সে ভালবাসা ভুল্‌ব না। সতি, রমণীকুলের শিরোমণি! তুমি যেমন ভীম-সিংহের জন্য জ্বলচ্চিতায় প্রাণ দিয়ে জগতে অক্ষয় নাম সংগ্রহ ক'র্‌লে, আমিও তেমনি তোমার ভালবাসার আদর্শ চিত্র জগতে দেখাব। এই জ্বলমান বহ্নিতে আমার এ দুরাশাময় দেহের পতন হবে। (পতনোদ্যত)

জীবানন্দের প্রবেশ।

জীবানন্দ। কর কি, কর কি আলাউদ্দিন, ভ্রান্ত হ'য়ে ক'র্‌চ

কি ? আর কেন কর্ম্মির কামনারূপিণী পদ্মিনী ত ঐ চিতানলের সঙ্গে ভস্ম হ'য়েচে। কেন ছাই ভস্মের সহিত মিশ্‌তে চাও ? যাও, এখন দিল্লীতে প্রস্থান কর, একদিন সকলেই ছাই ভস্ম হ'বে।

আলাউদ্দিন। অ্যাঁ অ্যাঁ, পদ্মিনীকে আর পাব না ?

জীবানন্দ। পদ্মিনী এখন ছাই ভস্ম !

আলাউদ্দিন। এই ছাই ভস্মের জন্য আমি এত নরহত্যা ক'র্‌লাম ! ধিক্‌ ধিক্‌ আমায় ! হায় হায়, এই ছাই ভস্মের জন্য আমি উজ্জ্বল মুসলমানকুলে কলঙ্ক দিলাম !

ফজলের প্রবেশ।

ফজেল। সাহেনসা ! এখন ছাইভস্মের কথা আর কেন ! এখন কর্ত্তব্য কার্য্য ক'র্‌বেন চলুন ! আর কেন, যথেষ্ট হ'য়েচে ! এখন নিজেদের পোড়ামুখ ল'য়ে, মুসলমান নামের কলঙ্ক ল'য়ে এ স্থান হ'তে শীঘ্র পালাই চলুন। সৈন্যগণ, তোমারাও এস।

[জীবানন্দ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

জীবানন্দ। এতদিনের পর চিতোরকার্য্যে অবসর পেলাম। ও কে ভৈরবী ? এসেচ, এস।

ভৈরবীর প্রবেশ।

জীবানন্দ। মা চিতোরের কর্ম্ম ফুরিয়েচে।

ভৈরবী। আমিও চিতোরের ফল কুড়িয়ে রেখেচি।

জীবানন্দ। আমিই চিতোর শ্মশান ক'রেচি মা!

ভৈরবী। আমিও চিতোরকে বৈকুণ্ঠ ক'রেচি বাবা!

জীবানন্দ। ভীমসিংহ ম'রেচে, লক্ষ্মণসিংহ ম'রেচে, অরিসিংহ আদি লক্ষ্মণসিংহের দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে কেউ নাই! উমাবাই, পদ্মিনী কেউ নাই মা!

ভৈরবী। কেউ মরেনি বাবা, তারা অমর হ'য়েচে। ঐ দেখ বাবা, তারা কোথা—

পটপরিবর্ত্তন

[বৈকুণ্ঠ]

বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পদমূলে ভীমসিংহ, লক্ষ্মণসিংহ, অরিসিংহ প্রভৃতি লক্ষ্মণসিংহের পুত্রগণ, পদ্মিনী ও উমাবাই আসীন।

ভৈরবী। গীত।

ঐ দেখ্‌রে যারা স্বদেশের তরে প্রাণ করে বিসর্জ্জন।
তারা অন্তে শ্রীকান্তের পায় কমলাসেবিত কমল-চরণ॥
জ্ঞান ভক্তি যত দেখ মূলে কর্ম্ম ভাই,
কর্ম্ম হয় না অন্য কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ তাই,
সেই কর্ম্মরূপী পরম ব্রহ্মে কর সব সমর্পণ।

যবনিকা পতন।

সুপ্রসিদ্ধ প্রতিভাবান্ নাট্যকার

শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

নাটকাবলী।

১। জয়দেব। (একাদশ সংস্করণ) ন্যাশন্যাল, ষ্টার, মিনার্ভা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ থিয়েটারসমূহে সুখ্যাতির সহিত অভিনীত। মূল্য ১৲।

২। ব্রহ্মতেজ। (ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অভিনীত) এই নাটকের অভিনয়ে একদিন ন্যাশন্যাল রঙ্গমঞ্চ শ্রেষ্ঠ থিয়েটার বলিয়া আদৃত হইয়াছিল। মূল্য ১৲।

৩। নীলকণ্ঠ। (ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অভিনীত) সমুদ্র মন্থনের ঘটনায়—গ্রন্থখানিতে যেন সুধা উত্থিত হইতেছে। মূল্য ॥০

৪। প্রবীর পতন বা জনা। (অষ্টম সংস্করণ) অভয়দাসের যাত্রায় অভিনীত। এই নাটকের অভিনয়ে যাত্রার যুগান্তর হইয়াছে, আজ পর্য্যন্ত এই নাটকের বিজয় দুন্দুভি বঙ্গের প্রতি গৃহে গৃহে নিনাদিত। মূল্য ১।০

৫। দাতাকর্ণ। (দ্বিতীয় সংস্করণ) অভয় দাসের যাত্রায় অভিনীত। এই নাটকের অভিনয়কালে পাষাণও বিদীর্ণ হয়। মূল্য ১।০

৬। কালকেতু। (অভয় দাস ও প্রসন্ন নিয়োগীর যাত্রায় অভিনীত) কবিকঙ্কণ চণ্ডী অবলম্বনে লিখিত। মূল্য ১।০

৭। কালাপাহাড়। (দ্বিতীয় সংস্করণ) গিরিশ চাটুয্যের যাত্রায় অভিনীত। এই গীতাভিনয় অভিনয় করিয়া গিরিশ চট্টোপাধ্যায়ের যাত্রা

সম্প্রদায় কালাপাহাড়ের দল নামে অভিহিত হইয়াছিল। ইহা অপেক্ষা এই নাটকের সুযশঃ আর কি হইতে পারে? মূল্য ১৷৹

৮। মহীরাবণ। (পৌরাণিক নাটক) গ্রন্থকার মফঃস্বলের অধিকারিগণের জন্য এই নূতন গীতাভিনয় লিখিয়াছেন। ইহাতে নবরসের স্রোত সমভাবে বহিতেছে। মূল্য। ১৷৹

৯। রুক্মাঙ্গদ রাজার হরিবাসর। (দ্বিতীয় সংস্করণ) মথুর সাহার যাত্রায় অভিনীত। এই হরিবাসর অভিনয় করিয়াই মথুর সাহার এত নাম ও বিপুল প্রসার। মূল্য ১৷৹

১০। প্রহ্লাদ চরিত্র। (মথুর সাহার যাত্রায় অভিনীত) ইহার কল্পনা অতি সুন্দর ও অতি মনোরম। মূল্য ১৷৹

১১। শুকদেব চরিত। (মথুর সাহার যাত্রায় অভিনীত)। এই নাটকের রচনা অতি সুন্দর। মূল্য ১৷৹

১২। ভৃগুচরিত। (দ্বিতীয় সংস্করণ, মথুর সাহার যাত্রায় অভিনীত) ভৃগু নারায়ণের বক্ষে পদাঘাত করিয়াছিলেন, সেই ভৃগুর বাল্যজীবন হইতে শেষ জীবন পর্য্যন্ত সমুদয় বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ১৷৷৹

১৩। শেষ প্রভাস বা যদুবংশধ্বংস। (মথুরানাথ সাহার যাত্রায় অভিনীত) ইহা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। হাফ্‌টোন ছবি মণ্ডিত, মূল্য ১৷৷৹

১৪। পদ্মিনী। (ষষ্ঠ সংস্করণ) ঐতিহাসিক নাটক, মথুর সাহার যাত্রায় অভিনীত। এই পদ্মিনীর অভিনয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, সুন্দর কাপড়ে বাঁধান। মূল্য ১৷৷৹

১৫। লবণ সংহার। (রামলাল চাটুয্যের যাত্রায় অভিনীত) এরূপ অভিনয়োপযোগী গীতাভিনয় অতি অল্প। হাফ্‌টোন ছবি সহ সুন্দর কাপড়ে বাইণ্ডিং। মূল্য ১৷৹

১২নং হরীতকী বাগান লেন।

১৬। চাণক্য। (মথুর সাহার যাত্রায় অভিনীত) সংস্কৃত মুদ্রা-ক্ষস অবলম্বনে লিখিত। মূল্য ১॥০

১৭। দুর্গাসুর। (দ্বিতীয় সংস্করণ) মথুর সাহার যাত্রায় অভিনীত। ইহাতেই সেই অষ্টমাতৃকার মূর্ত্তি মনোমুগ্ধকর রস-তরঙ্গে পবিত্রভাবে বহিয়া যাইতেছে। সুন্দর বাঁধান মূল্য ১॥০

১৮। দীনবন্ধু। (ধর্ম্মমূলক নাটক, মথুর সাহার যাত্রায় অভিনীত) উড়িষ্যান্তর্গত যাজপুরনিবাসী বন্ধু মহান্তির উপাখ্যান লইয়া এই নাটক লিখিত। নবরসপ্রধান এরূপ ঘটনা-বৈচিত্র্যময় নাটক বাঙ্গালায় এই নূতন। বাঁধান মূল্য ১॥০

১৯। তারা। (পৌরাণিক নাটক, দ্বিতীয় সংস্করণ) মথুর সাহার যাত্রায় অভিনীত। আদর্শচরিত্রা তারার চিত্র—ভ্রাতৃস্নেহের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রভৃতি নীতি ইহার ছত্রে ছত্রে দেখিতে পাইবেন। সুন্দর বাঁধান, মূল্য ১॥০

২০। অলর্ক-চরিত। (মথুর সাহার যাত্রায় অভিনীত) রসভাবপূর্ণ ঘটনাবৈচিত্র্যময় অপূর্ব্ব নাটক; অধঃপতিত ব্রাহ্মণের পুনরভ্যুদয়! সত্য ও মায়ার সশরীরে আবির্ভাব। মূল্য ১।০

২১। অন্নপূর্ণা। (ত্রৈলোক্যতারিণীর যাত্রায় অভিনীত) কন্তারে সুন্দর চিত্র। রচনা-কৌশল, চরিত্র চিত্রণ ও ভাব-মাধুর্য্য অতীব সুন্দর। মূল্য ১।০

২২। বিদুর। (মথুর সাহার যাত্রায় অভিনীত) এই নাটকে বিদুরের মহৎ চরিত্র মহত্তরভাবে অঙ্কিত। মূল্য ১॥০

২৩। মান। (মথুর সাহার যাত্রায় অভিনীত) ষড়রসের আধার, গানের পদে বীণার ঝঙ্কার। মধুর—মধুর—বড় মধুর—বিধুর জ্যোৎস্না বিজড়িত ভক্তের প্রাণ—বৈষ্ণবের ধ্যান—ভাবুকের ভাব কবিত্বের প্রস্রবণ। কাপড়ে সুন্দর বাঁধা মূল্য ১॥০

২৪। রাণী জয়মতী। (ঐতিহাসিক নাটক) মথুর সাহার যাত্রায় অভিনীত। নূতন ধাঁজে—নূতন ছাঁচে—নূতন ভাবে—নূতন নাটক। সুন্দর কাপড়ে বাঁধা, স্বর্ণখচিত। মূল্য ১৷৹

২৫। রাম-নির্ব্বাসন। (মথুর সাহার যাত্রায় অভিনীত) এই পুস্তক পাঠে চক্ষের জলধারা ধরিয়া রাখিতে পারিবেন না। প্রত্যেক চরিত্র, চক্ষের সম্মুখে যেন জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিবে। মূল্য ১৷৹

২৬। শ্রীগৌরাঙ্গ। (মথুর সাহার যাত্রায় অভিনীত) ইহাতে মহাপ্রভুর জন্ম হইতে জগাই মাধাই উদ্ধার প্রভৃতি বহু ঘটনা আছে। বিষ্ণুপ্রিয়ার করুণ সঙ্গীতে পশু-পক্ষীও কাঁদিয়া উঠে। মনোমত বস্ত্রে বাঁধা। মূল্য ১৷৹

২৭। মেঘনাদ। (মথুর সাহার যাত্রায় অভিনীত) প্রতিদিনই অভিনীত হইতেছে, সুতরাং বলিবার কি আছে? মূল্য ১৷৹

২৮। ক্ষণাদেবী। (নূতন গীতাভিনয়, মথুর সাহার যাত্রায় অভিনীত, নায়ক প্রভৃতি সংবাদপত্রে প্রশংসিত) বর্ত্তমান সময়ে ক্ষণার বিজয়ধ্বজা পতপত শব্দে উড়িতেছে। মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা।

২৯। জয়লক্ষ্মী। নূতন গীতাভিনয়। এমন প্রাণোন্মাদকর নাটক এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। প্রতিদিনই ইহার অভিনয়—ইহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতেছে। উৎকৃষ্ট সিল্ক কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ১৷৹

৩০। সংজ্ঞার স্বয়ংবর—নূতন গীতাভিনয় (যন্ত্রস্থ) মূল্য ১৲

৩১। ভক্তের ভগবান—নূতন গীতাভিনয় মূল্য ১৲

অন্যান্য—সত্যনারায়ণ—(ব্রতকথা) মূল্য ৴৹। রগড়—(প্রহসন) মথুর সাহার যাত্রায় অভিনীত মূল্য ।৹। অলোকচতুরা—(স্ত্রীপাঠ্য) গার্হস্থ্য উপন্যাস) মূল্য ৷৹ আনা।

শাস্ত্রপ্রকাশ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

অন্যান্য গ্রন্থাবলী। (দেবনাগর অক্ষরে)

ভট্টিকাব্যম্—১—৯ সর্গ, মূল, জয়মঙ্গল ও ভরতটীকা সহ।

ভট্টিচন্দ্রিকা—(ভট্টির অন্বয় খণ্ড) ১—৯ সর্গ, ইহাতে য় বাচ্যপরিবর্ত্তন সরলার্থ, ধাতুরূপ এবং সংক্ষিপ্তসার, কলাপ সুপদ্ম ব্যাকরণের জ্ঞাতব্যবিষয়, টিপ্পনী, সর্গসংক্ষেপ বাঙ্গালা, রাজী ও হিন্দি অনুবাদ প্রভৃতি ছাত্রগণের পাঠোপযোগী দায় বিষয় বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে একত্রে দুইখানি ৩॥০

ভট্টিকাব্যম্—৯—২২ সর্গ সানুবাদ সটীক মূল্য ৩৲

রঘুবংশম্—১—১৯ সর্গ, ভট্টির ন্যায় দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। খণ্ডে মূল, মল্লিনাথকৃত সঞ্জীবনী টীকা, দ্বিতীয় খণ্ডে রণসম্বন্ধীয় বিষয়, পৌরাণিকী বার্ত্তা, ভৌগলিক বিবরণ, লদাসের জীবনী, অন্বয়, বাচ্যান্তর, সরলার্থ, ভাবার্থ, বঙ্গানুবাদ, রাজী অনুবাদ, হিন্দি অনুবাদ পরীক্ষার প্রশ্নমালা ইত্যাদি য় জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। উভয় খণ্ডের মূল্য ২॥০

মারসম্ভবম্—১—৭ সর্গ, দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। রঘু-শের ন্যায় সমুদয় বিষয় লিখিত হইয়াছে। মূল্য ১॥০ টাকা।

মেঘদূতম্—দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। রঘু ও কুমারের ন্যায় ভাবে লিখিত, মূল্য ১৲ টাকা।

শাস্ত্রপ্রকাশ কার্য্যালয়

সাহিত্যদর্পণ—মূল ও রামচরণ তর্কবাগীশ কৃত টীকা উদাহৃতশ্লোকের ব্যাখ্যা সহ মূল্য ২॥০ টাকা।

সংস্কৃতবোধিকা—প্রথম ভাগ, প্রথম সংস্কৃত পাঠার্থিগণের বিশেষ উপযোগী পুস্তক, মূল্য ৵০

বাঙ্গালা অক্ষরে—মুগ্ধবোধ ব্যাকরণম্ ৩৲, সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণম্ ৪৲, ছন্দোমঞ্জরী ॥০, হিতোপদেশ ॥০, শ্রুতবোধঃ ৵০ শ্রীমদ্ভাগবতম্ (দশম স্কন্ধ) মূল, চারিটী টীকা সহ মূল্য ১২ উপনিষদাবলী ১২৪ খানির মধ্যে ১০ খণ্ডে ৭৬ খানি বাহির হইয়াছে। প্রত্যেকের মূল্য ১৲ আগ্নেয়পর্ব্বম্ ১॥০

প্রাপ্তিস্থান—শাস্ত্রপ্রকাশ কার্য্যালয়,

১২ নং হরীতকী বাগান লেন, কলিকাতা।

B1120